ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপারসম্বিৎসুখসাগরেঽস্মিন্, লীনম্ পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ।"

ভাগ | "একএব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ। | মাস
সংখ্যা | শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি।" | দিরুজে —— —— মূল্য

অত্রি সংহিতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি শ্রাদ্ধকর্ম্মণি যে দ্বিজাঃ।
পিতৄণামক্ষয়ং দানং দত্তং যেষাঞ্চ নিষ্ফলং।

শ্রাদ্ধ ক্রিয়া কালে যে দ্বিজ গণকে দান করিলে পিতৃ গণকে অক্ষয় দান করা হয় ও যাহাদিগকে দান করিলে সমস্ত নিষ্ফল হইয়া থাকে, তদ্বিষয় বলিতেছি।

ন হীনাঙ্গো ন রোগী চ শ্রুতিস্মৃতিবিবর্জ্জিতঃ।
নিত্যং চানৃতবাদী চ বণিক্ শ্রাদ্ধে নভোজয়েৎ॥

যে ব্রাহ্মণ কোন অঙ্গহীন (অন্ধ, খঞ্জ আদি) অথবা রোগ গ্রস্ত বা শ্রুতি স্মৃতি আদি শাস্ত্রাধ্যয়ন বর্জ্জিত, সদা মিথ্যাবাদী কিম্বা যে বণিকবিপ্র, শ্রাদ্ধ কালে সে ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে না।

হিংসারতশ্চ কপটঃ উপপত্যঃ শ্রুতশ্চ যঃ।
কিঙ্করং কপিলং কাণং শ্বিত্রিণং রোগিণং তথা।
দুশ্চর্ম্মাণং শীর্ণকেশং পাণ্ডুরোগং জটী তথা।
ভারবাহক জ্যৌতিষ দ্বিভার্য্যং বৃষলীপতিং।
দেবকারী বৈদ্যিক বহুভোক্তা দীর্ঘকাল না।
হানাভিশিক্ষাপদে বা উদ্ঘাপনহেতবাঃ।

পরহিংসাকারী, কপটাচারী, অজ্ঞাত কুলশীল, দাসদাসত্বকারী, চিত্র বিচিত্রাঙ্গ, একচক্ষু হীন, কুষ্ঠগ্রস্ত, রোগী, দুশ্চর্ম্মা (যাহার গাত্র চর্ম্ম ফাটা বা কদর্য্য) শীর্ণ কেশ (টাকপড়া) পাণ্ডুরোগী, জটাধারী, ভারবাহী, জ্যোতিষী, দুই স্ত্রীর স্বামী, শূদ্রাপতি, বহুভক্ষ ভোজনকারী বা সৎকার্য্যে বিঘ্নকারী, অনাচারী, অধিক বা অল্পবয়স্কধারী ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধীয় ভোজন কালে অবশ্যই পরিহার করিবে।

বহুভোক্তা দীনমুখো মৎসরো ক্রূরবুদ্ধিমান্।
এতেষাং নৈব দাতব্যং কদাচিত্ প্রতিগ্রহঃ না।

বহুভোজী রোরুদ্যমানবদন (কাঁদো কাঁদো মুখ) মাৎসর্য্য যুক্ত ও ক্রূর বুদ্ধি ব্রাহ্মণ গণকে কখনই দান করিবে না ও তাহাদিগকে প্রতিগ্রহ করিবার অধিকার দিবে না।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।
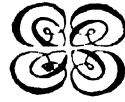
ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনম্ পরেব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

৮ম ভাগ	"একএব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।	শকাব্দা ১৮০৭
২য় সংখ্যা	শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"	জ্যৈষ্ঠ——— পূর্ণিমা

অত্রি সংহিতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অতপরং প্রবক্ষ্যামি শ্রাদ্ধ কর্ম্মণি যে দ্বিজাঃ।
পিতৃণামক্ষয়ং দানং দত্তং যেষান্তু নিষ্ফলং॥

শ্রাদ্ধ ক্রিয়া কালে যে দ্বিজ গণকে দান করিলে পিতৃ গণকে অক্ষয় দান করা হয় ও যাঁহাদিগকে দান করিলে সমস্ত নিষ্ফল হইয়া থাকে, তদ্বিষয় বলিতেছি।

ন হীনাঙ্গো ন রোগী চ শ্রুতি স্মৃতি বিবর্জ্জিতঃ।
নিত্যং চানৃতবাদী চ বণিক্ শ্রাদ্ধে নভোজয়েৎ॥

যে ব্রাহ্মণ কোন অঙ্গহীন (অন্ধ, খঞ্জ আদি) অথবা রোগ গ্রস্ত বা শ্রুতি স্মৃতি আদি শাস্ত্রাধ্যয়ন বর্জ্জিত, সদা মিথ্যাবাদী কিম্বা যে বণিক্‌বিপ্র, শ্রাদ্ধ কালে সে ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে না।

হিংসা রতঞ্চ কপটং উপগুহ্য শ্রুতঞ্চ যঃ।
কিঙ্করং কপিলং কাণং শ্বিত্রিণং রোগিণং তথা।
দুশ্চর্ম্মাণং শীর্ণকেশং পাণ্ডুরোগং জটাধরং।
ভার বাহিত রৌদ্রঞ্চ দ্বিভার্য্যং বৃষলী পতিং॥
ভেদকারী ভবেচ্চৈব বহুপীড়াকরোপি বা।
হীনাতিরিক্তগাত্রো বা তমপ্যপনয়েত্তথা॥

পরহিংসাকারী, কপটাচারী, অজ্ঞাত কুলশীল, নীচদাসত্বকারী, চিত্র বিচিত্রাঙ্গ, এক নেত্র হীন, কুষ্ঠগ্রস্ত, রোগী, দুশ্চর্ম্ম (যাহার গাত্র চর্ম্ম ফাটা চটা বা কদর্য্য) শীর্ণ কেশ (টাকপড়া) পাণ্ডুরোগী, জটাধারী, ভারবাহী, ভাঁড়, দুই স্ত্রীর পতি, বেশ্যাগামী, বন্ধুত্ব ভেদকারী বা সৎকার্য্যের বিঘ্নোৎপাদক, অত্যাচারী, অধিক বা ন্যূনাবয়বধারী ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধীয় ভোজন কালে অবশ্যই পরিহার করিবে।

বহু ভোক্তা দীন মুখো মৎসরো ক্রূর বুদ্ধিমান্।
এতেষাং নৈব দাতব্যং কদাচিত্তু প্রতিগ্রহঃ॥

বহুভোজী রোরুদ্যভাবাপন্ন (কাঁদো কাঁদো মুখ), মাৎসর্য্য যুক্ত ও ক্রূর বুদ্ধি ব্রাহ্মণ গণকে কখনই দান করিবে না ও তাহাদিগকে প্রতিগ্রহ করিবার অধিকার দিবে না।

অথচেন্মন্ত্রবিদ্যুক্তঃ শারীরৈঃ পংক্তি দূষণৈঃ।
অদূষ্যস্তং যমঃপ্রাহ পংক্তিপাবন এব সঃ॥

কিন্তু যদি কেহ বেদ বা অন্য সদ্বিদ্যাযুক্ত হয়েন, তবে তাঁহার শারীরিক বা পংক্তি বিষয়ক দোষ দোষ বলিয়া পরিগণিত হইবে না, ইহা ধর্ম্মবক্তা যম কহিয়াছেন, কেন না সৎশাস্ত্রবেত্তা গণ পংক্তি-পাবন বলিয়া উক্ত হয়েন।

শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ বিপ্রাণাং নয়নে দ্বে প্রকীর্ত্তিতে।
কাণঃ স্যাদেক হীনোপি দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

শ্রুতি ও স্মৃতি এতচ্ছাস্ত্র দ্বয় ব্রাহ্মণের দুইনেত্রের স্বরূপ। ব্রাহ্মণ ইহার একটী বিহীন হইলে কাণা ও দুইটী রহিত হইলে অন্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়।

ন শ্রুতির্নস্মৃতির্যস্য ন শীলং ন কুলং যতঃ।
তস্য শ্রাদ্ধং ন দাতব্যং হ্যন্ধকস্যাত্রিরব্রবীৎ॥

শ্রুতি বা স্মৃতি যাহার আদৌ কিছুই অভ্যাস নাই এবং শীল ও কুলও যাহার উত্তম নহে, তাহাকে শ্রাদ্ধ কালে দান করিবে না, ইহাই অত্রি কহিয়াছেন।

তস্মাদ্বেদেন শাস্ত্রেণ ব্রাহ্মণ্যং ব্রাহ্মণস্য তু।
ন চৈকেনৈব বেদেন ভগবানত্রিরব্রবীৎ॥

এই জন্য বেদ এবং শাস্ত্র ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য। কেবল মাত্র বেদেই ব্রাহ্মণ্য হয় না, ইহা মহাত্মা অত্রি কহিয়াছেন।

যোগস্থৈ লোচনৈর্যুক্তঃ পাদাগ্রঞ্চ প্রপশ্যতি।
লৌকিকৈশ্চ শাস্ত্রোক্তং পশ্যত্যেষো ধরোত্তরং॥

যিনি যোগ নেত্র দ্বারা চরণাগ্র পর্য্যন্ত দর্শন করেন অর্থাৎ একাগ্র চিত্তে যোগ সাধনা করেন, তিনি শাস্ত্র কথিত ও লৌকিক জ্ঞান অপেক্ষা লোকান্তরেরও যথার্থ তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া থাকেন।

বেদৈশ্চ ঋষিভির্গীতং দৃষ্টবান্ শাস্ত্রবেদবিৎ।
ব্রতিনঞ্চ কুলীনঞ্চ শ্রুতি স্মৃতি রতং সদা॥
তাদৃশং ভোজয়েচ্ছ্রাদ্ধে পিতৃণামক্ষয়ং ভবেৎ।
যাবন্তো গ্রসতে গ্রাসান্ পিতৄণাং দীপ্ততেজসাম্॥
পিতাপিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
নরকস্থা বিমুচ্যন্তে ধ্রুবং যান্তি ত্রিবিষ্টপং॥

যিনি বেদ বা শাস্ত্র কথিত বিষয় সকল দর্শন করিয়াছেন, যিনি ব্রত পরায়ণ, কুলীন, স্মার্ত্ত ও শ্রৌত কার্য্যে সদা নিরত, এরূপ মহাত্মা গণকে শ্রাদ্ধ কালে ভোজন করাইলে পিতৃগণ অক্ষয়ত্ব প্রাপ্ত হন। দীপ্ততেজা পিতৃ গণের গ্রাস যিনি ভোজন করেন, তাঁহার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ আদি কেহ নরকে থাকিলেও তাহা হইতে উদ্ধার পাইয়া স্বর্গে গমন করেন।

তস্মাদ্বিপ্রং পরীক্ষেত শ্রাদ্ধ কালে প্রযত্নতঃ।
ন নির্বপতি যঃ শ্রাদ্ধং প্রমীতং পিতৃকো দ্বিজঃ॥

এজন্য শ্রাদ্ধকালে প্রযত্ন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের পরীক্ষা করিয়া লইবে। যে দ্বিজ শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান না করে তাহার দ্বারা পিতৃ গণের উদ্ধার হয় না।

ইন্দুক্ষয়ে মাসি মাসি প্রায়শ্চিত্তী ভবেত্তু সঃ॥
সূর্য্যে কন্যাগতে কুর্য্যা চ্ছ্রাদ্ধং যো ন গৃহাশ্রমী॥
ধনং পুত্রান্ কুলং তস্য পিতৃশ্বাসস্তু পীড়য়েৎ।
কন্যাগতে সবিতরি পিতরো যান্তি সৎসুতান্॥

প্রতি মাসিক অমাবস্যাতে সে প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়। কন্যা রাশিতে সূর্য্য থাকিতে ২ যে গৃহস্থাশ্রমী বর্ষ কালের মধ্যে কন্যাগত পর্ব্বে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান না করে, তাহার ধন পুত্র ও কুল তাহার পিতৃ গণের শ্বাস দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়। সূর্য্য কন্যা রাশিস্থ হইলেই পিতৃগণ সৎ পুত্রের নিকট গমন করেন।

শূন্যা প্রেত পুরী সর্ব্বা যাবদ্বৃশ্চিক দর্শনং।
ততো বৃশ্চিক সম্প্রাপ্তে নিরাশাঃ পিতরো গতাঃ॥

যে পর্য্যন্ত সূর্য্য বৃশ্চিক রাশিস্থ না হয়েন, তত দিন প্রেত পুরী শূন্য থাকে॥ সূর্য্য বৃশ্চিক সংক্রমণ পর্য্যন্ত যদি শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান না হয়, তবে পিতৃগণ নিরাশ হইয়া চলিয়া যান।

পুনঃ স্বভবনং যান্তি শাপং দত্ত্বা সুদারুণং।
পুত্রং বা ভ্রাতরং বাপি দৌহিত্রং পৌত্রিকং তথা॥

নিজ স্থানে প্রতি নিবৃত্ত হইয়া পুত্র বা ভ্রাতা দৌহিত্র বা পৌত্র আদিকে নিদারুণ শাপ প্রদান করেন।

পিতৃ কার্য্যে প্রসক্তা যে তে যান্তি পরমাংগতিং।
যথা নির্মথনাদগ্নিঃ সর্ব্ব কার্ষ্ঠেষু তিষ্ঠতি॥
তথা স দৃশ্যতে ধর্ম্ম শ্রাদ্ধ দানান্ন সংশয়ঃ।
যঃ প্রাপ্নোতি তদা সর্ব্বং কন্যাগতি চ গঙ্গয়া॥

যিনি পিতৃ কার্য্যে আসক্ত তিনি পরম গতি লাভ করেন। যেমন মথন করিলে কার্ষ্ঠের যেখানেই কেন অগ্নি থাকুক না, তাহা প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ বৈধ শ্রাদ্ধ কার্য্যের দ্বারা সর্ব্বত্রই ধর্ম্ম প্রত্যক্ষীভূত হয়েন, ইহাতে সংশয় নাই। সূর্য্যের কন্যা সংক্রমণ কালে যিনি গঙ্গালাভ করেন তিনি সমস্তই প্রাপ্ত হয়েন।

সর্ব্ব শাস্ত্রার্থ গমনং সর্ব্ব তীর্থাবগাহনং।
সর্ব্ব যজ্ঞফলং বিন্দ্যাচ্ছ্রাদ্ধ দানান্ন সংশয়ঃ॥

এই পর্ব্বে শ্রাদ্ধ করিলে নিঃসংশয় সর্ব্ব শাস্ত্রের জ্ঞান, সর্ব্বতীর্থের স্নান এবং সর্ব্ব যজ্ঞের অনুষ্ঠানের ফল লাভ হইয়া থাকে।

মহাপাতকসংযুক্তো যো যুক্তশ্চ পপাতকৈঃ।
ঘনৈর্মুক্তো যথা ভানু রাহু মুক্তশ্চ চন্দ্রমাঃ॥
সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বপাপ বিলঙ্ঘয়েৎ।
সর্ব্ব সৌখ্যময়ং প্রাপ্তঃ শ্রাদ্ধদানান্নসংশয়ঃ॥

মহাপাতক বা উপপাতক যুক্ত হইলেও মনুষ্য মেঘ মণ্ডল মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় এবং রাহু গ্রাস মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় সকল পাতক হইতে মুক্তি লাভ এবং পাপকে অতিক্রম করিতে পারে। ইহাতে সমস্ত সুখই লব্ধ হয়, তাহাতে সংশয় নাই।

সর্ব্বেষামেব দানানাং শ্রাদ্ধ দানং বিশিষ্যতে।
মেরুতুল্যং কৃতং পাপং শ্রাদ্ধদানং বিশোধনম্॥

সর্ব্ব প্রকার দানের মধ্যে শ্রাদ্ধ কালীন দানই প্রধান। সুমেরু সমতুল্য পুঞ্জীয়মান পাপ হইলেও শ্রাদ্ধ দ্বারা তাহার শোধন হইয়া যায়।

শ্রাদ্ধং কৃত্বা তু মর্ত্ত্যো বৈ স্বর্গ লোকে মহীয়তে।
অমৃতং ব্রাহ্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পয়ঃস্মৃতং॥
বৈশ্যস্যচান্নমেবান্নং শূদ্রান্নং রুধিরং ভবেৎ॥
এতৎ সর্ব্বং ময়া খ্যাতং শ্রাদ্ধকালে সমুত্থিতে।

শ্রাদ্ধ করিলে মনুষ্য স্বর্গলোকে আদর সহ বাস করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃত তুল্য, ক্ষত্রিয়ের অন্য দুগ্ধের তুল্য, বৈশ্যের অন্ন অন্নের এবং শূদ্রান্ন রুধিরের তুল্য হইয়া থাকে। আমি সংক্ষেপে শ্রাদ্ধ কালীন কর্ত্তব্যের ব্যবস্থা করিলাম।

ক্রমশঃ।

প্রলয়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও বেদের অবস্থা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জীব গণের অনাদি প্রবাহবতী নিয়তিই ভগবানের সৃষ্টি রচনার নিমিত্তভূতা মায়া স্বরূপিণী। সেই অদৃষ্ট বা মায়াই সর্ব্বত্রে প্রকৃতি শব্দে কথিত হয়। ধর্ম্মাধিকারে তাহা জীবগণকে কখনও পরিত্যাগ করেনা। প্রলয় কালে জীব সকল তাহা লইয়া সূক্ষ্মতম বৃত্তি নিরোধ রাজ্যে অপেক্ষা করিবেন। তাহা তখন জীবের কর্ম্মানুসারে সুকৃতি দুষ্কৃতি রূপী স্বভাব বা অদৃষ্ট মূর্ত্তিতে জীবের অদৃশ্য ও সূক্ষ্মভাগাস্থানকে আশ্রয় করিয়া থাকিবেক। "কর্ম্মাভির্ভাবিতাঃ পূর্ব্বৈঃ কুশলা কুশলৈস্তুতাঃ। খ্যাত্যাতয়াহ্যানির্মুক্তাঃ সংহারেহ্যপসংহৃতাঃ॥ (বিঃ পুঃ ১।৫।২৬) জীব সকল প্রলয় কালে, সংহার প্রাপ্ত হইলেও সংস্কার রূপে স্থিত স্ব স্ব কর্ম্মানুসারিণী বুদ্ধিকর্ত্তৃক বিবর্জ্জিত হয় না, এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সৎকর্ম্ম ও অসৎকর্ম্ম সঞ্চিত শুভাদৃষ্ট ও দুরদৃষ্ট তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেনা। ভোগ বা জ্ঞান ব্যতীত কল্পকোটি সহস্রেও সেই কর্ম্মফল বিরচিত অদৃষ্টের অন্ত হইবেনা। অতএব কর্ম্মাধিকারে সৃষ্টির প্রবাহ অনাদি অনন্ত; অদৃষ্টের অধীন ভোগ প্রয়াসী মানব গণের বার বার পুনরাবৃত্তি স্বাভাবিক; নৈমিত্তিক বা প্রাকৃতিক প্রলয় তাহার চির অন্তরায় নহে।

প্রবাহ রূপে নিত্য এই সৃষ্টির চক্রাবর্ত্তে পতিত হইয়া মানব গণ বারম্বার যাতায়াত করেন। প্রলয় কালে তাঁহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ অদৃষ্ট, বাসনারূপ প্রার্থনা বীজ, প্রার্থনা প্রকাশক বেদ মন্ত্রার্থ, কর্ম্মফল দাতা দেবতাসকল তাঁহাদের প্রকৃতি শক্তিতে লীন নিরুদ্ধ বৃত্তিস্বরূপ মনোবুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অণিমাদি সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, বেদ শাস্ত্রে সূত্রাত্মা ও সর্ব্বজীবের বুদ্ধি সমষ্টি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রাকৃতিক প্রলয় বশতঃ তাঁহার অন্ত হইলেও অমৃতাত্মা শম্ভু পরমেশ্বর স্বয়ংপ্রকাশ থাকেন। তাঁহাতেই স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার নিত্য স্বতঃসিদ্ধ অণিমাদি ঐশ্বর্য্য সকল বিদ্যমান থাকে। তৎকালে অদৃষ্ট, মন্ত্র ও দেবতার সহিত প্রলয়ে লীন সমষ্টি মনোবুদ্ধির অনিরুদ্ধ আশ্রয় স্বরূপ পরমেশ্বরই বর্ত্তমান থাকেন। প্রাকৃতিক সৃষ্টিকালে তিনি অনন্ত-কর্ম্মা মূর্ত্তিমান বিশ্বস্বরূপ অগ্রজা হিরণ্যগর্ভকে পুনঃ সৃজন করিলে মহত্তত্ত্ব রূপী সেই প্রভু হিরণ্যগর্ভ প্রকৃতিতে আত্ম অধ্যাসরূপ অহঙ্কার উৎপাদন পূর্ব্বক আপনার সহিত প্রলীন জীব গণকে সেই মহা দীর্ঘ নিরোধাবস্থা হইতে পুনঃ সুব্যক্তাবস্থায় প্রেরণ করেন। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যখন আদি কল্পে বা কল্পারম্ভে মানবগণ ভুবমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সেই মনোবুদ্ধি সমষ্টির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্বরূপ ব্রহ্মার সকাশ হইতে প্রলয়েলীন ঋষি গণের হৃদয় পোষিত মহাসম্পত্তি স্বরূপ বেদমন্ত্র এবং মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা সকল পুনরায় জাগেন। জৈমিনি কহিয়াছেন "নিত্যস্তুস্যাৎ দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ" শব্দ—বেদমন্ত্র নিত্য। কেননা তাহাতে অর্থ সমন্বিত আছে। মন্ত্রের বা শব্দের সূক্ষ্মভাব জীবের অপূর্ব্বকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সেই ভাগই স্ফোট। শ্রোতা

নিকটে থাকিলে সেই নিরাকার ভাব লাভ করেন। সুতরাং শব্দার্থ বা মন্ত্রার্থ নিত্য বিধায় শব্দ বা মন্ত্রকে নিত্য বলা যায়। যত বার সৃষ্টি হয় জীবের নিরুদ্ধ বৃত্তিরূপ অপূর্ব্ব বা অদৃষ্ট নিহিত ভাব রূপ বীজ হইতে শব্দোৎপত্তি হইয়া পুনঃ ভাবেতেই পরিণত হয়। বেদ সকল সেই ভাব রূপ মানব ধর্ম্মের অক্ষয় নিদর্শন, সুতরাং প্রবাহ রূপে নিত্য। "অনপেক্ষত্বাৎ" এবম্ভূত শব্দ বা মন্ত্রের বিনাশ নাই। তাহা ধর্ম্ম ও জ্ঞান স্বরূপ। সুতরাং কেন অনিত্য হইবেক? যাহার পূর্ব্ব নাই তাহাই অপূর্ব্ব। তাহারই নাম অদৃষ্ট! তাহাই পরলোক সাধনের অলৌকিক হেতু স্বরূপ। তাহার সিদ্ধিতেই তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বরূপ ঈশ্বর সিদ্ধ হয়েন। সেই অদৃষ্ট আর সৃষ্টি বীজ বৃক্ষবৎ অনাদি। সেই অদৃষ্ট বা অপূর্ব্ব বিচিত্র কার্য্য কারণ শক্তি স্বরূপ এবং বিশ্বসৃষ্টি সম্পাদ্য। উহা হইতে যেমন সৃষ্টি প্রকাশ পায়, সেইরূপ প্রলয়ে লীন সর্ব্ব জীবের "সমষ্টি উৎকৃষ্ট বুদ্ধি" অধিকার পূর্ব্বক বেদও প্রকাশ পায়। পরাশর কহিয়াছেন "ন কশ্চিৎ বেদ কর্ত্তার বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ।" বেদের সৃষ্টি কর্ত্তা কেহ নাই। তাহার স্মরণ কর্ত্তা মাত্র ব্রহ্মা। ইহার তাৎপর্য্য এই যে প্রলয় কালে জীবগণের এবং বেদবিৎ ঋষি গণের বৃত্তি-নিরোধ ও স্মৃতিভ্রংশ হওয়াতে মানব ধর্ম্মের আদর্শ, নিদর্শন, ব্যবস্থা, বা দর্পণ স্বরূপ বেদ শাস্ত্রও তাঁহাদের উৎকৃষ্ট বুদ্ধির সঙ্গে ২ নিরুদ্ধাবস্থা লাভ করে। কিন্তু প্রত্যেক সৃষ্টি কালে সার্ব্বভৌমিক অদৃষ্টের সেই উৎকৃষ্ট বুদ্ধি বলে সমগ্র বেদ শাস্ত্র সর্ব্বতোভাবে অপরিলুপ্ত বিদ্যাশক্তি ও ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন-আদিকবি--ব্রহ্মার হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া উঠে। মানবসৃষ্টিকালে তাহা ঋষিগণের হৃদয় ও কণ্ঠদ্বার দিয়া নির্গত হয়। অপরুপ্ত বেদবিৎ ও বেদবক্তা ব্রাহ্মণ গণের মুখের সমষ্টি ভাবই ব্রহ্মার মুখ, কেননা "ব্রাহ্মণস্য মুখমাসীৎ"। পুরুষ সূক্তে ব্রাহ্মণই তাঁহার মুখস্বরূপে কথিত হইয়াছেন। সুতরাং সুব্যক্ত মানব সমাজেও বেদ ব্রহ্মারই বাক্যরূপে উক্ত হয়।

বাসনা ভেদে যেমন ক্রিয়ার ও মন্ত্রের ভেদ হয়, সেই রূপ ফলদাতা দেবতারও ভেদ হইয়া থাকে। প্রার্থনা বাণীরূপ মন্ত্র ও মন্ত্রের অধিপতি দেবতা সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে মানবের কামনাশীল স্বভাবে থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম্ম কাণ্ডে মন্ত্রই দেবতারূপে বরণীয়। মন্ত্রময় ক্রিয়ার অবসানে, বর্ণাত্মক শব্দ বিশিষ্ট মন্ত্র বিনষ্ট হয় বটে, কিন্তু যজমানের বাসনাময় ভাগ্যস্থানে অপূর্ব্ব বা অদৃষ্ট রূপে ক্রিয়ার ফল ও বেদ মন্ত্রের সূক্ষ্মতাৎপর্য্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। দেবতাও সেই ফলের অধিষ্ঠাতৃ রূপে যজমানের ভাগ্যেতে আরোহণ করেন। এইরূপ দেবাধিষ্ঠাতৃত্ব স্বর্গাবতরিত নহে। তাহা সকামী জনের কামনা ও প্রার্থনাবাণী রূপ বেদ মন্ত্রের সহজাত। প্রবাহ রূপে নিত্য কামীজনের প্রার্থনা স্বভাব ও সেই স্বভাবের উত্তেজিত বৈদিক ক্রিয়া সকল সনাতন ধর্ম্ম। প্রলয়ে ধর্ম্ম নষ্ট হইতে পারে না। সেই ধর্ম্মের আদর্শ ও ব্যবস্থা বেদও নষ্ট হয় না। তাহার অধিষ্ঠাতা ও ফলদাতা দেবতা সকলও বিনষ্ট হন না। তাঁহারা সকলেই জীবের স্বভাব জাত। জীব-বৃত্তির প্রলয়ে তাঁহাদের প্রলয়। জীববৃত্তির সৃষ্টিতে তাঁহাদের সৃষ্টি। ফলতঃ সে সকল দেবতা আর কেহই নহেন। "আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ" (মনু) পরমাত্মাই সকল দেবতা। ফল কামীর দৃষ্টিতে ফলের ভিন্নতা, বাসনার বিক্ষেপ প্রভৃতি বশতঃ ফলদাতার নানাত্ব অপরিহার্য্য। সুতরাং কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদে ভগবানের একমাত্র শুদ্ধ ভাবকে প্রতিপাদন করেন নাই। করিলে তাহা নরস্বভাবের সহিত সর্ব্বতোভাবে ঐক্য হইত না। এজন্য নানা দেবতার প্রেরণা হইয়াছে। কর্ম্মীরা যুক্তিযুক্ত রূপেই স্ব স্ব স্বভাবগত মন্ত্রেতে সেই সব দেবতা দৃষ্টি করিয়া থাকেন। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই উভয় বিধ ধর্ম্মই স্বাভাবিক। ফল কামনা যেরূপ স্বাভাবিক, স্বার্থশূন্য ভক্তি, বৈরাগ্য এবং জ্ঞানও সেইরূপ স্বাভাবিক। সেই উভয় লক্ষণ বিশিষ্ট সমষ্টি নরস্বভাবের সনাতন নিদর্শন স্বরূপ বেদও স্বাভাবিক। ভক্তি ও জ্ঞানাভাবে বাসনার অন্ত নাই। বাসনা জন্য সাধনার শেষ নাই। কত প্রলয় হইবে, জীব সেই বাসনা-বীজ হৃদয়ে ধরিয়া কল্পাকল্পান্ত ব্যাপী জন্ম-মরণ, স্বর্গাদি ভোগে বার বার নীয়মান হইবেন। আবার সেই বীজ হইতে ধর্ম্ম সাধনার্থ নব নব উত্তেজনা ও অনুষ্ঠান প্রবাহিত হইবে। মহর্ষি জৈমিনি কহিয়াছেন "চোদনা লক্ষণোর্থোধর্ম্মঃ" ধর্ম্মের লক্ষণই এই যে তিনি জীবের স্বভাব বা অদৃষ্ট স্থান অধিকার করিয়া ফল নিমিত্ত ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক হয়েন। "চোদনা নিমিত্তং ধর্ম্মস্য জ্ঞানং" অদৃষ্ট হইতে অলক্ষ্য ভাবে ধর্ম্মের যে ক্রিয়াচরণের প্রতি উত্তেজনা হয়, তন্নিমিত্ত ধর্ম্মজ্ঞানের প্রয়োজন। সামান্য লৌকিক ক্রিয়া ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হয় নাই। সকলেই সময়ান্তরে বৈদিক উপায়ে বাসনা সিদ্ধ করিতে ব্যগ্র হয়। পুরুষাকার ফলে বঞ্চিত হইলেই পুরুষ দৈবের স্মরণ লন। শাস্ত্রে সেই স্থানে অর্থবাদের সহিত কামীর মনের মত স্বর্গপার ও জন্মকর্ম্ম ফলপ্রদ ব্যবস্থা দেন।

সেই সকল ব্যবস্থাকে বিধিবাক্য কহে। যথা "পুত্রকামো যজেত" পুত্রকামীর উচিত যাগ করেন। এই যাগে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত যে সূক্ষ্ম অদৃষ্টতত্ত্বের প্রবর্ত্তমান লক্ষণ আছে তাহারই নাম ধর্ম্ম।" শ্রীমান্ সবর স্বামী কহিয়াছেন "ধূমোলক্ষণমগ্নেরিতিহি বদন্তি "অগ্নির যেমন ধূম একটী লক্ষণ সেইরূপ "তথা-চোদনয়া-যো লক্ষয়তে সোঽর্থ পুরুষং নিশ্রেয়সেন সং যুনক্তি প্রতি জানি মহে" ক্রিয়া সাধনে প্রবর্ত্তক রূপে যিনি লক্ষিত হন—এতাদৃশ যে অর্থ পুরুষকে নিঃশ্রেয়স মঙ্গলে নিযুক্ত করে তাহাকেই আমরা "ধর্ম্ম" বলিয়া জানি। এই ধর্ম্মের ভাব অতিগূঢ়। ইহার প্রবর্ত্তমান লক্ষণ অনাদি, সূক্ষ্ম এবং মনোহর। ইনি অপূর্ব্বজ। ইঁহার পূর্ব্বে কিছুই নাই। ইঁহার প্রবর্ত্তিত ক্রিয়া, মন্ত্র, দেবতা সমুদয় প্রবাহ রূপে নিত্য। এইরূপ মানব ধর্ম্মের কল্প কল্পান্তর ব্যাপী নিদর্শন ও ব্যবস্থা স্বরূপ বেদও নিত্য। পত্রবিশিষ্ট ও লিপিকৃত বেদ নামক পুস্তক রাশি যে নিত্য, শাস্ত্রের এমত অভিপ্রায় নহে। বেদের তাৎপর্য্য অর্থাৎ ধর্ম্মা-ধর্ম্ম নিত্য ও স্বাভাবিক ইহাই অভিপ্রায়! মরণ ধর্ম্ম রহিত জীবাত্মার নিত্য স্বভাবের সহিত বেদ সমকাল বর্ত্তী। সেই স্বভাবই অনাদি কামকর্ম্ময় অবিদ্যা-বীজ। বেদ সেই স্বভাবের জীবন্ত আদর্শ ও ধ্রুব ব্যবস্থা স্বরূপ। প্রলয়কালে তাহা জীবাত্মা-সমষ্টির সার্ব্বভৌমিক অদৃষ্টকে আশ্রয় করিয়া সুষুপ্তবৎ থাকে। সৃষ্টি সময়ে সেই অদৃষ্ট বীজ হইতে পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় বেদ মন্ত্র, মন্ত্রময়ী ক্রিয়া, যোগবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, মন্ত্রাধিপতি দেবতা, যজ্ঞীয় দ্রব্য সমূহ এবং মানব সমাজের অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদার্থ সমূহ অভ্যুদিত হয়।

বিষ্ণু পুরাণে (১।৫।৬৪) আছে "যথর্ত্তাবৃতু লিঙ্গানি নানা রূপানি পর্য্যয়ে, দৃশ্যন্তে তানেব তথাভাবা যুগাদিষু" যেমন ঋতুগণের পর্য্যায়ক্রমে তত্তৎকালীন ফল পুষ্পাদি পূর্ব্ববৎ দেখা দেয়, তাহার ন্যায় প্রত্যেক কল্পেই পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় ('ভাবা' দেবাদয়ঃ ইতি স্বামী) দেবতা, বেদ, ঋষি, পুরোহিত, যজমান, ক্রিয়া, পশু, যজ্ঞীয় ও ভোগ্য দ্রব্যাদি সমস্ত আবির্ভূত হইয়া থাকে। সেই সমস্তের মধ্যে পূর্ব্বকল্পে যে জাতির যে আকৃতি, নাম, স্বভাব, ও ব্যবসা ছিল পর কল্পে তাহাই হয়, কেননা পরমেশ্বর কৃত প্রবাহ নিত্য সৃষ্টির ব্যবস্থা অপরিবর্ত্তনীয় ও সম্পূর্ণ। তাহা সংশোধনের প্রয়োজন হয় না। সমষ্টি-নর হৃদয় স্বরূপ ব্রহ্মার হৃদয়-নিহিত বেদ শাস্ত্র সেই ব্যবস্থার আদর্শ ও নিদর্শন। সৃষ্টিকালে তাহা জীবঘন ব্রহ্মার স্মৃতিপথে জাজ্জ্বল্যমান প্রকাশিত হইলে, তদনুসারে ব্রহ্মা তাবৎ বস্তুকে জাতি পুরঃসরে রূপ নাম প্রদান পূর্ব্বক পুনঃসৃষ্টি করেন। যথা (বিঃ পুঃ ১।৫।৬২-৬৩) "নাম রূপঞ্চ ভূতানাং কৃত্যা-নাঞ্চ প্রপঞ্চনং। বেদ শব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাঞ্চ কার সঃ। ঋষিণাং নামধেয়ানি যথা বেদশ্রুতানিবৈ। যথা নিয়োগ যোগ্যানি সর্ব্বেষামপিসোঽকরৎ।" বিধাতা আদিতে সেই পূর্ব্ব সঞ্চিত বেদ হইতে দেবতা ঋষি মনুষ্য প্রভৃতির নাম, রূপ, ও কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। অর্থাৎ বিধাতার সাক্ষিত্ব, নিয়ন্তৃত্ব ও পূর্ব্বস্মৃতি বশাৎ সর্ব্বভূতই পূর্ব্ব সঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ অদৃষ্টের সারাংশ ও আদর্শ স্বরূপ বেদ অনুসারে পূর্ব্বকল্পের ন্যায় স্ব স্ব প্রকৃতি, ধাতু, ও কর্ম্ম লাভ করিল।

মানব স্মৃতিতে (১।২১) আছে "সর্ব্বেষান্তু সনামানি কর্ম্মাণিচ পৃথক্ পৃথক্। বেদশব্দেভ্য—এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে।" প্রভু হিরণ্যগর্ভ আদিতে বেদ হইতে সকলের নাম ও কর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সৃষ্টি করিলেন। কেননা "প্রলয় কালেঽপি সূক্ষ্মরূপেণ পরমাত্মনি বেদরাশিঃ স্থিতঃ' (কল্লুক ভট্ট;—মনু—ঐ) প্রলয় কালেও বেদরাশি সূক্ষ্মরূপে পরমাত্ম শক্তিতে ছিল। তাহা হইতে উহা ব্রহ্মার স্মৃতি যোগে সৃষ্টিতে অবতীর্ণ হইয়াছে। ভগবান ব্যাসদেবও শারীরক দর্শনে (১।৩।২৮) বেদ অনুসারে জগৎ সৃষ্টি প্রতিপাদন করিয়াছেন। "শব্দ ইতিচেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানু মানাভ্যাং।" বেদে অনিত্য দেব গণের উল্লেখ থাকায় যদি বেদের নিত্যতার প্রতি সন্দেহ হয় সেজন্য সিদ্ধান্ত করিতেছেন। "বেদ প্রবাহ রূপে নিত্য। তাহা হইতে সমস্ত দেবতা ঋষি, পিতৃ, মানব, ও নিখিল ভোগ্য বস্তুর সহিত এই সৃষ্টি নাম রূপ লাভ করিয়াছে। একথা বেদ ও স্মৃতি-সিদ্ধ'।" এত ইতি বৈ প্রজাপতি দেবা ন সৃজত "ইত্যাদি বেদবাক্য এবং "বেদ শব্দেভ্য এবাদৌ" ইত্যাদি স্মৃতিবচন ইহার প্রমাণ। সার্ব্বভৌমিক নরস্বভাবই ধর্ম্মাধর্ম্মের ভাগী। এই জন্য সমাষ্টি ভাবে জাতি পুরঃসরে সমস্ত দেবতা, সমস্ত ঋষি, সমস্ত যজ-মান, ও সমস্ত ভোগ্য বস্তুর সহিত বেদের সম্বন্ধ। কোন বিশেষ ব্যক্তি, দেবতা, ঋষি বা বস্তু মাত্রেরসহিত বেদের কোন রূপ ব্যষ্টি-সম্বন্ধ নাহি। বেদ স্বয়ং জাতি বা সামান্য ধর্ম্মী। সুতরাং সার্ব্বভৌমিক—উৎকৃষ্ট-বুদ্ধি ও জ্ঞান ধর্ম্মের সমষ্টিতত্ত্ব। প্রলয়ে সেই তত্ত্ব বিধাতার অধি-ষ্ঠাতৃত্বাধীনে প্রকৃত্যবচ্ছিন্ন থাকে। তাহা হইতে দেব, ঋষি, পিতৃ, মানব প্রভৃতি জাতি পুরঃসরে রূপ নাম

প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ প্রলয়ে লীনা প্রকৃতি মধ্যে সমষ্টি অদৃষ্টের সারাংশ স্বরূপ, জ্ঞান ধর্ম্মের সংস্কার স্বরূপ বেদ বিভাগে প্রত্যেক প্রকার দেব, ঋষি, মনুষ্যাদি জাতি ধর্ম্মের, এক এক আদর্শ ভাব সঞ্চিত থাকে। সেই আদর্শ হইতে পূর্ব্বকল্পের ন্যায় দেব, ঋষি, ও মানব কুলের রূপ, নাম, স্বভাব, ও ব্যবসা নির্দ্দিষ্ট হয়। যথা "ইন্দ্রত্ব" একটী আদর্শ দেবত্ব ও "জাতি" বাচক বা "সামান্য" বাচক তত্ত্ব। বেদে ইন্দ্র দেবতার উদ্দেশে স্তোত্র বন্দনা ও যজ্ঞের বিধি আছে। ভিন্ন ২ প্রার্থী গণ ভিন্ন ২ দেশে যদি এক লগ্নে ইন্দ্রযাগ করেন, তবে সেই যাগের উচ্চারিত বেদ মন্ত্রের সহিত প্রত্যেক যজমানের যজ্ঞেতে ইন্দ্রদেবতার আবির্ভাব হইবে। এ স্থলে ইন্দ্র কোন ব্যক্তি বাচক দেবতা নহেন। নর স্বাভবগত প্রার্থনার সহিত তাঁহার সামান্য ও সার্ব্বভৌমিক সম্বন্ধ মাত্র। প্রার্থনা বা মন্ত্রময় ক্রিয়া আচরিত হইলেই সেই মন্ত্রের সহিত তাঁহার আবির্ভাব হয়। সেই রূপ কল্পে ২ বেদ মন্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে ইন্দ্রাদি দেব গণ—জাতিপুরঃসরে ভারত-কর্ম্মভূমে অবতীর্ণ হন! বেদ হইতে জাতিপুরঃসরে তাঁহাদের রূপ নাম প্রকৃতি প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বেদ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি গণের ও দাতু ও নামাদি জাতি বাচক রূপে বেদে উক্ত হইয়াছে। এবং বেদ হইতে জাতি পুরঃসরেই ঋষি দিগের নামাদি প্রকটিত হইয়া থাকে। কোন বিশেষ ঋষির প্রতি বেদের উদ্দেশ্য নহে অতএব দেবতা, ঋষি, রাজা, প্রভৃতির যত নাম ও বিবরণ বেদে আছে, সে সমস্তের সহিত বেদের জাতি পুরঃসরে সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ কল্প কল্পান্তর ভেদী। এই সমস্ত কারণে ভগবান ব্যাসদেব পাং সূত্রে সমাধান করিয়াছেন "অত এব চ নিত্যত্বং" অতএব বেদের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইল। অপরঞ্চ, "সমান নাম রূপত্বাচ্চা বৃত্তাবপ্য বিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ"। যদিও সৃষ্টি ও প্রলয়ের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইতেছে, তথাপি দেবতা প্রভৃতি কিছুই নুতন উৎপন্ন হয়না। তাহা হইলে বেদ সম্বন্ধে অভ্রান্ত ব্রহ্ম-স্মৃতিতে দোষ বর্ত্তিত। সুতরাং বেদে যে সকল দেবতা ও ঋষি প্রভৃতির উল্লেখ আছে, তৎসমুহ প্রবাহ রূপে নিত্য। বেদে কোন অনিত্য—প্রয়োগ দোষ অর্শিতে পারেনা। বস্তুতঃ পূর্ব্ব সৃষ্টিতে জাতিগত যে যে রূপে ও যে যে নামে দেবতাদি পদার্থ সকল থাকে, পরসৃষ্টিতে অবিকল তৎসমান নাম রূপে তৎ সমুহ জাতিপুরঃসরে প্রকটিত হয়। পূর্ব্বাপর বিরোধ হয় না। এই সনাতন সিদ্ধান্ত বেদ ও স্মৃতি সিদ্ধ।

প্রতি কল্পে বাসনা ও কর্ম্ম সকলও পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় দেখা দেয়, তাহাতে প্রতি কল্পেই ভূরাদি চতুর্দ্দশ ভুবন পূর্ব্ববৎ আবির্ভূত হইয়া থাকে। তৎ সাধনার্থ বিধি সকলও পূর্ব্ববৎ প্রকটিত হয়। সেই সকল বিধি ধর্ম্মরূপী। তাহা জীবের বাসনা ও কর্ম্ম সম্ভূত অদৃষ্টকে আশ্রয় করে। তাহাই সূক্ষ্ম—আদর্শ ও নিদর্শন রূপে জীবের জ্ঞান ধর্ম্মের নিয়ামক ও উক্তর সাধক। সেই সূক্ষ্মতত্ত্বের নাম বেদ। সেই ত্রিভুবন শাসন শব্দ সমুদ্র বেদ শাস্ত্র বহুরূপী। ভাবেতেই শব্দের ও বেদের লক্ষ্য। ভাবার্থ সংযুক্ত সেই শব্দ ব্রহ্ম (বেদ) জীবের বাসনা স্থানে প্রার্থনারূপী প্রার্থনার অনুষ্ঠান স্থলে মন্ত্ররূপী, প্রার্থনা সিদ্ধিতে ফলরূপী, ফলদানে দেবতা রূপী, সৃষ্টি ক্রিয়ায় ব্রহ্মাদি দেবতা ও প্রজাপতি গণের চক্ষুরূপী, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য কামনা স্থলে হিরণ্যগর্ভ রূপী, এবং নিষ্কাম ক্রিয়াতে বা সন্ন্যাসে পরব্রহ্মরূপী। ধরণী যেমন অশেষ সংসারকে ধারণ করিয়া আছেন, বেদ সেইরূপ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভেদে অশেষ বিধ ধর্ম্মকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি সনাতন ধর্ম্ম। সমস্ত বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য্য একমাত্র ব্রহ্মেতে হইলেও নানা অধিকার ও প্রস্থান ভেদে সেই একই বেদ অনুষ্ঠিত কর্ম্মে, কার্য্য ব্রহ্মে (ব্রহ্মাতে), বা পরব্রহ্মে সমন্বিত। তাঁহার বাহ্য আকার স্বরূপ পুস্তক, পাঠ, লিপি, বর্ণ ও উচ্চারণ বাহ্যাবলম্বন মাত্র। কিন্তু তাঁহার ভাবার্থই, প্রস্থান ভেদে দেবতা, কার্য্যব্রহ্ম, বা পরব্রহ্ম স্বরূপ। প্রতি কল্পের এবং প্রত্যেক মহাযুগের আরম্ভে সেই সনাতন শব্দ-ব্রহ্মরূপী শাস্ত্র আদি কর্ম্মকুশল ও ব্রহ্ম সর্ব্বস্ব ঋষি গণের হৃদয়ে স্ফুরিত হয়। ভগবানের শক্তিরূপ প্রত্যাদেশই ঐ স্ফূর্ত্তির হেতু। ঋষিরা তাহার গভীর আনন্দপ্রদ, হৃদয়তৃপ্তিকর শক্তিতে মোহিত হইয়া পবিত্র বর্ণাত্মিকা বাণীদ্বারা মহানন্দে তাহা গান করিয়া থাকেন। পশ্চাৎ বংশ বৃদ্ধি সহকারে সমগ্রবেদ লিপীকৃত বিভক্ত ও শাখাবদ্ধ হইয়া গ্রন্থাকারে পরিণত হয়।

ভগবান সকলের বিধাতা। তিনি কর্ম্মকাণ্ডে বহু, জ্ঞানকাণ্ডে এক। কর্ম্ম কাণ্ডে তিনি নরহৃদয়োত্থিত মন্ত্র স্বরূপ। এবং মন্ত্রের ও প্রার্থনার নানাত্ব জন্য নানা দেবতা রূপী। জ্ঞানকাণ্ডে তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ং"। সে অবস্থাতেও তিনি নরহৃদয় বাসী প্রত্যক্ষ আত্মা স্বরূপ। তিনি সর্ব্বাবস্থায় হৃদয়েরই দেবতা এবং অতি সহজেই ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ দ্বারা যথাধিকারীকে তৃপ্তি করিবার নিমিত্ত সকলেরই হৃদয়ের সহজাত। তিনি

সাধক হইতে এক তিল দূরে থাকেন না। সর্ব্বদাই সকলের সহজ—জ্ঞান-সিদ্ধ। কর্ম্মীর হৃদয়ে তিনি মন্ত্র ময় দেবতা, জ্ঞানীর হৃদয়ে তিনি পরমাত্মা। কর্ম্মীর হৃদয়ে তিনি দেব লোকের ও ফলরাজ্যের অবারিত দ্বার স্বরূপ, এবং জ্ঞানীর হৃদয়ে তিনি মোক্ষ নিকেতন। হৃদয়ে তাঁহার বাস হওয়াতে, তিনি যত সুলভ হইয়াছেন, তাঁহার কেবল মাত্র স্বর্গেবাস হইলে সাধকের তত সুবিধা হইতনা। ব্রহ্মকামীর তো কথাই নাই, তিনি ফলকামীরও সঙ্গী। তিনি যে অতসুলভ তাহাজ্ঞাপনের জন্য শাস্ত্রে ফল কামীর প্রতি মন্ত্রকেই দেবতা রূপে বরণের আদেশ দিয়াছেন। কেননা প্রার্থনা মন্ত্রের সহিত ভগবান নিগূঢ়। লৌহপিণ্ড অগ্নি সংযোগে অগ্নিত্ব লাভ করিলে তাহার লৌহত্ব সত্ত্বেও যেমন তাহাকে অগ্নিরূপে দৃষ্টিকরা যায়, সেইরূপ মন্ত্রের কামাত্ব সত্ত্বেও যজ্ঞ পুরুষ নারায়ণের সম্বন্ধাধীন তাহার ফলদাতৃত্ব ও দেবত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। কর্ম্মী যদি এই দার্শনিক বিচার নাও বুঝেন, তাহাতে তাঁহার ক্ষতি নাই! কেবল মন্ত্রকে ফলদাতা দেবতা জ্ঞান পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে তাঁহার পক্ষে প্রচুর হইবে। মন্ত্রত্যাগ পূর্ব্বক অন্যর দেব দৃষ্টি করা তাঁহার পক্ষে হস্তস্থ গ্রাস পরিত্যাগ করিয়া হস্তলেহনের ন্যায় নিষ্ফল। মহর্ষি জৈমিনি কহিয়াছেন "ফলপ্রদশ্মানত্রে তৎ কর্ম্মনেশ" মন্ত্রময় কর্ম্মই স্বীয় কর্ত্তাকে ফল প্রদান করে। ঈশ্বর নহেন। ইহা তাৎপর্য্য এই যে কর্ম্মী কেবল কর্ম্ম ও ফলই বুঝে। ঈশ্বরকে বুঝিতে পারিবেনা বলিয়া তাহার পক্ষে ঈশ্বর নিষেধ করিয়াছেন। এরূপ নিষেধাভাবে কর্ম্মী একদিকে ফলজন্য ব্যস্ত হইবে, অন্য দিগে যুক্তি দ্বারা ঈশ্বর বুঝিতে গিয়া হৃদয়বাসী ফলদাতা ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করিবে। হয়তো অন্তে এক অনুমানের ঈশ্বর কল্পনা করিয়া বসিবে। তদপেক্ষা ঈশ্বরাধিষ্ঠিত কর্ম্মকেই দেবতা জ্ঞান করা তাহার পক্ষে নিকট উপায় স্বাভাবিক ও সহস্রগুণ শ্রেয়। "ধর্ম্মং জৈমিনিরতএব" অতএব জৈমিনি কহিয়াছেন ধর্ম্মই ফলদাতা, অর্থাৎ, দেবতা স্বতন্ত্র নাই; কর্ম্মীর পক্ষে কর্ম্মই ব্রহ্মরূপী। কর্ম্ম ও মন্ত্রের অভেদ লক্ষণায় মন্ত্রই ব্রহ্ম, মন্ত্রই স্বকীয় অর্থে বলবৎ প্রমাণ এই তাৎপর্য্য। ব্যাস মীমাংসা করিয়াছেন (৩।৩।৩৮) "ফলমত উপপত্তেঃ" ফলদাতা হওয়া চৈতন্যাপেক্ষা করে, মন্ত্র ও কর্ম্মের চৈতন্যাভাব, এ জন্য কর্ম্মের ফল ঈশ্বর হইতে হয়। "তস্মাৎ কর্ম্মভিরারাধিতঃ ঈশ্বর ফল দাতা" (আচার্য্য বাক্য) কর্ম্মের আরাধনা করিলেও ঈশ্বরই ফলদাতা। সেই একই বিধাতা নানা ফলদানে নানা দেব দেবী রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। ফল এই রূপ ক্রিয়া কেবল অবিদ্যা কল্পিত বাসনা জন্য। তাহার সহিত অনাদি অনন্তকাল মায়াময় সৃষ্টি ও প্রলয় প্রবাহ যোগে জীব আবর্ত্তন শীল, এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম, অদৃষ্ট, বেদ, ও দেবতার পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব ও তিরোভাব অবশ্যম্ভাবী।

শ্রী চন্দ্রশেখর বসু।

মহাশ্মশানে মহা মহোৎসব।

যেখানে ধূ ধূ করিয়া প্রজ্জ্বলিত চিতার প্রবল শিখা আকাশে বায়ুকে কাঁপাইতে ২ লোকের সন্তপ্ত হৃদয় কাঁদাইতে ২ উর্দ্ধদিকে ছুটিতেছে, সেখানকার দৃশ্য দেখিলে মনোপ্রাণ স্তম্ভিত হইয়া যায়, সেই মহাশ্মশানে (বারাণসী ধামে) মহা মহোৎসবের অভিনয় একটী বিচিত্র ঘটনা। কাশীক্ষেত্র "মহাশ্মশান" হইয়াও "আনন্দ-কানন"। কাশী প্রাচীন ও বর্ত্তমান ভারতীয় প্রকৃতির চিত্র ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। কাশীতে প্রাচীন ভারতের জ্ঞান, বিদ্যা, তপস্যা আদির সমাধি দৃষ্ট হয়, আবার নব্য ভারতের কদর্য্য মূর্ত্তিরও চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কাশী স্থূল জগতের চক্ষে শবাকীর্ণ মহাশ্মশান, যোগীর দৃষ্টিতে শিবময় আনন্দ কানন। অন্যত্রে মরিলে অশুভ, এখানে "মরণে মঙ্গল"। তাই কাশী পৃথিবী ছাড়া। অন্যত্র মরিলে "শব" এখানে মরিলে "শিব"। তাই শ্মশান= আনন্দ কানন। এখানে শোক ও সুখে মিত্রতা, কঠোর ও কোমল এক সূত্রে গাঁথা, তাই শ্মশানে আনন্দের ধারা প্রবাহিত। পূর্ব্বে এই কাশীই মহাশ্মশান ছিল, এক্ষণে সমগ্র ভারতই এক প্রশান্ত শ্মশান হইয়া উঠিয়াছে, আর জীবন্ত ভাব নাই, সচেতন দৃষ্টি ও চেষ্টা নাই, প্রেতের বিকট হাস্যে পুরী পরিপূর্ণ। নিদ্রিতকে জাগাইতে পারা যায়, কিন্তু মৃতের পুনর্জ্জীবনের আশা কোথায়? এই ভারত মহাশ্মশানের শব রাশির চেতনা সঞ্চারের কি উপায় আছে? কেহ কি মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা অবগত আছে? কাহারও কি সে মহামন্ত্র জানা আছে? যদি না থাকে, তবে কাশীধামে আসিয়া দেখিয়া যাও। ঐ দেখ, মহারাজ চক্রবর্ত্তী হরিশ্চন্দ্র চণ্ডাল বেশে নিজ

পুত্র রোহিতাশ্বের মৃত শরীর দেখিয়া আকুল প্রাণে কাঁদিতেছেন.—আবার দেখ দেখ ঐ জটা জুট ধারী তেজঃ পুঞ্জ কলেবর মহাতপা বিশ্বামিত্র মহামন্ত্র বলে মৃতবালককে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। হরিশ্চন্দ্র পুনঃ পুনঃ পদাভিষিক্ত হইলেন। মহাশ্মশানে মহানন্দের ধ্বনি উঠিল। শৈব্যার শোকাশ্রুর পরিবর্ত্তে আনন্দ ধারা বহিতে লাগিল। দেব গণের জয় জয় নাদে আকাশ পরিপূর্ণ হইল। ভো, ভো, ভারতবাসি! যদি জাগিতে চাও, যদি উঠিতে চাও, যদি বাঁচিতে চাও তবে কাশীধামের মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা অভ্যাস কর, আর্য মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও। রাজা ছিলে চণ্ডাল হইয়াছ. মান সম্ভ্রম, ঐশ্বর্য্য অথবা আপনার বলিবার যাহা কিছু ছিল. সমস্তই হারাইয়াছ, আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছ, ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা তোমারই জন্য আর্য্য ধর্ম্মের মৃত সঞ্জীবনী মহামন্ত্র আবার উচ্চারণ করিতেছেন তাই মহাশ্মশানে মহামহোৎসবের স্রোত বহিল। ঐ দেখ অন্তঃকরণের আবরণ উঠাইয়া দেখ-দেব গণের বিজয় দুন্দুভি বাজিতেছে, জয় ২ রবে ভারতের দিঙ্ মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে. এই মন্ত্র বলেই ভারতবাসি তুমি পূর্ব্ব পদ পাইবে।

উৎসবের ধুম ধামে আজ বারাণসী টলমল করিতেছে,তর তরবাহিনী ভাগীরথীর অনন্ত সৌন্দর্য্যময় তরঙ্গ রাশি যেন দল্ মল্ করিয়া উঠিয়াছে. প্রত্যেক হিন্দু হৃদয় ধর্ম্মের আনন্দ রসে যেন ডগমগ করিয়া উঠিয়াছে। উৎসবের পবিত্র সৌগন্ধে দূর নভো মণ্ডল আমোদিত, খোল করতালের মধুর নিক্বনে কাশীভূমি অমৃত রসে আপ্লাবিত, হরিনামের অজস্র নাদে দিঙ্ মণ্ডল পরিপূরিত।

১৩ই বৈশাখ শনিবার প্রাতঃকালে বালক, যুবা, বৃদ্ধ সহৃদয় গণ থরে ২ সজ্জিত হইয়া কেতু হস্তে সভা গৃহ হইতে শ্রীশ্রী৺ বিশ্বনাথ ও অন্ন পূর্ণাদি পূজনার্থ বাহির হইলেন। শংখ ঘণ্টাদি ও অন্যান্য বিবিধ মঙ্গল বাদ্য বাজিতে লাগিল, পত ২ রবে পতাকা উড়িতে লাগিল, এ অপূর্ব্ব মোহন দৃশ্যে কাশীবাসী মুগ্ধ হইয়া গেলেন। বিশ্বনাথাদির যথা বিধি পূজা সমাপ্ত হইয়া গেলে সেই দিন সায়াহ্নে সভা মণ্ডপে উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত সম্মিলিত স্বরে বেদবিৎ ৮ জন মহারাষ্ট্র দেশীয় পণ্ডিত চন্দন মাল্যাদি ভূষিত হইয়া বেদগান করিতে লাগিলেন। বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সে দিন সভায় উপস্থিত ছিলেন। বেদ গানে সকলেরই প্রাণ মন উৎফুল্ল হইয়াছিল। ভারতের এমন এক দিন ছিল, যখন ঋষিরা সুস্বর বেদগীতি গীতিকায় বনের পশু পক্ষীদিগকেও মাতাইতেন. বিষয়-পিপাসা বিশুষ্ক প্রাণে বিরাগের মকরন্দ কণা ঢালিয়া দিতেন। কিন্তু হায়, আমরা কি আর সে দিন দেখিতে পাইব।

পরদিন প্রাতঃ কালে কেতু ও ফুল মালায় সাজান গোছান বিশাল জল যানে শিক্ষিত বালক, যুবক ও প্রবীণে মিলিয়া প্রায় একশত ভদ্র লোক আরোহণ পূর্ব্বক মধুর ধর্ম্ম সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন গান করিতে ২ মহাতীর্থের প্রধান ২ ঘাট সমূহ পরিভ্রমণার্থ বাহির হইলেন। আকাশে জলন্ত কণক রেখার ন্যায় গঙ্গাবক্ষে জলযান অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। গঙ্গা পুলিনবর্ত্তী স্নানার্থী ব্যক্তি বৃন্দ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে পবিত্র জলযানের প্রতি তাকাইয়া রহিলেন, আর "জয় শিব শম্ভো!" বলিয়া পবিত্র কার্য্যে অনুরাগ দেখাইলেন। এ পবিত্র দৃশ্যে জটাধারী সন্ন্যাসী নাচিতে লাগিলেন, ভক্ত মাতিয়া উঠিলেন। এই প্রকারে যথা বিধি ভ্রমণ সমাপন করিয়া সভা মণ্ডপে উপস্থিত হওয়ার পর বালক দিগকে মিষ্টান্নাদি বিতরণ করা হইল। সেই দিন অপরাহ্নে ৬৷৷০ টার সময় অত্রত্য কারমাইকেল লাইব্রারিতে শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহাশয় "এখন কর্ত্তব্য কি?" এই বিষয়ে হিন্দি ভাষায় একটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বক্তা একজন প্রসিদ্ধ পুরুষ; তাঁহার বক্তৃতার সমালোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। এক কথায় এই মাত্র বলিলেই হইবে, যে একটি বিশেষ লাভ হইয়াছে, নিশ্চেষ্ট হিন্দু স্থানীয় দিগের মধ্যে উৎসাহের জ্বলন্ত জীবনী শক্তি তিনি বিকাশ করিয়া দিয়াছেন! প্রেত ভূমিতে শবমালা যেন সুধা বর্ষণে জাগিয়া উঠিয়াছে।

তৃতীয় দিন অপরাহ্ন ৫ টার সময় চৌক, চৌখাম্বা আদি স্থান হইয়া নগর সংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়। কল কল নাদিনী গঙ্গার স্রোতের ন্যায় সে জনস্রোত হরিগুণ গান ও নৃত্যকরিতে ২ মহাজনী টোলার বক্ষদেশ দিয়া ধাবিত হইল। আজি বড় একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম। দেখিলাম বাঙ্গালি ও হিন্দুস্থানি ভায়ে ২ মিলিয়া আজ হরি প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া চলিয়াছে। গঙ্গা যেন যমুনার সহিত মিলিয়া প্রেমে বিভোর হইয়া বহিয়া যাইতেছে।

এখানকার প্রধান ২ অনেক রইস্‌ই এতৎ সঙ্গে যোগ দান করিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ত্তন যখন মহাজনী টোলার মধ্যবর্ত্তী হইল তখন অত্যমৃত মহাত্মা বাবু হারশ্চন্দ্রের ভ্রাতা ধর্ম্মাত্মা শ্রীমান্ গোকুল চন্দ্র শ্রেষ্ঠ হরিগুণ গান তৎপর গণের সৎকার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ফুল মালা, গোলাপজল, চন্দন ও বাতাসা রাশির বিক্ষেপে তিনি বড়ই উৎসাহের স্রোত বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। পথে মধ্যে মধ্যে অনেক ভদ্র মহাজন গণ এই দলভুক্ত গণকে পুষ্পমালা চন্দনাদি উপহার দিতে লাগিলেন। গোলাপজলের বিকীরণে সকলকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। যখন সকলে পঞ্চ গঙ্গার ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন একজন কাশীর প্রধান রইস বাবু বিহারীলাল সকলকে চিনির সরবত পানকরিতে দিলেন। হরিনাম রসের সঙ্গে ২সে সুধারস পানও মন্দ হইল না। গোলাপ-জল ও পুষ্প মালারও এখানে ছড়াছড়ি।

পরদিন অপরাহ্ন ৫ টার সময় বাঙ্গালি টোলায় মহা-রোলে নগর সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। সংকীর্ত্তনের মহা স্রোতে বাঙ্গালি টোলার আবর্জ্জনা রাশি যেন কাটিয়া যাইতেছিল। অনেক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জয় জয় রবে সংকীর্ত্তনে আসিয়া মিলিয়াছিলেন। উন্মত্ততার ভৈরব রবে বাঙ্গালিটোলা ফাটিয়া যা-ইতে লাগিল। নর্ত্তনশীল বালক ও যুবক গণের পদভরে মেদিনী কাঁপিতে লাগিল। এ কঠোর জ্ঞান ভূমে ভক্তি ও প্রেমের এ অনন্ত উচ্ছ্বাস, অমৃতময় সৌন্দর্য্যে কাশীবাসী গণ বিমোহিত হইলেন।

তৎপরদিন অপরাহ্ন ৫ টার সময় দশাশ্বমেধ ঘাটে ধর্ম্মাচার্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামমিশ্র শাস্ত্রি মহাশয় "পারলৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠান" বিষয়ে একটি সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটি অতি সারগর্ভ হইয়াছিল। তৎপরে নবীন পরিব্রাজক শ্রী শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নের মর্ম্মভেদি বক্তৃতা সম্মুখস্থ সহস্রাধিক লোকের হৃদয়ে যেন সুধাবর্ষণ করিয়া-ছিল।

৬ষ্ঠ দিন বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন পাঁচটার সময় হাউস্‌কটরায়, অযোধ্যাবিভাগের বিদ্যালয় সমুহের ভূতপূর্ব্ব ইন্‌স্‌পেক্টর মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটীর প্রাঙ্গণে—সভামণ্ডপে উক্ত শাস্ত্রীজী "বিভিন্ন আর্যগন্তের একতা বিষ-য়িণী একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এ বক্তৃতায় অনেক শিখিবার সামগ্রী ছিল, এ বক্তৃতা শাস্ত্রী-জীকে জনসমাজে পরিচিত করিবে সন্দেহ নাই। অতঃপর বারাণসী সুনীতি সঞ্চারিণী সভার সম্পাদক শ্রীমান্ ভূদেব কবিরত্ন একটী সুললিত কবিতা পাঠ করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

শুক্র ও শনিবারে বাঙ্গালি টোলায়পুঁটিয়ার মহা-রাজার সত্রালয়ে "বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ ও" হরির লুট" এই দুই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহশয়ের বক্তৃতা হইয়াছিল। প্রথম দিন বক্তা হিন্দু সমা-জের তীব্র সমালোচনার সহিত হিন্দু সমাজ সংস্কারের উপায়াদি বর্ণন করিয়াছিলেন। যখন তিনি হিন্দু সমাজের শোচনীয় দশা বর্ণন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার ও সভ্যবৃন্দের নয়ন হইতে অশ্রুবারি দরদর ধারায় বিগলিত হইয়াছিল। ২ য় দিনের বক্তৃতায় তন্ত্র ও পুরাণাদির বৃথাপবাদ অপনোদন করিয়া ধার্ম্মিকগণকে আনন্দিত এবং ভক্তির পবিত্র ভাবে ভক্তহৃদয় আপ্লুত করিয়া ছিলেন।

"রাম নাম লুটন কা হ্যায় লুটনা হো সো লুট।
আখেরী পস্তাবেগা জব তন্ মন্ জাগা ছুট॥"

এই ভিত্তির উপর হরি প্রেমরত্নরাশি লুটিবার বিষয় প্রেম বিহ্বল ভাবে ব্যাখ্যা করিলেন ঘন ২ হরির ধ্বনিতে সে দিন সভাস্থল পরিপূর্ণ। অন্তরের ভাবের সহিত বাহিরের "হরির লুটে" বালক বৃন্দ সকলকে আরও মাতাইয়াছিল।

২১এ বৈশাখ রবিবার। অদ্য উৎসবের নবম ও শেষ দিন-সুনীতি সঞ্চারিণী সভার মহাধিবেশন অপরাহ্ন ৫॰টার সময় হইতে লোক সকলের সমাগম হইতে লাগিল। দেখিতে ২ সভা স্থল বঙ্গ, পঞ্জাব, পশ্চি-মোত্তর প্রদেশ, কাশ্মীর, নেপাল, রাজপুতনা আদি স্থানীয় কৃতবিদ্য, প্রতিষ্ঠিত ও সম্ভ্রান্ত গণে সভাস্থল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মাল্যাদি সহ তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করা হইলে গায়ক গণ কর্ত্তৃক নীতি ও ধর্ম্ম সঙ্গীত গীত হইল। তদনন্তর সম্পাদক শ্রীমান্ ভূদেব কবিরত্ন সভার বার্ষিক কার্য্য বিবরণ পাঠ ও অতি উত্তেজনার সহিত স্বীয় মন্তব্য ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার ভাব ও বক্তৃতা শক্তি দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত প্রীত হইলেন। ভগবৎ কৃপায় দীর্ঘায়ু হইলে ভবিষ্যতে তিনি যে ভারতের এবং ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্মপ্রচারিণী সভার মুখোজ্জ্বল করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কার্য্য

বিবরণ শ্রবণে সুনীতি সঞ্চারিণী সভা যে কাশীস্থ বালকবর্গের সাধু প্রেকৃতির বিশেষ উন্নতি করিয়াছেন তহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল। তদ্ভিন্ন এবার ভারতের নানা স্থানীয় সুনীতি সঞ্চারিণী সভা, রামপুর হাট সুনীতি সঞ্চারিণী সভার উত্তেজনায় দুর্ভিক্ষ দগ্ধ বীরভূম বাসীর সাহায্যার্থ সামর্থ্যানুযায়ী অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটী মহৎকার্য্য করিয়াছেন। তন্মধ্যে অত্রস্থ সুনীতি সঞ্চারিণী সভার সাহায্যে প্রায় দুইশত টাকা স্থানীয় মহাত্মা গণের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়া প্রেরিত হয়। রামপুরহাট অদ্যাপি পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহের সহিত স্বকার্য্যে ব্রতী আছেন। ভগবান্ তাঁহাদিগের শুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করুন। অতঃপর স্থানীয় রইস্ ও স্পেশল মাজিষ্ট্রেট ধর্ম্মপরায়ণ মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু প্রমদা দাস মিত্র মহাশয় বালকগণকে একটী অতীব গম্ভীর শাস্ত্রীয় উপদেশ প্রদান করিলে শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহাশয় একটী ভগবদ্ভাবোদ্দীপক মধুর বক্তৃতায় সকলের হৃদয় সুশীতল করিলেন। তদনন্তর প্রসিদ্ধ গণিত শাস্ত্রবিদ্ ভারত—গৌরব পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাপুদেব শাস্ত্রী সি, আই, ই, মহোদয় আহ্লাদ সহকারে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে গতবর্ষের বিজ্ঞাপনানুসারে স্থানীয় ও বিদেশীয় সুনীতি সঞ্চারিণী সভার অন্যূন ৫০ জন সভ্যকে স্বর্ণাক্ষরে প্রতিষ্ঠা পত্র সহ নীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক সকল পারিতোষিক প্রদত্ত হইল। এবং উপস্থিত সভ্যগণকে প্রসিদ্ধ শাস্ত্রী মহাশয় স্বয়ং মালা মিষ্টান্নাদি সহ পারিতোষিক বিতরণ করিলেন। এতদধিবেশনে স্থানীয় রইস্ ও ভা, আ, স, প্র, সভার সভাসদ শ্রীযুক্ত বাবু গোকুল চন্দ্র শ্রেষ্ঠ স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সভাকে বিশেষ-সাধুবাদ দান করিয়াছিলেন। অবশেষে উপস্থিত সকলকেই মিষ্টান্ন, "উপহার" ও সভার দাতব্য পুস্তক, বিতরিত হইলে হরিনাম সংকীর্ত্তন হইয়া সভার কার্য্য সমাপ্ত হইল।

সভার এই মহামহোৎসবে মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু রাম চন্দ্র সেন মহাশয়ের অকাতর পরিশ্রম, যত্ন, অনুরাগ ও সহানুভূতি স্মরণ করিলে তাঁহাকে অশেষ সাধুবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। একজন ইংরাজি, বাঙ্গালা, আরবী, লাটীন, ফ্রেঞ্চ, গ্রীক ভাষায় কৃতবিদ্য পণ্ডিত ও বিদ্যালয় সমূহের উপযুক্ত ভূতপূর্ব্ব পরিদর্শককে, আর্য্যধর্ম্মানুরাগী দেখিলে কি হৃদয় নৃত্য না করিয়া থাকিতে পারে? আর্য্য ধর্ম্ম উচ্চ হৃদয়েই আদর পাইয়া থাকে।

শ্রীপূ

ভক্ত ত্রিলোকনাথ।

পূর্ব্ব দেশে একজন স্বর্ণকারের গৃহে ত্রিলোক নাথ জন্ম গ্রহণ করেন। বালক কালে ত্রিলোকনাথের খাওয়া দাওয়া, ক্রীড়া কৌতুক ব্যতীত কোন শিক্ষার সহিত সংশ্রবই ছিল না। যে শিক্ষা আজ কাল শিক্ষিত সমাজকে ফুলাইয়া তুলিয়াছে ত্রিলোক সে শিক্ষা লাভ করেন নাই বটে, কিন্তু যে শিক্ষা মনুষ্যকে সফলজন্মা করে, যে শিক্ষা মনুষ্যকে পৃথিবীতেই স্বর্গীয় দেবতার মর্য্যাদা দানে সমর্থ, সে শিক্ষার অবসর লাভে তিনি বঞ্চিত হয়েন নাই। তিনি বালককাল হইতেই কোন সাধু সন্ন্যাসী আদি দেখিলেই তাঁহার নিকটস্থ হইতেন এবং তাঁহার দ্বারা সাধুদিগের যে কোন রূপ সেবা হইবার সম্ভাবনা তাহা সম্পাদন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। যেদিন ঘটনা বশতঃ কোন সাধুর সেবা করিতে না পাইতেন সে দিন তিনি আপনাকে অসুখী মনে করিতেন। ক্রমে তাঁহার পিতা মাতা পরলোক যাত্রা করিলেন। তৎসঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাল্যকালও অতীত হইল। সংসারের সমস্ত ভার তাঁহার স্কন্ধে আসিয়া পড়িল। তাঁহার বাল্য লীলার সমস্ত ব্যাপারেরই শেষ হইল কিন্তু সাধু সেবার নিবৃত্তি হইল না। তিনি জাতীয় বৃত্তি দ্বারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, স্বয়ং পরিবার গণের সহিত বহুল ক্লেশ সহ্য করিয়াও তাহার অধিকাংশ সাধু সেবায় ব্যয় করিতেন। নিজের প্রাণ অপেক্ষা সাধুদিগের মূল্য অধিক মনে করিতেন। সাধু গণকে সাক্ষাৎ ভগবানের ন্যায় তিনি শ্রদ্ধা করিতেন। সাধু গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের সেবার্থ নিযুক্ত হইতেন। সাধুসেবা তাঁহার জীবনের সার ব্রত হইয়াছিল।

ত্রিলোক নাথ যে দেশে বাস করিতেন তথাকার রাজার কন্যার বিবাহ কাল উপস্থিত হইল। রাজা ত্রিলোক নাথের সাধু বৃত্তি পূর্ব্ব হইতেই বিদিত ছিলেন, সেই জন্য বিশ্বাস করিয়া কন্যার বিবাহের অনেক গুলি অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিবার জন্য যথেষ্ট অর্থ দান করিলেন। ত্রিলোক টাকা পাইয়া রাজ আজ্ঞা প্রতিপালন করিবেন কি, সাধু দিগের নিত্য সেবায় তাহা ক্রমশঃ ব্যয় হইয়া গেল। বিবাহের দিন যত নিকট হইতে লাগিল অলঙ্কার শীঘ্র দিবার জন্য রাজা বারম্বার লোক পাঠাইতে লাগিলেন। ত্রিলোক জাতীয় ব্যবসার রীতি অনুসারে আজ দিব, কাল দিব, বলিয়া সময় কাটাইতে

লাগিলেন। ত্রিলোক রাজানুচর কর্ত্তৃক একদিন রাজ সমীপে নীত হইয়া স্বীকার করিয়া আসিলেন যে পর দিন প্রভাতে অলঙ্কার গুলি পৌঁছাইয়া দিব। গৃহে আসিয়া ত্রিলোক নাথের চিন্তার সীমা রহিল না। গৃহে অর্থ নাই, স্বর্ণ নাই, অলঙ্কারও নাই, সুতরাং ত্রিলোকের ভাবনা অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠিল। এই ভয়বিহ্বলতার মধ্যেও গৃহাগত সাধুর সেবা করিতে বিস্মৃত হইলেন না। রাত্রি কালে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন উপায় স্থির করিতে না পারায় সাধুগতপ্রাণ ত্রিলোক নাথ প্রাতঃকালেই একটী বন মধ্যে প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া রহিলেন। লোকে আর ত্রিলোকনাথকে দেখিতে পাইল না বটে, কিন্তু সর্ব্বতোব্যাপী অনাথের নাথ ত্রৈলোক্যনাথের কৃপা দৃষ্টি ত্রিলোক নাথের উপর পড়িতে বিলম্ব হইল না। যে সাধু সেবার প্রভাবে যম ভয় পর্য্যন্ত বিদূরিত হয়, সেই সাধুসেবানিরত সরল চিত্ত ত্রিলোক নাথ আজ রাজ ভয়ে ভীত হইয়া লুকায়িত। যে সাধুসেবার গুণে প্রবল রিপু বর্গও বিজীত হয়, আজ সেই সাধুসেবানুরক্ত ভক্ত নিঃসহায় দুর্ব্বলের ন্যায় পলায়িত; ইহা কি ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু দেখিতে পারেন? তিনি স্বয়ং অরূপ হইয়াও ভক্ত মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত যুগে যুগে মায়া রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। আজও সেই ত্রিলোকের নাথ ভক্ত ত্রিলোকনাথের বেশ ধারণ করিলেন। অতি সুগঠিত অলঙ্কারের ভার স্কন্ধে লইয়া রাজ সমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজা আভরণ গুলির নির্ম্মাণ নৈপুণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া যথেষ্ট অর্থ পারিতোষিক দান করিলেন। আজ ত্রিলোকের নাথ সেই অর্থ সম্ভার লইয়া ত্রিলোকনাথের গৃহে আসিলেন এবং মহামহোৎসব করিয়া বহুল সাধু ব্রাহ্মণ দিগকে ভোজন করাইলেন। এবং কিঞ্চিৎ প্রসাদ লইয়া ছদ্ম বেশে বনস্থ ত্রিলোকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আজ ত্রিলোকনাথের গৃহে মহামহোৎসব হইয়াছে, তুমি প্রসাদ গ্রহণ কর। ত্রিলোক যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ ত্রিলোক নাথের গৃহে? তখন ত্রিলোকের নাথ উত্তর করিলেন, যে যে ত্রিলোকের তুল্য ত্রিলোকে কেহই নাই। ভক্ত প্রভুর বিচিত্র চরিত্র বুঝিতে পারিলেন, ভক্তি বিহ্বল হইয়া ভক্তবৎসলের চরণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অন্তরের দেবতা অন্তর্যামী অন্তরে বিলীন হইলেন। ত্রিলোক সেই দিন হইতে সাধু সেবার আশ্চর্য্য ফল অবগত হইয়া সাধু সেবায় অধিক হইতে অধিক তর প্রবৃত্ত হইলেন এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল ভগবৎ প্রেমে মগ্ন থাকিয়া অতিবাহন করিলেন।

(প্রাপ্ত)

শ্রদ্ধাস্পদেষু।

দেখিতে দেখিতে একটী বৎসর অনন্ত কাল সাগরে নিমজ্জিত হইল! বর্ত্তমান ধর্ম্মবিপ্লবে "ধর্ম্ম প্রচারক" প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া জয়শ্রী লাভ করিয়াছেন।

আর্য্য ঋষি গণের গভীর জ্ঞান রাশির আভাসমাত্র পাইয়া ভারত নন্দন চমকিত ও চমৎকৃত হইয়া উঠিয়াছে। রত্নাকরের গভীর নীরনিমগ্ন না হইলে রত্ন সম্ভার উদ্ধার হয় না। ভারতকুমারগণ আজ এই রত্নের আভাস দেখিয়াছে, কিন্তু সে রত্ন রাজি তুলিবার শক্তি সকলের কৈ? কত জনে ডুবিতেছে, কিন্তু সকলেতো রত্ন তুলিতে পারিতেছেনা। কারো ভাগ্যে শুক্তি-পঞ্জর, কারো ভাগ্যে শঙ্খ শম্বুক, ও কারো ভাগ্যে উপল খণ্ড উঠিতেছে। কেহ বা ঐ সকল বস্তুই রত্ন বিবেচনা করিতেছে, আবার কেহ রত্নাকরে রত্ন নাই বলিয়া ভগ্নোৎসাহ হইতেছে! যে প্রকৃত মুক্তা তুলিতে পারিতেছে, সে ধন্য হইয়া যাইতেছে। বলা বাহুল্য যে, অকৃতিত্ব বশতঃ অনেকেই শুক্তি শম্বুকই তুলিয়া থাকেন, কেহবা মুক্তা সম্বলিত শুক্তি তুলিয়াও মুক্তা ত্যাগ করিয়া শুক্তিই রত্ন বলিয়া গ্রহণ করিতেছে! অর্ব্বাচীন ডুবুরির দোষে আজকাল এইরূপ শুক্তি শম্বুক ও কাচা মুক্তাই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। আজ কাল পাশব ধর্ম্ম, অঙ্গ হীন অসম্পূর্ণ ধর্ম্ম, এমনকি অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইতেছে। তাই এই ব্যাপারকে ধর্ম্ম সংস্কার না বলিয়া ধর্ম্মবিপ্লব বলিলাম। ভাই ভারত বাসি! তোমরা রত্ন সম্ভার তুলিতে রত্নাকরে নামিয়াছ, বড়ই সুখের বিষয়। কিন্তু ভাই, তোমাদের যেন মনে থাকে যে তোমরা মুক্তা—রত্ন তুলিবার জন্যই সাগরে [illegible] তেছ। অভিজ্ঞ ডুবুরির কাছে মুক্তা চিনিয়া তুলিও। তাঁহারা প্রাচীন, মুক্তা তুলিয়াই তাঁহারা জীবন যাপন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের নিকটই রত্ন চিনিবে শঙ্খ শম্বুক তুলিয়া মুক্তার অবমাননা করিওনা। রত্নাকরে ডুবিতে না শিখিয়া জলমগ্ন পাকতে পাদক্ষেপ পূর্ব্বক রত্নাকর রত্নহীন—পাষাণময় বিবেচনা করিওনা! মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরমায়ু কমিতেছে, এই মুহূর্ত্ত সমষ্টী একটী বৎসর চলিয়া গেল, তুমি অক্ষুণ্ণ বসিয়া আছ!!!

সম্পাদক মহাশয়! আমরা এই দূরদেশে বসিয়া আপনাদের পবিত্র ভাবের পবিত্র সম্মিলন কল্পনানেত্রে

দেখিয়া ধন্য হই। জগদীশ্বরেচ্ছায় ধর্ম্মোৎসব নির্ব্বিঘ্নে হউক। বর্ত্তমান সময়ে "ধর্ম্ম প্রচারক" ভিন্ন ভারতে বিশুদ্ধ আর্য্য ধর্ম প্রচারক আর দ্বিতীয় পত্র নাই, তাই আমরা কায় মনো বাক্যে ধর্ম্ম প্রচারকের কুশল কামনা করি।

শ্রীগোপাল চন্দ্র চৌধুরী।
করচমাড়িয়া,
রাজসাহী।

সমালোচনা।

১। সুশ্রুত সংহিতা—টাকির জমিদার শ্রীযুক্ত রায় সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহোদয়ের সাহায্যে কবিরাজ শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র কবিরত্ন ও শ্রীযুক্ত চন্দ্র কুমার কবিভূষণ মহাশয়ের দ্বারা অনুবাদিত ও প্রকাশিত। প্রতিখণ্ডের মূল্য ॥০ আটআনা। কলিকাতা, কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, ৩৩ নং ভবনে "সুশ্রুত" কার্য্যালয়ে প্রাপ্য। ইহার প্রথম খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে মুল, ডল্লনাচার্য্য কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ আছে। ভাষা অতি প্রাঞ্জল হইয়াছে, উৎসাহ ও প্রচারের অভাবে আয়ুর্ব্বেদিয় অমূল্য রত্ন রাশিও ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ বিহিত চিকিৎসাই ভারতীয় প্রকৃতির অনুকূল। এই চিকিৎসাশাস্ত্রের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা ও যত্নের জন্য অনুবাদক দ্বয় ও সুরেন্দ্র বাবু আমাদের সাধুবাদের পাত্র। আশা করি সর্ব্ব সাধারণেই ইহাঁদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন। সকল গৃহেই চিকিৎসাগ্রন্থ রক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য।

২। মন্ত্রার্থ দীপিকা—শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যুগল কিশোর পাঠক মহোদয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২৲ টাকা মাত্র। পুস্তক খানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। ইহাতে স্নান, তর্পণ, শ্রাদ্ধ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন আদির বহুল বৈদিক মন্ত্রের গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পুস্তক খানি কৃতবিদ্য সজ্জন সমাজের বিশেষোপকারী হইয়াছে। ভাষায় অর্থ লিখিত হইলে সর্ব্ব সাধারণেই ইহা হইতে উপকার পাইত।

৩। "Memoir of Raja Ram Mohan Ray" ইংরাজি ভাষায় রাজা রাম মোহন রায়ের জীবনী শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ১ একটাকা মাত্র। গ্রন্থ কর্ত্তা নিজ ভূমিকা লিপিতে লিখিয়াছেন যে "রাজা রাম মোহন রায়ের কার্য্য প্রণালী অন্য সংস্কারক দিগের পন্থা হইতে নিতান্ত স্বতন্ত্র ছিল। তিনি নির্ব্বাণ" প্রয়াসী "বুদ্ধ" ছিলেন না, তিনি পরম সহিষ্ণু ত্যাগশীল প্রেমোন্মত্ত—"চৈতন্যও" ছিলেন না, কার্য্যতঃ দেশ হিত সাধনই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। যাহাতে ভারতে বিদ্যার উন্নতি হয়, যাহাতে পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকে ভারতবাসী গণের শিক্ষালাভ, সমাজ সংস্কার, রাজনীতির মর্ম্মবোধ ও যাহাতে ভারতে পুনর্ব্বার প্রাচীন আর্য্যঋষি গণের একেশ্বরোপাসনা পুনঃপ্রচলিত হয় তাহাই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল।" পুস্তকখানি পাঠ করিলে রাজা রাম মোহন রায় যে একজন অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন, উচ্চচেতা, অধ্যবসায়শীল, কার্য্যকুশল, সাহসী, ও সুযোগ্য লোক ছিলেন, তাহা উত্তমরূপ প্রতীতি হয় এবং উদার চিত্ত দীননাথ বাবুর গুণগ্রাহিতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকের ভাষা অতি সরল ও সুগম হইয়াছে। ইংরাজি ভষাবিৎ মাত্রেই এক ২ খানি পুস্তক ক্রয় করিয়া প্রকাশকের পরিশ্রম সার্থক করুন।

৪। ধর্ম্ম সারবিবেক। ব্রাহ্ম, খৃষ্টান ও নাস্তিক দিগের সহিত হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বির বিচার ও নানাবিধ যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন। বারাণসী কালেজের ভূতপূর্ব্ব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বেচারাম সার্ব্বভৌম মহাশয় কর্ত্তৃক প্রণীত। বারাণসী মুনসীঘাট গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্য। মূল্য ডাকমাশুল সহ।১০ সাড়ে চারি আনা।

আমরা পুস্তক খানি পাঠ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেক শাস্ত্র সিদ্ধান্ত ও সদ্যুক্তি আছে। বর্ত্তমান ধর্ম্ম বিপ্লবকালে পুস্তক খানিকে সময়োচিত ফল বলিয়া বোধ হইল। ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু মাত্রেরই গৃহে ইহার একএক খণ্ড থাকা উচিত।

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি, যে রামপুরহাট সুনীতি সঞ্চারিণী সভার যত্নে জেলা বীরভূমের অন্তর্গত হস্তীকান্দা গ্রামে সম্প্রতি একটি সু, সৎ সভা স্থাপিত হইয়াছে।

গত বৈশাখ মাসে ঢুমকা-হিন্দু ধর্ম্মোৎসাহিনী সভা মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। নবদ্বীপের শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অজিত নাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ভাগবৎ ব্যাখ্যা ও বক্তৃতায় উৎসব কাল আনন্দে অতিবাহিত হইয়াছিল। নগর সংকীর্ত্তনের ধুমধামে ঢুমকা মাতিয়া উঠিয়াছিল।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

৮ম ভাগ	"একএব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।	শকাব্দা ১৮০৭
৪র্থ সংখ্যা	শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"	শ্রাবণ——পূর্ণিমা

আপস্তম্ব সংহিতা।

আপস্তম্বং প্রবক্ষ্যামি প্রায়শ্চিত্ত বিনির্ণয়ং।
দূষিতানাং হিতার্থায় বর্ণানামনুপূর্ব্বশঃ॥

দূষিত বর্ণাশ্রমি গণের কল্যাণার্থে আপস্তম্ব মুনি কৃত প্রায়শ্চিত্ত বিধি আমি আনুপূর্ব্বিক কহিতেছি।

পরেষাং পরিবাদেষু নিবৃত্তমৃষিসত্তমম্।
বিবিক্ত দেশ আসীন মাত্মবিদ্যা পরায়ণম্।
অনন্যমনসং শান্তং তত্ত্বজ্ঞং যোগবিত্তমম্।
আপস্তম্বমৃষিং সর্ব্বে সমেত্য মুনয়োব্রুবন্॥

অন্য কর্ত্তৃক নিন্দা বা স্তুতিতে অবিচলিত চিত্ত ঋষিশ্রেষ্ঠ একান্ত স্থানোপবিষ্ট আত্মবিদ্যা পরায়ণ, অনন্যচেতা শান্ত তত্ত্বজ্ঞ যোগবেত্তা আপস্তম্ব ঋষির নিকটে মুনি সকল সমাগত হইয়া বলিলেন।

ভগবন্ মানবাসর্ব্বে অসন্মার্গে স্থিতা যদা।
চরেয়ু ধর্ম্মকার্য্যাণাং তেষাং ব্রূহিবিনিষ্কৃতিং॥

হে ভগবন্ মানবগণ যখন কুমার্গগামী হয়, এবং ধর্ম্মাচরণ দ্বারা তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে ইচ্ছা করে, তবে তাহাদিগকে কি রূপ করিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা ও ব্যাখ্যান করুন।

যতোবশ্যং গৃহস্থেন গবাদি পরিপালনম্।
কৃষিকর্ম্মাদি বপনং দ্বিজামন্ত্রণমেবচ।
বালানাং স্তন্যপানাদি কার্য্যঞ্চ পরিপালনম্।
দেয়কানাথকে হবশ্যং বিপ্রাদীনাঞ্চ ভেষজম্।
এবং কৃতে কথঞ্চিৎ স্যাৎ প্রমাদো যদ্যকামতঃ
গবাদীনাং ততোস্মাকং ভগবন্ব্রূহি নিষ্কৃতিম্।

কেননা, গোসেবা, কৃষিকার্য্য, দ্বিজগণকে আমন্ত্রণ বা ভোজনাদি দ্বারা পূজা, বালক বালিকাকে দুগ্ধ পানাদি দ্বারা পালন, অনাথ ও ব্রাহ্মণ গণকে অবশ্য ঔষধ দান, এতাবৎ গৃহস্থ দিগের ধর্ম্ম, কিন্তু যদি অজ্ঞান বা প্রমাদ বশতঃ এতাবদনুষ্ঠানে ভ্রম বা ত্রুটি হয়, তবে গোসেবাদি কার্য্যের অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, আপনি তাহা বলিয়া দিন।

এবমুক্তঃ ক্ষণং ধ্যাত্বা প্রণিপাতাদধোমুখঃ।
দৃষ্ট্বা ঋষিমুবাচেদ মাপস্তম্বঃ সুনিশ্চিতম্॥

মহামুনি আপস্তম্ব জিজ্ঞাসু ঋষি গণকে প্রণিপাত বিনম্র মুখ দেখিয়া দৃঢ় নিশ্চয়কর ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন।

বালানাং স্তনপানাদি কার্য্যে দোষো ন বিদ্যতে।
বিপত্তাবপি বিপ্রাণাং আমন্ত্রণ চিকিৎসনে॥

বিপৎ কালে ব্রাহ্মণ দিগের সেবায় কিম্বা বালক বালিকা দিগের স্তন্য পানে, কিম্বা স্বচ্ছন্দ ব্যবহার বা চিকিৎসা কালে কোন প্রকার ত্রুটি হইলে তাহাতে দোষ হয় না।

গবাদীনাং প্রবক্ষ্যামি প্রায়শ্চিত্তং তৃণাদিষু।
কেচিদাহুর্ণদোষোত্র স্নেহে লবণ ভেষ...
ঔষধে লবণ চৈব স্নেহ পুষ্ট্যর্থ ভোজনম্।
প্রাণিনাং প্রাণ বৃত্ত্যর্থং প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে।

গো আদির তৃণাদি বিষয়ক প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি। কেহ ২ বলেন তৈল লবণ ও ঔষধ ক্রয়ে দোষ নাই। ঔষধ, লবণ, তৈল, ও পুষ্টিকর ভোজন দ্রব্য, অর্থাৎ ফলাহারী বস্তু যদি জীবিকার্থ কেহ বিক্রয় করে, তাহা হইলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেনা।

অতিরিক্তং ন দাতব্যং কালে স্বল্পস্তু দাপয়েৎ
অতিরিক্তেবিপন্নানাং কৃচ্ছ্রমেব বিধীয়তে।

বিপন্ন ব্যক্তিকে অতিরিক্ত দান করিবেনা। যথোচিত, কালে অল্পমাত্র দান করিবে, কেননা অতিরিক্ত দান করিলে উহা বিপন্ন গণের ক্লেশ দায়ক হইয়া উঠে।

ত্র্যহং নিরশনং পাদঃপাদশ্চাযাচিতং ত্র্যহম্।
প্রাতঃ সায়ং দিনার্দ্ধঞ্চ পাদোনং সায়বর্জ্জিতম্।
সায়ন্ত্র্যহং তথা পাদঃপাদঃ প্রাতস্তথাত্র্যহম্।
প্রাতঃ পাদং চরে চ্ছূদ্রঃ সায়ং বৈশ্যস্য দাপয়েৎ
অযাচিতন্তু রাজন্যে ত্রিরাত্রং ব্রাহ্মণস্যচ।

পাদমেকং চরেদ্রোধে দ্বৌপাদৌ বন্ধনেচরেৎ॥

তিন দিন অনশনকে প্রথম পাদ, তিন দিন অযাচিতকে দ্বিতীয় পাদ, তিন দিন সায়ং কালীন অনাহারকে তৃতীয় পাদ এবং তিন দিন কেবল মাত্র প্রাতঃকালে অনাহারকে চতুর্থপাদ কহে। প্রাতঃ কালীন ও সায়ংকালীন অনাহারকে দিনার্দ্ধ এবং কেবল সায়ংকাল ভিন্ন (দিনের মধ্যে যখন হয় এক বার) ভোজনকে পাদোন কহে। প্রায়শ্চিত্ত কালে যেখানে পাদ পাদোন আদ উক্ত হইয়াছে, সে খানে শূদ্রকে প্রাতঃপাদ, বৈশ্যকে সায়ং পাদ, ক্ষত্রিয়কে অযাচিত এবং ব্রাহ্মণকে তিন রাত্রি করাইবে। গরুকে যদি অবরোধ করে, তবে এক পাদ ও বন্ধন করিলে দ্বিপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

যোজনে পাদহীনঞ্চ চরেৎ সর্ব্বং নিপাতনে।
ঘণ্টাভরণ দোষেণ গোস্তু যত্র বিপদ্ ভবেৎ॥
চরেদর্দ্ধং ব্রতং তত্র ভূষণার্থং কৃতং িতৎ।
দমনে বা নিরোধে বা সংঘাতে চৈব যোজনে॥
স্তম্ভ শৃঙ্খল পাশৈশ্চ মৃতে পাদোন মাচরেৎ।
পাষাণে র্লকুটে র্ব্বাপি শস্ত্রেণান্যেন বা বলাৎ।
নিপাতয়ন্তি যে পাপা স্তেষাং সর্ব্বং বিধীয়তে॥

রাজদ্বারে বা পশু বন্ধন শালায় (খোঁয়াড়ে) উপস্থিত করিলে পাদোন এবং আঘাত বা নিপাত করিলে পূর্ণপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। গরুর গলায় ঘণ্টা বাঁধিয়া দিলে যদি তাহার কোন অনিষ্ট হয় তবে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, কেননা উহা ভূষণার্থ। কিন্তু যদি উহাকে দমন বা মারণের সুগমার্থ কণ্ঠে কাষ্ঠ ঘণ্টা অথবা পৃথ্বীতলবিলম্বীমুদ্গার তাহার কণ্ঠে বাঁধিয়া দেওয়া হয়, অথবা দারুময় স্তম্ভে শৃঙ্খলাদি দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিলে যদি তাহার মৃত্যু হয় তবে পাদোন প্রায়শ্চিত্ত করিবে। প্রস্তরাঘাতে, লগুড় বা শস্ত্রাঘাতে অথবা অন্য প্রকারে বল পূর্ব্বক যে পাপাত্মা গোবধ করে তাহার সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক।

প্রাজাপত্যং চরেদ্বিপ্রঃ পাদোনং ক্ষত্রিয় স্তথা।
কৃচ্ছ্রার্দ্ধন্তু চরেদ্ বৈশ্যঃ পাদং শূদ্রস্য দাপয়েৎ॥

ব্রাহ্মণ প্রাজাপত্য, ক্ষত্রিয় পাদোন প্রায়শ্চিত্ত, বৈশ্য অর্দ্ধ কৃচ্ছ্র এবং শূদ্র পাদ কৃচ্ছ্রের অনুষ্ঠান করিবে।

দ্বৌ মাসৌ পায়য়েৎ বৎসং দ্বৌ মাসৌ দ্বৌস্ত-
নৌদুহেৎ।
দ্বৌ মাসাবেক বেলায়াং শেষ কালং যথারুচি॥

গাভী প্রসূত হইলে প্রথম দুই মাস বৎসই স্তন্য পান করিবে। তৎপরে দুইটিমাস দুই স্তন মাত্র দোহন করিবে, তদনন্তর দুইমাস এক বেলামাত্র

দোহন করিবে এবং পরিশেষে যথারুচি দুহিবে।

দশরাত্রার্দ্ধমাসেন গৌস্তু যত্র বিপদ্যতে।
সশিখং বপনং কৃত্বা প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ॥

দশদিন বা অর্দ্ধমাস কাল যাহার গৃহে গো বিপদাপন্ন থাকিবে, শিখা সহিত মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহাকে প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

ফলমষ্ট গবাং ধর্ম্ম্যং ষড়্গবং জীবীতার্থিনাম্॥
চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবংহি জিঘাংসিনাং।

আটটি বলীবর্দ্দ সহিত হল চালনাই ধর্ম্মসিদ্ধ, জীবিকার্থী পুরুষ ছটি দ্বারাও কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারেন। চারিটি দ্বারা হল চালনা করা নৃশংসের কার্য্য এবং দুইটি বলীবর্দ্দ যোগে যে হল চালনা করে তাহাকে জিঘাংসু বলা যায়।

অতি বাহাতি দোহাভ্যাং নাসিকা ভেদনেন বা।
নদী পর্ব্বত সংরোহে মৃতে পাদোন মাচরেৎ॥

অতি ভার বহন করাইলে বা নিঃশেষ করিয়া দুহিয়া লইলে কিম্বা নাসিকা ছেদ করিয়া দিলে অথবা নদীপার বা পর্ব্বতারোহণ কালে যদি গরুর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে পাদোন আচরণ করিবে।

ন নারিকেল বালাভ্যাং ন মুঞ্জেন ন চর্ম্মণা।
এভি র্গাস্তু ন বধ্নীয়াৎ বদ্ধা পরবশো ভবেৎ॥

নারিকেল রজ্জু, মুঞ্জ, বা চর্ম্মরজ্জু দ্বারা গো বন্ধন করিবেনা, কেননা ঈদৃশ বন্ধনে তাহাকে পরবশ হইতে হয়।

কুশৈঃ কাশৈশ্চ বধ্নীয়াৎ বৃষভং দক্ষিণামুখং॥
পাদলগ্নাহি দাহেষু প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে।

কুশ বা কাশ তৃণ নির্ম্মিত রজ্জু দ্বারা বলীবর্দ্দকে দক্ষিণামুখ করিয়া বাঁধিবে। যদি আপনা আপনি পদে কোন আঘাত লাগে বা সর্পদষ্ট হয় অথবা অগ্নি দাহে প্রাণ, বিয়োগ হয় তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেনা।

ব্যাপন্নানাং বহুনাস্তু রোধনে বন্ধনেপিচ।
ভিষগু মিথ্যোপচারৈশ্চ দ্বিগুণং গোব্রতং চরেৎ॥

গো অত্যন্ত পীড়িত হইলে যদি কেহ উহাকে অবরোধ বা বন্ধন করে, অথবা অযথা মিথ্যা বৈদ্যোপচার দ্বারা চিকিৎসা করে, তবে তাহাকে দ্বিগুণ গোব্রত বা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

শৃঙ্গ ভঙ্গেস্থিভঙ্গেচ লাঙ্গুলস্যচ কৃন্তনে।
সপ্তরাত্রং পিবেৎ বজ্রং যাবৎ স্বস্থা পুনর্ভবেৎ॥

যদি শৃঙ্গ বা অস্থি ভগ্ন হয়, বা লাঙ্গুল কর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে সপ্ত রাত্রি, অথবা যে পর্য্যন্ত গো-রোগমুক্ত না হয় তাবৎ কাল বজ্র (বজরার মণ্ড) পান করিয়া থাকিবে।

গো মূত্রেণ তু সংমিশ্রং যাবকং ভক্ষয়েদ্দ্বিজঃ।
এতদ্বিমিশ্রিতং বজ্রং মুক্তেশৌশনসা স্বয়ম্॥

দ্বিজ হইলে গোমূত্র মিশ্রিত যব মণ্ড পান করিবে এবং ঔশনস ঋষি বজরার মণ্ড ও গোমূত্র মিশ্রিত করিয়া খাইতে বলিয়াছেন।

দেব দ্রোণ্যাং বিহারেষু কূপেষ্বাপতনেষু চ।
এষু গোষু বিপন্নাসু প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥

নদীতে পতিত হইয়া বা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া অথবা কূপে পড়িয়া যদি গো আঘাত প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না।

একা যদাতু বহুভি দৈবাদ্ ব্যাপাদিতা কৃচিৎ।
পাদং পাদন্তু হত্যায়াং চরেযুস্তে পৃথক্ পৃথক্॥

যদি বহু ব্যক্তি দ্বারা একটি মাত্র গো আহত বা হত হয়, তবে হত্যাকারী মাত্রেকেই পৃথক্ ২ পাদ ২ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

যন্ত্রণে বা চিকিৎসার্থে মূঢ় গর্ভ বিমোচনে।
যত্নে কৃতে বিপত্তি শ্চেৎ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥

কোন পীড়ার চিকিৎসা কালে অথবা গর্ভমোচন সময়ে যত্ন করিতে ২ যদি কোন বিপদ্ ঘটে, তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই।

সরোমং প্রথমে পাদে দ্বিতীয়ে শ্মশ্রুধারণম্।
তৃতীয়েতু শিখা ধার্য্যা সশিখস্তু নিপাতনে॥
সর্ব্বান্ কেশান্ সমুদ্ধৃত্য ছেদয়েদঙ্গুলি দ্বয়ম্।
এবমেবতু নারীনাং শিরসো মুণ্ডনং স্মৃতম্॥

প্রথম পাদ প্রায়শ্চিত্তে কেশ ধারণের বিধি আছে, দ্বিতীয় পাদে মস্তক মুণ্ডন করিয়া শ্মশ্রু মাত্র ধারণ করিবে, তৃতীয় পাদে শিখা মাত্র ধারণ করিয়া কেশ ও শ্মশ্রু উভয়ই ছেদন করিবে এবং হত্যা হইলে শিখা সহিত সমস্ত কেশ এবং অঙ্গুলিদ্বয় ছেদন করিবে। স্ত্রী গণও অপরাধ গ্রস্ত হইলে এইরূপ মস্তকমুণ্ডনাদি দ্বারা দণ্ড প্রাপ্ত হইবেন।

ইতি প্রথমাধ্যায় সমাপ্ত।

অণ্ডকটাহ ও সপ্তস্বর্গ ।

আর্য্য শাস্ত্রানুসারে জীবকে অনাদি কর্ম্ম সূত্রে ও বারম্বারের সাধা কর্ম্ম দ্বারা ফলভোগী করিবার অভিপ্রায়েই বিশ্ব সৃষ্টির হেতু। জীব অনাদি, তাঁহার প্রাচীন কর্ম্মজ অদৃষ্ট অনাদি, অদৃষ্টানুযায়ী ভোগ প্রদা সমলা প্রকৃতি অনাদি। উক্ত অদৃষ্ট ও প্রকৃতি সমষ্টি ভাবে অজ্ঞান নামে কথিত হয়। এই অদৃষ্ট ও ভোগ্য রূপী অজ্ঞানের অনির্ব্বচনীয় শক্তি। তাহার লোভে অনাদি কাল অবধি জীবাত্মা মোহিত। তাহা তাঁহাকে আপনার মুখ্য আত্মারূপ ব্রহ্মের জ্ঞান হইতে ভুলাইয়া রাখিয়াছে। তাহার এই প্রভাবকে "আবরণ শক্তি" কহে। তাহা তাঁহার আপনারই অনাদি কর্ম্ম ফল। পরমাত্মার মায়া শক্তি তাহার মূল। উক্ত অজ্ঞান যেমন জীবাত্মার মোক্ষ পথের অবরোধক সেইরূপ ফল রাজ্যের প্রকাশক। তাহার এই শেষোক্ত প্রভাবের নাম বিক্ষেপ শক্তি। জীবের ভোগায়তন ও ভোগ্য দ্রব্যের প্রকাশার্থে তাহা দ্রব্য ধাতু বিশিষ্ট। তাহার দ্রব্যবীজত্ব পরমার্থতঃ সত্য নহে। তাহা স্বতঃ ও বস্তুতঃ দ্রব্যবীজ নহে। কেবল পরমাত্মার মায়া শক্তি প্রভাবে এবং জীবাত্মার অদৃষ্টানুযায়ী দ্রব্যের আকার ধারণ করিয়াছে। সুতরাং তাহা মায়িক। সেই অজ্ঞান বীজরূপিনী সমলা প্রকৃতি এই জগতের উপাদান কারণ। এবং যে পরমাত্মাকে জীবের দৃষ্টি হইতে উহা আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে তিনি নিমিত্ত কারণ। সমস্তই তাঁহার মায়া শক্তির অধিকার ভুত।

'সমলা প্রকৃতি স্বরূপিনী উক্ত অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তি হইতে এই সৃষ্টি বিস্তৃত হইয়াছে। তাহার প্রভাব অচিন্ত্য। পরমাত্মাই তাহার আশ্রয়। পরমাত্মার আশ্রয়ে এবং নিয়ন্তৃত্বাধীনে তাহাই এই কোটী ২ গ্রহ উপগ্রহ সহিত বৃহৎ সংসারের হেতু।

অনন্তস্য নতস্যান্তঃ সংখ্যানঞ্চাপি বিদ্যতে।
তদনন্ত অসংখ্যাত প্রমাণং ব্যাপি বৈ যতঃ।
হেতুভূত মশেষস্য প্রকৃতিঃ সা পরামুনে।
অণ্ডানান্ত সহস্রাণাং সহস্রাণ্যযুতানিচ।
ঈদৃশানাং তথা তত্র কোটি ২ শতানিচ।
(বিঃ পুঃ ২।৭। (২৬)

প্রকৃতি অনন্ত, তাহার পরিমাণ করা যায় না। সেজন্য তাহা অনন্ত, অসংখ্যাত, অপরিমিত ও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া কথিত হয়। ইহা অশেষ জগতের উপাদান কারণ। এই পৃথিবী যে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত তাহা ন্যায় সহস্র ২ কোটি ২ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি বীজ। সেরূপ ব্রহ্মাণ্ড শত ২ কোটি ২ আছে। এই সকল ব্রহ্মাণ্ড উক্ত প্রকৃতির মায়িক আবির্ভাব মাত্র। সমস্তত্রই জীব গণ অনাদি অজ্ঞান বশে তাহার ভোক্তা। জীবের ভোগ শক্তি নিস্তেজ হইলে সর্ব্বত্রই প্রলয় এবং সে শক্তি পুনরুদ্দীপ্ত হইলে সর্ব্বত্রেই সৃষ্টি আবির্ভূত হয়।

উপরি উক্ত এক ২ ব্রহ্মাণ্ডের যে আয়তন স্থান, তাহাকে অণ্ডকটাহ বলে। "এতদ ব্রহ্মাণ্ডং সচ্ছিদ্রং কটাহদ্বয়স্য গোলকার সম্পুট তুল্যং। যত্র ভূর্ভুবঃস্ব মহর্জন স্তপঃ সত্য সংজ্ঞকানি সপ্ত ভুবনানি সন্তি। (শঃ কঃ ৯১২ পৃ) গোলাকার সম্পুট তুল্য কটাহ দ্বয়ের মধ্য ভাগে এই ব্রহ্মাণ্ড তন্মধ্যে ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্গলোক, মহর্লোক, জন লোক, তপ লোক এবং সত্য লোক এই সপ্ত ভুবন আছে। কটাহ শব্দে পাক পাত্র। অর্থাৎ যেখানে কালেতে পঞ্চভূত পাক হয়। পাক হইয়া ক্রমে ব্যবহারোপযোগী হয়। পশ্চাৎ জীবের ভোগ দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই ব্যবহারোপযোগী পৃথিবীকে এইক্ষণে যে প্রকার স্থূল ও কঠিন দৃষ্ট হইতেছে, এই অণ্ড কটাহস্থিত সমুদয় লোকেই তদ্বৎ। তাহাদের মধ্যে সত্ত্ব রজঃ তমো প্রভৃতি স্থূল সূক্ষ্ম উপাদানের তারতম্য থাকিলেও তাহারা স্ব স্ব নিবাসী জীব গণের প্রকৃতি অনুসারে ব্যবহারোপযোগী হইয়া আছে। সূক্ষ্ম ভূত গণ "তন্মাত্র মাত্র"। তাহা এই ভুবন কোষের কুত্রাপি ব্যবহারিক অবস্থা লাভ করিতে পারে-নাই। তাহা পরস্পর মিলিত ভাবে প্রথমতঃ স্থূলত্ব লাভ করিয়া পরে নানা লোক মণ্ডলরূপে ক্রমে পরিণত হইয়াছে। "এতেভ্যঃ পঞ্চীকৃতেভ্যো ভূতেভ্যো ভূর্ভুবঃস্ব র্মহ র্জ্জন স্তপঃসত্য মিত্যেতন্নামকানামুপর্য্যু-পরিবিদ্যমানানাং * * * লোকানাং * * * উৎপত্তি র্ভবতি (বেঃ সাঃ)। এই সকল পঞ্চীকৃত ভূত হইতে উপরি উপরি বিদ্যমান ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্গ লোক, মহর্লোক জন লোক, তপোলোক ব্রহ্মলোক প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। মূলে এসমস্তই সমলা প্রকৃতির বিক্ষেপ শক্তির পরিণাম। 'বিক্ষেপ শক্তি লিঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজেদিতি (বেঃ সাঃ) অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তিই ব্রহ্মলোক হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত জগদুৎপত্তির হেতু।

উপরিউক্ত লোক সমস্ত তাহাদের বর্ত্তমান ব্যবহারিক আকৃতির পূর্ব্বে 'কারণ' জল নামক তরল জলময় পদার্থ ছিল। বিশেষ ২ রূপ ধারণ করে নাই। তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে সমস্তই জল জনক অগ্নিময় দ্রব পদার্থ ছিল। তৎ পূর্ব্বে অগ্নিকদ্দারণ সমর্থ বায়বীয় পদার্থ রূপে বিস্তৃত ছিল। তাহার পূর্ব্বে বায়ুবীজ সমন্বিত ব্যোমাকারে ভাসমান ছিল। তাহার পূর্ব্বে তেজোময় সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ বা পঞ্চ তন্মাত্র রূপে ছিল। তাহার পূর্ব্বে মনাদি ইন্দ্রিয় সমন্বিত মহত্তত্ত্ব, অহংকার ও ইদংকার তত্ত্ব রূপে ছিল। এই তত্ত্ব সকল জীবের ভোগকর্ত্তৃত্ব ও ভোগ্য দ্রব্যের সহিত তাঁহার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মূল। এই অবস্থার পূর্ব্বে অজ্ঞানাবৃত সমষ্টি জীবের পরিপালিকা আনন্দময় কোষ স্বরূপিণী প্রলয় কালীনা সমলা শক্তি বিরাজমান ছিল। সেই শক্তি পরমাত্মার শক্তির এক বিন্দু প্রভাব মাত্র। তাহা জীবের মনাদি ইন্দ্রিয় গণের তৈজস বীজ, ভোগায়তন দেহ ও উপভোগ্য ব্রহ্মাণ্ডের দ্রব্য বীজ। তাহারই ক্রম পরিণাম স্বরূপ। আকাশাদি সূক্ষ্ম ভূতগণ ঐ অণ্ডকটাহে আবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে অগ্নিময় অবস্থায়, অগ্নিময় অবস্থা হইতে ক্রমে তরলাবস্থায়, তাহা হইতে অবশেষে স্থূল পার্থিব অবস্থায় ঘনীভূত হইয়াছে। সর্ব্ব জনীন শক্তি ক্ষয়ে ঐরূপ ক্রমের বিপরীত ক্রম পূর্ব্বক ধরণী জলে, জল অনলে, অনল অনিলে, অনিল আকাশে, আকাশ ক্রমে প্রকৃতিতে সমীকৃত হইবে। প্রকৃতি গুণ সাম্যাবস্থায় পরমাত্ম শক্তিতে বিলীন হইয়া জীবের কারণ দেহ ও ভাবি ভোগ্য রূপে অবস্থিতি করিবে।

অণ্ড কটাহের অন্তর্গত পঞ্চীকৃত ভূতগণ সমবেত হইয়া আদিতে একটি মাত্র তেজোময় অণ্ড উৎপন্ন করে। পশ্চাৎ তাহা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বিভক্ত হইয়া নানা অণ্ড, নানা লোক মণ্ডল ও গ্রহ তারা রূপে পরিণত হয়। তাহার সূক্ষ্ম ও সাত্ত্বিক অংশ হইতে তেজোময় লোক সকল, রাজসিক অংশ হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প জ্যোতির্ম্ময় ও শীতল প্রভাব মণ্ডল সমূহ এবং তামসাংশ হইতে হীন লোক সকল পরিণত হইয়াছে। (ইহার অতিরিক্ত বিবরণ হরিবংশে ২২৩ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)

সেই প্রথম অণ্ডই প্রথম সূর্য্য। তাহা হেমবর্ণ ও সহস্র সূর্য্যের প্রভাতুল্য ছিল। এই কথা মন্বাদি শাস্ত্রে আছে। তাহাতে ব্রহ্মা অধিষ্ঠিত থাকায় তাঁহারও নাম যেমন হিরণ্যগর্ভ হইয়াছে এবং সূর্য্য তাহারই দীপ্তিমান্ অংশ বিধায় সূর্য্যেরও নাম তদ্রূপ হিরণ্যগর্ভ হইয়াছে। এই ভাব ছান্দোগ্যে (৩ প্রঃ পাঃ ১৯ অঃ) এবং ভাগবতে (৫।২০।৩৬) আছে। সেই প্রথম সূর্য্য সে অবয়বে এখন না থাকিলেও ব্রহ্মলোকেই এইক্ষণ তাহার সুবর্ণ তুল্য উৎকৃষ্টাংশ স্বরূপ এবং তৎ স্থানীয়। ব্রহ্মলোকেই আমাদের অণ্ডকটাহের মধ্যে সমগ্র ভুবনের তেজঃ, বীর্য্য সুখ, যোগৈশ্বর্য্যের প্রস্রবণ তাহাই কল্পিত বিরাট মূর্ত্তির মস্তক রূপে গৃহীত হইয়াছে। তাহারই নাম অগ্নিলোক। "অগ্নি মূর্দ্ধা" ইত্যাদি শ্রুতি। "অগ্নি" দ্যুলোকঃ অর্থাৎ ব্রহ্মলোক 'মূর্দ্ধা' শিরঃ।

আদিম অণ্ডটীর অগ্নি ধাতু হইতে যে সকল উৎকৃষ্ট ভোগ স্থান প্রথমে নিঃসৃত হইয়াছে তাহা চারি ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ যথোক্ত লক্ষণ সম্পন্ন ব্রহ্মলোক, দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মলোকের তুলনায় যোগবল ও উপাসনার পরিপক্কতা সম্বন্ধে অপেক্ষা কৃত হীন অথচ সর্ব্বোর্দ্ধ তপোভূমি স্বরূপ তপোলোক। তৃতীয়তঃ তদপেক্ষা নিকৃষ্ট কিন্তু প্রেম বৈরাগ্য ও বিদ্যাতে অত্যুন্নত জন-সমাকীর্ণ জনলোক। চতুর্থতঃ তন্নিম্ন ভাগে অপেক্ষাকৃত অল্প ভোগী স্বর্গ স্বরূপ মহর্লোক। এই স্বর্গচতুষ্টয়ই জ্যোতির্ম্ময় ভোগ রাজ্য। মহা সৌভাগ্যবান্ সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ও তপস্বীদিগের ভোগার্থ তাহার আবির্ভাব। এই চতুস্বর্গের মধ্যে জন লোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্তকে সাধারণতঃ 'অকৃতক' কহে। কেননা তাহা ব্রহ্মার নিদ্রা কালে প্রলয় প্রাপ্ত হয় না এবং প্রতি কল্পে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ কৃত বা রচিত হয় না। একেবারে ব্রহ্মার বিনাশ রূপ মহাপ্রলয়ে মূল প্রকৃতিতে বিলীন হয়। মহর্লোককে "কৃতকাকৃতক" কহে। কেননা ব্রহ্ম নিদ্রা স্বরূপ প্রত্যেক কল্পান্তে তাহা সংপূর্ণ লয় হয় না, কেবল প্রাণী শূন্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ ব্রহ্মার প্রত্যেক দিনমানে তাহাতে তপস্বিদিগের বাসারম্ভ হয়। সুতরাং সে বিষয়ে তাহা "কৃতক"। কিন্তু ব্রহ্ম রাত্রিতে তাহা নষ্ট হয় না এজন্য "অকৃতক"।

সেই আদি অণ্ডটীর অগ্নি ধাতুর অন্তর্গত ("ধ্রুব সূর্য্যান্তরং" সূর্য্যমণ্ডলাবধি ধ্রুব নক্ষত্র পর্য্যন্ত প্রসারিত আর এক শ্রেণীর লোক মণ্ডল আছে। তাহার নাম দেব লোক। তাহা উপরি উক্ত স্বর্গ চতুষ্টয়ের অপেক্ষা হীন তাহা দেবজ্ঞানী, দেবোপাসক ও দৈবকর্ম্মী মহাত্মাগণের ভোগ স্থান। এই দেবলোক সপ্তবিংশতি সংখ্যক নক্ষত্র মণ্ডলের উত্তর ও ঊর্দ্ধ বহির্ভাগে বিস্তৃত আছে। তাহা সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, প্রভৃতি অনেক গ্রহ তারার সহিত সপ্তর্ষি মণ্ডল ও ধ্রুব লোক পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে আয়ত। "মেধীভূতঃ সমস্তস্য" ধ্রুব তারাই সমুদয় জ্যোতি-

শচক্রের মোঁপ অর্থাৎ নাভি স্বরূপ। ত্রৈলোক্যের অন্তর্গত সমস্ত লোক মণ্ডল তাহাকে আশ্রয় করিয়া স্থিতি করে। 'ইষ্ট্যাফলসন্তুরেষা' এই ত্রৈলোক্য যাগযজ্ঞের ফল ভোগ স্থান মাত্র। সে সমস্ত ভোগ প্রকৃতির স্থূলাংশের পরিণাম বিধায় এই সূর্য্যাদি লোক মণ্ডল সমূহ ব্রহ্মার প্রত্যেক রাত্রিতে বিনষ্ট ও প্রত্যেক দিন মানে কৃত হয় এজন্য পশ্চাদুক্ত ভূলোক ও পিতৃলোকের সহ তাহারা সমানে "কৃতক" শব্দে কথিত হয়। তথাকার নিবাসি গণ প্রত্যেক কল্পের মধ্যে বার বার যাতায়াত করেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অত্যুন্নত তাঁহারা ক্রমে ঊর্দ্ধ ২ লোকে উত্থান করেন।

ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোকাবধি নিম্নে দেব লোক পর্য্যন্ত এই পঞ্চ স্বর্গই তেজোধাতু প্রধান। তজ্জন্য তৎ সমুদয় সাধারণতঃ অগ্নি লোক, অর্চ্চির ভুবন, সূর্য্যদ্বার, দেবযান, ইত্যাদি নামে উক্ত হয়। ইহাদের উপাদান স্বরূপ যে তেজো ধাতু ব্রহ্ম লোকই তাহার আকর। ফলে সে তেজো ধাতু ব্রহ্ম লোকের বস্তু তন্ত্র গুণ নহে। মূলতঃ তাহা জীবের মহা বীর্য্যবান কর্ম্ম ফল স্বরূপ ভোগ রাজ্য। যজ্ঞাদি শুভ কর্ম্ম, ও তপস্যা সকল তাহার উপাদান। সুতরাং সে সমস্তই জীবের কর্ত্তৃ তন্ত্র ফলরাজ্য। সর্ব্ব-জীবের তাদৃশ সমষ্টি প্রকৃতি সমলা শক্তিরই অন্তর্গত। এই পঞ্চ স্বর্গের মধ্যে দেব লোক সর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরমায়ু বিশিষ্ট। তদুপরিস্থ লোক চতুষ্টয়ের ধাতু যত সাত্ত্বিক ও সূক্ষ্ম, ইহার ধাতু তত তেজোময় নহে। সুতরাং ব্রহ্মরাত্রি উপস্থিত হইলে তাহা সঙ্কর্ষাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়। সেই অগ্নির উত্তাপ মহর্লোককে আহত করে। তত্রত্য ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষি গণ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া জন লোকে গমন করেন।

মূল সৌর অণ্ডেতে যেমন সূর্য্য বা অগ্নি ধাতু ছিল সেই রূপ তাহাতে চন্দ্র বা জল ধাতুও ছিল। তাহার সেই শেষোক্ত ধাতু চন্দ্র লোক রূপে পরিণত হইয়াছে। চন্দ্র লোকই পিতৃ লোকের নামান্তর। তাহা পিতৃ যান শব্দে উক্ত হয়। জল ধাতু প্রধান বিধায় শাস্ত্রে এই লোককে "উদক-বস্তু" বিশেষণ দিয়াছেন। "পঞ্চ পাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং দিবআহুঃপরে অর্দ্ধে পুরীষিণং (প্রশ্নোপনিষদে ১ প্র। ১১) ব্রহ্ম লোকই সেই সৌর অঙ্গ স্বরূপ মূল আদিত্য স্থানীয়। "এতদ্বৈ প্রাণানামা য়তন" তাহা সমুদয় প্রাণের আয়তন। এই পিতৃ লোক বা চন্দ্র লোক তাহারই শীতল আকৃতি। তাহা এই আকৃতিতে 'সর্ব্বস্য পিতরং জনয়িতৃত্বাৎ' সকলের পিতৃ মাতৃ। তাহা প্রজা ও ফল শস্য বৃদ্ধিকর ও ঋতু-নেমি আকার স্থান বিধায় পঞ্চ ঋতুপাদ (হেমন্ত ও শিশিরকে এক ধরিয়া) ও দ্বাদশ মাসাকৃতিতে বিভক্ত। তাহা অন্তরীক্ষ অর্থাৎ ভুব লোক হইতে ঊর্দ্ধেস্থিত। এবং পুরীষিণং উদকবন্তং আহুঃ জল ধাতু প্রধান বলিয়া কথিত হয়। প্রজাপত্য ব্রত পরায়ণ পুণ্যাত্মা-গণ, প্রজা পুত্র ধন ধান্য কামী সাধু ব্রত পুরুষেরা, জন সমাজের শ্রীবৃদ্ধি কামী মহাত্মারা, এই লোকে স্থান প্রাপ্ত হন। তাঁহারা ভোগক্ষয়ে বার বার তথা হইতে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ব্রহ্ম রাত্রি উপস্থিত হইলে তাঁহারা এবং তাঁহাদের সেই জল ধাতু প্রধান লোক মণ্ডল সংকর্ষণানল কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহাও সে জন্য কৃতক শব্দে কথিত হয়। দেব লোক ও পিতৃ লোক উভয়ই "স্বর্গ লোক" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এজন্য সপ্ত স্বর্গের গণনায় ইহা উপরি উক্ত পঞ্চের অন্তর্গত।

পিতৃ লোকের নিম্নে ভুবর্লোক। তাহা নভো মণ্ডল বা অন্তরীক্ষ মাত্র এবং "ভূমি সূর্য্যান্তরং" ভূমি হইতে সূর্য্য মণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তাহা সূক্ষ্ম দেহাবচ্ছিন্ন প্রেতাত্মা ও সিদ্ধ গণের যমালয় বা অন্যান্য ভোগা-লয়ে গমনের পন্থা বা অপেক্ষা ক্ষেত্র। এ লোকও উক্ত 'কৃতক' শব্দের অন্তর্গত, ব্রহ্ম রাত্রিতে বিনাশ শীল।

ভুব লোকের নিম্নে ভূলোক অর্থাৎ পৃথিবী। আদিম অণ্ডের যেমন অগ্নি ও জল ধাতু ছিল সেই রূপ ভূধাতুও ছিল। ভূ ধাতুই রজোধর্ম্মী, তাহাই অন্ন স্বরূপ। এই পৃথিবী সেই অন্ন ধাতুতে বিরচিত। পৃথিবীর ধাতু অন্ন; পিতৃ লোকের ধাতু অন্নাপেক্ষা সূক্ষ্মতর অর্থাৎ জল; দেব লোকাবধি ব্রহ্ম লোকের ধাতু তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর অর্থাৎ জ্যোতিঃ। তন্মধ্যে জন তপঃ ও সত্য এই লোক ত্রয়ের ধাতু মহাসূক্ষ্ম ও সাত্ত্বিক। তাহা কেবল যোগী ও সন্ন্যাসী গণের ভোগ্য। ভূতলের অধোস্থিত লোক সমূহের ধাতু তমঃ। প্রেত গণের অপেক্ষাক্ষেত্র স্বরূপ ভুব লোকটী বায়ু ধাতু প্রধান।

এই সমস্ত লোক মণ্ডল একই অণ্ড কটাহস্থিত। সে অণ্ড কটাহের "গোলাকার সচ্ছিদ্র সম্পুট তুল্য আকাশ কক্ষা মধ্যে" নক্ষত্র চক্র স্থিতি করে। তাহার চতুর্দ্দিক জলীয় তন্মাত্র দ্বারা জলীয় তন্মাত্রের উপরি ভাগ তৈজস তন্মাত্র দ্বারা, তৈজস তন্মাত্রার চতুর্দ্দিক বায়-বীয় তন্মাত্র দ্বারা, বায়বীয় তন্মাত্র আকাশ তন্মাত্র দ্বারা, সূক্ষ্ম আকাশ সমলা প্রকৃতি দ্বারা পরম্পরা আবৃত হইয়া আছে, সেই প্রকৃতি যখন বিরাম গ্রহণ করে তখন ব্রহ্ম লোকাবধি সমগ্র ভোগ রাজ্য

প্রলয়ে কবলিত হয়। তখন ভূলোকাবধি প্রত্যেক অণ্ড স্বস্ব চির পোষিত অভ্যন্তর নিহিত সঙ্কর্ষণাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়। সেই তেজে প্রভূত জল রাশি উৎপন্ন হইয়া প্রত্যেক অণ্ডকে জলময় করিয়া ফেলে। ক্রমে পঞ্চ মহাভূত পঞ্চীকৃতাবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক মাত্র শব্দ তন্মাত্রা অর্থাৎ সূক্ষ্মাকাশ হইয়া যায়। সেই সূক্ষ্ম আকাশ গিয়া সমলা প্রকৃতির অতি সূক্ষ্মাবস্থাকে লাভ করে। সমলা প্রকৃতি তখন গুণ সাম্যাবস্থায় পরমাত্ম শক্তিতে পুনঃপ্রবেশ করেন। তখন আর কিছুই সৃষ্টি হয় না। ব্রহ্ম একমাত্র সকলের সংবীজরূপে অবস্থিতি করেন। জীব গণ রূপ নাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব সঞ্চিত অদৃষ্টের সহিত তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া নিদ্রাভিভূত হয়।

একটি অণ্ড কটাহস্থ অণ্ডরূপী গ্রহ, তারা, পৃথিব্যাদির সৃষ্টি ও প্রলয়ের যে রূপ নিয়ম উক্ত হইল সকল অণ্ড কটাহই সেই নিয়ম দ্বারা শাসিত হইয়া থাকে। একটী অণ্ডকটাহস্থ অণ্ড সমূহ যখন পরিণাক হইতে থাকে, তখন শত শত অণ্ডকটাহ সৃজিত বা বিনষ্ট হইতে পারে এই রূপে সেই মহান্ পরমাত্মার মায়া শক্তি প্রভাবে শত ২ অণ্ডকটাহ সৃষ্ট হইতেছে, শত শত পরিপালিত হইতেছে এবং শত ২ বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। তাঁহার সেই ভোগ রাগ সমন্বিত মহামায়াকে কেহই একাদিক্রমে ভোগ করিতে পারিতেছেনা, অথচ তাঁহার এতই মিষ্টতা এতই প্রেম, এতই স্নেহ এমনি বন্ধন যে প্রলয় কালে জীবাত্মা সমূহ স্ব স্ব সাধারণ অন্তরাত্মা স্বরূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়াও তাহা হইতে উদ্ধার পান না। তাহা তাঁহাদের ভাবী স্থূল সূক্ষ্ম দেহ, ভোগ শক্তি, ভোগ্য শক্তি, ভোগবাসনা ও ভোগোপকরণের বীজ স্বরূপ তাঁহাদের অদৃষ্টকে আশ্রয় করিয়া থাকে। পরমাত্মা স্বীয় স্বরূপাধিকারে জীবাত্মা সমূহকে এবং মায়াশক্তির অধিকার ঐ ভোগ বীজকে রক্ষা করেন। সেই অদৃষ্ট অর্থাৎ সমষ্টি প্রকৃতির বশে পরমাত্মার জগৎ সৃষ্টির তপস্যা হয়। "সতপো ২ তপ্যত সতপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ"। (শ্রু) সেই পরমাত্মা প্রাণি কর্ম্মাদি নিমিত্ত বিশ্ব সৃজনের তপস্যা পূর্ব্বক এই সমস্ত যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন।

খড়্গা পুর॥ শ্রীচন্দ্র শেখর বসু।

সংসার বিরাগ।

মনুষ্যের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি যতই স্ফূর্ত্তীমান্ ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে, মস্তিষ্ক যতই পরম সূক্ষ্ম তত্ত্বের গবেষণারসের রসিক হইতে থাকে, হৃদয় যতই প্রেমময়ের প্রেম সাগরে বিলীন হইতে চায়, সংসারের মোহময় বন্ধন রজ্জু ততই যেন শিথিল হইয়া পড়ে। যিনি ধর্ম্ম রাজ্যে এক পা মাত্র অগ্রসর হইয়াছেন, যাঁহার হৃদয় প্রকৃত ধর্ম্মামৃতের এক কণারও স্বাদ পাইয়াছে, বিজন স্থান বাসেচ্ছা তাঁহার স্বতঃএব বলবতী হইয়া উঠে। এই সংসার, এই স্ত্রী পরিবার, এই সন্তান সন্ততি, এই বন্ধু বান্ধব, এই পিতা মাতা সকলই ধর্ম্ম প্রবৃত্তির গাঢ়তার সঙ্গে ২ ধার্ম্মিক নিতান্ত তাচ্ছিল্যের চক্ষে দেখিয়া থাকেন, অবশেষে পরিত্যাগ করেন। আমরা যে তনয়কে স্নেহের পুত্তলী ভাবিয়া প্রাণের জিনিষ বলিয়া বুকে পুরিয়া রাখি, যে প্রিয়তমা পত্নীর সোহাগময় প্রেম মদে মাতোয়ারা হইয়া তাহাকে সৌন্দর্য্যের তূলিকায় কতই সুন্দর হইতেও সুন্দর আঁকিয়া থাকি, ধর্ম্ম রসিক সে সমস্ত গ্রাহ্যই করেন না। তিনি কোন্ ভাবে বিহ্বল হইয়া আছেন কোন্ সাগরে ডুবিয়া আছেন, আমরা (সংসারীরা) তাহা না বুঝিয়া হয়তো তাঁহাকে নিষ্ঠুর, পাষণ্ড বলিয়া নিন্দা করিতে পারি, কিন্তু বিবেক বুদ্ধির চক্ষে তিনি তাহা নহেন। ধর্ম্ম নীতির চর্চ্চা করিতে ২, বৈরাগ্য বিপিনে বিহার করিতে যাহার প্রাণ উতলা হয় নাই, এই কোলাহলময় ভব ভূমি পরিত্যাগ করিয়া নিরুদ্ধ ক্ষেত্রে স্তিমিত ভাবে সাধনা করিবার বাসনার উন্মেষ যাহার হয় নাই, জানিও তাহার জীবন ব্যাপী ধর্ম্ম সাধনার কোন ফলই হয় নাই। যিনি প্রকৃত ধর্ম্মের পথিক, তিনি নিশ্চয়ই বৈরাগ্যের পন্থা ধরিবেন। উপরে যাহা বলিলাম, ইতিহাসের নিকষে তাহা কষিয়া লও। ঐ দেখ বালক ধ্রুব নিদ্রিত মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া ভগবদারাধনায় বিজন বাসে চলিয়াছে, এই দেখ মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য রোরুদ্যমানা জননীর প্রতি দৃক্পাতমাত্র না করিয়া ধর্ম্মসাধনায় বন প্রয়াণ করিতেছেন, আবার ঐ দেখ নবদ্বীপের চৈতন্য দেব দরাগলিতাশ্রুমুখী বিদীর্ণ হৃদয়া বিষ্ণু প্রিয়াকে জন্মের মত অন্ধকার সাগরে ভাসাইয়া কোথায় পলাইলেন। আর কত চিত্র দেখাইব! সংসারী তুমি, গৃহস্থ তুমি এদৃশ্যে অবশ্যই তোমার হৃদয় থর থর করিয়া কাঁপিতেছে এদৃশ্যের মধ্যে তুমি জ্ঞানালোকের বিনিময়ে ঘোর অন্ধকার দেখিতেছ, ঈশ্বর প্রেমের বিনিময়ে কঠোরতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি দেখিতেছ, অমৃতময়ী শান্তির বিনিময়ে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড দেখিতেছ। এদৃশ্যে স্বর্গীয় পবিত্রতা ক্রীড়া করিতেছে, বৈরাগ্যের অনন্ত উচ্ছাস সাগর দলমল করিতেছে, ধর্ম্মের আকর্ষণী শক্তির ভাবলহরী তর তর করিতেছে, প্রেমিকের হৃদয় ইহাতে মাতিয়া

উঠে, ধাম্মিকের প্রাণ ইহাতে নাচিয়া উঠে। তুমি মর্ত্ত্যের জীব, নরকের কীট, ভোগ বিলাসের লীলাপট অজ্ঞানের গুরু ভাণ্ডার, তুমি ইহার তত্ত্ব কি বুঝিবে? তুমি মোহান্ধ, তুমি ভ্রান্ত, তাই অকলঙ্ক পূর্ণিমার চাঁদে কলঙ্ক রেখা আঁকিতেছ, তাই বিশুদ্ধতাময় বৈরাগ্যের মধ্যে পাষণ্ডতার অভিনয় দেখিতেছ।

হৃদয়ের মোহ আবরণ খুলিয়া দেখ, বৈরাগ্য কেমন সুন্দর জিনিষ! যে হৃদয়ে সংসারের বিষ্ঠাকুণ্ড বিরাজ করিতেছিল, দেখ আজি তথায় ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে আত্মা মরুভূমির ন্যায় ধুধু করিতেছিল, ঈশ্বরাত্মার মিলনে আজি তথায় আনন্দ উৎস প্রবাহিত হইতেছে, যে প্রাণে বাসনার-পিপাসা-অতৃপ্তির বিষধারা ঢালিয়া দিয়াছিল, আজি পরমাত্মার প্রেম-বারি তথায় বর্ষিত হইতেছে। আজি ধাম্মিকের আনন্দের দিন, তুমি আমি এ আনন্দের রস কল্পনাতেও অনুভব করিতে পারিনা, তোমার আমার পক্ষে বৈরাগ্য অনধিকার চর্চ্চা!

বলাৎকার পূর্ব্বক যাঁহারা বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে চাহেন তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। সংসারের জিনিষ যাঁহার পক্ষে পরম সুখদ, সাংসারিকতায় যাঁহার মন আচ্ছন্ন, বৈরাগ্যের পথিক হইলে তাঁহাকে বড়ই কষ্ট সহিতে হয়, ইতোনষ্ট স্তুতোভ্রষ্টঃ হইতে হয়। তাঁহার সাংসারিকতাময়ী প্রকৃতি যে ভাবে কার্য্য করিতেছিল, বৈরাগ্যের শক্তি ঠিক তাহার বিরুদ্ধ ভাবে কার্য্য করিতে থাকে। ইহাতে হয় এই যে, যদি দুইটি বেগে এঞ্জিন পরস্পরের বিরুদ্ধ ভাবে ধাবিত হয় তাহা হইলে যেমন দুইটি এঞ্জিনই চূর্ণ হইয়া যায়, তেমান পূর্ব্বোক্ত বিরাগী পুরুষের সাংসারিকতময়ী বৈরাগ্যময়ী দুইটি শক্তিই পরস্পর সংঘর্ষণে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। তিনি না গার্হস্থ্য ধর্ম্মেরই ভাল উন্নতি করিতে পারিলেন, না প্রকৃত বিরাগীই হইলেন। তাঁহার না এদিক্ না ওদিক্। বাস্তবিকই যাঁহার সংসারে থাকিতে কষ্ট বোধ হয়, সংসারের মায়া মমতা বিষবৎ বলিয়া বোধ হয়, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। বৈরাগ্য আশ্রয় করিতে তাঁহাকে চেষ্টা করিতে হয় না, বৈরাগই স্বতঃএব তাঁহাকে আশ্রয় করে।

ফল সুপক্ক হইলে বৃন্ত তাহাকে আপনিই পরিত্যাগ করে, কেননা তাহার ফলকে ধরিয়া রাখিবার শক্তি শিথিল হইয়া যায়। বৃন্তচ্যুত হইতে ফলকে চেষ্টা করিতে হয় না। তেমনি ধর্ম্ম প্রবৃত্তির পক্কতা জন্মিলে সংসার বৃন্ত সাধকের হৃদয়কে আপনিই খসাইয়া দেয়। বৈরাগ্যের তীব্র শক্তি সে হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে, আর কি সংসার সে হৃদয়কে ধরিয়া রাখিতে পারে?

তাই বলিতেছি বল পূর্ব্বক বৈরাগ্যের পন্থা অবলম্বন করিওনা। অধিকারী হও, পাত্র হও, তবে বৈরাগ্যের কথা মুখে আনিও। খেয়ালের উপর ভর করিয়া সংসার ছাড়িয়া বৃথা বিড়ম্বিত হইওনা।

(প্রাপ্ত)

* * * কুরুক্ষেত্রের মধ্য ভাগে সরস্বতী নদী কুলে একটি বট বৃক্ষতলে মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের আশ্রম। একদিন অকস্মাৎ ভগবান্ বেদব্যাসকে আশ্রমে সমাগত দেখিয়া মুনিরাজ সম্মুখবর্ত্তিনী নির্ঝরিণীর প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক গদগদস্বরে কহিলেন—"ঐ যে জীর্ণা সঙ্কীর্ণা তটিনী তোমার পাদ মূলে প্রবাহিতা দেখিতেছ, আমি স্বচক্ষে ইহাঁর বাল্য, কৈশোর যৌবন ও জরা দর্শন করিলাম। এক সময়ে এই সমস্ত প্রদেশ ইহাঁর গর্ভস্থ ছিল। অনন্তর সত্য যুগে কুরুক্ষেত্র ভূমির উৎপত্তি হইল এবং সরস্বতী সন্তান ব্রহ্মর্ষিগণ এই ভূমিতে আবাস প্রাপ্ত হইলেন। এই ক্ষীণা স্রোতঃস্বতী তৎকালে অতীব প্রবলা ছিলেন। তখন সরিৎপতি ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করেন নাই। তখন সমুদ্র সমুদায় প্রাচ্য ভূমি অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়া সরস্বতীর পাণি গ্রহণার্থ এ পর্য্যন্ত আপনার কর প্রসারিত করিয়া ছিলেন। আহা সেই দিন যেন কল্য মাত্র হইয়া গিয়াছে। এই স্রোতঃ স্বতী কি আর বেগবতী হইবে! ইহাঁর উভয় কুল কি আর ব্রহ্ম গুণগানে প্রতিধ্বনিত হইবে? ইনি অন্যের করগতা না হইয়া আবার কি সরিৎপতির সংসর্গ লাভ করিতে পারিবেন?

এই সকল কথা শ্রবণ করিতে২ ভগবান ব্যাসদেবের অক্ষিদ্বয় হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া পড়িল এবং তাহার দুই এক বিন্দু সরস্বতি জলে মিশাইল। অমনি নদীর জল যেন প্রবল বাত্যাঘাতে অথবা ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে বিলোড়িত হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে জলোচ্ছ্বাসে উভয় কুল ভগ্ন করিয়া মূর্ত্তিমতি সরস্বতী ক্রমশঃ আয়ত হইতে লাগিলেন বায়ুতে হোমাগ্নি সম্ভূত ধুমগন্ধ বহিতে আরম্ভ হইল; ব্রহ্মর্ষি কণ্ঠ বিনিঃসৃত বেদধ্বনি শুনাযাইতে লাগিল

এবং জল, স্থল ব্যোম সমুদায়ই জীবময় লক্ষিত হইতে লাগিল। অনন্তর ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, মহর্ষি, অতিরথী, মহারথী, অর্দ্ধরথী, কবি, বৈতালিক প্রভৃতির বিভূতির দ্বারা সর্ব্ব স্থান পূর্ণ হইয়া উঠিল, এবং তাঁহারা সকলেই আপনাপন প্রকৃতি সুলভ স্বরে বেদব্যাসের কর্ণ কুহরে কহিলেন,—" মাভৈঃ —মাভৈঃ—আমরা কেহই যাই নাই, সকলেই বিদ্যমান্ আছি। "

ভগবান ব্যাসদেব চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় স্তম্ভিত ভাবে এই সমস্ত ব্যাপার অবোলোকন করিতেছিলেন, এমন সময় মুনিবর মার্কণ্ডেয় তাঁহার শিরোদেশ স্পর্শ পূর্ব্বক কহিলেন—সাধু বেদব্যাস, সাধু! তুমি ভগবতী সরস্বতী এবং তীর্থরাজ কুরুক্ষেত্রের কলিযুগোচিত অবস্থা দর্শন করিতেছিলে; কিন্তু তোমার হৃদয় কন্দরস্থিত যে অনুরাগ বারি উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, তাহারই মাহাত্ম্যে আজ যুগধর্ম্মের বিপর্য্যয় হইয়া ক্ষণমাত্র সত্যযুগ পুনঃ প্রত্যানীত হইল। যেখানে এরূপ মন, সেই খানে সত্যযুগ চিরকাল বিদ্যমান। সাধু দিগের নয়ন বারিই কলি কল্মষ প্রক্ষালনের অমোঘ, অব্যর্থ ও অদ্বিতীয় উপায়; মহাত্মাদিগের অশ্রুবারিই প্রকৃত সরস্বতী জল। যত দিন তপঃসিদ্ধ মহাত্মাদিগের হৃদয় কন্দর হইতে ঐ জল নির্গত হইবে, তত দিন সরস্বতী জীবিত্য এবং বলবতী থাকিবেন। সেই উৎসাহী পুরুষই ধন্য ভারতের দুঃখেই যাঁহার অশ্রু বিগলিত হয়। তাঁহারই ক্রন্দনে ভারত পুনর্পূর্ব্ববৎ হইবে।

শ্রী:—

হিন্দু বিধবা

পরের দুঃখে দুঃখী হওয়া সাধুচিত্ত কার্য্য। অন্যের মলিন মুখে অশ্রু ধারা বহিতে দেখিলে, অন্যের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলে হৃদয়বান্ পুরুষের মনোপ্রাণ কাঁদিয়া উঠে। পরের দুঃখ মোচনে উদ্যত হওয়া হৃদয়বানের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; কিন্তু দুঃখাপনোদনের প্রকৃত উপায় উদ্ভাবন করা নির্ম্মল মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিমানের কর্ম্ম! আজ কাল হিন্দু বিধবা দিগের মলিন বেশ, মলিন মুখ ও নানা প্রকার সামাজিক কষ্ট দেখিয়া অনেক হৃদয়বানের প্রাণ মন ব্যাকুল হইয়াছে। তাঁহারা তাহাদিগের দুঃখ মোচনের জন্য সম্বাদ পত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ ও প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতাদির দ্বারা চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের সহৃদয়তাকে আমি সাধুবাদ দান করি। কিন্তু বিধবার পুনর্বিবাহরূপ তাহাদের কষ্ট মোচনের যে এক মাত্র উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিতে পারি না। বিধবা দিগের যে সকল ক্লেশ উল্লেখ করিয়া তাঁহারা দুঃখ প্রকাশ করেন, তাহার সকল গুলি না হউক কোন কোনটী নিতান্ত দুঃসহ তাহাতে সন্দেহ নাই। বিধবা দিগের দুঃখ দেখিলে বস্তুতঃ মনে ২ অনেক সময়ে হিন্দু সমাজের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়। বৃথাভিমানী পণ্ডিত সমাজের, জ্ঞান সাধন বর্জ্জিত গুরু কুলের, শাস্ত্রার্থ বোধ বিহীন পুরোহিত পুঞ্জের দুরবস্থা দেখিয়াও তৎপ্রতিবিধান জন্য যে সমাজ নিশ্চিন্ত রহিয়াছে, মদিরা পানাসক্ত, যবনীগামী অপ্রায়শ্চিত্তার্হ ক্রিয়াতে অনুরক্ত ব্যক্তি গণও যে সমাজে সাদরে গৃহীত হইতেছে সেই হিন্দু সমাজের মধ্যে যে বিধবাগণ অতি ক্লেশে কাল কাটাইবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি। যে সমাজ কদাচারকে শাসন করিতে অপ্রবৃত্ত, যে সমাজ সাধুতার পবিত্র মূর্ত্তি বিস্মৃত হইয়াছে, যে সমাজ পবিত্রতার মঙ্গলময়ী মর্য্যাদা লঙ্ঘনে অকুণ্ঠিত, বিধবাগণের অশ্রু বারিতে সে সমাজ ভাসিতে থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি! আমি বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী না হইয়াও বিধবা দিগের দুঃখে দুঃখী। আমি হিন্দু বিধবা গণের ব্রহ্মচর্য্যের গুরুত্ব অনুভব করিয়াও হিন্দু সমাজের অবৈধ ও নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য বর্ত্তমান হিন্দু সমাজকে নিন্দিত মনে করি। যে সকল ব্যক্তি হিন্দু বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী ও উদ্যোগীগণের নিন্দা বা যুক্তি খণ্ডন করিয়াই হিন্দু কুলের মত সমর্থন করিলেন মনে করেন, আমি তাঁহাদিগকেও মনের সহিত প্রশংসা করিতে পারিনা। যাঁহারা বিধবা কুলের দুঃখ মোচনার্থ উদ্যোগী; তাঁহারা আমার শ্রদ্ধার পাত্র। আবার যাঁহারা বিধবার চিরব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া হিন্দু কুলের পবিত্রতা রক্ষা করিতে চান, তাঁহারাও আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ। যাঁহারা পুনর্ব্বিবাহ দ্বারা বিধবার দুঃখ দূর করিবেন মনে করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমি হৃদয়বান্ বলিতে পারি কিন্তু বুদ্ধিমান্ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিনা এবং তাঁহারা যে বিধবা দিগের প্রকৃত বন্ধু নহেন ইহাও বলিতে আমি পশ্চাৎপদ হইনা। এ দিকে যাঁহারা বিধবা বিবাহের বিরোধে যুক্তি ও মত খণ্ডন করিয়া হিন্দু বিধবা দিগকে এই বর্ত্তমান অবস্থাতেই রাখিতে চাহেন

আমি তাঁহাদিগকে বুদ্ধিমান্ বলি বটে কিন্তু হৃদয় বান্ বলিতে পারিনা এবং সেই সঙ্গে ২ ইহা অবশ্যই বলিব, যে তাঁহারা হিন্দু কুল গৌরব রক্ষা করিবার উপযুক্ত পাত্র নহেন।

যে পতি সাধ্বীসতীর প্রাণ সেই পতির বিয়োগে পৃথিবীর কোন্ বস্তু সতীকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে? সেই সতীর কি অন্য পতিতে উপগত হওয়া সম্ভব? সেই সতীকে অন্য পতি জুটাইয়া দিলে কি তাহার দগ্ধ প্রাণ শীতল হইবে? আমি বলি কখনই নহে। সতী স্বর্গগত পতির দিকে তাকাইয়া চিরদিন স্বর্গের দিকে যাইবার পথ পরিষ্কার করিবে। প্রাণ পতির স্বর্গীয় মর্য্যাদা, স্বর্গীয় দৃশ্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের পথ দিয়া স্বর্গের দিকে অগ্রসর হইবে। সতীর সমক্ষে এক বই পতি নাই, সতীর সমক্ষে বৈধব্য কালে জগৎ পতি ভিন্ন আর কেহই পতিপদে দণ্ডায়মান হইতে পারেনা। বুঝিলাম সতীর দ্বিতীয় পতির আবশ্যকতা নাই।

দেখিতেছি সাধারণ কুলললনা গণ অল্প বয়সে বিধবা হইলে সকল গৃহে না হউক, কোন কোন গৃহে যাতনা পাইয়া থাকেন এবং নির্জ্জনে রোদন করেন। তন্মধ্যে কতক গুলি ক্লেশ পতির অভাব জনিত, কতক গুলি সমাজের দুর্ব্বৃত্ত ও মনুষ্যত্ববিহীন ব্যক্তি গণের নিমিত্ত। একাদশীতে উপবাস, একাহার, অঙ্গরাগ ও আভরণ পরিত্যাগ, ইন্দ্রিয় সম্ভোগ সুখের অভাব ইত্যাদি ক্লেশ বিধবা গণের পতি বিয়োগ জনিত। শ্বশুরগৃহে বা ভ্রাতৃ গৃহে থাকিয়া দাসীরন্যায় কার্য্য করা, বিবাহাদি মঙ্গলানুষ্ঠানে পূর্ণ সহযোগিতার অধিকার না পাওয়া ইত্যাদি ক্লেশ সামাজিক লোকের অসদ্ব্যবহার জনিত।

আমাদের বিশ্বাস যে গার্হস্থ্য আশ্রম ভোগ করিবার জন্য নহে, বিলাসে মজিবার জন্য নহে, ইন্দ্রিয় সুখাশয়ে ডুবিবার জন্য নহে, আমোদ করিয়া বেড়াইবার জন্য নহে, কিন্তু ধর্ম্মার্থ কার্য্য করিবার জন্য, বিলাস ভোগ ত্যাগ শিক্ষা করিবার জন্য, বৈরাগ্যের বলবৎ ভিত্তি স্থাপন করিবার জন্য, মুক্তি দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইবার জন্য, ইন্দ্রিয় সংগ্রামে বিজয়ী হইবার জন্যই গার্হস্থ্য আশ্রম। যদি কেহ গার্হস্থ্য আশ্রমের উদ্দেশ্য গুলি সহজে সাধন করিতে না পারে, তবে তাহাকে কৌশলে বা বলে বা সদুপদেশে তাহার কার্য্য সিদ্ধির সহায়তা করিতে হইবে। ঔষধ কটু হউক, তিক্ত হউক, অরুচিকর হউক দয়ালু চিকিৎসক, কল্যাণাকাঙ্ক্ষী পিতা মাতা, হিতার্থী বন্ধু বান্ধব তাহা রোগীকে সেবন করাইবেন। রোগীর অনিচ্ছা, রোগীর চীৎকার ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি পাত করিবেন না, ইহা সাধু হৃদয়ের মত। রোগী যাহা খাইলে সন্তুষ্ট হয়, তাহাই খাইতে দেওয়া বুদ্ধিমান্ উচিত মনে করেন না, কিন্তু যাহাতে পীড়া আরোগ্য হয় সেই দিকেই বুদ্ধিমানের দৃষ্টি। রোগী আরোগ্য হইলেই কটু কষায় ঔষধ দাতা গণেরই চরণ রেণু মস্তকে ধারণ করিবে, তখন সে বুঝিবে যে রোগ শয্যায় যাহা ২ খাইতে চাহিয়াছিলাম তাহা হয় তো তখন আমার মিষ্ট লাগিত বটে কিন্তু মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। বিধবা গণও দুঃখ—রোগে আক্রান্ত। এই রোগ বিমোচনের ব্যবস্থা কি? তাহাকে পুনর্ভোগের পথ দেখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য অথবা ভোগ নিবৃত্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া বিহিত? যদি ভোগার্থই তাহাকে একটী পতি দেওয়া যায়, তবে সেই পতিই যে চিরজীবি হইবে তাহা কে বলিল? ভোগীর ভোগ সুখ বাসনা বাঁচিয়া থাকিতে নিবৃত্ত হয় না, সুতরাং হয়তো তাহার গণ্ডায় ২ পতি প্রয়োজন হইবে! একে ভারতে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা অধিক। প্রত্যেক কুমারীর বিবাহ হওয়াই দায়, তাহাতে এক একটী নারী গণ্ডায় ২ পতি গ্রহণ করিলে এত পতিই বা জুটিবে কোথা হইতে? তবে কি কুমারী গণই চিরকৌমার্য্যে ব্রহ্মচর্য্যে কালাতিপাত করিবে? আমার মতে যাহাতে জীবের ভোগ — বাসনা নিবৃত্ত হয় তাহারই দিকে মনোযোগ দেওয়া বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। একাদশী ব্রতে শারীর রসোচ্ছ্বাসের হ্রাস, দুষ্কৃত মনোবৃত্তির দুর্ব্বলতা, পবিত্রতার বৃদ্ধি, স্বর্গীয় ভাবের সঞ্চার এবং আত্মানুরাগের বিকাশ হইয়া থাকে। ইহা জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য; ইহাতে বিধবার ক্লেশ হয় স্বীকার করিনা। বিধবা সামর্থ্যানুসারে নিরম্বু উপবাস বা গঙ্গাজল সেবন কিম্বা দুগ্ধ জল সেবন অথবা ফল মূলাদি ভোজন করিয়া আপনার ব্রত সমাপন করিতে পারেন। কিন্তু হিন্দু বিধবা গণ সকলেই পূর্ণ মাত্রায় পুণ্য প্রার্থী বলিয়া নিরম্বু উপবাসই করিয়া থাকেন, সে জন্য অন্যে দায়ী নহে। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে এক বার মাত্র ভোজন করিলে শরীর যেরূপ তৃপ্ত ও মন যেরূপ স্ফূর্ত্তি যুক্ত থাকে, তাহা গণ্ড পিণ্ড ভোজী গ দুইবার তিনবার খাইয়াও কখন অনুভব করিতে পারেন না, সুতরাং একাহার ক্লেশ দায়ক নহে, বরং স্বাস্থ্যকর ও মঙ্গলদায়ক। বেশ বিন্যাস ত্যাগ সম্বন্ধে, সমাজ! আমি তোমাকে বলিব না। বিধবাকে ডাকিয়া বলি, দেবি!

পতি বিয়োগের সঙ্গে ২ তুমি সংসার সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছ, তুমি মনুষ্য সমাজের অতীত ব্রহ্মচারিণীর স্বর্গীয় বিশুদ্ধ আসনে উপবেশন করিয়াছ, আলুলায়িত রুক্ষ কেশে সন্ন্যাসিনীর বেশে গৈরিক বসনে তুমি মনুষ্য গণের আরাধনার আসন অলঙ্কৃত করিয়াছ। দেবি! তোমার যে চরণে শত ২ বীরের, শত ২ ধনীর, শত ২ বিদ্যাবানের মস্তক প্রণত হইতেছে সে পবিত্র চরণে কি আর রৌপ্যের অলঙ্কার শোভা পায়? দেবি! তোমার যে হস্তে দেব দুর্ল্লভ ভগবানের নাম জপ করিবার জন্য রুদ্রাক্ষ বা তুলসীর মালা ধারণ করিয়াছ, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ীর বিলাস ক্ষেত্র স্বর্ণাভরণ পরিয়া কি সেই হস্ত কলঙ্কিত করিতে চাও? তোমার যে কণ্ঠে ত্রিলোকের আধার ব্রহ্মাণ্ডপতির পবিত্র গুণ গীতি উচ্চারিত হইতেছে, যে নামেমুগ্ধ হইয়া সম্রাট সম্রাজ্য ত্যাগ করে, সাধক ত্রিলোকের সম্পদ তুচ্ছ বোধ করেন সেই অমিয় ভরা নাম করিতে ২ তোমার কণ্ঠ কি সোণার কণ্ঠ মালায়, মতির মালায় আপনাকে লোক সমাজে ঘৃণিত করিতে চায়? বিধবা! তুমি আপনার মর্য্যাদা বুঝিয়া দেখিলে স্বর্ণাভরণ, বেশ বিন্যাস তোমার শোভা নহে।

"ভূষণের অভাব কি আছে মা, তুমি জগচ্চন্দ্র হার পরেছ।

কর্ণের ভূষণ তব সে নাম শ্রবণ,

কণ্ঠের ভূষণ তব সে নাম কীর্ত্তন,

হৃদয় ভূষণ তব সে রূপ চিন্তন,

করের ভূষণ তব সে পদ সেবন। ভূষণের অভাব কি আছে মা! তুমি চিন্তামণি হার পরেছ।"

দেবি! বিবাহাদি মঙ্গলানুষ্ঠানে তোমাকে কেহ কিছু স্পর্শ করিতে দেয় না। মূর্খ গৃহস্থেরা ভাবে যে এই মাঙ্গলিক কার্য্যে বিধবার প্রবেশ অমাঙ্গলিক। এই ভ্রমের বশীভূত হইয়া মূঢ় গণ তোমাকে অনেক সময়ে অবমাননা ও অশ্রদ্ধা করে। তাহারা ভ্রান্ত। কিন্তু দেবি! আমিও বলি, তুমি ঐ সাংসারিক কার্য্যে হাত দিওনা। শাস্ত্রও বলিতেছেন তুমি স্পর্শও করিও না, কেননা যে পবিত্র হস্ত দেব সেবার জন্য নিযুক্ত সে হস্ত কি সংসারের সেবা করিবে? সংসারের মলিন বিষয় পঙ্কে কি সে হস্ত কলঙ্কিত করিবে? গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানের যে কোন কার্য্যে দেখিবে যে তোমার প্রবেশ নিষেধ, সেখানে দুঃখিত হইওনা, সেখানে ভাবিয়া দেখিও তোমারই পদ গৌরব ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, তোমারই পবিত্রতার প্রতাপে ভীত হইয়া সংসার সংকুচিত হইতেছে। তোমার তপোগ্নিময় হস্তের উত্তাপ কি শুষ্ক তৃণ রূপ সংসার সহ্য করিতে পারে? তোমাকে রন্ধন শালায় অধিষ্ঠাত্রী করিয়াছে বলিয়া, তোমাকে শিশুগণকে ক্রোড়ে লইতে দেয় বলিয়া তুমি কি তোমাকে দাসী মনে কর? তুমি দাসী নও, তুমি দেবী, তাই রন্ধন শালায় অধিষ্ঠান তোমার, তাই শিশু গণের প্রতিপালিকা তুমি। তোমার ইন্দ্রিয় সংযম, তোমার তপঃব্রত, তোমার ইষ্ঠ নিষ্ঠা, তোমার দেব সেবা ও পবিত্র চিন্তা তোমার প্রকৃতিকে পরম পবিত্র ও তেজস্বিনী করিয়াছে। গৃহস্থ গণ যাহা ভোজন করে, সেই অন্নে পাচক বা পাচিকার প্রকৃতির শক্তি প্রবেশ করিয়া থাকে। এই জন্য একজন ইন্দ্রিয় সেবা পরায়ণ পাচকের এবং ভোগ বিলাসিনী পাচিকার প্রস্তুত অন্ন অপেক্ষা তোমার অন্ন পবিত্র, পুষ্টিপ্রদ ও জীবন সঞ্চারী। তাই তুমি রন্ধন শালায়—তুমি রন্ধন শালায় অন্নপূর্ণা। শিশু গণ নীচ প্রকৃতি দাসীর ক্রোড়ে থাকিলে নীচ ভাব ও কদর্য্য শক্তি দ্বারা অভিভূত হয়, তাই শিশুর প্রসূতি, তাই শিশুর পিতা তোমার ক্রোড়ে রাখিয়া শিশু পবিত্র শক্তি বিশিষ্ট হইবে, দীর্ঘ জীবী হইবে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন॥ তোমার যত্নে, তোমার স্নেহে শিশু সুস্থকায় ও মহানুভব হইবে। তুমি শিশুর ষষ্ঠি ঠাকুরাণী।

হিন্দু সমাজ! তোমার নিজ পাপে তুমি নিজে ডুবিতেছ। ব্রহ্মচারিণীকে—সন্ন্যাসিনীকে তুমি আপনার দাসী মনে কর। আশ্চর্য্য তোমার স্পর্দ্ধা! দেব সেবার পরিবর্ত্তে তোমার বিধবা কন্যাকে, তোমার বিধবা ভগিনীকে তোমার রাত্রিতে শুইবার শয্যা প্রস্তুত করিতে দাও, বিধবার সেবা করা, তপস্বিনীর সেবা করা, তুমি আপনার গুরুতর কার্য্য মনে না করিয়া তুমি তোমার জীবনের সার কার্য্য—সর্ব্বস্ব সম্বল মনে না করিয়া অপব্যয় মনে করিয়া থাক। সতী ব্রহ্মচারিণী গৃহে থাকা আর জীবন্ত জগদ্ধাত্রী গৃহে থাকা একই কথা। বিধবার আশীর্ব্বাদে, বিধবার ব্রত সমাপনে তোমার কুল ধন্য হইবে, কিন্তু স্মরণ রাখিও তোমার দোষে তপস্বিনীর এক বিন্দু অশ্রুপাত হইলে তোমার কুল কালার্ণবে ভাসিয়া যাইবে।

উপসংহার কালে বিধবা বিবাহের প্রধান উদ্যোগী গণকে দুই একটী কথা বলিব। ইন্দ্রিয় সেবার বেগ হিন্দু সমাজের দোষে হউক বা গুণে হউক বিধবা গণ ক্রমে ২ সম্বরণ করিতে শিখিতেছে। তোমরা আর তাহার উত্তেজনা করিও না, আর নরকাগ্নিতে ইন্ধন নিক্ষেপ করিওনা। একটী পুরুষ ২।৩ বার বিবাহ করে বলিয়া

স্ত্রী গণেরও সেই রূপ অধিকার দিতে চাও, ইহা বহু বিবাহের প্রশ্নে সমাধান হইবার যোগ্য. এ জন্য এখানে তাহার সমালোচনা করিতে চাহি না। কিন্তু বিবাহ না করিয়াও যে ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে কত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, কত সন্ন্যাসী বিচরণ করিয়া আসিতেছেন, তাহা কি একবারও নেত্র পাত করিয়া দেখ না? পুরুষ গণ ভোগী আর স্ত্রীগণকে তাহারা ভোগ বিমুখ রাখিতে চায় একথা তোমাদের বলিতে লজ্জা বোধ হয়না? হিন্দু পুরুষ দিগর ন্যায় ভোগ ত্যাগী, বিলাস বিমুখী আর কোন্ জাতির পুরুষ শ্রেণীতে দেখিতে পাও? নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীগণ বা সন্ন্যাসীগণ সকলেই স্বভাবজাত বৈরাগ্যের জন্য ভোগ ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু তন্মধ্যে অনেকেই শিক্ষা ও সংযমের গুণে প্রব্রজ্যার পন্থা অবলম্বন করিয়া সুখী হইয়াছেন। শিক্ষা ও সংযমের গুণেই হিন্দু বিধবা গণ চির ব্রহ্মচারিণী থাকিতে পরিবেন। বিনয় করিয়া বলি, সকলে একত্র হইয়া সুশিক্ষা ও সাধু ভাব বৃদ্ধির ব্যবস্থা কর। বৃথা বিবাহ ২ করিয়া বিধবাগণকে নাচাইয়া তুলিও না ও সমাজকে কাঁপাইও না। বিবাহই সমস্ত দুঃখ নাশের মুল কে বলিল? বিবাহিতা সকল স্ত্রীই কি সুখী? সার্ব্বাঙ্গিক সুখ কি সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে? বিবাহের মধ্যেও লক্ষ ২ দুঃখ দেখিতে পাওয়া যায়। পরমাত্মায় আত্ম সমাধান ভিন্ন সমস্ত দুঃখ মোচনের আর কোন সদুপায়ই নাই। ব্রহ্মচর্য্যের যতই বল বৃদ্ধি হয় ভারতে তাহারই উপায় বিধান কর। অলমতি বিস্তারেণ।

কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য।

সমালোচনা।

১। "হিন্দু ধর্ম্মের উপদেশ"। শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু প্রণীত। গ্রন্থ খানিতে লিপি নৈপুণ্য, শাস্ত্রীয় গবেষণা, বিচক্ষণতা ও বিপুল বুদ্ধি মত্তা সহ "বৈদিক ধর্ম্ম ও শাস্ত্র সমন্বয়" প্রদর্শিত হইয়াছে। পাঠক গণ এতৎ গ্রন্থরূপ উপনেত্রের সাহায্যে আর্য্য ধর্ম্মের নিভৃত গুহান্তর্নিহিত রত্ন রাশির সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইবেন। গ্রন্থকর্ত্তা শাস্ত্র ও যুক্তি সহ কর্ম্ম কাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা, আদি অনেক গুরুতর বিষয়ের অবতারণা ও মীমাংসা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি নিরপেক্ষ ভাবে পাঠ করিলে হিন্দু ও অহিন্দু সকলেই বিশেষ উপকৃত হইবেন। ইহার মূল্য ১৲ এক টাকা। কলিকাতা, গুপ্ত প্রেসে প্রাপ্য।

২। "অষ্টাদশ বিদ্যা" অর্থাৎ বেদ বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রের স্থুল মর্ম্ম। শ্রীযুক্ত গোবিন্দ মোহন রায় বিদ্যাবিনোদ বারিধি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। কাকিনায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্য। মূল্য আট আনা মাত্র। ইহাতে অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদ, বেদের নিত্যতা ও অপৌরুষেয়তা, বেদের শাখাবিভাগ, বৈদিক ধর্ম্ম, পুরাণ ও তাহার রূপকতার তাৎপর্য্যার্থ, তন্ত্র, গোস্বামি শাস্ত্র ও বৈষ্ণব সংহিতা এই কয়েক বিষয় লিখিত আছে। গ্রন্থ খানিতে সঙ্কলনকর্ত্তার শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও গূঢ় তত্ত্বানুভূতির বিপুল পরিচয় দিতেছে। বর্ত্তমান ধর্ম্ম বিপ্লব কালে ঈদৃশ গ্রন্থের প্রচার ভারতের শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। এতৎ গ্রন্থ পাঠে বুদ্ধিমান গণ পরম সুখী হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সঙ্কলন কর্ত্তা হিন্দু সমাজের ধন্যবাদের পাত্র।

৩। "আয়ুর্ব্বেদ সঞ্জীবনী" (আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন।) কলিকাতা কুমার টুলী ১৭ নং ভবনে প্রাপ্য, বার্ষিক মূল্য ৩৷৵০ মাত্র। শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সেন ও কালী প্রসন্ন সেন কবিরাজ মহাশয় দ্বয়ের তত্ত্বাবধানে শ্রীযুক্ত ভগবতী প্রসন্ন সেন ও হরি প্রসন্ন সেন কবিরাজ মহাশয় দ্বয় দ্বারা সম্পাদিত। আমরা ইহার ৮ম সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রবন্ধ গুলি অতি দক্ষতার সহিত লিখিত হইতেছে। চিকিৎসা বিভাগের এরূপ মাসিক পত্র নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও সমাজের পরমোপকারী। ইহার চিরজীবন প্রার্থনীয়।

৪। "The Indian Agricultural Gazette" এই দুর্ভিক্ষ পীড়িত ভারতের কৃষি বিদ্যার পুনর্নবজীবন ও উন্নতির নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। এই উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত লেখক গণের দ্বারা সম্পাদিত ও বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়া গেজেট খানি ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। বহু দিন নিরক্ষর কৃষক দিগের হস্তে থাকিয়া কৃষি বিদ্যা অতিশয় দুর্দ্দশা গ্রস্ত হইয়াছে, এক্ষণে কৃতবিদ্য গণের যত্নে ইহার পুনরুদ্ধার হইবে সন্দেহ নাই। আশা করি অন্নগত প্রাণ দেহী মাত্রেই এই উদ্যমশীল পুরুষ গণের সাহায্যার্থ মুক্ত হস্ত হইবেন।

৫। সঙ্গীত পুণ্য পাদপ—শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র কুণ্ড প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ৷৶১০ মাত্র। কাশী-মদনপুরায়, গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্য। পুস্তক খানিতে নানা রাগরাগিণী সংযুক্ত এবং বাউল ও রাম প্রসাদী সুরের অনেক গুলি অতি মনোহর তত্ত্ব বিষয়ক সঙ্গীত আছে। যাহার আঘ্রাণে অচেতন হৃদয় সচেতন হয়, সাধকের হৃদয় নাচিয়া উঠে, প্রেমিকের হৃদয় মাতিয়া যায় ও কঠোর হৃদয় বিগলিত হয়, এমন অনেক গুলি ফুল পুণ্য পাদপে ফুটিয়াছে দৃষ্ট হইল। এক্ষণে প্রণেতা ও পাঠকের মনোমত ফল ফলিলেই আমরা আনন্দিত হইব।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরেব্রহ্মণি যস্য চেতঃ ॥"

৮ম ভাগ	"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।	শকাব্দা ১৮০৭
৫ম সংখ্যা	শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥"	ভাদ্র———পূর্ণিমা

আপস্তম্ব সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কারুহস্ত গতং পণ্যং যচ্চ পাত্রাদ্ বিনিঃসৃতম্।
স্ত্রী বালবৃদ্ধাচরিতং সর্ব্বমেতচ্ছুচি স্মৃতম্ ॥

কারু হস্ত নির্ম্মিত পদার্থ, বস্তু বিক্রয়ালয়, ও যে পাত্র করিয়া বস্তু বাহিরে লইয়া যাওয়া যায়, এবং স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধের আবদাচরণ সদাই শুদ্ধ।

প্রপাস্বরণ্যেষু জলেষু বৈ গিরৌ
দ্রোণ্যাং জলং কেশ বিনিঃসৃতঞ্চ
শ্বপাক চাণ্ডাল পরিগ্রহেষু।
পীত্বা জলং পঞ্চগব্যেন শুদ্ধিঃ ॥

প্রপা (জলসত্রে জলপান করাইবার স্থান) ও বন মধ্যস্থ জলাশয়ে, পর্ব্বতোপরি, বা দ্রোণীস্থ (ডোঙ্গা) অথবা চর মধ্যস্থ বা কেশসংসিক্ত কিম্বা শ্বপাক চণ্ডাল আদির জল ভরিবার স্থানস্থ জল পান করিলে পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধি হইয়া থাকে।

ন দুষ্যেৎ সন্ততাধারা বাতোদ্ধূতাশ্চ রেণবঃ।
স্ত্রিয়ো বৃদ্ধাশ্চ বালাশ্চ ন দুষ্যন্তি কদাচন ॥

যে জলের ধারা অখণ্ড (বৃষ্টিধারাদি), বায়ু দ্বারা উড্ডীয়মান ধূলিরাশি স্ত্রী, বৃদ্ধ এবং বালক কখনই অশুদ্ধ হয় না।

আত্মশয্যাচ বস্ত্রঞ্চ জায়াপত্যং কমণ্ডলুঃ।
আত্মনঃ শুচীন্যেতানি পরেষামশুচীনিতু ॥

শয্যা, বস্ত্র, জায়া, পুত্র, কমণ্ডলু বা জলপাত্র আপনার হইলে সমস্তই শুদ্ধ ও অন্যের হইলে সমস্তই অশুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়।

অন্যৈস্তু খানিতাঃ কূপা স্তড়াগানি তথৈবচ।
এষু স্নাত্বাচ পীত্বাচ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥

অন্যের খোদিত কূপ বা পুষ্করিণীতে স্নান বা তত্রস্থ জলপান করিলে পঞ্চ গব্য দ্বারা শুদ্ধ হয়।

উচ্ছিষ্টমশুচিত্বঞ্চ যচ্চ বিষ্ঠানুলেপনম্।
সর্ব্বং শুধ্যতি তোয়েন তত্তোয়ং কেন শুধ্যতি ॥

উচ্ছিষ্ট, অশুদ্ধ বা মল যুক্ত স্থানাদি জল দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু সেই জল শুদ্ধ হয় কিরূপে?

সূর্য্যরশ্মি নিপাতেন মারুতস্পর্শনেনচ।
গবাং মূত্র পুরীষেণ তত্তোয়ং তেন শুধ্যতি ॥

সূর্য্য কিরণ পাত, বায়ুস্পর্শ, গোমূত্র বা গোময়

দ্বারা সেই জল পবিত্রীকৃত হইয়া থাকে।

অস্থিচর্ম্মাদি যুক্তন্তু খরশ্বানোপদূষিতম্।
উদ্ধরেদুদকং সর্ব্বং শোধনং পরিমার্জ্জনম্।

যে জলে অস্থি বা চর্ম্ম পতিত হয়, অথবা যে জল গর্দ্দভ বা কুক্কুর দ্বারা অপবিত্রীকৃত হয়, পাত্রস্থ সে সমস্ত জলই ফেলিয়া দিবে এবং পাত্রটি উত্তম রূপে মার্জ্জনা করিয়া লইবে।

কূপো মূত্র পুরীষেণ যবনে নাপি দূষিতঃ।
শ্বশৃগাল খরোষ্ট্রৈশ্চ ক্রব্যাদৈশ্চ জুগপ্সিতঃ॥
উদ্ধৃত্যৈবচ তত্তোয়ং সপ্তপিণ্ডান্ সমুদ্ধরেৎ।
পঞ্চগব্যং মৃদাপূতং কূপে তচ্ছোধনং স্মৃতম্॥

যদি মলমূত্র দ্বারা বা যবনস্পর্শ দ্বারা কূপ দূষিত হয়, কিম্বা কুক্কুর শৃগাল, গর্দ্দভ, উষ্ট্র বা মাংসাশী গণ কর্ত্তৃক অপবিত্রীকৃত হয় তবে তত্রস্থ জল সমস্ত উঠাইয়া ফেলিয়া দিবে। এবং সপ্তমুষ্টি মৃত্তিকা উত্তোলন করিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করিবে। এবং তৎপরে মৃত্তিকা ও পঞ্চ গব্য প্রক্ষেপ দ্বারা কূপকে শোধন করিয়া লইবে।

বাপী কূপ তড়াগানাং দূষিতানাঞ্চ শোধনম্।
কুম্ভানাং শতমুদ্ধৃত্য পঞ্চগব্যং ততঃ ক্ষিপেৎ॥

বাপী কূপ, তড়াগ যদি দূষিত হয়, তবে তাহা হইতে এক শত কলস জল উঠাইয়া ফেলিয়া দিবে এবং তৎপরে পঞ্চগব্য প্রক্ষেপ দ্বারা শোধন করিয়া লইবে।

যস্তু কূপাৎ পিবেত্তোয়ং ব্রাহ্মণঃ শবদূষিতাৎ।
কথং তত্র বিশুদ্ধিঃ স্যাদিতি মে সংশয়ো ভবেৎ॥

যে কূপে মৃতদেহ পড়িয়া থাকে, ব্রাহ্মণ সে কূপের জল পান করিলে কিরূপে শুদ্ধ হয়, ইহাতে আমার সংশয় হইতেছে।

অক্লিন্নেনচ ভিন্নেন কেবলং শবদূষিতে।
পীত্বা কূপাদহোরাত্রং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥

যদি শব অক্লিন্ন থাকে, অথবা তাহার অবয়বাদি ছিন্ন ভিন্ন না হইয়া থাকে, তবে তথাকার জল পান করিলে অহোরাত্র উপবাস এবং পঞ্চগব্য সেবন দ্বারা শুদ্ধ হইবে।

ক্লিন্নে ভিন্নে শবেচৈব তত্রস্থং যদি তৎ পিবেৎ।
শুদ্ধিশ্চান্দ্রায়ণং তস্য তপ্তকৃচ্ছ্র মথাপিবা॥

যদি ক্লিন্ন, ও ছিন্ন ভিন্নাবয়ব শব কূপে পড়িয়া থাকে, তবে তত্রস্থ জল পান করিলে চান্দ্রায়ণ বা তপ্তকৃচ্ছ্র করিতে হয়।

৩য় অধ্যায়।

অন্ত্যজাতি র্নবিজ্ঞাতো নিবসেৎ যস্য বেশ্মনি।
তস্য জ্ঞাত্বাতু কালেন দ্বিজাঃকুর্ব্বন্ননুগ্রহম্॥
চান্দ্রায়ণং পরাকোবা দ্বিজাতীনাং বিশোধনম্।
প্রাজাপত্যন্তু শূদ্রস্য শেষং তদনুসারতঃ॥
যৈর্ভুক্তং তত্র পক্কান্নং কৃচ্ছ্রংতেষাং প্রদাপয়েৎ।
তেষামপিচ যৈর্ভুক্তং কৃচ্ছ্রংপাদং প্রদাপয়েৎ॥

যদি অজ্ঞাতসারে কাহারও গৃহে কোন অন্ত্যজ জাতি বাস করে এবং কাল ক্রমে উহা প্রকাশিত হয়, তবে ব্রাহ্মণের অনুগ্রহে অথবা চান্দ্রায়ণ কিম্বা পরাক প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য দ্বিজাতি দিগের এবং প্রাজাপত্য দ্বারা শূদ্রের এবং অবশিষ্ট গণের তদনুক্রমানুসারে পবিত্রতা সিদ্ধ হইবে, এবং যাহারা তথায় পক্কান্ন ভোজন করিবেন, তাঁহাদিগকে কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত এবং ইহাঁদিগের নিকট যাঁহারা ভোজন করিবেন তাঁহাদিগকে পাদকৃচ্ছ্র সাধন করিতে হইবে।

কূপৈঃ কপানৈ দুষ্টানাং স্পর্শসংসর্গদূষণাৎ।
তেষামেকোপবাসেন পঞ্চগব্যেন শোধনম্॥

দুষ্টজন সংসর্গ কর্ত্তৃক যে কূপ দূষিত, অর্থাৎ যে কূপে নীচলোকেও জল ভরিয়া থাকে, তথাকার জলপান করিলে উপবাস ও পঞ্চগব্য সেবন করিতে হয়।

বালোবৃদ্ধস্তথা রোগী গর্ব্ভিনী বায়ুপীড়িতা।
তেষাং নক্তং প্রদাতব্যং বালানাং প্রহরদ্বয়ম্॥

যদি বালক, বৃদ্ধ, রোগী অথবা বায়ু পীড়িত গর্ব্ভিনী ঈদৃশ দোষে লিপ্ত হয়, তবে তাহাকে চার প্রহর মাত্র এবং শিশু হইলে প্রহরদ্বয় মাত্র উপবাসী রাখিবে।

অশীতি যস্য বর্ষাণি বালোবাপ্যুনষোড়শঃ।
প্রায়শ্চিত্তার্দ্ধমর্হন্তি স্ত্রিয়ো ব্যাধিত এবচ॥

অশীতি বর্ষ বয়স্ক অথবা ষোড়শবর্ষের ন্যূন বয়স্ক এবং রুগ্ন স্ত্রীবর্গ অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত ভাগী হইবে।

ন্যূনৈকাদশ বর্ষস্য পঞ্চবর্ষাধিকস্যচ।
চরেদ্গুরুঃ সুহৃদ্বাপি প্রায়শ্চিত্তং বিশেষণং॥

পাঁচ বর্ষের উর্দ্ধ ও এগার বর্ষের ন্যূন বয়স্ক গণের জন্য তাহার পিতা মাতা আদি গুরু বা শুভার্থিগণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে।

অথৈতৈঃ ক্রিয়মানেতু যেষামার্ত্তিঃ প্রদৃশ্যতে।
শেষসম্পাদনাচ্ছুদ্ধি র্বিপত্তির্নভবেদ্ যথা॥

যদি বালক স্বয়ংই প্রায়শ্চিত্ত করে এবং করিতে ২ যদি পীড়িত হয়, তবে অবশিষ্টাংশ টুকু তাহার পিতা মাতা সম্পাদন করিতে পারে।

ক্ষুধা ব্যথিত কায়ানাং প্রাণো যেষাং বিপদ্যতে।
যেন রক্ষন্তি বক্তার স্তেষাং তৎকিল্বিষং ভবেৎ।

কেননা ক্ষুধাদিতে পীড়িত বা ব্যাধিগ্রস্তের প্রাণ বিপদ্ গ্রস্ত হইলে তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যাহাকে বলা যায় সে তাহা না করিলে পাপ ভাগী হয়।

পূর্ণেপি কাল নিয়মেন শুদ্ধি র্ব্রাহ্মণৈর্ব্বিনা।
অপূর্ণেষ্বপি কালেষু শোধয়ন্তি দ্বিজোত্তমাঃ।

কাল নিয়ম পরিপূর্ণ হইলেও ব্রাহ্মণের অনুগ্রহ ভিন্ন শুদ্ধি সিদ্ধি হয় না। কেননা প্রায়শ্চিত্ত কাল পরিপূর্ণ না হইলেও ব্রাহ্মণ পবিত্র করিতে সমর্থ।

সমাপ্তিমিতিনো বাচ্যং ত্রিষু বর্ণেষু কর্হিচিৎ।
বিপ্রসম্পাদনং কর্ম্ম উৎপন্নে প্রাণ সংশয়ে।

প্রাণ সংশয় কাল উপস্থিত হইলেও ব্রাহ্মণ দিগের ক্রিয়া দ্বারাই উহা নিবৃত্ত হয়। অতএব অপর বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত কার্য্য শেষ করিলে তাহা পূর্ণসমাপ্ত বলা যায় না।

সম্পাদয়ন্তি যে বিপ্রাঃস্নানংতীর্থ ফল প্রদম্।
সম্যক্ কর্ত্তুরপায়ঃ স্যাৎ ব্রতীচ ফলমাপ্নুয়াৎ।

যে ব্রাহ্মণ অন্যের জন্য ক্রিয়া বা স্নান বা তীর্থ যাত্রাদি উত্তম রূপে সাধন করেন, তাঁহার কোন পাপ হয় না। বস্তুতঃ ব্রতী (অর্থাৎ যাহার জন্য তিনি কার্য্য করেন) সুফল পাইয়া থাকেন।

ক্রমশঃ

বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ।

(পরিব্রাজকের বক্তৃতার স্থূল মর্ম্ম)

সম্মুখে শত শত, সহস্র সহস্র, অতি আবশ্যকীয় কর্ত্তব্য বিষয় উপস্থিত থাকিলেও আমাদের তাহার দিকে দৃষ্টিপাত নাই, কিন্তু অন্যের দিকে, অতীতের দিকে দৃষ্টি ধাবিত হয়! আমাদিগের নিজের করিবার বিষয় কত রহিয়াছে, আপনার ঘরের বিষয় জানিবার কত রহিয়াছে, কিন্তু সে দিকে দেখিতে ইচ্ছা হয় না; আপনর প্রকৃতি জানিতে মন চাহেনা, কিন্তু পরের বিষয় পর্য্যালোচনায় মন উৎসুক। নিজের ঘরের কোথায় কি রহিয়াছে তাহার ঠিক নাই, অপনাতে কত ত্রুটী, কত অপরাধ ভরা রহিয়াছে, তাহার খোঁজ নাই, কিন্তু অন্যের কোথায় কি দোষ আছে, কি সামান্য কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছে, তাহাই দেখিতে ইচ্ছা। তাহার যে গুণ আছে তাহা দেখিব না, তাহা দেখিতে ইচ্ছাও হয় না, তাহা মন আদৌ চায় না! আমরা যখন দুই বা চারিজন একত্র হই, তখন কয় জন সাধুর বিষয় আলোচনা হয়? কয় জন মহাত্মার চরিত্রের আলাপ হয়? কয়জন পুণ্যবানের কথা মনে হয়? যদি হইল, তো ২।৪ টী ভাল কথার পরেই অন্যের নিন্দা, অপরের কুৎসা, বাহিরের জঞ্জাল আনিয়া ফেলি। ইহার কারণ কি? আপনার বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্তি হয় না কেন? হবে কোথা হইতে? যখন একবার নিজের ভিতরের মূর্ত্তি দেখা যায়, যখন একবার আপনার ঘরে খুঁজিয়া দেখা যায়, তখন কেবল ময়লার উপর ময়লা, পাপের উপর পাপ, ত্রুটীর উপর ত্রুটী, কুৎসিত হইতেও কুৎসিত ভাব, ক্রূরতা, কুটিলতাদি আবর্জ্জনা রাশি হৃদয়ের স্তরে ২ পরদায় ২ শরীরের শিরায় ২, মজ্জায় ২ ধমনীতে ২ রক্তের বিন্দুতেবিন্দুতে সাজান রহিয়াছে দৃষ্টি হয়। সুতরাং এরূপ মলিন, কুৎসিত, বিকৃত মূর্ত্তি দেখিতে কাহার ইচ্ছা হয়? আপনাকে সুন্দর দেখিতে কার না সাধ যায়? কিন্তু নিজে সুন্দর হইলে তো? আপনার গুণ থাকিলে তো? সমাজ রূপ দর্পণ তো সম্মুখে উদ্ঘাটিত রহিয়াছে, যাঁহার ইচ্ছা হয় নিজের মুখ দেখিয়া লউন। কিন্তু কৈ, যখনই দর্পণের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, যখনই অন্যের বিষয় আলোচনা করি, তখনই দোষ, ছিদ্র, মলিনতা ভিন্ন ভাল দেখিতে পাইকৈ।

নিজের মূর্ত্তি ভাল হইত—আপনি ভাল হইতাম, অন্যকেও ভাল দেখিতাম। সমাজ স্বচ্ছ কাচ, কাচের কোন দোষ গুণ নাই। তাহার সম্মুখে যাহা যেরূপে পড়িবে, তাহার সেইরূপই প্রতিবিম্ব লক্ষিত হইবে। তাহার জন্য কাচের দোষ দেওয়া কোন মতেই উচিত নহে—সমাজকে তিরস্কার করা—অন্যের ভাল মন্দ বিচার করিয়া নিন্দা করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে আমার-আপনার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির হস্তক্ষেপ করিবার অধিকারও নাই। নিজের মূর্ত্তি ভাল হইত, সকলকেই ভাল দেখিতেন, নিজের গুণ থাকিতে অন্যের গুণ দেখিতে পাইতেন। সাধুগণ সকলকে সাধুই দেখিয়া থাকেন। এই জন্যই বলিতেছি যে আমাদের নিজের মূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছা হয় না, নিজের বিষয় জানিতে ভাল লাগেনা। অন্তর্দৃষ্টিতে একবার আপনাকে দেখিলে আর লজ্জায় মুখ দেখাইতে ইচ্ছা করেনা, মনে বড় ব্যথা লাগে—বড় কষ্ট হয়। অন্যের গুণ শুনিলে, অন্যকে ভাল কার্য্য করিতে দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়; দেখিতে ইচ্ছা হয় না, শুনিতে কষ্ট বোধ হয়। কারণ? নিজের গুণ নাই। তাই অন্যের নিন্দা করিয়া, অন্যের ছিদ্র দেখাইয়া, অন্যের ক্ষত--বিকার

আবিষ্কার করিয়া প্রকারান্তরে জগৎকে দেখাইয়া থাকি, আমি ভাল লোক।

এক্ষণে দেখিতেছি আমরা যতদূর কদর্য্য হইবার তাহা হইয়াছি, অধঃপাতের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছি। তাই আজ হিন্দু সমাজের—বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের অবস্থা পর্য্যালোচনার জন্য আমরা একত্রিত। আজ সমাজ কোন একটি ভিন্ন পদার্থ নহে। সমাজের মধ্যে আপনি, সমাজের অঙ্গ আমি, প্রত্যেকেই সমাজের অন্তর্ভূত। যতি, সন্ন্যাসী, সাধু গণ যাঁহারা সংসারকে পরিত্যাগ করিয়া, জগতের সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিয়া, পর্ব্বত কন্দরে নদীতীরে, বৃক্ষ মূলে উপবিষ্ট হইয়া পরমাত্মচিন্তনে নিরত, যাঁহারা বাহ্য কার্য্য পরিশূন্য হইয়া যোগাধিরূঢ়, আজ তাঁহাদিগকে সমাজের মধ্যে গণ্য করিতে না পারেন, আজ তাঁহাদিগকে অমানুষ বা লোকাতীত পুরুষ বলিতে পারেন—তাঁহারা আমাদের সমাজে আসিবেন কেন? আমরা তাঁহাদিগকে আনিতে পারি কৈ? রাখিতে পারি কই? আমাদের এমন কি শক্তি আছে, যাহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারা এই কলুষিত স্থান পবিত্র করিবেন? দুইটী গ্রহ শূন্য মার্গে যে আকর্ষণ দ্বারা পরস্পরের সন্নিকৃষ্ট রহিয়াছে, একটীর আকর্ষণের ন্যুনতা হইলেই অপরটী তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে চলিয়া যাইবে। মূর্খ জগৎ বলিতে পারে, উহা ভয়ে পলাইয়া গেল; কিন্তু আমি বলি তাহা নহে। অন্যটীর ক্ষীণ বল উহাকে রাখিতে পারিল না, অত শক্তি তাহার ধারণা করিবার সামর্থ্য নাই। আমার হাত কাঁপিতেছে, সুতরাং আমার হস্তস্থিত দ্রব্যটী রাখিতে পারিলাম না, উহা পড়িয়া গেল! কিন্তু মূর্খ আমরা, নির্ব্বোধ আমরা, অহংকারী আমরা কখনই নিজের দোষ দিই না, বলিয়া থাকি "দ্রব্যটী পড়িয়া গেল," কখন মুখেও আনিনা, যে "আমার হস্ত কাঁপিতেছে, দ্রব্য ধারণে আমার সামর্থ্য নাই।" সেই রূপ দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ বলিয়া থাকি সাধু গণ, মহাত্মাগণ, যোগী গণ ভয়ে কাপুরুষের ন্যায় দেশ ছাড়িয়া গহন বনে আশ্রয় লইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের পবিত্র মহান্ তেজ ধারণের যে আমাদের সামর্থ্য নাই, তাঁহাদিগের সেবার যে আমরা উপযুক্ত নই—তাহা একবার ভুলিয়াও ভাবি না, কিন্তু সাধুর সেই শীর্ণ দেহের অস্থিতে ২ যে কি ভেল্কী খেলিয়া থাকে তাহা কে জানে? আজ যোগীগণ, ঋষিগণ যাঁহাদিগকে বলিতেছি কাপুরুষের ন্যায় বন আশ্রয় করিয়াছেন, যদি সেই নিভৃত প্রদেশে বসিয়া, বল্কল পরিয়া, ভস্ম মাখিয়া পুঞ্জায়মান শাস্ত্র রচনা করিয়া না যাইতেন, তাহা হইলে আমরা নিজের অস্তিত্বও জানিতে পারিতাম না। আজ সেই অসভ্য দুর্ব্বল ভীরু ঋষি গণের প্রণীত শাস্ত্র পড়িয়াই আমাদিগকে এত গৌরবান্বিত মনে করিয়া থাকি। সেই আর্য্য ঋষিরাই, এখন বড় ২ মূল্যবান দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণেও যাহা নিরূপণ হয় না, অতি প্রাচীন কালে সামান্য বৈণব যন্ত্রের সাহায্যেই তাহার স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। তাই বলি এমন মহাত্মাগণের এরূপ কুৎসিত সমাজের প্রতি কৃপা দৃষ্টির আশা করা দুরাশা মাত্র। যখন আমরা উপযুক্ত হইব, তখন তাঁহাদিগের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইব না। কিন্তু যাঁহারা পুত্র পরিবারাদি লইয়া আছেন, যাঁহারা পরস্পর পরস্পরের মুখাপেক্ষী, যাঁহাদের অন্যের সাহায্য ভিন্ন তিলার্দ্ধও চলেনা, তাঁহারা প্রত্যেকেই সমাজের অন্তর্নিহিত। সুতরাং এখন প্রত্যেককে লইয়া সমাজ, সুতরাং এখন হিন্দু সমাজের কথা বলিতে হইলে ভারতবাসীর কথা—আমাদেরই কথা—নিজের ঘরের কথাই বলিব। কিন্তু আমরা তো দেখিয়াছি নিজের বিষয় দেখিতে ইচ্ছা হয় না, আপনাকে আপনি দেখিতে গেলে মনে বড় কষ্ট হয়, হৃদয় বিদারিত হয়, তাই আজ হিন্দু সমাজের আলোচনা এত কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যাহা হয় হউক, লাগে লাগুক, কষ্ট হয় কি করিব! পীড়া যখন হইয়াছে তবেই কেন গোপনীয় হউক না, চিকিৎসকের সম্মুখে সকলই খুলিয়া বলিতে হইবে, আত্মীয় স্বজনকে জানাইতে হইবে, নতুবা নিজেই কষ্ট পাইব। যখন কোন স্থান ক্ষত হইলে চিকিৎসককে দেখাইলাম, চিকিৎসক বলিলেন তোমাকে এস্থান ব্যবচ্ছেদ করিতে হইবে, নতুবা ইহা পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা ও আরোগ্য হওয়া দুষ্কর হইবে, তখনই জানি অস্ত্র করিতে লাগিবে কিন্তু আরোগ্যের আশা আছে। ডাক্তার আমার হিত চিকীর্ষু, তিনি আমার আরোগ্যার্থেই এ সামান্য কষ্ট দিতেছেন? লাগিবে লাগুক, তিন দিন রক্ত পড়ে পড়ুক কিন্তু আরোগ্য হইবে তাই সে কষ্টও সহ্য করিয়া থাকি। সেই জন্যই বলিতেছি, নিজের মলিনতা পূর্ণ হৃদয় দেখিলে কষ্ট হইবে সত্য, নিজের ক্ষতাঙ্গ দেখিতে ইচ্ছা হয় না সত্য, ভিতরের দোষ সকল বাহির হইয়া গেলে অনেকের হৃদয়ে বড় তীব্রবেদনা দিবে সত্য, অনেকেই চটিবেন, গালাগালি দিবেন, অযথা ভাষণ করিবেন সত্য, কিন্তু উভয়কেই সহ্য করিতে হইবে। অন্তরে লাগিবে সত্য, কিন্তু পীড়া হইয়াছে, চিকিৎ-

সকলে জানাইতে হইবে। অস্ত্র করিতে লাগিবে সত্য, কিন্তু আরোগ্যের আশা আছে।

আমি আজ কাহাকেও উপদেশ দিতে আসি নাই, কাহাকেও উপদেশ দিতে আমি আমাকে উপযুক্তও মনে করিনা। এখানে আমাপেক্ষাও হয়তো কত মহান্ মহান্ বিজ্ঞ মহাত্মা পুরুষ উপস্থিত আছেন, কিন্তু পীড়ার সমাচার দিতে কাহারও দোষ নাই— সমাজের পীড়া হইয়াছে, তাই আমি বলিতেছি মাত্র। ইহার উপায় বিধান কর্ত্তব্য। পীড়া জানিয়া সকলের নিজ২ চিকিৎসা নিজে২ করিলেই হইবে। ঔষধ আপনার২ নিকটে সকলের আছে, তজ্জন্য অন্যের কাছে যাইতে হইবেনা! এ পীড়ার জন্য বিলাত হইতে সিবিল সার্জ্জন আনাইতে হইবেনা, ইহার চিকিৎসা এইখানেই হইবে। ইহা এলোপাথির কর্ম্ম নহে, হোমিও পাথির কর্ম্ম নহে, ইলেক্‌ট্রোপাথীর কর্ম্ম নহে, সাইকো-পাথীর কর্ম্ম, অধ্যাত্ম বিদ্যার কর্ম্ম, নিজ মনের বলের দ্বারাই ইহার আরোগ্য হইবে। কিন্তু চেষ্টা করিতে হইবে, এখন হইতেই তাহার উপায় নিরূপণ করিতে হইবে, নতুবা পরিণাম বড় বিষম।

ক্রমশঃ

শিব শক্তি সমন্বয়।

যিনি প্রকৃতি, তিনিই শক্তি, তিনিই মায়া; তিনি পরমেশ্বর হইতে সত্তাতে ভিন্ন নহেন। তিনি পরমে-শ্বরেরই শক্তি। তাঁহার দ্বারা প্রভু ভগবান জগৎসৃষ্টি ও পালন করিয়া থাকেন। তাঁহাকে যখন পরব্রহ্মের সহিত অন্বিত রূপে অভেদ জ্ঞানে গ্রহণ করা যায় তখন তাঁহার ভগবতী ব্রহ্মময়ী নাম হয়। পক্ষান্তরে, ইহাই বল যে নির্গুণ পরব্রহ্মকে যখন শক্তি ও গুণের সহিত অন্বিত করা যায় তখন জননী বুদ্ধিতে সেই পরব্রহ্মকেই ঈশ্বরী বলা যায় অথবা পুরুষ বুদ্ধিতে ঈশ্বর বলা গিয়া থাকে। এই ভাবে ব্রহ্মময়ী প্রকৃতি ত্রৈলোক্যের অর্চ্চনীয়।

২। ভগবতী শক্তিদেবী, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে জীবের বুদ্ধি, স্মৃতি, কীর্ত্তি, মেধা, দয়া, শান্তি প্রভৃতি বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি স্বরূপিণী। এই বিভাগে তিনি "স্বভাব" নামে উক্ত হয়েন। 'স্বভাবো ঽধ্যাত্মমুচ্যতে' (গীঃ৮।৩)। যেমন আধ্যাত্মিক জগতের সেইরূপ তিনি কর্ম্মকাণ্ডের, জৈবিক ও ভৌতিক দেহাদি পদার্থের এবং সূর্য্যাদি লোকমণ্ডল সহিত অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান স্বরূপিণী। এই ব্রহ্মময়ী জগজ্জননী শক্তিকে যদি তদধিষ্ঠাতা ব্রহ্মের সহিত সমুচ্চিত না করিয়া, অথবা ব্রহ্ম হইতে ব্যতিরেক পূর্ব্বক দ্বৈত ভাবে গ্রহণ করা যায়, তবে তাহা জড়। জড় শক্তির পূজা নাই। অথবা, তাদৃশ ব্যতিরেক কৃত, ব্রহ্মসংস্পর্শশূন্য, প্রাণহীন, চৈতন্যহীন অনুমিত পদার্থকে জড়ই বা কেন বলিব? তাহাকে একেবারে মিথ্যা বলাই কর্ত্তব্য। কেননা সর্ব্বা-পেক্ষা উৎকৃষ্ট যে ব্রহ্মদৃষ্টি তদভাবে সমস্তই অসৎ। অপরন্তু যদি শক্তিকে কেবল মাত্র মিথ্যা উপাধি জ্ঞান পূর্ব্বক পরব্রহ্মকে স্বাতন্ত্র্যভাবে, স্বরূপতঃ, শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্ত স্বরূপে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করা যায়, তবে বিশুদ্ধ ভাবে ব্রহ্মদৃষ্টি হইতে পারে বটে; কিন্তু তাদৃশ নিরুপাধিক ব্রহ্মদৃষ্টি দেহাভিমানী অবিমুক্ত জীবের পক্ষে সুসাধ্য নহে। ফলে, গৃহস্থ যদি তাদৃশ ব্রহ্মদর্শী হনও, তথাপি, শক্তির সহিত সমুচ্চিত ব্রহ্মের নানা প্রকার স্থূল সূক্ষ্ম রূপের যে সকল উপাসনা ভারতীয় সামাজিক ধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা ঈশ্বরার্থে ও লোকশিক্ষার্থে পালন করা তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে।

৩। এই বর্ত্তমান কালে যে সকল কৃতবিদ্য যুবা পুরুষেরা, দেবদেবীর পূজা প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক, একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের তাদৃশ ব্রত আর্য্যধর্ম্মবিহিত নহে। তাহা পাশ্চাত্য সভ্যতার অঙ্গস্বরূপ, ব্রহ্মবাদাভিমানের সজ্জা স্বরূপ, স্বেচ্ছাচারের আবরণ স্বরূপ, এবং আত্ম পর উভয়ের নেত্রে প্রক্ষিপ্ত ধূলিস্বরূপ। তাঁহারা শাস্ত্রানুযায়ী নিরুপাধিক ব্রহ্মদৃষ্টির ক্ষমতাবিশিষ্ট বা তাহার ভক্ত নহেন। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে সেই সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ সরি তত্ত্ব অসার। তাঁহারা শাস্ত্রানুমোদিত অপ্রতীক সগুণ ব্রহ্ম সাধনেরও পদ্ধতি, ক্রিয়া ও তাহার অন্ত-রঙ্গসাধন রূপ বৈরাগ্যাভ্যাস, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা, প্রভৃতি পরমধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ বা সেবক নহেন; সুতরাং শাস্ত্রানুসারে যাঁহাকে ব্রহ্মোপাসক বা একে-শ্বরের উপাসক বলা যাইতে পারে, তাঁহারা সে রূপ উপাসক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। তাঁহারা কেবল বিজাতীয় ভাবের অনুকারী। তাঁহারা কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট। তাঁহারা নামতঃ ব্রহ্মোপাসক, কার্য্যতঃ জড় প্রকৃতির উপাসক। তাঁহারা ব্রহ্মকে যে রূপে রচনা করেন, প্রকৃতি শক্তিই তাহার মূর্ত্তিমান উপাদান। প্রকৃতিই ঈশ্বরের আকার, অথচ, তাঁহারা কহেন "আমরা নিরাকারের উপাসক," ইহাই আশ্চর্য্য। তাঁহারা

যে, পরমেশ্বরকে সাকার করিয়াই উপাসনা করেন তাহা একবার স্বীকার করুন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগকে শাস্ত্রত্যাগী ভিন্ন আর কিছু বলিবনা। কেননা শাস্ত্রীয় ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা যে, তাঁহাদের গৃহীত ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা কর্ম্ম-ব্রহ্ম বিশিষ্ট আর্য্য ধর্ম্ম রক্ষার্থ, আমাদিগকে মধ্যে ২ বিজ্ঞাপিত করিতেই হইবে—যাহাতে হিন্দুসন্তান গণ নাম মাত্র "ব্রহ্ম" শব্দে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের পাশ্চাত্য বায়ু বিঘূর্ণিত আবর্ত্তনশীল চক্রে পতিত নাহন।

৪। ফলতঃ কি ব্রহ্মজ্ঞানী, কি সগুণ ব্রহ্মোপাসক, কি তদিতর সাধকগণ, ইঁহারা গৃহস্থাশ্রমে থাকিলে, ইঁহাদের সকলেরই পক্ষে দেবদেবীর উপাসনারূপ সামাজিক ধর্ম্মরক্ষা করা শাস্ত্রবিহিত। জাতীয় ধর্ম্মোন্নতির পক্ষে তাদৃশ সর্ব্বাধিকার---যোগ্য উপাসনাকাণ্ডই একমাত্র সোপান। অতএব, দেবদেবী কল্পিত, এমন আশঙ্কা করিবে না। প্রত্যুত, এই বিশ্বাসকে দৃঢ়তররূপে হৃদয়ে স্থান দিবে যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি।শক্তির সহিত ব্রহ্ম নরলোকে অবতীর্ণ * হওয়ায় তাঁহারই ভিন্ন ২ প্রকার রূপ ও নাম হইয়াছে। সেই সমস্ত রূপ নামানুসারে তিনি নানা দেবতারূপে নানা ফলার্থি-সাধকের বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। নানা ফলকামী সাধক গণ, শাস্ত্রানুসারে এবং গুরু পরম্পরা ব্যবহারানুযায়ী, ভগবানের সেই সমস্ত নানা দেবদেবী রূপের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক এই ভারতখণ্ডে মহা ঘটা করিয়া তাঁহার পূজা করিয়া আসিতেছেন। সে পূজা জড়ের নহে। বিশেষতঃ তাহা সামান্য; সাধকের সাধ্যাতীত ব্রহ্মজ্ঞানের অথবা ব্রহ্মোপাসনার ন্যায় কষ্ট সাধ্যও নহে। এইরূপ সুখসাধ্য সাধনাদ্বারাই ভক্তির ফলস্বরূপ পরমপ্রেম অথবা ব্রহ্মজ্ঞানের অনুকুল চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। ইহা গুরু পরম্পরা পরীক্ষিত, শুভ ছায়া ও ফলপুষ্পসমাকীর্ণ প্রাচীন পথের অনুসরণ মাত্র। ইহাতে তিরস্কার বা আবিষ্কার করিবার কোন বিষয় নাই, অভিমান নাই, চিন্তা নাই, গঞ্জনা নাই।

৫। শাস্ত্রে যত পূজা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে সে সমস্তই শিব ও শক্তি সমন্বিত। সর্ব্বত্রই শিব-সমন্বয় পূর্ব্বক শক্তির অথবা শক্তির সহিত শিবের পূজা উপদিষ্ট হইয়াছে। সন্দিগ্ধচেতা পাঠকের বোধার্থ বলিতেছি যে, এস্থলে "শিব" শব্দে সামান্যতঃ ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, ভগবান্ ইত্যাদি। "ব্রহ্ম ও মহামায়া," "দেবতা ও কর্ম্ম," "হিরণ্যগর্ভ ও প্রকৃতি" "বিষ্ণু ও লক্ষ্মী," "ব্রহ্মা ও সাবিত্রী" এই পঞ্চবিধ যুগল গণের মধ্যে "ব্রহ্ম," "দেবতা," হিরণ্যগর্ভ, "বিষ্ণু" এবং "ব্রহ্মা" এই সমস্ত শব্দ শিববাচক; এবং "মহামায়া," "কর্ম্ম," "প্রকৃতি," "লক্ষ্মী," ও "সাবিত্রী" এই সকল শব্দ শক্তি বোধক। এই সমস্ত যুগলগণের পরস্পর সমুচ্চিত অর্চ্চনা বেদবিহিত। ইহার বীজমন্ত্র বাজসনেয় সংহিতোপনিষদে আছে। তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মবুদ্ধি ব্যতীত মহামায়ার পূজা করিবেনা, মহামায়ার সহ সমুচ্চিত নাকরিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেনা। দেবোদ্দেশ ব্যতীত ক্রিয়া করিবেনা, কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগপূর্ব্বক শুষ্ক দেবতাজ্ঞানে রত হইবেনা। হিরণ্যগর্ভের অধিষ্ঠাতৃত্ব জ্ঞান ব্যতীত প্রকৃতির পূজা করিবেনা, প্রকৃতিরূপ পরমৈশ্বর্য্য বিহীন করিয়া ভগবানের আরাধনা করিবেনা। বিষ্ণুকে ত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীর—লক্ষ্মীকে ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর—ব্রহ্মাকে ত্যাগকরিয়া সাবিত্রীর এবং সাবিত্রীকে ত্যাগকরিয়া ব্রহ্মার পূজা করিবেনা। সংসার ও দেহাভিমানী মানবগণের পক্ষে এই সমস্ত বৈদিক ব্যবস্থা প্রসিদ্ধই আছে।

৬। "স্বভাব" যদি শিবসমন্বিত নাহয় তবে তাহাই জীবগণের বন্ধন স্বরূপিণী "অবিদ্যা" হয়। "স্বভাবঃ অবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতিঃ (গীঃ শাঃ ভাঃ ৫।১৩)। আর শিবসমন্বিত হইলে তাহাই চিত্তশুদ্ধিরূপিণী "বিদ্যা" হইয়া থাকে। জীব ও বহির্জগৎ ব্যাপিনী সমষ্টি প্রকৃতি যদি শিবসমন্বিত নাহয় তবে তাহা জীবগণের মায়াবন্ধনরূপে পরিণত হয়—কিন্তু শিব সমন্বিত হইলেই তাহা ব্রহ্মজ্ঞানের অনুকুল মহাবিদ্যা রূপে পরিণত হইয়া থাকে। ব্রহ্মময়ী বিদ্যা বা মহাবিদ্যারূপে তাঁহার আরাধনা না করিয়া জড়শক্তি রূপে তাঁহাকে আশ্রয়করা নিরীশ্বর ও নাস্তিকের কার্য্য। পক্ষান্তরে যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানী বা ব্রহ্মোপাসক তাঁহারা যেমন প্রকৃতির অতীতরূপে সেইরূপ প্রকৃতির মধ্যেও ব্রহ্মদর্শন করেন।

৭। প্রকৃতির আদিম বিশুদ্ধ ও সমষ্টি অবস্থা হইতে ভগবানের সনাতন নিয়ম সূত্রে জগতে অপরিমিত গুণ ও শক্তি বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। বিক্ষিপ্ত হওয়ার সঙ্গে ২ পরব্রহ্ম, সত্তা ও আত্মারূপে সেই বিক্ষিপ্তা, পরিণামশীলা ও গুণময়ী প্রকৃতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন। ব্রহ্মসমন্বিতরূপে বিক্ষিপ্ত হইয়া তাহা জৈবিক অদৃষ্ট বা বাসনার উত্তরসাধকতা জন্য একদিকে ভূর্লোকাবধি সত্যলোকপর্য্যন্ত অনন্তকোটী

* আমরা অবতার সম্বন্ধীয় শাস্ত্রীয় তত্ত্ব সকল ভবিষ্যতে ব্যাখ্যা করিব।

ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হইয়াছে। অন্যদিকে জীবগণের অনাদি কাম কর্ম্মবশাৎ জৈবিক স্বভাব, চরিত্র বা অদৃষ্ট রূপ ধরিয়াছে। সেই ব্রহ্ম সমন্বিতা সমষ্টি প্রকৃতিই, পরমাপ্রকৃতি, আদ্যাশক্তি, অন্নপূর্ণা মহামায়া, ঈশ্বরী, মহাদেবী দুর্গা, এবং ব্রহ্মসনাতনী প্রভৃতি মধুর নামে উক্ত হয়েন। তাঁহার নামে ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা আনন্দাশ্রুপ্লুত হয়েন। সংক্ষেপতঃ তাঁহার দয়াকে বিভাগক্রমে সম্ভোগ করিবার নিমিত্ত সুরাসুরনর উন্মত্ত হইয়া আছেন।

৮। শাস্ত্রে আছে "উপাসকের কার্য্যার্থ ব্রহ্মের রূপ কল্পনা"। ইহার এমন অর্থনহে যে মনুষ্য স্বীয় কল্পনা শক্তিদ্বারা চিন্ময়, অদ্বিতীয়, নিষ্কল, অশরীরী ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, উপাসকের প্রতি করুণা করিয়া ব্রহ্ম স্বীয়প্রকৃতিকে বশীকরণ পূর্ব্বক তাহার যোগে আপনাকে নানারূপে, নানা নামে, নানা গুণে, নানা শক্তিতে কল্পনা করেন। এই ব্রহ্মকৃত মায়াকল্পনা তাঁহারই সার্ব্বভৌমিক প্রাকৃতিক নিয়মের অনুগত।

৯। "প্রকৃতির শক্তি" বলিলে "ব্রহ্মেরইশক্তি" বুঝায়। "প্রকৃতির গুণ" বলিলে সর্ব্বগুণের ঈশ্বরপদে ব্রহ্মকেই বুঝায়। তিনি "প্রধানের" পতি, "ক্ষেত্রজ্ঞের" পতি, গুণসজ্ঞের ঈশ্বর একথা শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "প্রধান" শব্দে প্রকৃতি বা মূলশক্তি। "ক্ষেত্রজ্ঞ" শব্দে জীবাত্মা, "গুণ" শব্দে প্রকৃতিরই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ। রজোগুণ সমষ্টিই সৃষ্টির অঙ্কুর উৎপাদক। ব্রহ্মচৈতন্যের যে অংশ তাহাতে উপহিত অথবা তাহার সহিত সৃষ্টিতে অবতীর্ণ তাঁহারই নাম ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, বিরাট ইত্যাদি। সত্ত্বগুণসমষ্টি সৃষ্টিরক্ষা ও ধর্ম্মরক্ষার মূল। ব্রহ্মচৈতন্য তাহাতে যেভাবে বিরাজমান থাকিয়া সংসার পালন ও সত্বধর্ম্ম রক্ষাকরিতেছেন তদনুসারে তিনি বিষ্ণু, পরমেশ্বর প্রভৃতি নামে কথিত হন। তমোগুণ সমষ্টি সংহারবীজস্বরূপ। ব্রহ্মচৈতন্য তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হওয়ায় তদবস্থায় তাঁহার রুদ্রসংজ্ঞা হয়।

"রজোগুণময়ং চান্যরূপং তস্যৈব ধীমতঃ।
চতুর্ম্মুখঃ স ভগবান জগৎসৃষ্টৌ প্রবর্ত্ততে॥
সৃষ্টঞ্চপাতি সকলং বিশ্বাত্মা বিশ্বতো মুখঃ।
সত্ত্বগুণমুপাশ্রিত্য বিষ্ণুর্ব্বিশ্বেশ্বরঃ স্বয়ং॥
অন্তকালে স্বয়ং দেবঃ সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরঃ।
তমোগুণমুপাশ্রিত্য রুদ্রঃ সংহরতে জগৎ।
(শঃ কঃ বিষ্ণুঃ শব্দার্থে)

ইহার তাৎপর্য্য এই যে সেই পরমাত্মা রজোগুণ আশ্রয় পূর্ব্বক যখন জগৎ সৃষ্টিতে প্রবর্ত্ত হন তখন তাঁহার চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা নাম হয়। যখন সত্ত্বগুণ আশ্রয় পূর্ব্বক সর্ব্ব সৃষ্টিকে পালন করেন তখন তাঁহার নাম হয়। যখন প্রলয় কালে তমগুণাশ্রয় পূর্ব্বক জগৎ সংহার করেন তখন তাঁহার নাম রুদ্র হয়।

১০। এইরূপ এক এক প্রকার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য বা গুণে সেই স্বরূপতঃ নির্গুণ ও অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মা এক ২ রূপে অবতীর্ণ হইয়া ভক্ত ও ফলার্থী গণের প্রতি অপার করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক প্রকৃতি বা শক্তিকে দেখিতে গেলে সবই অসংলগ্ন ও অন্ধকার—সবই অসার ও অলীক। এই বর্ত্তমান কালে জড়ভৌতিক তত্ত্ববোধক পাশ্চাত্য পদার্থ বিদ্যাকে "বিজ্ঞান" নামদিয়া যাঁহারা জড়শক্তির পূজা প্রচারে যত্নবান হইয়াছেন তাঁহাদের জাড্যদোষাক্রান্ত বুদ্ধিকে ধিক্। কেননা একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরই শক্তিপ্রধানরূপে ঈশ্বরী এবং মহামায়াদেবী। একমাত্র তিনিই শক্তির স্বামী। অগ্নি হইতে অগ্নির দাহিকা শক্তি যেমন স্বতন্ত্র নহে, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে ব্রাহ্মী শক্তি স্বতন্ত্র নহে।

১১। ভগবান্ যেমন রজঃ, সত্ত্ব ও তমোপ্রভৃতি গুণ বিভাগে পুরুষপর রূপে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রাদি দেবতা নামে কথিত হন, সেইরূপ তিনি স্বীয় প্রকৃতিশক্তি ও প্রকৃতি রাজ্যের প্রভাব সমূহের সহিত নানা নামের প্রকৃতি, শক্তি বা দেবী রূপে কথিত হন। জীবাত্মা যেমন পুরুষ অথবা স্ত্রী কিছুই নন, কেবল পুরুষ অথবা স্ত্রী রূপ দেহে অধ্যস্ত হইয়া পুরুষ অথবা স্ত্রী নামে উক্ত হন; পরাৎপর পরব্রহ্ম সেইরূপ পুরুষও নহেন, স্ত্রীও নহেন। তিনি স্ত্রী পুরুষ উভয় ধর্ম্ম বিশিষ্ট কোন সগুণ পদার্থও নহেন। তিনি প্রকৃতির যেমন ধর্ম্ম, যেমন গুণ, যেমন প্রভাব, যেমন শক্তি সমন্বিত স্বেচ্ছাকৃত পুরুষ অথবা স্ত্রী প্রভৃতি যেমন ২ রূপ পরিগ্রহ করেন তদনুসারে পুরুষ অথবা স্ত্রী রূপে কথিত হইয়া থাকেন। সুতরাং এই ভাবে তিনিই মাতা—তিনিই পিতা।

১২। পরম কারুণিক পরমেশ্বর সেই সকল প্রকৃতি রূপ উপাধি অবলম্বন পূর্ব্বক এই জগতের আধিদৈব, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক বিভাগে যথা যেমন প্রয়োজন নিত্য অথবা যুগে যুগে পুরুষ অথবা স্ত্রী রূপে আবির্ভূত হইয়া জগৎ পালন ও ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকেন।—আধিদৈব, আধিভৌতিক আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ রাজ্যেই যেমন তাঁহার মনোহরা মাতৃ

স্বরূপিণী জগৎপালিকা স্ত্রীমূর্ত্তি সকল অবতীর্ণ, সেইরূপ তাঁহার পিতৃস্বরূপ, সৃষ্টিপরিপালক, ধর্ম্মরক্ষক পুরুষরূপ সকলও অবতীর্ণ।

১৩। তাঁহার স্ত্রীরূপ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত এই। যে ব্রহ্ম-সনাতনী ভগবতী দেবী আধিদৈব বিভাগে সূর্য্য চন্দ্র তারা গণের শোভা ও শক্তি স্বরূপিণী; যিনি সবিতৃ-মণ্ডলমধ্যস্থা প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়ংকাল ভেদে কুমারী, যুবতী, ও বৃদ্ধা গায়ত্রীরূপিণী; যিনি মহাকালের মূর্ত্তি স্বরূপ প্রচণ্ড উত্তপ্ত রৌদ্র বায়ুতে রুদ্রাণী শক্তি স্বরূপিণী; যিনি বরুণ দেবতাতে এবং প্রাবৃটকালীন বৃষ্টিধারাতে বারুণীশক্তি ও তৃপ্তি রূপিণী; যিনি অগ্নি দেবতাতে বহ্নি শক্তি, দাহিকা শক্তি, পাবনী শক্তি, ঈড়া ও স্বাহা দেবী রূপিণী; যিনি পৃথিবী দেবতাতে জগদ্ধাত্রী ও অন্নপূর্ণা স্বরূপিণী; সেই মহাদেবীই নরের দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি রূপ আধ্যাত্মিক আধারে অন্যান্য মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া আছেন। তিনি তথা এক ভাগে, সংসার ধর্ম্ম রূপিণী দয়া, ক্ষমা, ধৃতি, স্মৃতি, মেধা প্রভৃতি রূপে অবতীর্ণ; একভাগে, পিতৃ মাতৃ তুষ্টিরূপ স্বধা রূপে অবতীর্ণ; একভাগে, দেবলোক সাধনের প্রবৃত্তি স্বরূপিণী স্বাহা নামে অবতীর্ণ; একভাগে সংসারতারিণী সতী নামে অবতীর্ণ। এই সমস্ত প্রকৃতি যেন নরের অঙ্গজা কন্যা স্বরূপিণী। সমস্ত মনুষ্য যেন একত্রে রাজর্ষি দক্ষ স্বরূপ। সুতরাং ঐ প্রকৃতি গুলি যেন দক্ষের কন্যা। দক্ষপ্রজাপতি স্থলাভিষিক্ত যে নরসমষ্টি তিনি প্রজা, সংসার, পিতৃস্বর্গ, দেবস্বর্গ প্রভৃতি কামনায় বিব্রত। তাঁহার সংসার যজ্ঞে ঐ কন্যাগুলিরই আদর। তাঁহার সতী নাম্নী কন্যাটী বৈরাগ্য প্রদায়িনী, সংসারতারিণী, পিতৃলোক ও দেবলোক রূপ স্বর্গীয় সম্পৎ তুচ্ছকারিণী এবং মোক্ষের অভ্রান্ত নিকেতন সদাশিবের সহধর্ম্মিণী বিধায় মানব তাঁহাকে আদর করেন না এ নিমিত্তে মানবের মায়া বন্ধন উপস্থিত হয়। ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কাম কর্ম্ম মায়া বন্ধন স্বরূপিণী "অজা" জন্মরহিতা প্রকৃতি দ্বারা তাঁহার মানস মস্তক বিরচিত হয়।

১৪। যে মহাদেবী জগতের আধিদৈব রাজ্যে অবতীর্ণ —যিনি মানবের আধ্যাত্মিক রাজ্যেও অবতীর্ণ, তিনিই আবার স্বেচ্ছাকৃত মায়িক আধিভৌতিক দেহে বিশেষ রূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রয়োজনানুসারে যুগে যুগে ধরণীতে, স্বকীয় আধিদৈব ও আধ্যাত্মিকাদি অন্তর্যা-মিত্বকে প্রত্যক্ষরূপে সপ্রমাণ করিয়া থাকেন। ‡

১৫। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তিনি নানা অংশে রাজর্ষি দক্ষের কতিপয় কন্যারূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার সতী মূর্ত্তিটাই প্রধান ছিল। প্রজাকামী ও স্বর্গাদি ফলকামী দক্ষ, বৈরাগ্যের প্রতিকুল থাকায়, স্বীয় বৃহস্পতি শব নামক নিরীশ্বর যজ্ঞে মোক্ষ মূর্ত্তিস্বরূপ সদাশিব ও সৎপ্রবৃত্তি স্বরূপিণী সতীকন্যাকে অপমান করিয়াছিলেন তজ্জন্য দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট হইল। সতী সেই যজ্ঞস্থলে প্রাণ ত্যাগ করিয়া জাজ্জ্বল্যমান রূপে শিব রহিত যজ্ঞের দোষ সপ্রমাণ করিলেন। তিনি স্বীয় কলেবর ত্যাগদ্বারা নরলোকে এই প্রত্যক্ষ উপদেশ প্রদান করিলেন যে,

‡ এই বর্ত্তমান কালে অনেকে অবতার সমূহের কেবল কোন রূপে আধিদৈব ও আধ্যাত্মিক অংশ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের আধি-ভৌতিক দেহে ভূলোকে, অবতীর্ণ হওয়াকে অস্বীকার করেন। এই কথা বলেন যে, ঈশ্বরের তাদৃশ দেহধারণ কেবল তাঁহার আধ্যাত্মিক বা আধিদৈব-বিদ্যমানতা মূলক রূপক মাত্র। কিন্তু শাস্ত্র তাঁহাদের ন্যায় একদেশদর্শী নহেন। শাস্ত্রে, ভগবানের আধিদৈব, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ রূপধারণই স্বীকার করেন। সূর্য্য বায়ু প্রভৃতি দেবতাতে ভগবানের যে অন্তর্যামি ও বরণীয় রূপ অধিষ্ঠান তাহাই তাঁহার আধিদেবরূপ। মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদিতে তাঁহার যে নিয়ন্তারূপ গূঢ় অধিষ্ঠান তাহাই তাঁহার আধ্যাত্মিক অবতার। রামকৃষ্ণাদি বা শিবদুর্গাদি মায়িক দেহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার যে লীলা তাহাই তাঁহার আধিভৌতিক অবতার। তিনি সূর্য্যের অন্তর্যামি ও বরণীয় স্বরূপ বিষ্ণুরূপে গায়ত্রী প্রভৃতি সপ্তছন্দদ্বারা পৃথিবীতে ত্রিবিধ পাদ প্রক্ষেপ করেন। যেমন পৃথিবীতে সেইরূপ বিষ্ণু, সমস্তজগতে অর্থাৎ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দেবলোক এই ত্রিলোক তিন পাদ প্রক্ষেপ করেন। অর্থাৎ বিষ্ণু, সূর্য্যের অন্তর্যামি রূপে এক ২ পাদে ঐ ত্রিলোকেই আলোক, জ্ঞান, ধর্ম্ম, সৌর্য্য প্রভৃতি পরিবেশন করেন। একরূপ আধিদৈবভাবে বিষ্ণুই সূর্য্য। সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধবশতঃ সূর্য্য বলিলে বিষ্ণু এবং বিষ্ণু বলিলেও সূর্য্য বুঝাইবে। আধিদৈব বিষ্ণুমূর্ত্তির এইরূপ ত্রিপাদ ভূমিগ্রহণ বিষয়ক শুভ সংবাদ ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের পঞ্চমানুবাকে পঞ্চমসূক্তে "বিষ্ণুর্দ্দেবতা" প্রকরণে আছে। ভট্টমোক্ষমূলর প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এবং তাঁহাদের ভারতীয় কৃতবিদ্য মন্ত্রশিষ্য মহাশয়েরা ঐ প্রকরণ পাঠে মোহান্ধ হইয়াছেন। তাঁহারা তাহা হইতে ইহাই স্থির করিয়াছেন যে পৌরাণিক ঋষিরা ঐটীকেই বামন অবতার রূপে কল্পিত করিয়াছেন। তদ্ ব্যতীত সত্য সত্য যে কোন বামন অবতার হইয়াছিল। তাহা তাঁহারা মানেন না। আবার বেদশিরোভাগস্বরূপ উপনিষৎ শাস্ত্রে যে একটী আধ্যাত্মিক বামন অবতারের প্রসঙ্গ আছে তাহা হয়তো তাঁহাদের দৃষ্টি হইতে সরিয়া গিয়াছে। ভগবান বিষ্ণু, সূর্য্যের সূর্য্য হইয়া জগতের মধ্যস্থলে পূজনীয় বামনরূপে আসীন আছেন। দশদিক্ হইতে সূর্য্যাদি সমস্তদেবগণ তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। এইটী প্রাগুক্ত আধিদৈবরূপের মহিমা। সেইরূপ ভগবান বিষ্ণু, আত্মার অন্তরাত্মা এবং আত্মবুদ্ধি প্রকাশক হইয়া জীবের অধ্যাত্ম রাজ্যে হৃদয়ধামে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমিত পূজনীয় বামনদেব রূপে আসীন আছেন। শরীরস্থ বিশ্বদেব গণ অর্থাৎ চক্ষুপতি সূর্য্য রসনাপতি বরুণ প্রভৃতি দেবতারা, তাঁহার প্রভাবেই আপনাদের প্রভাব জানিয়া, নিস্তব্ধভাবে তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। পূজা ও উপাসনার নামান্তর "বলি"। সুতরাং দেহই বলি রাজ্য। আর দেহী যে জীবাত্মা তিনিই বলি রাজ। বামন

সমুদয় কর্ম্মের ফল অক্ষুণ্ণ বৈরাগ্যপুরঃসর ভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করিতে হইবে। অন্যথা, ঈশ্বরহিত প্রকৃতির উপাসনা রূপ ক্রিয়া দ্বারা মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়, মোক্ষপথ রোধ হয় এবং প্রজা, পশু, ধন, ধান্যকামী নরের মানস প্রতিকৃতি রূপ মৃগমণ্ডল অনাদি কাম কর্ম্মবীজ স্বরূপিণী অজা, (জন্ম রহিতা), নিকৃষ্টা প্রকৃতিতে বিরচিত হইয়া থাকে। * মহাদেবী সতী শিবপরায়ণতা রূপ ব্রহ্মযজ্ঞে, এইরূপে স্বীয় জীবনকে আহুতি দিয়া, স্বীয় আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সমূহকে প্রত্যক্ষরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন; বেদের গুহানিহিত নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞানকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখাইয়া গিয়াছেন; দক্ষযজ্ঞের মনোহর আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক রহস্য দ্বারা পুণ্যভূমি ভারতের আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে চিরদিনের নিমিত্তে অশ্রুপূর্ণনেত্র এবং বিগলিত হৃদয়ের সহ শিবভক্তি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন॥

১৬। সেই আধিদৈব ও আধ্যাত্মিক জগতের অধিষ্ঠাত্রী মহাদেবী, দক্ষাঙ্গজ আধিভৌতিক দেহকে সার্থক পূর্ব্বক, হিমগিরির অধিপতি গিরিরাজের কন্যাত্ব স্বীকার করত উমানামে অন্য এক আধিভৌতিক কলেবরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই অবতারেও তিনি শিবভক্তির অক্ষয় নিদর্শন সকল দেখাইয়া গিয়াছেন। অপরন্তু গিরিরাজ, কন্যাভাবে তাঁহার পূজা করিয়া, নরলোকে সেই ভাবে তাঁহার নবরাত্রির ব্রত ও দুর্গোৎসব প্রচার করিয়াছেন। এই উৎসব দ্বারা সেই মহাদেবীর আধিদৈব, আধ্যাত্মিক, ও আধিভৌতিক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বিভূতির অর্চনা হইয়া থাকে। তাঁহার সঙ্গে ২ ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, স্বাহা, স্বধা, তৃপ্তি, শান্তি প্রভৃতি সমস্ত দেবদেবীগণের উদ্দিষ্ট বিস্তীর্ণ যজ্ঞ হইয়া থাকে। যাঁহার যেমন অধিকার, তিনি সেই ভাবে কৃতার্থ হন। সেই পরমা প্রকৃতি, সর্ব্বদেবময়ী, শিব শক্তি স্বরূপিণী মহাদেবী, সময়ে ২ আরও অনেক প্রকার আধিভৌতিক রূপধারণ করিয়াছেন। সে সমস্ত বর্ণন করা প্রাকৃত মনুষ্যের সাধ্য নহে॥

১৭। তলবকার উপনিষদে উমা হৈমবতী বিদ্যা নাম্নী যে আকস্মিক মায়িকাবির্ভাবের বিবরণ আছে, তাহাও এই মহাদেবীরই রূপান্তর। তিনি সেই মনোহর রূপে অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্রকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিয়া এক মাত্র ব্রহ্মের জয়ে তাঁহাদের জয় ইহাই বুঝাইয়াছিলেন। চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি সমগ্র আধ্যাত্মিকশক্তি কেবল মাত্র দেবগণ পালিত নহে, কিন্তু সামান্যতঃ ব্রহ্ম পালিত, এবং ইন্দ্রাদির উদ্দিষ্ট যজ্ঞ সকলও একমাত্র নারায়ণ পর, এই সকল পরমতত্ত্ব উপযুক্ত অধিকারি গণের বোধার্থ, ইন্দ্রাদিকে উপলক্ষ পূর্ব্বক উপদেশ করিয়াছিলেন। এস্থলে ইহা বলা বাহুল্য যে, ভগবতী মহাদেবীর এই সকল মূর্ত্তি কল্পে কল্পে, যুগে, যুগে, পুনঃ পুনঃ প্রকটিত হইয়া থাকে এবং তাহা সনাতন বেদবাক্য ও আর্ষ সিদ্ধান্তের সহিত প্রবাহ নিত্য রূপে চিরকাল জীবের কল্যাণ সাধন করে।

১৮। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের জগৎ পালিকা জগজ্জননী শ্রীমূর্ত্তি সকল যেমন আধিদৈব, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক দেহাদি আশ্রয়ে অবতীর্ণা হন, সেইরূপ তাঁহার সৃষ্টি পরিপালক ধর্ম্মরক্ষক পুরুষরূপ সকলও ঐ প্রকার বিবিধ উপাধি আশ্রয়ে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তাঁহার তাদৃশ বহুতর অবতারের মধ্যে আমরা এস্থলে কেবল একপ্রকার দৃষ্টান্ত প্রদান করিতেছি।

ক্রমশঃ।

ভক্ত কেবল কুবা।

পশ্চিমোত্তর দেশে কুম্ভকার গৃহে কেবল জন্ম গ্রহণ করেন। কেবল বালক কাল হইতেই অন্যান্য বালকের সহিত ক্রীড়া না করিয়া, যেখানে সাধু গণ শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি করিয়া দেব সেবা করিতেন মধ্যে ২ সেই স্থানে গিয়া বসিয়া থাকিতেন।

দেব তথায় সম্ভজনীয়। দেহরূপ রথে সেই অধ্যাত্মদেবতা স্বরূপ অঙ্গুষ্ঠপরিমিত বামনদেবকে জ্ঞাননেত্রে দর্শন করিলে পুনর্জন্ম হয়না। তিনি জীবদেহে মস্তকরূপস্বর্গ, হৃদয়রূপ অন্তরীক্ষ, এবং নাভিদেশরূপ ভূলোক এই ত্রিলোক গ্রহণ করিয়া তাহা স্বয়ং পালন করিতেছেন। ইহাই ত্রিপাদ প্রক্ষেপ এই আধ্যাত্মিক বিবরণটীর আভাস কঠোপনিষদে দৃষ্ট হইবে। প্রথমোক্ত আধিদৈবতত্ত্বের সহ এই শেষোক্ত আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ঐক্য আছে। ভগবান বিষ্ণু, আধিভৌতিক বামন-কলেবর ধারণ পূর্ব্বক প্রত্যক্ষরূপে ঐ উভয় তত্ত্বকে ভক্তগণের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়াছেন আমরা সময়ক্রমে এসম্বন্ধে বিশেষ করিয়া লিখিব। ভরসা করি আপাততঃ এই সংক্ষেপ টিপ্পনিটির দ্বারা পাশ্চাত্য বিদ্যাসম্বন্ধে কুসংস্কার কিয়ৎপরিমাণে বিনষ্ট হইবে। যাঁহারা ভট্টমোক্ষমুলর প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের বিবৃত বৈদিক ইতিহাস পড়িয়া বামনাবতারের নারায়ণ বিহীন, অচেতন, নিরীশ্বর, জড়প্রকৃতি পর সূর্য্যপ্রধান তাৎপর্য্যমাত্র গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের তাদৃশ ভ্রম পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কেননা ঐ তাৎপর্য্য বৈদিক নহে। লৌকিক মাত্র। বেদ সম্বন্ধে লৌকিক অর্থ গ্রহণ মহাভ্রম। অতএব আর্য্যধর্ম্মসেবী সাধু পুরুষদিগের প্রতি নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন বেদাদি শাস্ত্রের ইউরোপীয় সিদ্ধান্ত ও তাহার কোনরূপ বঙ্গীয় অনুবাদ পাঠে সাবধান হয়েন। ইউরোপীয় ভ্রম একবার জন্মিলে শীঘ্র নষ্ট হইবেনা।

*“ফলতঃ এই দক্ষের ছাগতুল্য বদন হওয়াই উপযুক্ত, যেহেতু কর্ম্মময়ী যে অবিদ্যা, সে তাহাকে তত্ত্ববিদ্যা বোধ করিয়া থাকে”। ভাঃ।৪।২।২৩।

বালোচিত চঞ্চলতা কেবলে প্রায়ই দৃষ্ট হইতনা। কেবল আপনার ভাবে আপনি বসিয়া কখন২ কি ভাবিতেন; কেহ সম্মুখে আসিয়া ডাকিলে ঈষদ্ হাস্য পূর্ব্বক তাহার সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেন। কেবলের সাময়িক বিচিত্র ভাব দেখিয়া সকলেই প্রায় কেবলকে স্নেহ না করিয়া থাকিতে পারিত না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কেবল পৈতৃক বৃত্তি শিক্ষা করিলেন। ঘট নির্ম্মাণ, কূপ খননাদি দ্বারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন তদ্দ্বারা সাধুসেবা এবং পরিবার সহ নিজ জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। একদিন গৃহে সক্তু, তণ্ডুল কিছুই নাই এবং হস্তেও একটী মাত্র কপর্দ্দক নাই; কেবল কিরূপে দিন কাটিবে ইহাই ভাবিতেছেন, এমন সময়ে দুইটী সাধু অভ্যাগত আসিয়া উপস্থিত হইল। কেবলের চিন্তা বাড়িল, হৃদয় ব্যাকুল হইল ও প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। আজ অর্থাভাবে সাধু সেবা না করিতে পারিলে আমার জীবন মরণ উভয়ই সমান, কেবলের এই চিন্তা। অভ্যাগত দ্বয়কে আসন প্রদান পূর্ব্বক কেবল গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। কোথাও একটা পয়সা ঋণ পাইলেন না। অবশেষে একজন বণিকের কূপ খনন করিয়া দিবেন স্বীকার করায় বণিক যথোচিত আহার সামগ্রী প্রদান করিল। কেবল তদ্দ্বারা সাধুসেবা করিয়া আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিলেন। কেবল তৎপর দিন হইতে বণিকের কূপ খনন আরম্ভ করিলেন। প্রায় ১৫ হাত খোদিত হইলে বালু নির্গত হইতে লাগিল। আরও কিয়দ্দূর খনন করিতে২ উপরের মৃত্তিকা রাশি ভাঙ্গিয়া কেবলের উপর পতিত হইল। অন্যান্য লোকে মনে করিল কেবলের মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং আর কোন চেষ্টা না করিয়া সকলেই গৃহে চলিয়া গেল। বাহিরের লোক নিশ্চিন্ত চিত্তে চলিয়া গেল বটে কিন্তু যে জগচ্চিন্তামণি পর্ব্বত নিক্ষিপ্ত প্রহ্লাদকে ক্রোড়ে স্থান দিয়াছিলেন সেই অন্তর্যামী অন্তরের দেবতা কেবলের দুর্ব্বিপত্তি কালে দূরে থাকিতে পারিলেন না। মৃত্তিকা পাতে কেবলের আঘাত লাগিল বটে কিন্তু বিহঙ্গিনীর শাবক রাশিরক্ষার ন্যায় কে যেন তাঁহাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিল। সেই অদ্ভুত ব্যাপারের সঙ্গে২ তাঁহার ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকল অন্তর্ম্মুখীন হইয়া গেল। কেবল হৃদয়ের মধ্যে কেবল হৃদয়ের দেবতাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইল, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বেদনা দূরে পলায়ন করিল। মধ্যে২ এক২ এক বার গম্ভীর রামনামের হুঙ্কার বহির্গত হইতে লাগিল। এই রূপে ক্রমশঃ একমাস অতীত হইয়া গেল। একদিন জনৈক গ্রামবাসী সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল, অকস্মাৎ তাহার কর্ণমধ্যে ভূতলভেদী বিচিত্র রাম নামের হুঙ্কার প্রবেশ করিল। সে চকিত, চমকিত ও চমৎকৃত হইল এবং গ্রামে গিয়া এই সমাচার ঘোষণা করিয়া দিল। দেখিতে২ শত২ লোক সেই খানে উপস্থিত হইল ও মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিল। ক্ষণ বিলম্বে বদ্ধাসনোপবিষ্ট জীবিত কেবল লোকের কৌতূহল নিবারণ করিলেন। কেবলকে সকলে উপরে তুলিল এবং রামনাম ধ্বনি করিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিল। অন্তরে বাহিরে একই শব্দের প্রলয় তানে কেবলের ধ্যান ভঙ্গ হইল। লোকে কেবলের সাধুচিত সৎকার করিয়া তৎকালোপযোগী ভোজন করাইল, এবং বাদ্যোদ্যম সহ কেবলকে গৃহে পৌঁছাইয়া সকলে স্ব২ স্থানে গমন করিল। কেবল কূপমধ্যে প্রথম মৃৎপিণ্ডপাতেই যে আঘাত পাইয়াছিলেন তাহাতেই তিনি কুব্জ হইয়া যান এবং সেই সময় হইতে তিনি লোক মধ্যে " কেবল কুবা " বলিয়া বিখ্যাত হন।

একদিন একজন সাধু নারায়ণের একটী মূর্ত্তি স্থাপন করিবার জন্য স্থানান্তরে গমন করিতেছিলেন। সাধু পথিমধ্যে সাধু সেবানুরক্ত কেবলের গৃহে অতিথি হইলেন। সাধুসেবাই যাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য, সাধু সমাগমে সেই মহাত্মা কেবলের হৃদয় নাচিয়া উঠিল। যথাবিধি সেবার পর কেবল সাধুর নিকটে অতি মনোহর নারায়ণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রেম বিমোহিত হইলেন এবং বারম্বার সেই মূর্ত্তি দেখিবার জন্য সাধুকে সেদিন সেখানে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কেবল মনে২ বলিতে লাগিলেন, প্রভো! যদি দয়া

করিয়া দুঃখী দাসের কুটীরে উপস্থিত হইয়াছ, যদি জন্মজন্মান্তরের সাধ মিটাইবার জন্য দেখা দিয়াছ, যদি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরুর নাম ঘোষণা করিবার জন্য আমার নয়ন সার্থক করিয়াছ, তবে হে নাথ! আমার চক্ষের আর অন্তরাল হইওনা। দীনবন্ধো! এই দীনের কুটীরে থাকিয়াই নিত্য সেবা গ্রহণ পূর্ব্বক আমাকে কৃতার্থ কর। প্রেমের আবেশে এই ভিক্ষা করিতে ২ কেবলের সে দিন সে নিশি কাটিয়া গেল। প্রভাতে সাধু নারায়ণ মূর্ত্তি লইয়া কেবলের নিকট বিদায় লইবেন কি, দেখিলেন, বিগ্রহ বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। মূর্ত্তি ক্ষুদ্র হইয়াও পর্ব্বত প্রমাণ গুরুভার হইয়া উঠিয়াছেন। সাধু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে তুলিতে পারিলেন না। ভক্তির ঠাকুর, প্রেমিকের সামগ্রী ভক্তের গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবেন কেন? কেবলের ক্রন্দন, কেবলের ব্যাকুলতা, কেবলের পিপাসা কেবলের প্রার্থনা ব্যর্থ হয় নাই, অন্তর্যামী সকলই জানিয়াছেন, সকলই শুনিয়াছেন। আজ কুলালগৃহ পবিত্র করিবার জন্য, আজ ভক্তের দিগ্‌দিগন্তব্যাপী যশ প্রচার করিবার জন্য, আজ সাধুর হৃদয়াকাশ আলো করিবার জন্য, বিশ্বাসী জগৎকে আশ্বস্ত করিবার জন্য ভবভারহারী স্বেচ্ছাক্রমে কেবলের কুটিরেই প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বাহক সাধুকে আর অন্যত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইলনা। তিনি ভক্তের হৃদয় জানিয়া ভক্তের গৃহে রহিলেন বলিয়া তাঁহার নাম "জান রায়" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। কেবলের বাসভূমি ঝসেরা গ্রামে এখনও ঐ মূর্ত্তি বিদ্যমান আছেন।

কেবলের একদিন ঠাকুরের শঙ্খচক্র ক্রয় করিবার নিমিত্ত ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া দ্বারকা দর্শনে যাইবার একান্ত ইচ্ছা হইল। সেই দিন রাত্রিতে কেবল স্বপ্ন দেখিলেন যে তাঁহার সাধের দেবতা শঙ্খ চক্র গদাপদ্মধারী হইয়া বলিতেছেন, বৎস! তুমি কুত্রাপি গমন করিওনা, এই খানে বসিয়াই আমার সেবা কর, আমার শঙ্খ চক্রের অভাব নাই, এই দেখ আমার অঙ্গে দিব্য শঙ্খচক্র কেমন শোভা পাইতেছে! কেবলের দুই চক্ষে প্রেমের ধারা বহিতে লাগিল। নিশার নিদ্রার সঙ্গে ২ অজ্ঞান নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। জাগ্রত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় রাম নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

প্রবল বর্ষা ও গোমতীর জলবৃদ্ধি হইলে তীরস্থ বালুকা রাশি সমস্তই জলমগ্ন থাকিত। এক বৎসর বর্ষার ও জলবৃদ্ধির অভাবে গোমতী তীরস্থ বালুকা বায়ু বেগে উড্ডীন হইয়া নিকটস্থ গ্রাম সমূহের নিতান্ত পীড়াদায়ক হইয়াছিল। এই প্রাকৃতিক দুর্বিপত্তি হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় না দেখিয়া কোন ২ সরল হৃদয় ব্যক্তি কেবলের শরণাগত হইল। কেবল লোকের দুঃখে কাতর হইলেন এবং প্রাণ ভরিয়া প্রেম সাগর শায়ী ইষ্ট দেবতার নিকট লোকদুঃখাপনোদনার্থ বারম্বার গলদশ্রু লোচনে প্রার্থনা করিলেন। কেবলের প্রেমোচ্ছাসের সঙ্গে ২ গোমতীর জলোচ্ছাস বাড়িতে লাগিল। দেখিতে২ গোমতী চারিদিকের বালুকা রাশি গ্রাস করিয়া নিজ বিশাল কায়া বিস্তার করিল। উপদ্রব শান্তি দেখিয়া কেবলের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মিল এবং তাঁহাকে একজন মহাপুরুষ জানিয়া শত ২ লোকে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিল, এবং অনেক লোকে তাঁহার অনুগামী হইয়া নিজ ২ জীবনকে পবিত্র ও কৃতার্থ করিল।

একদিন সাধু সেবার জন্য কেবলের স্ত্রী কেবল মাত্র রুক্ষ রুটী করিয়া রাখিয়াছিল। সংযোগ ক্রমে সেই দিন কেবলের শ্যালক আসিয়া উপস্থিত। নিজ ভ্রাতার সেবনার্থ গোপনে কেবলের স্ত্রী ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। কেবল ইহা জানিতে পারিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, তুমি নদী হইতে জল লইয়া আইস। স্ত্রী বহির্গত হইবা মাত্র কেবল সেই ক্ষীর সাধু গণকে খাওয়াইয়া দিলেন। গৃহিণী প্রত্যাগত হইয়া এতাবৎ বিদিত হইবামাত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কেবলকে তিরস্কার করিলেন। কেবল বলিলেন পাপিয়সি! তুমি এখানে থাকিবার যোগ্য নও, তুমি এখনই এ গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাও। স্ত্রী বাহির হইয়া গেল এবং অন্য পতি সহযোগে পুত্র কন্যা উৎপাদন করিয়া লইল। কিছু দিন পরে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হইলে সেই দুঃশীলা অন্নাভাবে কাঁদিতে ২ কেবলের গৃহে পুনরাগত হইল। তথায় আসিয়া দেখিল সদাব্রতের

ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। সাধু, শান্ত, অনাথ, কাঙ্গালী কেবলের গৃহে তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করিতেছে। কুলটার দুঃখ দেখিয়া কেবলের দয়া জন্মিল; বলিলেন, হতভাগিনি! যদি তোর দ্বিতীয় স্বামী করিতেই হইল, তবে আমার স্বামীর ন্যায় স্বামী করিলি না কেন? আজ দেখ্ তুই ও তোর স্বামীও আমার স্বামীর দ্বারের ভিখারী। আমার স্বামীর সেবা করিলে দুঃখ দুর্ভিক্ষ থাকেনা, শোক তাপ দূরে পলায়ন করে, আধি ব্যাধির শান্তি হইয়া যায় এবং সুখের পরিসীমা থাকেনা। এই বলিয়া তাহাকে সাধুদিগের গমনাগমনের পথ পরিষ্কার করিবার ভার দিলেন। পুনঃ সুভিক্ষ হইলে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। কেবল পৃথিবীতে আরও কিছুদিন সাধু ও ভগবানের সেবা করিয়া কৈবল্য ধামে গমন করিলেন।

সাধুর সেবা করিলে সাধু হৃদয়ের গুপ্ত সামগ্রী স্বতএব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাধো! তোমাকে বার ২ নমস্কার।

ভ্রম সংশোধন।

গতবারে প্রকাশিত "আপস্তম্ব সংহিতার" ৩য় অধ্যায়ের শেষ শ্লোকের ব্যাখ্যা যেরূপ লিখিত হইয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে নিম্নানুরূপ ব্যাখ্যা হইবে।

প্রথম পাদ প্রায়শ্চিত্তে কেশধারণ করিবে. দ্বিতীয় পাদে মস্তক মুণ্ডন করিয়া শ্মশ্রুধারণ করিবে. তৃতীয়পাদে শিখা মাত্র ধারণ করিয়া সমস্ত মুণ্ডন করিবে, এবং হত্যা হইলে শিখা সহিত মুণ্ডন করিবে। (এই ব্যবস্থা কেবল পুরুষের নিমিত্ত, কিন্তু স্ত্রীগণের মুণ্ডন ব্যবস্থা অন্যরূপ যথা) স্ত্রীগণ সকল কেশ মুষ্টিকৃত করিয়া অঙ্গুলিদ্বয় প্রমাণ অগ্রভাগ ছেদন করিবে।

(প্রাপ্ত)

মনের প্রতি।

হায় রে মানব মন মিছা অকারণ।
দিবা নিশি করিতেছ বৃথায় যাপন॥
আপন ভাবিয়া যারে, বাঁধিয়াছ স্নেহাগারে,
সঙ্গে কি পাইবে তারে শমন সদন?

যে দিন যাইবে তুমি শমন সদন।
কোথা রবে গজ বাজি, কোথা রবে রত্ন রাজি,
কোথায় রহিবে তব প্রিয় নিকেতন?

প্রিয় দারা সুত তব আত্মীয় স্বজন।
পলক ছাড়িতে যারে, হৃদয় সহিতে নারে,
বলরে অবোধ মন কি হবে তখন॥

সেদিন কি হবে তার! হয় কি স্মরণ?
যেদিন করাল কাল, নাহি বুঝে কালাকাল,
অকালে আসিয়া যবে করিবে হরণ॥

হরণ করিবে যবে দুর্দ্দম্য শমন।
বল দেখি কোন্ নরে, তাহার শকতি হরে,
অথবা কি পারে তারে করিতে বারণ?॥

জীবন যৌবন ধন আত্মীয় স্বজন।
প্রাণ পণ অকিঞ্চনে, রক্ষ যারে সযতনে,
সেদিন কেমনে তারে করিবে রক্ষণ!॥

অসার সংসার সুখে হইয়া মগন।
মোহ জালে বদ্ধ হয়ে, আত্ম তত্ত্ব ভুলে গিয়ে,
নাস্তিক করিলে হায়! অন্তিম স্মরণ॥

এখন যাহারে তুমি ভাবিছ আপন।
সে জন তোমায় ছেড়ে, বারেক না চাবে ফিরে
শ্মশানে ফেলিয়া যাবে জন্মের মতন॥

কোথায় সে বন্ধুজন আত্ম পরিজন।
তোমায় একেলা ফেলি, সবে মিলে যাবে চলি,
পথের সম্বল কিছু না দিয়া তখন॥

তখন কোথায় রবে প্রিয় নিকেতন।
কোথায় সে গজ বাজি, কোথায় সে রত্ন রাজি,
কোথায় তখন রবে হৃদয় নন্দন॥

অসার সংসার সুখ বৃথা আকিঞ্চন।
মোহ পাশ ছিন্ন করে, অন্তিম কালের তরে,
ত্বরা করি লও মন ধর্ম্মের শরণ॥

পরম সুহৃদ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠতম ধন।
সকল সময় ধর্ম্ম, সাধে সাধকের কর্ম্ম,
তাহার সমান বন্ধু নাহি অন্যজন।
তাহার শরণ মন লও অনুক্ষণ॥

শ্রীরাধা গোবিন্দ চন্দ্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

এক সহস্র সংখ্যা মাত্র মুদ্রিত হইতেছে। শীঘ্র গ্রাহক না হইলে পরে পাইবার সম্ভাবনা নাই।

১ম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

১ম সংখ্যা পাঠে অনেকেই লিখিয়াছেন যে "এরূপ সদ্ব্যাখ্যাযুক্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বৃহদবয়বের গীতা বঙ্গভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল"। "ইহা সুবোধিনী, হৃদয় গ্রাহিনী ও প্রাণতোষিণী হইয়াছে।"

আর্য্য শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহাজিতেন্দ্রিয় ও কৃষ্ণগত প্রাণ অর্জ্জুনকে গীতামৃত পান করাইয়াছিলেন। ভগবদ্গীতা যে সর্ব্ব শাস্ত্রের সার ও পরমোপাদেয় তাহা বোধ হয় আশ্রমী বা আশ্রমত্যাগী কাহারই অবিদিত নাই। গীতা কেবল দুর্ভেদ্য সংস্কৃত ভাষার কবচে আচ্ছাদিত নহে, অধিকন্তু যোগিগণগম্য আধ্যাত্মিক ভাবের সাগরগর্ভে লুক্কায়িত। যিনি তপঃপ্রভাবে এইভাব সাগরে ডুবিতে শিখিয়াছেন, তিনি ভিন্ন কেহই সে সুধাস্বাদনে সমর্থ নহেন।

ভাষ্যকার ও টীকাকার মহোদয় গণ লোক সমাজে গীতার্থ ব্যাখ্যা দ্বারা যথোচিত অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ব্বোধ্য বিষয় গুলির ব্যাখ্যা সকল স্থানে ২ আশানুরূপ পাঞ্জল না হওয়ায় অনেকের মনে অনেক সংশয় উদয় হয়। বিশেষতঃ যাঁহারা কেবল অনুবাদক মহাশয় গণের ভরসায় গীতার গূঢ়ার্থ মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা প্রায়ই নিরাশ হইয়া থাকেন। কেননা গীতার যতগুলি অনুবাদ এপর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সকল গুলিই মূল, ভাষ্য, ও টীকা রাশিতে পূর্ণ; যে দুই তিন পংক্তি অনুবাদ থাকে, তাহা এরূপ সংকীর্ণ, গীতার মর্ম্মার্থ প্রকাশে এত অল্প উপযোগী, যে পাঠকগণ তৎপাঠে গীতার প্রকৃত রসাস্বাদে কোন মতেই সমর্থ হয়েন না। অথবা তৎপাঠে যাহা অবগত হয়েন তাহা গীতার অস্ফুট ও অসম্পূর্ণ অর্থমাত্র।

গীতার প্রকৃত মর্ম্মার্থ ব্যাখ্যা বঙ্গভাষায় এপর্য্যন্ত একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। বস্তুত এই অভাবটী দূর করিবার জন্য অবধূত শিষ্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহাশয় অনেকের অনুরোধে সুপণ্ডিত সন্ন্যাসী ও পরমহংস গণের শিক্ষানুসারে "গীতার্থ সন্দীপনী" নামক ভাষ্য টীকা সহিত ভগবদ্গীতার এক খানি অপূর্ব্ব অনুবাদ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাতে মূল, শাঙ্করভাষ্য, রামানুজ ভাষ্য, আনন্দগিরির টীকা, শ্রীধরস্বামীর টীকা, মধুসূদন সরস্বতী কৃতটীকা, বঙ্গানুবাদ এবং "গীতার্থ সন্দীপনী" নামে বিস্তারিত ও অতি পরিস্ফুট তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা আছে। এই ('গীতার্থ সন্দীপনী') তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাই জ্বলন্ত দীপের ন্যায় পাঠককে গীতার নিগূঢ় মর্ম্ম দেশ দেখাইয়া দিবে, জটিল শঙ্কা রাশির সমাধান করিয়া পাঠকের মার্জ্জিত জ্ঞানকে শতগুণ উজ্জ্বল করিবে ও অজ্ঞান হৃদয়ের মোহ তিমির ধীরে ২ অপসারিত করিয়া দিবে। শ্রাবণ মাস হইতে প্রতি মাসে ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। এই অমূল্য গ্রন্থের মূল্য লইতে নাই। কিন্তু মুদ্রাঙ্কন ও কাগজাদি ব্যয় জন্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র অগ্রিম মূল্য নির্দ্ধারিত হইল। আগামী ৺ দুর্গা পূজার পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত এই নিয়মে অগ্রিম মূল্য গৃহীত হইবে। ডাকমাশুল লাগিবে না। আশ্বিন মাসের পরে গ্রাহক হইলে এক কালীন ৬৲ টাকা দিতে হইবে। আর যদি কোন পুণ্যশীল মহাত্মা এই গীতা প্রকাশের ব্যয়ভার একাকী গ্রহণ করেন, তবে গ্রাহক গণকে টাকা ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে।

যিনি ১৫ জন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের অগ্রিম মূল্য যথা সময়ে পাঠাইয়া দিতে পারিবেন, তিনি বিনামূল্যে এই অমূল্য গ্রন্থ এক খানি উপহার প্রাপ্ত হইবেন।

ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়
হাউস্ কটোরা, বারাণসী }
শ্রীপূর্ণানন্দ সেন
প্রকাশক।

ধর্ম্ম প্রচারকের বিদেশীয় প্রতিনিধি কার্য্যাধ্যক্ষ (এজেন্ট) গণের নাম।

নাম	স্থান
শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ গঙ্গোপাধ্যায়	ভাগলপুর
" যাদব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	মতিহারী
" জগদ্বন্ধু সেন	লাহোর
" শারদা প্রসাদ রায়	রামপুরহাট
" হারাণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	গোবরডাঙ্গা
" রমেশ চন্দ্র সেন	জামালপুর
" কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়	ঐ
" মতিলাল সেন	মুরশিদাবাদ
" পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	বাঁকিপুর
" রাজ কৃষ্ণ দাস	বহরমপুর
" ইন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	গয়া
" রাধিকা নাথ গোস্বামী	কলিগ্রাম
" রাম চরণ সেন	গাজীপুর
" আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	সৈয়দপুর

উক্ত মহোদয় গণকে তত্তৎস্থানীয় গ্রাহক মহাশয় গণ মূল্যাদি দান করিলে আমি প্রাপ্ত হইব।

ধর্ম্ম প্রচারক সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। যদি কোন ধর্ম্মাত্মা আর্য্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা রক্ষা ও প্রচার নিমিত্ত কোন সন্দর্ভ লিখিয়া প্রেরণ করেন, তবে লিখিত বিষয়টী সারবান বিবেচিত হইলে আনন্দ ও উৎসাহ-সহকারে ধর্ম্ম প্রচারকে প্রকাশ করা হইবে।

২। ধর্ম্ম প্রচারকের মূল্য ও এতৎ সংক্রান্ত পত্রাদি আমার নামে পাঠাইতে হইবে। পত্র বিয়ারিং হইলে গৃহীত হইবে না।

৩। মূল্য সাধারণতঃ পোষ্টাল মনিঅর্ডারে বা পোষ্টাল নোটে পাঠাইবেন। ডাক টিকিটে মূল্য পাঠাইতে হইলে, অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিবেন।

।ধর্ম্ম প্রচারকের ডাক কর সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্যের নিয়ম তিন প্রকার।

			বার্ষিক	প্রতিখণ্ড
উত্তম	কাগজে মুদ্রিত		৩।৵০	।৵০
মধ্যম	ঐ	ঐ	২।৵০	।০
সাধারণ	ঐ	"	১।৵০	৵০

ধর্ম্ম প্রচারক কার্য্যালয়।
হাউস্ কটোরা, বারাণসী। }
শ্রীপূর্ণানন্দ সেন
কার্য্যাধ্যক্ষ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরেব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

৮ম ভাগ
[illegible] সংখ্যা

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"

শকাব্দা ১৮০৭
আশ্বিন———পূর্ণিমা

আপস্তম্ব সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৪র্থ অধ্যায়।

চাণ্ডাল কূপ ভাণ্ডেষু যোজ্ঞানাৎ পিবতে জলম্।
প্রায়শ্চিত্তং কথংতস্য বর্ণে বর্ণে বিধীয়তে॥

চণ্ডালের কূপে বা পাত্রে অজ্ঞান বশতঃ জলপান করিলে বর্ণানুক্রমে তাহার কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

চরেৎ সান্তপনং বিপ্রঃ প্রাজাপত্যন্তু ভূমিপঃ।
তদর্দ্ধন্তু চরেদ্ বৈশ্যঃ পাদং শূদ্রস্য দাপয়েৎ॥

ব্রাহ্মণ সান্তপন, ক্ষত্রিয় প্রাজাপত্য, বৈশ্য অর্দ্ধ প্রাজাপত্য এবং শূদ্র পাদকৃচ্ছ্র সাধন করিবে।

ভুক্ত্বোচ্ছিষ্টস্ত্বনাচান্ত্বা চাণ্ডালৈঃ শ্বপচেন বা।
প্রমাদাৎ স্পর্শনং গচ্ছেত্তত্ত্কুর্য্যাৎ বিশোধনং॥

ভোজনান্তে না আঁচাইয়া উচ্ছিষ্ট মুখে ভ্রম বশতঃ যদি কেহ চণ্ডালকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে কি রূপে শুদ্ধ হইবে?

গায়ত্র্যষ্ট সহস্রন্তু দ্রুপদাং বা শতং জপেৎ।
জপং স্ত্রিরাত্র মনশ্নন্ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥

অষ্ট সহস্র গায়ত্রী জপ অথবা দ্রুপদ সুক্তের শত বার পাঠ করিবে। জপ কালীন তিন দিন উপবাসী থাকিবে এবং অবশেষে পঞ্চগব্য সেবনে শুদ্ধ হইবে।

চাণ্ডালেন যদা স্পৃষ্টো বিন্মূত্রেচ কৃতে দ্বিজঃ।
প্রায়শ্চিত্তং ত্রিরাত্রং স্যাৎভুক্ত্বোচ্ছিষ্টংষড়াচরেৎ

চণ্ডালকে স্পর্শ পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া যে দ্বিজ মল মূত্র ত্যাগ করিবে, তাহার তিন দিন এবং যে ভোজন করিবে, তাহার ছয় দিন উপবাস করিতে হইবে।

পান মৈথুন সম্পর্কে তথা মূত্র পুরীষয়োঃ।
সম্পার্কং যদি গচ্ছেত্তু উদক্যাচান্ত্যজৈস্তথা।
এতৈরেব যদা স্পৃষ্টঃ প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ॥

পান, মৈথুন বা মল মূত্র ত্যাগ কালে রজস্বলা

ও অন্ত্যজ সম্পর্ক বা ইহাদিগের স্পর্শ হয় তবে কি রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে ?।

ভোজনেচ ত্রিরাত্রং স্যাৎ পানেতু ত্র্যহমেবচ।
মৈথুনে পাদকৃচ্ছ্রং স্যাৎ তথা মূত্র পুরীষয়োঃ॥
দিনমেকং তথা মূত্রে পুরীষেতু দিনত্রয়ম্।
একাহং তত্র নির্দ্দিষ্টং দন্তধাবন ভক্ষণে॥

ভোজনে ত্রিরাত্রি, পানে তিন দিন, মৈথুনে পাদ কৃচ্ছ্র, মূত্রত্যাগে এক দিন এবং মল ত্যাগে তিনদিন উপবাস পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিবে। দন্ত ধাবন ভক্ষণে একাহ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

বৃক্ষারূঢ়ে তু চাণ্ডালে দ্বিজস্তত্রৈব তিষ্ঠতি।
ফলানি ভক্ষয়ংস্তস্য কথং শুদ্ধিং বিনির্দ্দিশেৎ॥

চণ্ডাল যদি বৃক্ষারূঢ় থাকে এবং দ্বিজ যদি তদ্ বৃক্ষ নিম্নে বসিয়া ফল খাইতে থাকে, তাহা হইলে কিরূপ শুদ্ধি হইবে।

ব্রাহ্মণান্ সমনুজ্ঞাপ্য সবাসাঃ স্নানমাচরেৎ।
একরাত্রোষিতো ভুত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥

ব্রাহ্মণ দিগের নিকট প্রার্থনা করিয়া বস্ত্র সহিত স্নান করিবে, এবং এক রাত্রি উপবাস করিয়া পঞ্চ গব্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে।

যেন কেনচদুচ্ছিষ্টো অমেধ্যং স্পৃশতে দ্বিজঃ।
অহোরাত্রোষিতো ভুত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥

উচ্ছিষ্ট মুখে কোন অপবিত্র দ্রব্যের স্পর্শ হইলে দ্বিজ অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চ গব্য সেবন পূর্ব্বক শুদ্ধ হইবে।

ক্রমশঃ।

শিব শক্তি সমন্বয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৯। যে প্রভু ভগবান, আধিদৈব ভাগে, সূর্য্য ও বরুণাদি দেবগণের অন্তরে বসতি করিয়া তাঁহাদিগকে পালন ও প্রকাশ করেন এবং আপনিও তাঁহাদের বরণীয় স্বরূপে প্রকাশ পান; যিনি বিশুদ্ধ উপাস্য মূর্ত্তিতে গোলকে বিদ্যমান থাকিয়া চতুর্দ্দিক হইতে বিশ্বদেব গণের প্রেমপূর্ণ আরাধনা গ্রহণ করেন, তিনিই আধ্যাত্মিক ভাগে, সূর্য্য ও বরুণাদি দেবগণের স্ব স্ব অবান্তর পালিত ও প্রকাশিত চক্ষু ঘ্রাণ রসনা শ্রুতি প্রভৃতি ইন্দ্রিয় রাজ্যকে একেবারে সমষ্টিভাবে প্রতিপালন ও প্রকাশ করেন। তাঁহাদ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া নয়ন, তাঁহার জগতের শোভা দেখিতেছে; রসনা শ্রুতিস্মৃতি উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহার নাম গান করিতেছে; শ্রুতি (কর্ণ) তাঁহার কথামৃত পান করিয়া শ্রুতি গণের (বেদবাণির) মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে। হৃষীকেশের প্রকাশিত সেই ইন্দ্রিয় সমূহের নামান্তর "গো"। দেহ, ইন্দ্রিয়গ্রাম স্বরূপ, সুতরাং দেহই "গোকুল"। সূর্য্যাদি দেবগণ ইন্দ্রিয় ও প্রাণের অবান্তর প্রতিপালক বিধায় "গোপ" শব্দের বাচ্য। কেননা "গো" ইন্দ্রিয়, "প" পালক। তাহাতে, পক্ষান্তরে, ইন্দ্রিয় প্রাণাদি শক্তি যেন "গোপী" অর্থাৎ গোপ গণের পালিতা। কিন্তু প্রভু ভগবানই তৎ সমস্তকে তাঁহাদের পালক গোপ গণের সহিত একত্রে, একেবারে, সমষ্টিভাবে পালন ও প্রকাশ করেন বিধায় তিনি হৃষীকেশ নামে উক্ত হন। (হৃষীক= ইন্দ্রিয় + ঈশ=ঈশ্বর বা স্বামী=হৃষীকেশ, কিম্বা ইন্দ্রিয়াধীশ বা গোপীগণের সাধারণ স্বামী শ্রীকৃষ্ণ)। তিনি চক্ষু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় গণকে তাহাদের প্রত্যেকের প্রতিপালক ও দীপ্তিদাতা সূর্য্যাদি দেবগণকে, এবং ঐ সকল ইন্দ্রিয় শক্তির পরিচালিকা পঞ্চপ্রাণবৃত্তিকে সমানে পালন, প্রকাশ, ও মোক্ষপথে আকর্ষণ করেন বিধায় তাঁহার নাম কৃষ্ণ। বেদে কহেন তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, চক্ষুর চক্ষু, মনের মন, প্রাণের প্রাণ। আধ্যাত্মিক রাজ্যে তাঁহার এইরূপ পবিত্র অবতীর্ণ প্রভাব।

২০। দ্বাপর যুগের শেষভাগে জগতে ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের বৃদ্ধি হওয়াতে, নরলোকের কল্যাণার্থ ভগবান, প্রাগুক্ত আধিদৈব ও আধ্যাত্মিক আদি গুহ্যতম তত্ত্বসমূহকে স্বীয় অনির্ব্বচনীয় আধিভৌতিক ব্রজলীলায় মূর্ত্তিমানরূপে সর্ব্বতোভাবে সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। ঐ মহালীলায় গোকুল নামক ব্রজভূমে শ্রীকৃষ্ণের শুভাগমন প্রতিক্ষায়, মর্ত্ত্যলীলাক্ষেত্রে তাঁহার উপাসনা কামনায় এবং নরলোকে তাঁহার পূজা প্রচারার্থ—

সূর্য্যাদি দেবগণ, তাঁহাদের শক্তি স্বরূপিণী দেবীগণ, তাঁহাদের প্রভাবপ্রাপ্ত তাপস ও ঋষিগণ, তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রতিপালিতা ও প্রকাশিতা ইন্দ্রিয় শক্তি ও প্রাণশক্তি সমূহ এবং সর্ব্ববেদ স্বরূপিণী আদরবতী শ্রুতি গণের অধিষ্ঠাত্রী পূর্ণবসা, রসপীতা, কলাবতী, ক্রিয়াবতী, উগ্রতপা, প্রিয়-ব্রতা, গুণবতী ইত্যাদি বহুগুণ বিশিষ্টসরস্বতী, গায়ত্রী, সাবিত্রী প্রভৃতি দেবীগণ এবং ভগবদা-রাধিকা শক্তি স্বরূপিণী রাধিকা মনুষ্যমূর্ত্তি গোপ গোপীরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথা ভগবান হৃষীকেশ কৃষ্ণ আসিয়া তাঁহাদের অধিনায়ক হইলেন। লাঙ্গল হস্তাগ্র, উর্ব্বরা শক্তি বিধায়ক, অনন্তনাগ নামক বিষ্ণুর অনন্ত মূর্ত্তি স্বরূপ সঙ্কর্ষণা-নলের সাক্ষাৎ অবতার প্রভু হলবাহন বলরাম আসিয়াও ঐ লীলায় যোগদান করিলেন। তিনি প্রভু ভগবানেরই মূর্ত্তিবিশেষ। আবির্ভূত গোপ গণের হলযোজন শক্তিরূপে এবং ধর্ম্মবিদ্বেষী পাষণ্ড দিগকে প্রলয়ের ভাব জ্ঞাপন করিবার জন্য মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়াছিল। এই প্রকারে ভগবান ব্রজলীলাতে অবতীর্ণ দেব দব গণের সহ মিলিত হইয়া আপনার নিত্য আধিদৈব ও আধ্যাত্মিক লীলাকে সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই লীলাদ্বারা বৈদান্তিক পরমার্থ তত্ত্ব সম্পূর্ণ রূপে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে।

২১। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে পরমেশ্বরের এই সমস্ত প্রকার আধিদৈব, আধ্যাত্মিক ও আধি-ভৌতিক রূপধারণই প্রকৃতি সমন্বিত। প্রকৃতিই মায়া। এজন্য ঐ সকল মূর্ত্তিকে "মায়িক" কহা যায়। পরমেশ্বর স্বপ্রধানরূপে অন্তর্যামি; শক্তি প্রধান রূপে উপাধি। স্বীয় শক্তির তারতম্য ভেদে তিনি সেই শক্তির সহিত স্ত্রী বা পুরুষরূপে অবতীর্ণ হন। শক্তিই সেই সমস্ত রূপের উপাদান। কিন্তু সে শক্তি মায়ামাত্র। তাঁহারই দ্বারা পরমেশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করিয়া থাকেন। তাঁহারই দ্বারা যুগে যুগে প্রয়োজন অনুসারে নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। পরমেশ্বরকে ব্যতিরেক করিলে সে সকল মূর্ত্তি জড়মাত্র — তৎসমূহের উপাদানভূতা মায়া, প্রকৃতি বা শক্তি জড়মাত্র। জড়ের পূজা নাই। আবার পরমেশ্বরের সেই মায়াময়ী প্রকৃতিশক্তিকে ব্যতিরেক করিলে পরমেশ্বরের উপাস্য ভাব বা উপাস্য মূর্ত্তি থাকেনা। উপাসনা ক্রিয়ার কর্ম্মত্ব রূপে আর তাঁহাকে লাভ করা যায়না। তাদৃশ অবস্থায় তাঁহার নাম নির্গুণব্রহ্ম। নির্গুণ ব্রহ্ম, উপাসনা রূপ ক্রিয়ার কর্ম্মপদ নহেন। তিনি নিরুপাধিক। তাঁহার অনির্ব্বচনীয় বস্তুতত্ত্ব জ্ঞান লাভকরা সকল অধিকারীর পক্ষে সহজনহে। এই নিমিত্ত ভগবান্ স্বীয় মায়াদ্বারা স্ত্রী পুরুষাদি নানারূপে আপনার মূর্ত্তিকে কল্পিত করিয়া আধিদৈব, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক প্রভৃতি সর্ব্বভাগে জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। তিনি যদি এরূপ করুণা না করিতেন তবে ব্রহ্মজ্ঞান রূপ মহাসাগরের তট বা কূল পাওয়া যাইতনা।

২২। যদিও একমাত্র প্রকৃতি বা মায়াই ভগবানের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়বিধ রূপপরিগ্রহের হেতু এবং উপাদান; তথাপি, ভগবানের কেবল স্ত্রী মূর্ত্তি সমূহকেই প্রকৃতি বলা গিয়া থাকে। ইহা বিশেষ উক্তি মাত্র। সেই সমস্ত মূর্ত্তি একমাত্র ভগবানের মূর্ত্তি হইলেও, অধিকার ও জ্ঞানের ভিন্নতা হেতু, তাঁহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন দেবী রূপে গ্রহণ করা গিয়া থাকে। তাহাতে একই ভগবান বা একই দেবী, প্রকৃতি, ও শক্তিভেদে নানা প্রকৃতিরূপে কথিত হন। যথা দুর্গা প্রকৃতি, লক্ষ্মী প্রকৃতি, সরস্বতী প্রকৃতি, সাবিত্রী প্রকৃতি, রাধা প্রকৃতি ইত্যাদি। ব্রহ্মেতে অন্বিতা এই সমস্ত প্রকৃতি জড় নহেন। কিন্তু মূর্ত্তিমতী দেবী স্বরূপিণী। তাঁহারা ব্রহ্ম প্রতি-ফলিত জাগ্রত শক্তি রূপিণী। যে সকল শক্তির অধিষ্ঠাতৃপদে ভগবতী দুর্গাদেবীকে বরণ করা যায়, সে সকল শক্তি ব্রহ্মেরই শক্তি। ব্রহ্ম, স্বীয় শক্তিতে সদা বর্ত্তমান। ব্রহ্ম সমন্বিত সেই দুর্গা প্রকৃতি সগুণ ব্রহ্মই। কেবল প্রকৃতির প্রকারগত লক্ষণ এবং সাধকের যেমন প্রয়োজন তদনুসারে তাঁহাকে দুর্গা বলা যায়। দুর্গাপ্রকৃতির উপাদান শক্তি সমষ্টির সহিত ব্রহ্ম অন্বিত হইয়া দুর্গা মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

২৩। যদি বেদান্ত বিজ্ঞান উপার্জ্জিত হইয়া থাকে, তবে "অন্বয় ব্যতিরেক" রূপ ন্যায় প্রয়োগ দ্বারা বুঝ। আকাশের সহিত ঘটের অন্বয় কর, আকাশ ঘটাকাশ রূপে প্রকাশ পাইবে।

ব্রহ্মের সহিত দুর্গামূর্ত্তির উপাদানভূতা শক্তির অন্বয় কর, ব্রহ্ম দুর্গামূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইবেন। আবার ঘট ভাঙ্গিয়া ফেল, অথবা আকাশ হইতে ঘটকে ব্যতিরেক কর, দেখিবে, মহাকাশই অবশিষ্ট থাকিবে। তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে ঐরূপ প্রকৃতির ব্যতিরেক কর, দেখিবে প্রকৃতির অসদ্‌ভাব উপস্থিত হইয়া একমাত্র শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ ব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকিবেন। ফলে, তোমার নিজের প্রকৃতিকে যতদিন ব্যতিরেক করিতে না পারিবে, ততদিন, ব্রহ্মেতে অন্বিত প্রকৃতিকে কিছুতেই ব্যতিরেক করিতে পারিবেনা। নিজের প্রকৃতি ব্যতিরিক্ত হইলেই সাধনান্তর বিনা স্বরূপতঃ ব্রহ্ম লাভ হয়। অথবা একমাত্র মোক্ষ স্বরূপ ব্রহ্ম নিষ্ঠা জন্মিলেই প্রকৃতি স্বতঃ পরিত্যক্ত হয়। তদবস্থার ন্যূন অন্য কোন অবস্থায়, অথবা, তর্ক যুক্তিদ্বারা, প্রকৃতিকে ব্যতিরেক করা যায়না।

২৪। কিন্তু আকাশ যখন অনবরুদ্ধ থাকে, তখনও তাহা আকাশ, আর যখন ঘটাবচ্ছিন্ন বা মঠাবচ্ছিন্ন হয় তখনও তাহা সেই আকাশই। সেইরূপ ব্রহ্ম যখন স্বীয় সৃষ্টিতে বিক্ষিপ্ত সমলা শক্তিতে অবস্থিতি করেন; অথবা স্বীয় আয়ত্তীভূতা অবিক্ষিতা নির্ম্মলা * শক্তি দ্বারা কোন বিশেষ মূর্ত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জগতের বিশেষ মঙ্গলার্থ অবতীর্ণ হয়েন, তখনও তিনি যে ব্রহ্ম, শক্তি ও রূপ হইতে ব্যতিরেক করিয়া দেখিলেও তিনি সেই ব্রহ্মই।

২৫। যেমন ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশের ঘটাকাশ নাম হয়, মঠাবচ্ছিন্ন আকাশের মঠাকাশ নাম হয়; সেইরূপ দুর্গতি নাশিনী প্রকৃতি শক্তিসমূহে উপহিত ব্রহ্মের দুর্গা নাম হয়; আর, প্রেম প্রদায়িনী প্রাণাধিকা, প্রাণারামরূপিণী, ভগবদারাধিকা প্রকৃতি শক্তিতে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মের রাধিকা নাম হয়। যেমন ঘটাকাশের ঘটবৎ রূপ হয়, গৃহাকাশের গৃহবৎ রূপ হয়, সেইরূপ দুর্গতি নাশিনী দুর্গাশক্তিতে ব্রহ্মের দুর্গতি নাশকরার উপযুক্ত রূপ হয়; এবং প্রাণারাম রূপিণী রাধা শক্তিতে তাঁহার ব্রহ্ম "অলুপ্ত বিদ্যাশক্তি বলে" অদৃষ্টকে অপেক্ষা না করিয়া নরলোকের কল্যাণার্থ এই সকল শক্তি, প্রকৃতি বা মায়াবিরচিত রূপ ধারণ করেন। তাদৃশ দেবী মূর্ত্তি সকল ধারণ করিলে তাঁহাকে আর পুরুষভাবে গ্রহণ করা যায় না। তখন তাঁহাকে নারায়ণী, মহামায়া, প্রকৃতি, মহাবিদ্যা, দুর্গা, ভগবতী ইত্যাদি মাতৃ দৃষ্টিতে গ্রহণ করা যায়। শাস্ত্রে রূপপ্রতিগত তারতম্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেবীর ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত এই।

" দুর্গা প্রকৃতি ৷

নারায়ণী বিষ্ণু মায়া পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী। ব্রহ্মাদি দেবৈর্ম্মুনিভির্ম্মনুভিঃ পূজিতাস্তুতা ॥ সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃদেবী সা সর্ব্বরূপা সনাতনী। ধর্ম্মসত্যপুণ্যকীর্ত্তি যশোমঙ্গল দায়িনী ॥ সিদ্ধেশ্বরী সিদ্ধরূপা সিদ্ধিদা সিদ্ধিদেশ্বরী। বুদ্ধির্নিদ্রা ক্ষুৎ পিপাসা ছায়াতন্দ্রা-দয়া স্মৃতিঃ ॥

লক্ষ্মী প্রকৃতি।

শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা যা পদ্মাচ পরমাত্মনঃ সর্ব্ব সম্পৎ স্বরূপা সা তদধিষ্ঠাতৃ দেবতা ॥ স্বর্গেচ স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ মর্ত্ত্যানাং গৃহিনাস্তথা। সর্ব্বপ্রাণিষু দ্রব্যেষু শোভারূপা মনোহরা ॥ প্রীতিরূপা পুণ্যবতাং প্রভারূপা নৃপেষুচ। বাণিজ্য রূপা বণিজাং পাপিনাং কলহাঙ্কুরা।

সরস্বতী প্রকৃতি।

বাগ্‌বুদ্ধিবিদ্যাজ্ঞানাধিদেবতা পরমাত্মনঃ। সর্ব্ব বিদ্যা স্বরূপা সা চ দেবী সরস্বতী॥ সুবুদ্ধি কবিতামেধা প্রতিভা স্মৃতিদা সতাং। নানা প্রকার সিদ্ধান্ত ভেদার্থ কল্পনা প্রদা। ব্যাখ্যাবোধ স্বরূপাচ সর্ব্ব সন্দেহ ভঞ্জনী। বিচার কারিণী গ্রন্থকারিণী শক্তিরূপিণী ॥

সাবিত্রী প্রকৃতি।

মাতাচতুর্ণাং বেদানাং বেদজ্ঞানাঞ্চ ছন্দসাং। সন্ধ্যাবন্দন মন্ত্রাণাং মন্ত্রাণাঞ্চ বিচক্ষণা ॥ দ্বিজাতি জাতিরূপাচ জপরূপা তপস্বিনী। ব্রহ্মণ্য তেজোরূপাচ সর্ব্বসংস্কার কারিণী ॥

রাধা প্রকৃতি।

প্রেমপ্রাণাধিকা দেবীযাপঞ্চপ্রাণরূপিণী। প্রাণাধিকাপ্রিয়তমা সর্ব্বাভ্যা সুন্দরীবরা : সর্ব্বসৌভাগ্য যুক্তাচ মানিনী গৌরবান্বিতা। বামার্দ্ধাঙ্গ স্বরূপাচ গুণেন তেজসাসমা ॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় শ্লোকাঃ শঃকঃ দ্রু)

* ব্রহ্মের সমগ্রশক্তি জগতে পরিণত বা ব্যয়িত হয়নাই। যাহা জগতে পরিণত হইয়াছে তাহাকে সমলা শক্তি কহে। যাহা তাঁহার স্বীয় হস্তে আছে তাহাই নির্ম্মলা শক্তি।

তাৎপর্য্য। প্রকৃতির যে প্রধানাংশ সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং সর্ব্বত্র ধর্ম্ম, পুণ্য, কীর্ত্তি প্রভৃতি বিধান করেন তিনিই দুর্গা। যিনি শোভা, প্রভা, ও সম্পৎ রূপিণী তিনিই লক্ষ্মী। যিনি বিদ্যা, মেধা, স্মৃতি রূপিণী, তিনি সরস্বতী। যিনি বেদমাতা, যিনি জপ রূপা, সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম ও ব্রহ্মণ্য তেজো রূপিণী তিনিই সাবিত্রী এবং যে অংশ প্রাণাধিপ, প্রেম, আরাধনা, মান ও গৌরব রূপিণী তিনিই রাধা। আধিদৈব ও আধ্যাত্মিক রাজ্যে এই সকল দেবীগণের নিত্য বাস। আর, নরলোকে তাঁহাদের মূর্ত্তি পরিগ্রহ বিশেষ অনুগ্রহার্থ। পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপিণী প্রকৃতি দেবীর এই সমস্ত রূপ, একমাত্র ভগবানেরই গুহ্যাতিগুহ্য মায়া মূর্ত্তি মাত্র।

২৬। প্রকৃতি শক্তির প্রভাব ভিন্ন তাঁহার উপাসনা অসম্ভব। আধিদৈব ও আধ্যাত্মিক রাজ্যে যে সমস্ত প্রাকৃতিক প্রভাব ও মহৈশ্বর্য্য বর্ত্তমান তাহা ক্রমেই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর। সেই সকল উপাধি যেমন সূক্ষ্ম, ভগবানের দেবদেবী মূর্ত্তি সকলও তথায় তদনুযায়ী সূক্ষ্মভাবে উপস্থিত। সূক্ষ্মতত্ত্বের গ্রাহক মহাত্মারা সূক্ষ্মতর উপাধি রাজ্যে আরোহণ পূর্ব্বক সেই সকল সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক প্রভাবে ভগবানের সূক্ষ্ম দেবমূর্ত্তি বা সূক্ষ্ম দেবী মূর্ত্তির ধ্যান ধারণা ও আরাধনা করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাদৃশ উপাসনাও সর্ব্বপ্রকার অধিকারীর উপযুক্ত নহে। কেবল যে সকল দেবমূর্ত্তি ও দেবীমূর্ত্তি নরলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তদবলম্বিত উপাসনায় সকলের অধিকার। কেননা সেই সকল দেব দেবীগণ, মানব লীলার মধ্যেই, প্রাগুক্ত আধ্যাত্মিক ও আধিদৈব প্রভাব সকল, নরনারী গণের চক্ষুতে মুদ্রিত করিয়াছিলেন এবং জন সমাজের কল্যাণকামী শাস্ত্র শতমুখে তাহা সপ্রমাণ করিতেছেন।

২৭। শক্তিপূজা, দেবীপূজা বলিলে সেই একই নারায়ণের পূজা বুঝায়। নারায়ণের পূজা বলিলে, সগুণ ব্রহ্মারাধনা বলিলে, উপাস্য ব্রহ্মের উপাসনা বলিলে তাহার সহিত কোন না কোন প্রকৃতি-শক্তির অন্বয় বুঝায়। সেইরূপ, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির, ভিন্ন ভিন্ন দেবীর পূজা বলিলে একই পরমা প্রকৃতি-স্বরূপিণী শিবসমন্বিতা মহামায়া নারায়ণী দেবীর পূজা বুঝায়। যথা মুণ্ডমালা তন্ত্রে শঙ্করের প্রতি মহামায়ার উক্তি।

> গোলোকে চৈব রাধাহং বৈকুণ্ঠে কমলাত্মিকা।
> ব্রহ্মলোকে চ সাবিত্রী ভারতী বাক্ স্বরূপিণী॥
> কৈলাসে পার্ব্বতী দেবী মিথিলায়াঞ্চ জানকী।
> দ্বারকায়াং রুক্মিণী চ দ্রৌপদী নাগ সাহ্বয়ে।
> গায়ত্রী বেদজননী সন্ধ্যাহঞ্চ দ্বিজন্মনাং।
> যোগমধ্যে পৃষাহঞ্চ পুষ্পে কৃষ্ণাপরাজিতা॥
> পত্রে মালুর পত্রঞ্চ পীঠে যোনি স্বরূপিণী।
> হরিহরাত্মিকাবিদ্যা ব্রহ্মবিষ্ণু শিবাত্মিকা॥
> যত্রকুত্র স্থলে নাথ শক্তি স্তিষ্ঠতি শঙ্কর।
> তত্রৈবাহং মহাদেব নিশ্চিতং মতমুত্তমং॥

আমি গোলোকে রাধা, বৈকুণ্ঠে কমলা, ব্রহ্মলোকে সাবিত্রী ও বাক্যস্বরূপিণী ভারতী; আমি কৈলাসে পার্ব্বতী দেবী, মিথিলায় জানকী, দ্বারকায় রুক্মিণী, হস্তিনায় দ্রৌপদী; আমি বেদজননী গায়ত্রী, দ্বিজ গণের সন্ধ্যারূপিণী; আমি যোগ মধ্যে পৃষা, পুষ্পমধ্যে কৃষ্ণাপরাজিতা, পত্রমধ্যে বিল্বপত্র, পীঠমধ্যে যোনি-পীঠ; আমি হরিহরাত্মিকা বিদ্যা এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবস্বরূপিণী। হে নাথ! হে শঙ্কর! যেখানে যেখানে শক্তি স্থিতি করেন আমিও সেইখানেই থাকি। হে মহাদেব! এই আমার নিশ্চিত উত্তম মত।

২৮। এস্থলে আমরা পাঠক গণের শাস্ত্রীয় বুদ্ধি উদ্দীপিত করিবার মানসে প্রধান প্রধান শক্তিদেবী গণের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সবিশেষ বিবরণ প্রদান করিতেছি। তাহা হৃদয়ঙ্গম হইলে অবশিষ্ট সর্ব্ব দেবী গণের তাৎপর্য্য কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা এস্থলে কেবল দুর্গা, রাধা ও সরস্বতী বা সাবিত্রী দেবীর সংক্ষেপ তাৎপর্য্য বলিব। যাঁহারা এই সকল দেবীর কেবল ব্যবহারিক তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে, সেই দেবীগণের আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক তাৎপর্য্যও গ্রহণ করেন। যাঁহারা এই বর্ত্তমান কালে সমস্ত দেবদেবী গণের আধ্যাত্মিক ও রূপকার্থ মাত্র গ্রহণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রত্যক্ষ বাহ্য অবয়বকে ধ্বংস করিতে চান, তাঁহাদেরও কর্ত্তব্য যে, দেবদেবী গণের আধিদৈব ও আধিভৌতিক মূর্ত্তির ও ভাব গ্রহণ পূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্ব দিক্ রক্ষা করেন।

২৯। দুর্গতি নাশিনী দুর্গা।

জীবের দুর্গতি নানা বিধ। প্রলয়ে, অন্ধকারে, পঙ্কেতে, অরণ্যে, রণে, দৈত্যভয়ে, পশুভয়ে, সর্পভয়ে, রাজভয়ে, যমভয়ে, অতিরোগে, মহাবিঘ্নে, ইত্যাদি। প্রলয় কালীন প্রকৃতি দেবী মহাঘোরা কালরাত্রী স্বরূপিণী। জীবের মনোবুদ্ধি, চিত্ত অহঙ্কার, স্মৃতি মেধা, দয়া শ্রদ্ধা, প্রভৃতি বৃত্তি সমূহ প্রকৃতি দেবীরই অংশমূর্ত্তি। সেই রাত্রী স্বরূপিণী দেবী মাতার ন্যায় সেই সময়ে ঐ সকল অংশ প্রকৃতিকে মহাবিনাশরূপ দুর্গতি হইতে রক্ষা করেন। তজ্জন্য সেই মহারাত্রী দেবী দুর্গা নামে উক্তা হয়েন। তিনি সৃষ্টিকালেও জীবকে প্রাগুক্ত অন্যান্য দুর্গতি হইতে রক্ষা করেন। বিশেষতঃ কোন সময়ে দুর্গ নামক অসুরকে বিনাশ করিয়া নরের দুর্গতি নাশ করিয়া ছিলেন। এই সকল প্রকার দুর্গতি নাশিনী শক্তির কর্ত্রী রূপে বা তাদৃশ শক্তিস্বরূপিণী বিধায় তাঁহার দুর্গা নাম হইয়াছে। তিনি অগ্নিতে দাহিকাশক্তি, ভাস্করে প্রভা শক্তি, চন্দ্রে শোভা শক্তি, জলে শীতলতা, শস্যে প্রসূতী শক্তি, ধরায় ধারণা শক্তি, মানবে দয়া, নিদ্রা, তৃপ্তি, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, লজ্জা, লক্ষ্মী, সতী, বাণী, সাবিত্রী এবং তপস্যাশক্তি। তিনি দেবতাতে দৈবীশক্তি, ব্রাহ্মণে ব্রহ্মণ্যশক্তি, মুক্তের মুক্তি শক্তি ভক্তের ভক্তিশক্তি, সংসারীর মায়াশক্তি, এবং দীন হীনের দুর্গতি নাশিনী। দুর্গার রূপ পরিগ্রহ সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে কিঞ্চিৎ বলিয়াছি। যাঁহারা বেদের পাশ্চাত্য ব্যাখ্যা পাঠ পূর্ব্বক দুর্গার অর্থ সামান্য রাত্রি মাত্র স্থির করিয়াছেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য দুর্গাদেবীর সর্ব্বাঙ্গীন ভাব গ্রহণ করেন। *

৩০। প্রাণ ও আরাধনা রূপিণী রাধা।

মানবের পঞ্চ প্রাণরূপ পঞ্চবিধ বায়বীয় শক্তি আছে। সেই সকল শক্তি ইন্দ্রিয় গণকে চালিত করে। তৎসমূহ যখন ইন্দ্রিয় গণের অনুরাগী থাকে, তখন মন চঞ্চল থাকে। তদবস্থায় ভগবদারাধনা সম্ভবেনা। কিন্তু প্রাণায়াম রূপিণী ক্রিয়া সহকারে যখন পঞ্চ প্রাণশক্তি স্থির হয়, তখন ইন্দ্রিয় গণের সহ চিত্তবৃত্তি স্থির হয়। সেই সময়ে প্রাণশক্তি প্রেমের আকার ধারণ পূর্ব্বক সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের সহিত মনোবুদ্ধিকে আপনাতে বিলীন করেন। তখন তিনি জীবাত্মাকেও প্রেমে মগ্ন করেন। সেই স্থিরা প্রীতিশক্তিতে মগ্ন হইয়া জীবাত্মা তদ্দ্বারা ভগবদারাধনা করেন। সেই শক্তিটী আরাধিকা শক্তি বিধায় রাধিকা নামে উক্ত হন। তাদৃশ যোগময়ী আরাধনা শক্তির পূর্ণ প্রভাব গোলকে। গোলক, ব্রহ্মলোকেরই কক্ষা বিশেষ। ব্রজলীলা কালে গোকুলে বৃষভানুসুতা, সেই আরাধিকা শক্তিরূপে মূর্ত্তিমতি হইয়াছিলেন। গোকুল, ভৌম মোক্ষ পুরী মথুরার কক্ষা বিশেষ। উক্ত রাধিকা শক্তিকে সহায় না করিয়া কেহই ভগবদারাধনায় কৃতকার্য্য হন না।

গোলক নামক মহাস্বর্গধাম ব্রজলীলাকালে গোকুলে প্রতিফলিত হইয়াছিল। "গোলোক" ও "গোকুল" এই শব্দ দ্বয়ের ব্যুৎপত্তিতে প্রভেদ নাই। ব্রজলীলা অনির্ব্বচনীয়। যোগেতে চিত্তবৃত্তির সহিত ইন্দ্রিয় শক্তি গণের যে স্থির ধারণা বা নিরোধ হয় যোগসিদ্ধাবস্থায় সেই সকল বৃত্তি ও শক্তিগণই যোগৈশ্বর্য্য রূপে পরিণত হইয়া থাকে। অতএব মনোবুদ্ধি চিত্তাহঙ্কার ইন্দ্রিয় প্রাণাদির, সূক্ষ্মতম পবিত্রতম ঐশ্বর্য্যরূপ যে পরিণাম তাহাই জীবের যোগ সিদ্ধাবস্থায় ভগবদ্দর্শনের কারণ স্বরূপ। মৃত্যুর পর তাদৃশ ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন যোগি গণের যে উচ্চতম স্বর্গে বাস হয় তাহার নাম "গোলোক," কেননা তাহা সূক্ষ্ম ও পবিত্রতম ঐশ্বর্য্য স্বরূপ ইন্দ্রিয়াদি শক্তি প্রকাশের লোক। তথা পরমব্রহ্ম গোলক পতি যোগেশ্বর মূর্ত্তিতে পূজনীয় এবং রাধারূপিণী আরাধিকা শক্তি তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গরূপে বিরাজিত। তথা শ্রুতিগণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ, সরস্বতী প্রভৃতি দেবীগণ, এবং তাপসগণ সর্ব্বদা বেদধ্বনি দ্বারা তাঁহার স্তব করেন এই অতীন্দ্রিয় মহা ঘটাকর ভাবটী মানবের অন্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সাধনা দ্বারা সেই অজ্ঞাত মহাপূজাই মানবকে গোলোক ধামের উৎসব দেখাইয়া থাকে। এই স্বর্গীয় ও আধ্যাত্মিক সমান জাতীয় ভাবদ্বয় গোকুলে প্রতিফলিত হইয়াছিল। আমরা অতি নরাধম, আমাদের শাস্ত্রে জ্ঞান নাই, গুরুর শুভ উপদেশ নাই, বৈরাগ্য নাই, ভক্তি নাই। সুতরাং আমরা ঐ স্বর্গীয়, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক এই তিন মহাতত্ত্বের গোপনীয় সামঞ্জস্য বুঝিয়া উঠিতে পারিনা। ব্রজ লীলা কি অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব।

ক্রমশঃ।

* যাঁহারা এই বর্ত্তমান কালে মোক্ষমূলর প্রভৃতি ইওরোপীয় পণ্ডিত গণের ঋগ্বেদের ব্যাখ্যার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই বলেন যে দুর্গা শব্দটী সামান্য রাত্রি বাচক।

* "রাধন" শব্দের আভিধানিক অর্থ সাধন ও সেবন। ঋগ্বেদ সংহিতাতেও "রাধাম" শব্দ "সাধয়াম" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (১।৪৯৬) তাহাতে স্থানান্তরে "রধে" শব্দ মন বা প্রাণ অর্থেও গৃহীত হইয়াছে। (১।৬০৬)

ভূমি গীত।

শ্রীশুক উবাচ।

দৃষ্ট্বাত্মনি জয়ব্যগ্রান্ নৃপান্ হসতি ভূরিয়ং।

অহোমাং বিজিগীষন্তি মৃত্যোঃ ক্রীড়নকা নৃপাঃ।১।

শ্রীশুকদেব কহিলেন। ভারধারিণী ধরা স্বীয়ক্রোড়গত "জয় ব্যগ্র" রাজ গণকে দেখিয়া তাহাদের অতিতুচ্ছ অধ্যবসায় জন্য উপহাস ছলে কহেন, অহো কি আশ্চর্য্য! মৃত্যুর ক্রীড়নক—ক্রীড়াদ্রব্য—খেলনার সামগ্রী এই ক্ষুদ্র জীব সংজ্ঞক "নৃপতি গণ" আমাকে জয় করিতেই ব্যতিব্যস্ত। ফলে তাহাদের তাদৃশ চেষ্টা যে বৃথা, তাহা জানিতেও পারে না!।

কাম এব নরেন্দ্রাণাং মোঘ : স্যাদ্বিদুষামপি।

যেন ফেণোপমে পিণ্ডে যেহতিবিস্রম্ভিতা নৃপাঃ। ২

যে ব্যর্থ অকিঞ্চিৎকর কাম "বাসনা" পণ্ডিত গণকেও মুগ্ধ করে, সেই এই নরেন্দ্র গণের ঈদৃশী মুগ্ধাবস্থার কারণ, কেন না ফেণ বুদ্বুদবৎ অস্থির—মৃত্যুর গ্রাস" এই দেহের প্রতি তাহাদের এত বিশ্বাস, যে তদ্দ্বারা আমাকে চিরকালের জন্যে জয় করিতে চায়! দুষ্পূর বাসনাই ইহার হেতু।

পূর্ব্বং নির্জ্জিত্য ষড়্বর্গং জেষ্যামো রাজমন্ত্রিণঃ

ততঃ সচিব পৌরাপ্ত করীন্দ্রানথ কণ্টকান্। ৩।

কাম দুষ্পূর বাসনা পূরণার্থ ব্যগ্র হইয়া আপনার অধীন সেই নৃপাল গণকে নটের ন্যায় নানা রঙ্গ ভঙ্গে নৃত্য করাইতে থাকে, কিন্তু সেই ভ্রান্ত জীবেরা তাহা জানিতে পারে না, প্রত্যুত সেই কামনা বশে বলে, "প্রথমতঃ আমি ধর্ম্মধ্বজী হইয়া ষড় রিপু জয় করিয়া মৌখিক ধর্ম্মবক্তা ধার্ম্মিক হইয়া রাজমন্ত্রিবর্গকে জয় করিব, তদনন্তর সচিব ও অন্যান্য অধিকারী গণকে জয় করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্যাধিকারী হইব।"

এবং ক্রমেণ জেষ্যামঃ পৃথ্বীং সাগর মেখলাং।

ইত্যাশাবদ্ধ হৃদয়া নপশ্যন্ত্যন্তিকে হন্তকং। ৪।

এই রূপ নটবৎলীলাদ্বারা "বুদ্ধিকৌশলে" সমগ্র সাগর মেখলা পৃথিবী জয় করিয়া আমিই একাধীশ্বর হইব, ইত্যাকার অনর্থক দূরন্ত বিষয় প্রাপণের আশা পাশেই আবদ্ধ হৃদয় ক্ষুদ্রাশয় মনুষ্যগণ নিকটস্থ যে অন্তক "মৃত্যু" তাকে আর দেখিতে পায় না, এমত অন্ধ হইয়া রহিয়াছে।

সমুদ্রাবরণাং জিত্বা মাং বিশন্ত্যব্ধিমোজসা।

কিয়দাত্মজয়স্যৈতন্মুক্তিরাত্ম জয়ে ফলং। ৫।

এই কামান্ধ জনেরা সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াও তৃপ্ত হয় না, প্রত্যুত অতি তৃষ্ণা বশতঃ সাগর বিজয়েও সাহসী হয়। এবম্প্রকারে বাহিরে কথঞ্চিৎ ইন্দ্রিয়-বিজয় দেখাইয়া অন্তরে ইন্দ্রিয়দাস থাকিয়া রাজ্য-সাধনেচ্ছায় যা কিছু করে, তদ্দ্বারা তাহারা কি আত্মার "হিত সাধন" করে? কদাচ নয়। ফলে আত্মজয়ের ফল যে মুক্তি তাহা বাসনাত্যাগেই সিদ্ধ হয়, বাসনা বিবর্দ্ধনায় হয় না।

যাং বিসৃজ্যৈব মনবস্তুৎ সুতাশ্চ কুরুদ্বহ,

গতা যথাগতং যুদ্ধে তাং মাং জেষ্যন্ত্যবুদ্ধয়ঃ। ৬।

হে কুরুদ্বহ পরীক্ষিত! মহাতেজা মনু ও মনুপুত্রেরা যারে চিরায়ত্ত করিয়া রাখিতে না পারিয়া বৈরাগ্যা-বলম্বন পূর্ব্বক মুক্তিধামে গমন করিয়াছেন,—ত্যাগ করিয়া মৃত হইয়াছেন—সেই অজেয়া আমাকে এই হতবুদ্ধি অল্পজ্ঞ অল্পায়ু মনুষ্যেরা যুদ্ধে জয় করিতে ইচ্ছা করে কি আশ্চর্য্য!

মৎকৃতে পিতৃ পুত্রাণাং ভ্রাতৃণামপি বিগ্রহঃ

জায়তে হ্যসতাং রাজ্যে মমতাবদ্ধচেতসাঃ। ৭।

আমায় আয়ত্ত করিতে পিতা পুত্রে, ভ্রাতায় ২ যুদ্ধ করিয়া যে সকল মমতাবদ্ধ কামান্ধ জন মরে, তাহারা সব "অসৎ," সজ্জন নহে! কেন না আমি কাহারই নহি, আমাকে "মৌরুসী" করিতে কেহই পারে নাই।

মমৈবেয়ং মহী কৃৎস্না ন তে মূঢ়েতি বাদিন :

স্পর্দ্ধমানা মিথোঘ্নন্তি ম্রিয়ন্তে মৎকৃতে নৃপা : ৭।

এই মহী আমার; তোমার নহে, তুমি মূঢ়, "অযোগ্য" ইত্যাদি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক নৃপতি গণ স্পর্দ্ধার সহিত পরস্পর সংগ্রাম করিয়া কেবল মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তন্নিমিত্ত যে সকল নিষিদ্ধ কার্য্য করে তাহাও জানিতে পারে না।

পৃথুঃ পুরূরবা গাধির্ভরতো নহুষো হর্জ্জুনঃ

মান্ধাতা সগরো রামঃ খট্বাঙ্গো ধুন্দুহা রঘুঃ।

তৃণবিন্দুর্যযাতিশ্চ শর্য্যাতিঃ শান্তনুর্গয়ঃ।

ভগীরথঃ কুবলয়াশ্বঃককুৎস্থো নৈষধোনৃগঃ। ৮।

মহাভাগ পৃথু, পুরূরবা, গাধি, ভরত, নহুষ, অর্জ্জুন, মান্ধাতা, সগর শ্রীরামচন্দ্র, খট্বাঙ্গ, ধুন্দুমারি, রঘু, তৃণবিন্দু যযাতি, শর্য্যাতি, শান্তনু, গয়, ভগীরথ, কুবলয়াশ্বঃ ককুৎস্থ নৈষধ এবং নৃগ প্রভৃতি রাজাগণ, তথা—

হিরণ্য কশিপু বৃত্রো রাবণো লোকরাবণঃ

নমুচিঃ শম্বরো ভৌমো হিরণ্যাক্ষোহথ তারকঃ।

হিরণ্য কশিপু, বৃত্র, রাবণ, নমুচি, শম্বর, ভৌম, হিরণ্যাক্ষ, তারক প্রভৃতি অসুর দৈত্য ও রাক্ষস গণ এবং

অন্যেচ বহবোদৈত্যা রাজানো যে মমেশ্বরাঃ
সর্ব্বে সর্ব্ববিদঃ শূরাঃ সর্ব্বে সর্ব্বজিতো হৃতাঃ।৯।

অন্যান্য বহু দৈত্য ও রাজগণ যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বজয়ী বীর সংজ্ঞায় "আমার ঈশ্বর" হইয়া কিয়দ্দিন মাত্র ছিলেন তাঁহারাই চিরদিন থাকিয়া যখন আমারে "আমার" বলিতে পারেন নাই, তখন।

মমতাং ময্যবর্ত্তন্ত কুত্বোচ্চৈ মর্ত্ত্যধর্ম্মিণঃ।
কথাবশেষাঃ কালেন হ্যকৃতার্থাঃ কৃতা বিভো।১০

হে রাজন্! মর্ত্ত্য ধর্ম্মক্ষীণ মনুষ্যেরা আমাকে উচ্চ মমতা বন্ধন করিয়া কি কৃতকার্য্য হইবে? কদাচ নয়, ইহাদের চেষ্টা কিছু দিনে কেবল বাচারম্ভন মাত্র হইবে।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ শর্ম্মা।
কানপুর।

(প্রাপ্ত)

সাধু তুকারাম।

১৫৩০ শকাব্দে সাধু তুকারাম জন্ম গ্রহণ করেন। পুনা নগরী হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে দেহু নাম গ্রামে তাঁহার বাসস্থান ছিল। তিনি জাতিতে শুদ্র এবং ব্যবসায়ে বণিক ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ গণ ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। এতদঞ্চলে পাণ্ডারপুর একটী বিখ্যাত তীর্থ স্থান। তথায় বিঠোর * দেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। কথিত আছে যে তুকারামের পূর্ব্ব পুরুষ বিশ্বম্ভর বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার জননী তাঁহাকে প্রতি একাদশীতে বিঠোরা দেবকে দর্শন করিবার জন্য, পাণ্ডারপুর যাত্রা করিতে পরামর্শ দেন। বিশ্বম্ভর তাঁহার জননীর উপদেশ মত কার্য্য করিতে লাগিলেন। একদা স্বপ্নযোগে দেখিলেন যে বিঠোরা ও রুক্মিনীর মূর্ত্তি তাঁহার বাস স্থানের নিকট প্রোথিত আছে। তিনি এই মূর্ত্তিদ্বয়কে উঠাইয়া ইন্দ্রাণী নদীর তীরে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করতঃ তাহতে স্থাপিত করিলেন। তদবধি পাণ্ডারপুর গমন রহিত করিয়া ইহাঁদের সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। বিশ্বম্ভরের পরিবার মধ্যে বিঠোরা দেব পরম আরাধ্য হইলেন, এবং পুরুষানুক্রমে তাঁহারই সেবায় সকলে দিনপাত করিতে লাগিলেন। তুকারামের পিতার নাম বল্লজী। বল্লজীর তিন পুত্র ছিল। বার্দ্ধক্য দশা প্রাপ্ত হইলে, বল্লজী সংসার হইতে অবসর লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সাফাজিকে সংসারের ভার দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন; সাভাজি, দেব সেবায় দিন যাপন করিতেন, সুতরাং, তিনি বিষয় ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তখন এই ভার তুকারামের উপর ন্যস্ত হইল। তুকারামের বয়ঃক্রম তখন ১৩শ বৎসর। কিছু কাল তুকারাম তাঁহার জাতীয় ব্যবসা উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে সংসার জ্বালা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। তাঁহার দুইটী স্ত্রী ছিল। তাঁহাদের নাম রুক্মিণী ও জিজাই। ২১শ বৎসর বয়সে তিনি একটী স্ত্রীকে হারাইলেন। সেই বৎসরে শান্ত নামক তাঁহার একটী পুত্রও কাল কবলে পতিত হইল। ইহার কিছু কাল পূর্ব্বে তাঁহার জনক জননী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া ইহ লোক হইতে অবসৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়া গৃহ ত্যাগ করতঃ তীর্থ ভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। এই সকল দুর্ঘটনায় তুকারাম অস্থির হইয়াছিলেন। ইহার উপর আবার অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইল। এই সময়ে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, এবং সেই সঙ্গে তিনি তাঁহার ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। শোকে আকুল ও নানা যন্ত্রণায় ব্যথিত হইয়া, তুকারাম সংসার ত্যাগ করত, বিঠোরদেবের সেবায় দিন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রচিত কএকটী * অভঙ্গতে তুকারাম তাঁহার এই সময়ের অবস্থা বিবৃত করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

আমার পিতা মাতার মৃত্যুর পর, সংসার আমার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিল। দুর্ভিক্ষ আমার

* এতদঞ্চলে শ্রীকৃষ্ণ এই নামে অভিহিত।

* অভঙ্গ, মহারাষ্ট্রীয় পদ। যেমন বঙ্গদেশে রামপ্রসাদী পদ বিখ্যাত, তেমনি এতদঞ্চলে তুকারামের অভঙ্গ বিখ্যাত। অভঙ্গের প্রকৃত অর্থ, যাহা ভঙ্গ নহে। কোন ২ অভঙ্গ ১০০ চরণে সম্পূর্ণ হইয়াছে। অধিক বিস্তীর্ণ বলিয়া, বোধ হয়, ইহার নাম অভঙ্গ হইয়াছে।

সমুদয় বিত্ত নিঃশোষিত করিল, আমি ধন হীন ও মান হীন হইলাম এবং আমার একটী স্ত্রী আহার অভাবে হাহাকার করিয়া মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইল। লজ্জা আমাকে অধোবদন করিল, যন্ত্রণায় আমি অস্থির হইলাম এবং আমার ব্যবসাতে ক্ষতি হইতে লাগিল। অবশেষে, আমি পশু পালন করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু, তাহাতেও কোন ফল হইল না, আমার অভাব ঘুচিল না। তখন আমি এরূপ অস্থির হইলাম যে আমার অন্তঃকরণে আর হিতাহিত বিবেচনা রহিল না। স্ত্রী পুত্রের প্রতি মায়া, মমতা, ছিন্ন হইল। আমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলাম। উপায়ান্তর না দেখিয়া আমি বিঠোরা দেবের আশ্রয় লইলাম এবং তাঁহারি মন্দিরে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। মন অস্থির থাকাতে আমি প্রথমে দেবতা আরাধনায় মনো নিবেশ করিতে পারি নাই। পরে সাধু দিগের প্রবচন সকল ভক্তির সহিত পাঠ করিয়া এবং তাঁহাদের পদাবলী গাইয়া ও হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া অন্তঃকরণে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। আমি সাধু দিগের পদ ধৌত করিয়া দিতাম এবং সাধ্য মত অপরের উপকার করিতাম।

তুকারামের স্ত্রী মুখরা ছিলেন। তিনি তুকারামের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিতেন। ইতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যে বিঠোরা দেবের মন্দিরে তুকারাম অবস্থিতি করিতেন, তাহা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ বিশ্বম্ভর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই মন্দিরটী তাঁহার নিজ গ্রামেই স্থাপিত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার পরিবার মধ্যে যাহা যাহা ঘটিত, তাহা তাঁহার কর্ণ গোচর হইত। ইহা সম্ভব যে তাঁহার প্রতিবাসীগণ বিঠোবা দর্শনে আসিয়া, তুকারামের সাংসারিক বিবরণ সকল তাঁহাকে শুনাইত। তাঁহার কএকটী অভঙ্গ পাঠ করিয়া ইহাও বোধহয় যে তুকারাম মধ্যে ২ তাঁহার বাটীতে যাইতেন এবং ভিক্ষালব্ধ শস্যাদি তাঁহার স্ত্রীকে দিতেন।

তুকারামের স্ত্রী তাঁহার প্রতি যে সকল দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেন, তাহা তিনি কএকটী অভঙ্গ দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই “তিনি আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, পৃথিবী ত ত্যাগ করেন নাই। তিনি ত তাঁহার নিজের সুখে বঞ্চিত হন নাই? সন্তান! তুমি এখন কি আহার করিবে? আমার স্বামী মন্দিরবাসী হইয়াছেন। তিনি স্বীয় কেশ বিন্যাস করেন, গলায় পুষ্পমাল্য ধারণ করেন এবং হস্তে মন্দিরা লইয়া মুখ ব্যাদান করত দেবতার সমক্ষে সঙ্গীত করেন। আমরা আর এখন কি করিব? তিনি গৃহে থাকেন না, বিজন বনে গমন করেন। ধনোপার্জ্জনের জন্য তিনি আর কোন ব্যবসা অবলম্বন করেন না। করিবেনই বা কেন? তাঁহার নিজের ত কোন কষ্ট নাই। তিনি বিনা আয়াসে আহার পাইতেছেন। তাঁহার কতক গুলি শিষ্য জুটিয়াছে। তিনি তাহাদের লইয়া চিৎকার করেন। কাহারও সংসারের প্রতি অনুরাগ নাই। জীবন ও মৃত্যু তাহাদের পক্ষে সমান। এই শিষ্য দিগের গৃহিণীরাও আমার ন্যায় আহার অভাবে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতেছে ও তাহাদের স্বামীকে অভিসম্পাৎ দিতেছে। আমার বোধ হয় এই মূর্খ পূর্ব্ব জন্মে আমার শত্রু ছিল। এই জন্মে, আমাকে যন্ত্রণা দিবার জন্য আমার স্বামী হইয়া আসিয়াছে। সংসার নির্ব্বাহ জন্য আমি এখন কাহার ঘরণী হইব, কাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিব? সন্তান গণকে কি দিব? তাহারা ক্ষুধার জ্বালায় আমাকে ভক্ষণ করিবে। তাহারা যদি মৃত হয় তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। গৃহে ত কিছুই নাই, তিনি কিছুই রাখেন নাই। একটী গাভী পর্য্যন্তও নাই যে যাহার গোময় লইয়া গৃহ পরিষ্কার করি। আমি আর কত জ্বালা সহ্য করিব? * বিঠল! তোমাকে ধিক্। তুমি আমার ও আমার সংসারের কি ভাল করিয়াছ”?

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অনেকে বলিতে পারেন যে, তাঁহার স্ত্রী পুত্র দিগকে এপ্রকার অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া, সংসার হইতে অবসৃত হওয়া, তুকারামের ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত হয় নাই, এবং তুকারামের স্ত্রী যে ভাবে আর্ত্তনাদ করিতেন, তাহা তাঁহার

* বিঠোবার অপর নাম বিঠল।

ন্যায় জ্ঞানহীনা রমণীর পক্ষে অসম্ভব নহে। জীবন ধারণ করিবার কোন উপায় নাই, সম্মুখে সন্তান গণ আহারের জন্য রোদন করিতেছে, এঅবস্থায় কাহার মন না বিচলিত হইয়া উঠে? কিন্তু, তাঁহার দুইটী অভঙ্গতে তুকারাম যাহা বিবৃত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, তাঁহার স্ত্রীর মন্দ স্বভাবই তাঁহার সংসার ত্যাগের প্রধান কারণ। তুকারাম তাঁহার নিজ গৃহে শাস্ত্রালোচনা করিতেন। তাঁহার সাধু চরিত্র ও দেব ভক্তি, ধর্ম্মপ্রবণ ব্যক্তি দিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। অনেকে ধর্ম্মধন উপার্জ্জন করিবার জন্য তাঁহার নিকট আগমন করিতে লাগিলেন। তুকারামের স্ত্রীর ইহা ভাল লাগিল না; তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। এমন কি অভ্যাগত ব্যক্তি দিগের প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তুকারাম তাঁহার একটী অভঙ্গতে এ বিষয়টী এই রূপে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

"এত লোক সমাগম কিসের কারণ?
তাদের কি নিজ, কাজ, কিছু নাই আর?
তুকা বলে, সার কথা করহ শ্রবণ,
ঈশ্বর সমন্ধে সবে আত্মীয় আমার।"
"কোন্ কালে হবে তব বোধের উদয়?
ভাল কথা বলিলে কি ক্ষতি কিছু হয়?"
যাঁদের সম্মান সহ করি অভ্যর্থন,
আনিতে না পারি কভু গৃহেতে আমার।
দেখ ২ কি আশ্চর্য্য প্রেমের বন্ধন।
ইচ্ছামত আসিছেন তাঁরা কত বার।"
"মূঢ় নারী চিনিলনা অমূল্য রতন,
তাঁদের পশ্চাতে যায় শুনীর মতন।"

তুকারামের স্ত্রীর স্বভাব এমন কঠিন ছিল যে পরের দুঃখে তাঁহার অন্তঃকরণ ব্যথিত হইত না। তিনি এত দূর পর্য্যন্ত স্বার্থপর ছিলেন যে, তুকারাম কোন দীন ব্যক্তিকে ভিক্ষা দিতে গেলে, তিনি তাঁহার হস্ত হইতে জোরের সহিত তাহা কাড়িয়া লইতেন। এ সম্বন্ধেও তুকারাম একটী অভঙ্গ লিখিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই।

"বোরা পূর্ণ শস্য এলো গৃহেতে আমার।
ছেলেদের নাই কিন্তু তাহে অধিকার।
এই যে নির্ব্বোধ চোর গৃহেতে আমার।
চুরি কোরে পূর্ণ করে পরের ভাণ্ডার।
তুকা বলে, দেখ ক্ষেপা নারীর ব্যভার।
হাত থেকে কেড়ে লয় তণ্ডুল ভিক্ষার।
পাপ পূর্ণ এনারীর বিগত জীবন।
নতুবা করিবে কেন ব্যভার এমন।"

স্ত্রীর এপ্রকার ব্যবহারে তুকারাম যে বিরক্ত হইবেন তাহা আশ্চর্য্য নহে। তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য তুকারাম ত্রুটী করেন নাই। তাঁহাকে অনেক সদুপদেশ দিয়া ছিলেন। এই সকল উপদেশ, কএকটী অভঙ্গতে বিবৃত হইয়াছে। এই কএকটী অভঙ্গে, তুকারাম, পার্থিব সুখের অসারতা এবং ভগবৎ প্রেমের উৎকর্ষ দেখাইয়া দিয়াছেন। ঐহিক ঐশ্বর্য্যের প্রতি লোভ করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং সকল বিষয়ে ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করতঃ তাঁহার সেবায় দিনপাত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

সংসার হইতে অবসৃত হইবার পর তুকারাম নিম্ন লিখিত প্রণালী অনুসারে দিন যাপন করিতেন। তিনি অতি প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান করিতেন, তাহার পর বিঠোবা দেবের মন্দিরে গিয়া তাঁহাকে পূজা করিতেন এবং অবশেষে একটী নিকটস্থ বনে গমন করত তপস্যায় রত থাকিতেন। দেহু গ্রাম হইতে, দুই ক্রোশ দূরে ভাণ্ডরা নামে একটী পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বতটী তুকারামের অতি প্রিয় ছিল। তিনি সমস্ত দিনই তথায় ঈশ্বর চিন্তায় অতিবাহিত করিতেন, এবং সন্ধ্যা হইলে দেহু-গ্রামে প্রত্যাগমন করতঃ বিঠোবা দেবের আরাধনা করিতেন রাত্রিতে তাঁহার সমক্ষে নৃত্য করিতেন।

ক্রমশঃ।

আমরা অহলাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে জেলা ২৪ পরগণার, অন্তর্গত নৈহাটি ডাকের অধীন গাদরাল ও বীরভূমের অন্তর্গত ইলামবাজার, এই দুই স্থানে দুইটি "সুনীতি সঞ্চারিণী সভা" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভগবান সুনীতি শিক্ষার পবিত্র সলিলে ভারতের তাপিত হৃদয় শীতল করুন।

সম্প্রতি সৈয়দপুর ও শ্রীরাজগঞ্জ আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা দ্বয়ের ও রঙ্গপুর ধর্ম্ম সভার বার্ষিক মহামহোৎসবে উত্তর বঙ্গ আর্য্য ধর্ম্ম প্রতিভার পুনরুজ্জ্বল ছবি দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছে। শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কলিকাতাদি হইতে সাধু হৃদয় সুপণ্ডিত গণ উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম ব্যাখ্যানাদি করিয়াছিলেন। নগর সংকীর্ত্তনের দিগ্‌ নিনাদী পবিত্র ধ্বনিতে অনেক পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়াছে। ধন্য হে ভক্তের ভগবান্‌!!!

ধর্ম্ম প্রচারকের সঙ্গীত।

রাগিণী পাহাড়ী। তাল আড়া ঠেকা।

এসময়ে আর্য্য গণ রহিলে কোথায় হে।
সোণারঃ ভারত ভুমি রসাতলে যায় হে।
এসো ২ ব্যাস বশিষ্ঠ, বাল্মীকি তাপসঃ শ্রেষ্ঠ,
এসো শুক ব্রহ্ম নিষ্ঠ, ভারত সহায় হে॥
এসো ২ ভৃগু মুনি, এসো পাণ্ডব চুড়ামণি,
এসো জনক তত্ত্বজ্ঞানী, ত্রাহি বিষম দায় হে॥
করিছি শাস্ত্রে শ্রবণ, ধর্ম্ম ভারতের প্রাণ,
সেই সার নিত্যধনঃ, ভারতঃ হারায় হে॥
নাই ভারতে সে ভাব ভক্তি, বাক্যে কেবল প্রেমাসক্তি,
কপট জ্ঞান যোগে যুক্তি, রত কুচিন্তায় হে॥

রাগিণী বিভাস। তাল একতালা।

(হরি) নমস্তে, ত্রিলোক তারণ, বিশ্ব মনোরঞ্জন।
ওহে, ভারতে তোমার, মহিমা প্রচার, করহে আবার, এই নিবেদন॥
আর্য্য কুলে জন্ম করিছি গ্রহণ, আর্য্য রীতি নীতি নাহিক স্মরণ, অনার্য্য আচারে কলুষিত মন (দয়াময় হে) আর্য্য রবে দেশ কর সচেতন॥
ভক্তি, সরলতা, জ্ঞান, ধর্ম্মনীতি, প্রচারি জগতে হরহে দুর্গতি, বাল বৃদ্ধ যত যুবক যুবতী, (হৃদয়ে হে) স্বধর্ম্ম সুমতি করহে প্রেরণ॥
তব জয় গানে মাতিবে ভারত, তবোদ্দেশে হব দেশ হিতে রত, তব শ্রীচরণে হইয়া প্রণত, (দয় ময় হে সফল হয় যেন জনম জীবন॥

সমালোচনা।

১। বেদান্ত দর্শন—প্রথম খণ্ড, শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্র শেখর বসু মহাশয় কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাকৃত ও প্রকাশিত। মুল্য ১৷৷০ মাত্র। কলিকাতা ৭৮ নং, কলেজ ষ্ট্রীট, পীপলস্ লাইব্র্যারীতে ও গুপ্তপ্রেসে প্রাপ্তব্য। ইহাতে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের শারীরক ভাষ্য ও অন্যান্য শাস্ত্রের অভিপ্রায় অনুযায়ী পরমারাধ্য মহর্ষি ব্যাস দেব কৃত সুবিখ্যাত শারীরক সুত্রাখ্য ব্রহ্মমীমাংসার তাৎপর্য্য প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথমাবধি একাদশ সুত্র পর্য্যন্ত অতি পারিপাটি রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বেদান্ত দর্শন যে অতীব দুর্ব্বোধ্য তাহা শাস্ত্রবিৎ মাত্রেই বিদিত আছেন, কিন্তু চন্দ্র শেখর বাবুর লিপিনৈপুণ্যে ও ব্যাখ্যাকৌশলে উহা অতি সরল ও উপাদেয় হইয়াছে। শাস্ত্রীয় ক্ষুদ্র ২ বিষয় লইয়া সকলে বৃথা গণ্ডগোল ও তর্ক বিতর্ক না করিয়া এই সকল পুস্তক শ্রদ্ধা পুর্ব্বক পাঠ করুন, দেখিতে পাইবেন, দুর্ল্লক্ষ্য আর্য্য শাস্ত্র সুধাকর হইতে কি অমৃত ধারা ক্ষরিত হইতেছে। উন্নত হৃদয় মন লইয়া, সাধক! পাঠক! একবার গ্রন্থ খানির গূঢ় গর্ভে প্রবেশ করুন, তথায় যাহাই দেখিবেন, তাহাতেই চিত্ত চরিতার্থ হইবে।

২। ভারত রহস্য—প্রথম ভাগ, বহরমপুরের মান্যবর জমীদার শ্রীযুক্ত ডাক্তার রামদাস সেন এম, আর, এ, এস মহোদয় প্রণীত। মুল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। পুস্তক খানি পাঠ করিতেং আমরা বর্ত্তমান ভারত ভুমি ভুলিয়া গেলাম এবং সেই পবিত্র আর্য্য জাতির প্রাচীনতম যাগ, যজ্ঞ, বিদ্যা, জ্ঞান, কৌশলের প্রতিভার কিরণ মালা দেখিয়া মন আনন্দে উদ্‌ভাসিত হইল, মনো প্রাণ প্রাচীন মধুর সুরে এক তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিল। গ্রন্থ খানিতে সোম যাগ, আর্য্যজাতির যুদ্ধাস্ত্র, যুদ্ধ রহস্য, ধনুর্ব্বেদ, রাজসূয়, অশ্বমেধ যজ্ঞাদির বিবরণ লিখিত হইয়াছে। প্রণেতার গবেষণা প্রশংসনীয়। রামদাস বাবু যেরূপ যত্নশীল ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসু তাহাতে আশা করি যে, তিনি ক্রমশঃ আরও অনেক প্রাচীন তত্ত্ব সাধারণের সম্মুখে প্রকাশিত করিয়া সকলের সাধুবাদ লাভ করিবেন।

৩। ঐতিহাসিক রহস্য—দ্বিতীয়ভাগ। এখানিও শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাম দাস সেন মহাশয়ের প্রণীত। ইহা দ্বিতীয় সংস্করণ ইহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা কিয়দংশ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

৪। তত্ত্ব মঞ্জরী—ধর্ম্মনীতি ও সমাজ সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল্য বার্ষিক ১৲ মাত্র। সনাতন আর্য্যধর্ম্মের এই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ বিপ্লব কালে বঙ্গদেশ তত্ত্বমঞ্জরীর মুখে অনেক সুশিক্ষা পাইবেন। ইহার প্রকাশে আমরা বড়ই সুখী হইয়াছি। এই পত্রিকার চিরায়ু নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

৫। সচিত্র নৈশিক সিমন্তিনী—অর্থাৎ রেণাল্ডস্ কৃত সুপ্রসিদ্ধ "সোলজার্স ওয়াইফের" সচিত্র অনুবাদ আমরা দুই খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা আর, বি চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোম্পানির দ্বারা ৮৯নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। সমগ্র পুস্তকের মূল্য দুইটাকা মাত্র। অনুবাদ পরিপাটি হইতেছে। মূলের লালিত্য ও মাধুর্য্য রক্ষারও ত্রুটি হইতেছে না। ভাষা প্রাঞ্জল ও সর্ব্বসাধারণের পাঠোপযোগী হইয়াছে। পাঠক গণ এতৎপাঠে অবশ্যই আমোদিত হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

৬। সুশ্রুত সংহিতা—মাননীয় শ্রীযুক্ত কবিরাজ অবিনাশ চন্দ্র কবিরত্ন ও শ্রীযুক্ত চন্দ্র ভূষণ কবিভূষণ কর্ত্তৃক অনুবাদিত। ইহার ৩য় সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে প্রাচীনতম আর্য্যচিকিৎসা শাস্ত্রের বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রাদির প্রতিকৃতি চিত্র সহিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। অতি প্রাচীন কালে বৈদ্যশাস্ত্র যে অতীব উন্নতি সাধন করিয়াছিল, অস্ত্র শস্ত্রাদির বিবরণ পাঠে তাহা স্বীকার না করিয়া কেহই থাকিতে পারেন না। গৃহে ২ এই অত্যাবশ্যকীয় গ্রন্থের সমাদর দেখিলে আমরা অত্যন্ত সুখী হইব। কবিরত্ন ও কবি ভূষণ মহাশয় দ্বয়ের পরিশ্রম সার্থক হউক।

আগমনী।

আয় গো মা হিমাচল নন্দিনী মা আয়।
দেখিতে দেখিতে যে মা বছর ফুরায়॥
আমরা অভাগা; তাকি তোর মনে নাই।
দুঃখীর জননী তুই, ডাকি তোরে তাই॥
তুই বিনা আমাদের গতি কার কাছে।
তুই বিনা আমাদের আর কে মা আছে॥
দুঃখের দহন জ্বালা আর নাহি সয়।
আয় মা হেরিয়া তোরে যুড়াই হৃদয়॥
দিক ভরা রূপ তোর প্রাণ ভরা নাম।
পদ কল্পতরুতলে সবার বিশ্রাম॥
তরু, তৃণ, লতা, পাতা, ছোট বড় যত।
তোরে দেখিবার তরে সেজেছে মা কত॥
নভোদেশে চন্দ্র সহ তারা গণ হাসে।
তোরে দেখিবারে তারা নিত্য যায় আসে॥
ছোট ছোট মেঘ গুলি ছুটে ছুটে যায়।
দূরে থেকে দেখে তোরে প্রেমাশ্রু ভাসায়॥
জগৎ জুড়িয়া করে তোর গুণ গান।
লতায় পাতায় বসি পাখী ধরে তান॥
আয় গো মা দশ ভুজা শৈল বালা আয়॥
সঙ্গেতে করিয়া বেদ—বাণী, কমলায়।
বিঘ্নবিনাশন আর লইয়া সেনানী।
মৃগেন্দ্র বাহিনী শিবে! অসুর নাশিনী॥
ডাকি মা মনের সাধে তোরে বার বার।
অনেক মনের কথা আছে বলিবার॥
মা বিনা দুঃখের কথা কারে মা শুনাই।
কত যে পেয়েছি কষ্ট বলিব মা তাই॥
দুর্ভিক্ষে, ধরণীকম্পে, বন্যা তাড়নায়।
দেখ্ মা হয়েছে কি গো আমাদের! হায়!!
কি খাব, কোথায় রবো নাহিক ঠিকানা।
শাসক শোষক তারা চেয়েও চাহেনা॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুষ্ঠান, খালি গণ্ডগোল।
শুদ্ধি সিদ্ধি কোথা? মাত্র গোলে হরিবোল॥
আজ কাল ধর্ম্মে, দক্ষ যজ্ঞের লক্ষণ।
দেখে শুনে মনে ভয় হয় অনুক্ষণ॥
মানেনা যে প্রাণ মন, ডাকি তোরে তাই।
চিন্তা ভয় পাছে পুনঃ তোরে মা হারাই॥
তবু ডাকি আয় গো মা করি দরশন।
তাপিত ভারত কর হিম নিকেতন॥

রাগিণী বিভাস। তাল আড়াঠেকা

উঠরে ভারতবাসী, উঠ উঠ ঘুমাইওনা।
দীন দয়াময়ী মাকে দিন পেয়েও কি দেখিবেনা॥
আসিছেন মা শনৈঃ শনৈঃ, মুখে বাণী মাভৈঃ মাভৈঃ,
শঙ্খ ঘণ্টা বাজিছে অই, বিশ্বময় হ'ল ঘোষণা॥
ছাড় রে কুজ্ঞান বুদ্ধি; কর সদাচার—শুদ্ধি, মানব্ জনম্ সাধন্ সিদ্ধি, যেন রে ভুলোনা।
বিপদে সম্পদে সুখে, দুর্গা দুর্গা বল মুখে, কি ভয় তাহার যমলোকে, মা যাহার ত্রিনয়না॥
লও করে গঙ্গাজল, ধর পুষ্প বিল্বদল, পুজরে পদ কমল, হয়ে কৃতাঞ্জলি।
কায্ কিরে তোর্ বিষয় পদ, তুচ্ছ করে মোক্ষপদ, অই পদ কোকনদ, সার্ ভেবে কর ভাবনা॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরেব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

৮ম ভাগ | "এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ। | শকাব্দা ১৮০৭
৭ম সংখ্যা | শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি।" | কার্ত্তিক —— পূর্ণিমা

আপস্তম্ব সংহিতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৫ম অধ্যায়।

চাণ্ডালেন যদা স্পৃষ্টো দ্বিজ বর্ণঃকদাচন।
অনভ্যুক্ষ্য পিবেত্তোয়ং প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ॥

যদি দ্বিজ বর্ণ ব্যক্তির কদাচিৎ চণ্ডাল স্পর্শ হয় অথবা যদি দ্বিজ স্নানের পূর্ব্বে জল পান করেন, তবে কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে?

ব্রাহ্মণস্য ত্রিরাত্রেন্তু পঞ্চ গব্যেন শুধ্যতি।
ক্ষত্রিয়স্য দ্বিরাত্রেন্তু পঞ্চ গব্যেন শুধ্যতি॥
অহোরাত্রেন্তু বৈশ্যস্য পঞ্চ গব্যেন শুধ্যতি।
চতুর্থস্য তু বর্ণস্য প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ॥

ব্রাহ্মণের ত্রিরাত্রি, ক্ষত্রিয়ের দ্বিরাত্রি, বৈশ্যের এক অহোরাত্রি উপবাস ও পঞ্চ গব্য সেবনে শুদ্ধি হইবে; শূদ্রের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে?

ব্রতং নাস্তি তপোনাস্তি হোমোনৈবচ বিদ্যতে।
পঞ্চ গব্যং ন দাতব্যং তস্য মন্ত্রং বিবর্জ্জনাৎ॥
খ্যাপয়িত্বা দ্বিজানাম্ভু শূদ্রো দানেন শুধ্যতি॥

শূদ্রের ব্রত নাই, তপঃ নাই, হোম নাই, ও মন্ত্রের অধিকার না থাকায় পঞ্চ গব্য সেবনই বা করিবে কিরূপে? অতএব দ্বিজ গণের নিকট নিজ অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক দান করিলেই শূদ্র শুদ্ধি লাভ করিবে।

ব্রাহ্মণস্য যদোচ্ছিষ্ট মশ্নাত্যজ্ঞানতো দ্বিজঃ।
অহোরাত্রন্তু গায়ত্র্যাঃ জপং কৃত্বা বিশুধ্যতি॥

যদি দ্বিজ অজ্ঞান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন, তবে দিবা রাত্রি গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবেন।

উচ্ছিষ্টং বৈশ্য জাতীনাং ভুঙ্ক্তে জ্ঞানাৎ দ্বিজো যদি। শঙ্খ পুষ্পোপয়ঃ পীত্বা ত্রিরাত্রে নৈব শুধ্যতি॥

যদি ব্রাহ্মণ অজ্ঞান পূর্ব্বক বৈশ্যোচ্ছিষ্ট ভোজন করেন তবে শঙ্খ পুষ্পী নামক ঔষধ সেবন করিবেন অথবা শঙ্খ নির্ম্মিত পাত্রে দুগ্ধ পান করিলে পবিত্র হইবেন।

ব্রাহ্মণ্যা সহযোশ্নীয়াদুচ্ছিষ্টং বা কদাচন।
ন তত্র দোষং মন্যন্তে নিত্যমেব মনীষিণঃ॥

ব্রাহ্মণ যদি কদাচিৎ ব্রাহ্মণীর উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, তবে বুদ্ধিমান গণ তাহাতে বিশেষ দোষ মনে করেন না।

উচ্ছিষ্ট মিতর স্ত্রীণামশ্নীয়াৎ স্পৃশতে পিবা।

প্রাজাপত্যেন সংশুদ্ধির্ভগবানঙ্গিরাব্রবীৎ ॥

যদি ব্রাহ্মণ ইতর দ্বিজাতি নারীর উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন বা তাঁহাকে স্পর্শ করেন, তবে তাঁহাকে প্রাজাপত্য ব্রতের অনুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে হইবে, ভগবান্ অঙ্গিরা এইরূপ বলিয়াছেন।

অশূদ্রানাং ভুক্তশেষং ভক্ষয়িত্বা দ্বিজাতয়ঃ।

চান্দ্রায়ণং তদর্দ্ধার্দ্ধং ব্রহ্মক্ষত্র বিশাং বিধি ॥

দ্বিজাতি গণ শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ, ক্ষত্রিয় অর্দ্ধ কৃচ্ছ্র, ও বৈশ্য পাদ কৃচ্ছ্রের অনুষ্ঠান করিবেন।

বিণ্মূত্র ভক্ষণৈর্বিপ্রস্তপ্ত কৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ।

শ্বকাকোচ্ছিষ্ট গোভিশ্চ প্রাজাপত্য বিধিস্মৃতঃ ॥

ব্রাহ্মণ যদি বিষ্ঠা বা মূত্র ভোজন করেন, তবে তপ্ত কৃচ্ছ্র করিবেন, এবং যদি কুক্কুর, কাক ও গোরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন তবে প্রাজাপত্য করিবেন।

উচ্ছিষ্টঃ স্পৃশতে বিপ্রো যদি কশ্চিদকামতঃ।

শুনং কুক্কুট শূদ্রংশ্চ মদ্য ভাণ্ডং তথৈবচ ॥

পক্ষিণাধিষ্ঠিতং যচ্চ যদামেধ্যং কদাচন।

অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥

যদি উচ্ছিষ্ট মুখ বিপ্র অনিচ্ছা পূর্ব্বক কখনও কুক্কুর. কুক্কুট. শূদ্র. মদ্য ভাণ্ড, পক্ষীর অণ্ড, অথবা অন্য কোন অপবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করেন, তবে এক দিবা রাত্রি উপবাসী থাকিয়া পঞ্চ গব্য সেবন দ্বারা শুদ্ধ হইবেন।

বৈশ্যেন চ যদা স্পৃষ্ট উচ্ছিষ্টেন কদাচন।

স্নানং জপাঞ্চ ত্রৈকাল্যং দিনস্যান্তে বিশুধ্যতি ॥

বিপ্র উচ্ছিষ্ট মুখে বৈশ্য কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে তিনবার স্নান পূর্ব্বক জপাদি করিয়া সূর্য্যাস্ত কালে শুদ্ধি লাভ করিবেন।

বিপ্রো বিপ্রেণ সংস্পৃষ্ট উচ্ছিষ্টেন কদাচন।

স্নানান্তে চ বিশুদ্ধঃস্যাদাপস্তম্বো ব্রবীন্মুনিঃ ॥

উচ্ছিষ্টমুখ ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণে স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে, আপস্তম্ব মুনি কহিয়াছেন।

ক্রমশঃ

শিব শক্তি সমন্বয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সাবিত্রী, ভারতী বা সরস্বতী দেবী।

তা। মন্বাদি শাস্ত্র পাঠে অনেকে জ্ঞাত আছেন যে, সৃষ্ট্যারম্ভ সময়ে পঞ্চীকৃত ভূতগণ সমবেত হইয়া প্রথমে একটা অণ্ড উৎপন্ন করিয়াছিল। সেই অণ্ড সহস্র সূর্য্যের প্রভাতুল্য ও হিরণ্যবর্ণ ছিল। তাহাই আদিসূর্য্য বা আকর সবিতা ছিল। তাহাতে ব্রহ্মা অধিষ্ঠিত ছিলেন বিধায় ব্রহ্মার নাম হিরণ্যগর্ভ হইল। তাহা পশ্চাৎ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বিভক্ত হওয়ায় সূর্য্যাদি গ্রহতারাগণের সহিত অচিন্ত্য ব্রহ্মাণ্ড রূপে পরিণত হইল। তাহাতে ব্রহ্মলোক অবধি ভূলোক পর্য্যন্ত সপ্তস্বর্গ বিরাজ করিতে লাগিল। ব্রহ্মলোকই সেই আদিম সৌর অণ্ডের স্থলাভিষিক্ত থাকিয়া সমগ্র সৃষ্টির ও ব্রহ্মার মস্তক রূপে দীপ্যমান হইল। আদি সৌর অণ্ডের উৎকৃষ্টাংশ বিধায় তাহা মূল সবিতৃ মণ্ডল বা অগ্নিলোক বলিয়া কথিত হয়। সেই প্রধান সবিতৃমণ্ডল বা অগ্নিলোক, অর্চ্চিরাদি মার্গের ঊর্দ্ধ্ব উত্তর প্রান্তবর্ত্তী। বিষ্ণুপাদ, বৈকুণ্ঠ ও গোলোক তাহারই কক্ষাবিশেষ। সেই বিষ্ণুপাদ নামক লোক হইতে আকাশগঙ্গা বা গ্রহনিহারিকা বিস্তৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। আকাশ গঙ্গার জল বিষ্ণুপাদ সম্ভূত বিধায় অতি পবিত্র। সেই জল শিশির রূপে হিমালয়-পৃষ্ঠে পতিত হইয়া ধূর্জ্জটীর তুষার রূপ ঘনীভূত জটা কলাপে স্থান গ্রহণ করে। তথা হইতে তাহা পুণ্য সলিলা গঙ্গারূপে ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছে। গোলকও সেই ব্রহ্মলোকের অপর কক্ষা। সে কথা স্থানান্তরে উক্ত হইয়াছে। এতাদৃশ যোগৈশ্বর্য্য ও শাণ্ডিল্যবিদ্যা স্থান যে মহান্ ব্রহ্মলোক; তাহাই পরমোর্দ্ধ্ব সবিতৃমণ্ডল বা সমগ্র অর্চিরভুবনের আকর স্বরূপ অগ্নিলোক। মহামায়ার যে অনুপম শক্তি দ্বারা সেই পরম স্বর্গ প্রতিপালিত হয়, তাহা তথা ব্রহ্মার শক্তি বা সবিতৃ শক্তি রূপে সাবিত্রী নামে কথিত হয়। উক্ত সবিতার নামান্তর ভরত। সেই জন্য ঐ শক্তির আর এক নাম ভারতী। যিনি ভারতী তিনিই বাক্যের ঈশ্বরী শ্রুতি রূপিণী সরস্বতী। সরস্বতী দেবী ব্রহ্মার পত্নী ইহা প্রসিদ্ধ। অপরন্তু উক্ত মূল সূর্য্য ও ব্রহ্মা একই বিধায় তিনি সূর্য্যের পত্নি বলিয়াও উক্ত হন্। এই দেবীর অনেক গুলি মূর্ত্তি আছে।

আধিদৈব বিভাগে, তিনি প্রাগুক্ত সবিতৃমণ্ডল বা অগ্নিলোক স্বরূপ ব্রহ্মলোকের ঈশ্বরী। অপরঞ্চ এই বিভাগে তিনি ব্রহ্মলোকের দ্বার অবধি ভূলোকস্থ এবং অন্যান্য লোকবাসী উপাসকগণের হৃদয়ধাম পর্য্যন্ত আয়ত্ত সুষুম্না নামক বিদ্যুতীয় অগ্নিময় পন্থা স্বরূপিণী আতিবাহিকী দেবতা। উপাসকগণ মৃত্যুর পর সেই স্বর্গীয় পন্থা দ্বারা অতিবাহিত হইয়া আকাশ গঙ্গার পবিত্রবারি স্পর্শ পূর্ব্বক ব্রহ্মধামে উপনীত হন।

এই ভাগে তিনি অগ্নিলোকের শক্তি বিধায় মহাপাবনী বহ্নিমূর্ত্তি স্বরূপিণী।

আধ্যাত্মিক বিভাগে, সরস্বতী দেবীর অনেক মূর্ত্তি। তিনি উপাসক গণের সুষুম্না রূপিণী জ্ঞাননাড়ী॥ এই মূর্ত্তি ঐ আতিবাহিকা অগ্নিদেবতারই আধ্যাত্মিক অংশমাত্র। সুতরাং এস্থানেও তাঁহার বহ্নি মূর্ত্তি। অতঃপর ভূলোক, দেবলোক ও ব্রহ্মলোকে যত তাপস, ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগী প্রভৃতি আছেন তিনি তাঁহাদের সকলের তপ, জপ, সন্ধ্যা বন্দনা, পবিত্রতা, ব্রহ্মতেজ, বেদাধ্যয়ন শক্তি, বাক্ শক্তি স্বরূপিণী। এই আধ্যাত্মিক রূপটীই সাবিত্রী। ইনি তাপসগণকে আত্মবাহ্যে পবিত্র ও শোধন করেন বলিয়া অগ্নি ও জল উভয় ধর্ম্মিণী। ইনি ব্রহ্মণ্য তেজ রূপেও অগ্নি মূর্ত্তি, বাগীশ্বরী রূপেও অগ্নি মূর্ত্তি। অগ্নি যে, বাক্যের নিয়ন্তা তাহা প্রসিদ্ধই আছে। অপরঞ্চ তিনি বাক্য স্থানে রসনায় 'সরস্' সরোবর রূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বাক্যকে স্রোতের ন্যায় গতিবিশিষ্ট করেন বলিয়া তাঁহার নাম সরস্বতী। এইটী তাঁহার জলমূর্ত্তী। এই সর্ব্ববিধ আধ্যাত্মিক রূপে তিনি রজো ও তমোগুণে অস্পৃষ্ট বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি বিধায় তাঁহাকে শ্বেতবর্ণ বলাযায়।

আধিভৌতিক বিভাগে, তিনি বেদবেদান্ত রূপিণী, সঙ্গীতবিদ্যারূপিণী, এবং সরস্বতী নদী রূপিণী। সেই নদীর উভয় ভূমিভাগ ভৌম ব্রহ্মলোক। তাহার নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত। সেই স্থান হইতে প্রত্যেক সত্য ও ত্রেতা যুগে বেদ, স্মৃতি, বেদান্ত, পুরাণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্র এবং সমস্ত পৃথিবীর সকলবর্ণের সদাচার প্রণীত হইয়া থাকে। সেই স্থানে সরস্বতী দেবী মূর্ত্তিমতী নদীরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রত্যেক সত্য ত্রেতাযুগে ব্রহ্মর্ষি ও মহর্ষিগণের দেহ, মন, বাক্য, যজ্ঞাদি ক্রিয়া, উপাসনা, আচার, প্রভৃতিকে পবিত্র করিয়া থাকেন এবং জ্ঞান ধর্ম্ম সাধনে, অধ্যয়ন অধ্যাপনায়, যোগৈশ্বর্য্য ও মোক্ষ লাভে ঋষিদিগকে উৎসাহিত ও নিয়মিত করেন।

ঋগ্বেদ সংহিতায় এই সরস্বতীদেবী কেবল নদীরূপেই উক্ত হইয়াছেন এমন নহে। অগ্নিরূপেও স্তুত হইয়াছেন। ভরত নামক আদিত্যের পত্নি বাগ্‌দেবতা রূপেও আদৃতা হইয়াছেন। বাক্যের প্রেরয়িত্রী ও জ্ঞান প্রকাশিকা সরস্বতী নদীরূপেও স্তবনীয় হইয়াছেন। ব্রহ্মার পত্নি স্তুতিরূপা মন্ত্র জাত রূপেও উক্ত হইয়াছেন এবং সরস্বতী নদী রূপেও বন্দিত হইয়াছেন।

"ইড়া সরস্বতীমহীনামাগ্নেয়োদেবতা—ইড়া সরস্বতী মহীতিস্রোদেবীর্ময়োভুবঃ বর্হিঃ সীদন্ত্বস্রিধঃ"। (ঋগ্বেদসংহিতা ১ মঃ। ৪ অনুঃ। ২ সূঃ। ৯।)

অর্থ

সুখোৎপাদক, ক্ষয়রহিত, দীপ্তিমান (ইড়াসরস্বতী মহি ইতি তিস্রঃ বহ্নি মূর্ত্তয়ঃ) যেইড়া, সরস্বতী ও মহী এই তিন বহ্নিমূর্ত্তি দেবী তাঁহারা এই আস্তীর্ণ দর্ভে উপবেশন করুন।

তাৎপর্য্য

ইড়া, সরস্বতী ও মহী এই তিন দেবীকেই এই বচনে অগ্নিমূর্ত্তি বলা হইয়াছে। ইড়া, দেবলোক গমনার্থ আধ্যাত্মিক অগ্নিরূপী আতিবাহিক শক্তি আবার পক্ষান্তরে স্বনামখ্যাত ও ভারতস্থ গঙ্গা নদী। সরস্বতী ব্রহ্ম লোক গমনার্থ ব্রহ্মণশক্তি বা জ্ঞানাগ্নিরূপী অথচ নৈমিষারণ্য পবিত্র কারিণী সরস্বতী নদী। মহী, আর একটী অগ্নিমূর্ত্তি। ইনি সম্ভবতঃ শরীরস্থ পিঙ্গলা নাড়ী। যদি তাহা হন তবে ইনিও এক প্রকার আধ্যাত্মিক অগ্নি। সুতরাং ইনি সংসার গতিভূতা মৃত্যু নদী স্বরূপিণী যমরাজের ভগিনী যমুনা হইবেন। অথবা এমনও উক্ত হইয়াছে যে ইনি মালবদেশবর্ত্তিনী কোন নদী রূপিণী। যাহাই হউক এই তিন দেবীই অগ্নি ও নদী উভয় মূর্ত্তিবিশিষ্ট সুতরাং আমাদের সরস্বতীদেবী ও সরস্বতী বা সুষুম্না নাম্নী অগ্নিময়ী নাড়ী ও আতিবাহিকী দেবতা রূপিণী, অথচ নদীরূপিণী।

"আগ্না অগ্ন ইহাবসে হোত্রাং যবিষ্ঠ ভারতীং। বরূত্রীং ধীষণাং বহ" (ঋঃ সং ১ মঃ। ৫ অনুঃ ৫ সূঃ। ১০।)

অর্থ

হে অগ্নি! আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত দেবতাদিগের পত্নী সকলকে এই যজ্ঞে আনয়ন কর। হে যুবতম অগ্নি! (হোত্রাং হোমনিষ্পাদিকাং ভারতীং ভরত নামকস্য আদিত্যস্য পত্নীং বরূত্রীং বরণীয়াং ধিষণাং বাগ্দেবতাঞ্চ আবহ)। তুমি ভরত নামক আদিত্যের পত্নি হোমনিষ্পাদিকা বরণীয়া বাগ্‌দেবতাকেও এই স্থানে আনয়ন কর।

তাৎপর্য্য

এস্থানে সরস্বতীদেবী ভরত নামক আদিত্যপত্নী, অতএব ভারতী, এবং হোমনিষ্পাদিকা বাগ্দেবী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা যে সমস্ত বেদ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক হোম করেন ভারতী দেবী সেই সব মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী বাগ্দেবতা। অতএব তিনিই সাবিত্রী।

"প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতিঃ প্রদেব্যেতু সূনৃতা" (ঋ: সং ১।৪০।৩)

অর্থ

ব্রহ্মণস্পতি দেবতা আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। ("সূনৃতা" প্রিয় সত্যরূপা দেবী বাগ্দেবতা অস্মান্ প্র এতু প্রৈতু প্রাপ্নোতু) প্রিয়সত্য রূপা বাগ্দেবী আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন।

তাৎপর্য্য

এস্থলে বাগ্দেবীকে সূনৃতা অর্থাৎ প্রিয় ও সত্যকথনের দেবী রূপে আহ্বান করা হইয়াছে। অর্থাৎ কেবল নদী মাত্রই সরস্বতীর রূপ নহে। ইনি (ঋ: সং। ১ম। ১১ অনু। ৪ সূ। ১৬। "ব্রহ্মাণি" স্তুতিরূপাণি মন্ত্রজাতানি" অর্থাৎ ব্রহ্মার পত্নীরূপ স্তুতিরূপ মন্ত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ব্রহ্মাই, ক্রিয়ার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। সরস্বতী দেবী ক্রিয়াতে উচ্চারিত বেদবাণী ও স্তুতি স্বরূপিণী। তিনি ব্রহ্মারই পত্নী।

চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাং"

মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি" (ঋ: সং : ১। ১। ৩। ১১—১২)

অর্থ

সত্য ও প্রিয় বাক্যের প্রেরয়িত্রী এবং সুবুদ্ধি দিগের অনুষ্ঠানের জ্ঞাপয়িতা সরস্বতীদেবী। সরস্বতী নদী প্রবাহ দ্বারা আপনার বহু জল জ্ঞাপন করেন এবং লোক দিগের তাবৎ জ্ঞানকে প্রকাশ করেন।

তাৎপর্য্য

এই বচনে সরস্বতী দেবী সরস্বতী নদী বলিয়া স্তুত হইয়াছেন। ইহাতে সরস্বতী নদীকে প্রিয় বাক্য, সত্যবাক্য, শুভানুষ্ঠান এবং তাবৎ জ্ঞানের প্রেরয়িত্রী বলিয়াছেন।

এতাবতা এই সর্ব্বপ্রকার সামঞ্জস্য সহকারে সরস্বতী দেবীকে অর্চ্চনা করিতে হইবে। যাঁহারা ভট্ট মক্ষমুলর প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিত দিগের ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কেবল নদীরূপে নিরীশ্বর ভাবে গ্রহণ করেন তাঁহাদের শাস্ত্র পড়া কর্ত্তব্য। সরস্বতী দেবী বা সাবিত্রী দেবী পরব্রহ্মেরই ব্রহ্মারূপাশ্রিতা শক্তি। তাঁহার সহিত ব্রহ্মা অন্বিত হইয়া আছেন। সেই ব্রহ্মাই সবিতা বা অগ্নি লোকাধিষ্ঠাতৃ দেবতা।

৩২। এই বর্ত্তমান কালে কেহ কেহ পাশ্চাত্য পণ্ডিত গণের বেদব্যাখ্যানুসারে বলেন যে, সরস্বতী কোন দেবী নহেন কিন্তু নদী মাত্র। ঋগ্বেদে তিনি কেবল নদীরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। এই ভ্রম নিবারণ জন্য আমরা সরস্বতী দেবীর সর্ব্বাঙ্গীন ভাব প্রদর্শন করিলাম এবং অধিকাংশতঃ ঋগ্বেদের বচন দ্বারাই—আমাদের অভি প্রায় সপ্রমাণিত করিলাম। আমরা পুরাণ বচন ও তন্ত্রবাক্য দ্বারা আমাদের কথাগুলিকে আরও বুঝাইতে পারিতাম কিন্তু তাহা করিলে পুঁথী বাড়িয়া যাইবে এই ভয়ে ক্ষান্ত দিলাম।

৩৩। শাস্ত্রানুসারে অশ্বপতিরাজতনয়া সাবিত্রী, সাবিত্রীনাম্নী প্রকৃতি দেবীর অংশাবতার; জনকনন্দিনী সীতা, লক্ষ্মী প্রকৃতির অবতার; বৃষভানু সুতা, রাধিকা, গোলকস্থা রাধাপ্রকৃতির অবতার। মূলতঃ তাঁহারা সকলেই পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী পরমা প্রকৃতির অবতার। এই সকল বৈষ্ণবী শক্তির আবির্ভাব যিনি সরল হৃদয়ে দেখেন, তিনি তাঁহাদিগকে ঈশ্বরী বোধে পূজা করিতে কুণ্ঠিত হন না। তাদৃশ পূজায় নর পূজা বা জড়পূজা দোষ জন্মেনা। প্রকৃতির অবলম্বনে ব্রহ্মপূজাই সংসাধিত হয়। অশ্বপতিরাজ কন্যা সাবিত্রীতে যে পরিমাণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য; সতীত্ব, যম-নিয়ম প্রভৃতি শুভপ্রবৃত্তি ও সত্ত্বগুণ সমূহ দেদীপ্যমান হইয়াছিল, তাহাতে তিনি যে পূর্ণতঃ বা অংশতঃ বেদমাতা সাবিত্রী দেবীর অবতার তাহাতে সন্দেহ নাই। পরমাত্মা স্বরূপ আত্মারাম স্বরূপ রামের সহকারিণী সংসার-প্রবৃত্তি স্বরূপিণী সাধ্বীসতী সীতাদেবীতে যে পরিমাণ মনোহর শোভা, সম্পৎ, বিভূতি, পতিপরায়ণতা, প্রভৃতি গুণরাশি প্রকাশ পাইয়াছিল তাহাতে তিনি যে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দেবীর অবতার তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রেম, প্রাণ, প্রাণায়াম ও আরাধনা প্রকৃতিও বৈষ্ণবী শক্তি বিশেষ। সেই শক্তির প্রকৃত স্ফূর্ত্তি গোলোকে। তিনি গোলোক হইতে অবতীর্ণা হইয়া প্রেমিক সাধক গণের হৃদয়ে বাস করেন। তাঁহার এই আধ্যাত্মিকী প্রেমময়ী মূর্ত্তি গোলোকস্থিতা রাধিকাদেবীর অংশমাত্র। এই আধ্যাত্মিকী মূর্ত্তিটী গূহ্যতমরূপে সূক্ষ্মা। তাঁহার গোলোক বাসিনী সম্পূর্ণা মূর্ত্তি তদপেক্ষাও সূক্ষ্মা। শাণ্ডিল্য বিদ্যাবিশারদ ভাবুক উপাসকগণ যোগাশ্রয় পূর্ব্বক যাঁহার দর্শন পান না, তিনি দীন হীন ভক্তগণের পরিতোষার্থ ব্রজলীলা কালে পরম সুন্দর আধিভৌতিক কলেবরে বৃষভানু সুতারূপে অবতীর্ণ হইয়া গোপাল মূর্ত্তিধারী প্রভু হৃষীকেশকে পূজা করিয়াছিলেন। সেই পূজায় এতই প্রেম দেখাইয়া গিয়াছেন যে অদ্যাপিও তাহা ভগবৎপ্রেমিক সাধুদিগের উচ্চ আদর্শ হইয়া আছে।

৩৪। ব্রহ্মময়ী শক্তিদেবীর প্রাগুক্ত মূর্ত্তি সকলকে অবলম্বন পূর্ব্বক যে অর্চ্চনা হয় তাহার পরম্পরায় ব্রহ্ম-

পারতা সম্বন্ধে তো কথাই নাই। এমন কি, নরনারীতেও যেখানে সেখানে সাত্ত্বিকী প্রকৃতির ভাব দৃষ্ট হয় সেখানেও ভারতবাসীগণ তাদৃশ শুভ প্রকৃতিতে ভগবানকে ও ভগবানে অন্বিতা ব্রহ্মময়ী নারায়ণী শক্তিকে অসাধারণ রূপে আবির্ভূত দেখেন। এখনও যে গৃহিণীতে পতিপরায়ণতা, আতিথ্য ধর্ম্ম, শান্তগুণ, ক্ষমাগুণ, দেব-দ্বিজ-গুরুভক্তি, লজ্জা, নম্রতা, ইত্যাদি সদ্‌গুণ দৃষ্ট হয়, তিনি, সাবিত্রী বা সীতালক্ষ্মী রূপে কথিত হন। লোকে ব্রতাদিতে তাদৃশ সতীকে পূজাও করে। এই ভারতের কুমারী পূজার সমারোহ ব্যাপার সকলেই জানেন। সেই প্রকারের সধবা ও কুমারী পূজা করায় সামান্য নারীর বা কুমারীর পূজা করা হয় না। কিন্তু তাঁহাদের উৎকৃষ্টা প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভগবতী নারায়ণীরই পূজা সাধিত হইয়া থাকে। তাদৃশ পূজা যে, গৌণ রূপে ব্রহ্মপর এবং ঐহিক পারলৌকিক শুভফলজনক তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। ঐরূপ সধবা ও কুমারী গণের শরীরের পূজা অথবা কেবলমাত্র তাঁহাদিগের প্রকৃতি বিশেষের পূজা উদ্দেশ্য নহে। শরীর ও জড় প্রকৃতির পূজা নাই। সমস্ত পূজাই পরব্রহ্মের অন্তর্যামী, আধিদৈব, আধ্যাত্মিক, বা আধিভৌতিক রূপাত্মক আবির্ভাবের পূজা। সুতরাং কুমারী পূজা বা সধবা-পূজাও ব্রহ্মপর। আমরা একথা বলপূর্ব্বক বলিলাম না। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে বলিলাম। আমরা কোন প্রকার অশাস্ত্র পূজার অনুকূল নহি।

৩৫। আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম তাহাদ্বারা পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীগণ পরমেশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কোন জড় প্রকৃতির বা জড় শক্তির উপাসনা করেন না। মূলতঃ তাঁহারা প্রকৃতি বা শক্তিকে, সত্তাতে, পরব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া জ্ঞান করেন। তাঁহাদের নিষ্ঠা যখন শক্তি প্রধান হয়, তখন সে শক্তিকে শিব স্বরূপ পরব্রহ্মের সহ অন্বয় পূর্ব্বক গ্রহণ করেন। আবার তাঁহাদের নিষ্ঠা যখন পুরুষ প্রধান হয়, তখন সে পুরুষকে শক্তির সহ অন্বয় পূর্ব্বক গ্রহণ করেন। ব্রহ্মই মূল; শক্তি তাঁহারই; শক্তি বিস্তার বা প্রকৃতির পরিণামের মধ্যে তিনি অনুপ্রবিষ্ট; সুতরাং প্রকৃতিকে ছাড়িয়া তাঁহার এবং তাঁহাকে ছাড়িয়া প্রকৃতির পূজা হয়না। তাঁহাকে ছাড়িলে প্রকৃতি জড়মাত্র অথবা মিথ্যা। প্রকৃতিকে ছাড়িলে তিনি মুক্ত স্বরূপ পরমাত্মা মাত্র। অত্যুন্নত জ্ঞানাধিকার পোষক শ্রুতিগণ বলেন, "এই পরমাত্ম ভাব উপাস্য ভাবের অতীত। তিনি কেবল স্বপ্রকাশ-আনন্দ স্বরূপ। উপাসনা তাঁহাকে প্রকাশিত, তুষ্ট বা বিচলিত করিতে পারেনা। সে ভাবে তিনি কেবল অসংসারী— ব্রহ্মজ্ঞ ও সিদ্ধাত্মা গণের প্রাপণীয়"। সেই ভাবই উৎকৃষ্ট। কিন্তু সাধকের হিতার্থ সগুণ ব্রহ্মোপাসনা বিধায়ক শ্রুতি সকল বলেন "পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবেক"। কিন্তু জ্ঞানাধিকারে-মোক্ষাধিকারে উপাস্য ব্রহ্ম শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বরূপ ব্রহ্ম নহেন, ইহাই "যন্মনসা নমনুতে" ইত্যাদি শ্রুতির সিদ্ধান্ত। ফলতঃ উপাসক গণের কল্যাণার্থ নির্গুণ ব্রহ্মেতে গুণোপসংহার পূর্ব্বক অর্থাৎ গুণহীন শিবকে গুণবতী শক্তির সহিত সমন্বিত ভাবে উপাসনা করার ব্যবস্থা হইয়াছে*। নির্গুণ পরমাত্মার উপাসনা উক্ত হয় নাই। যদবধি নির্গুণাত্মভাব লাভ না হয় তদবধি উপাসনা। সে ভাব লাভ হইলে জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা রূপ ত্রিপুটী বিনষ্ট হওয়ায় কে আর উপাসনা করিবে? অতএব সিদ্ধান্ত হইল প্রকৃতির যোগ ব্যতীত কোন প্রকার উপাসনা চলেনা। এবং মহেশ্বরকে ব্যতিরেক পূর্ব্বক কোথাও প্রকৃতি বা শক্তির উপাসনা উক্ত হয়নাই। এই বর্ত্তমান কালে, একদিকে যাঁহারা ব্রহ্মোপাসক বলিয়া আপনাদিগকে মনে করেন; এবং অন্য দিকে যাঁহারা শিব রহিত জড়শক্তির বা অচেতন প্রকৃতির পূজা প্রচার করিতে ইচ্ছা করিতেছেন—এ উভয় প্রকার ব্যক্তিদিগকেই হিন্দু ধর্ম্মের এই সিদ্ধান্ত অবগত হওয়া কর্ত্তব্য।

৩৬। উপরি ভাগে যে ত্রিপুটী বিলীন নির্গুণাত্ম ভাবের কথা বলা গিয়াছে, কেবল তদবস্থাতেই সর্ব্ব প্রকার উপাসনা রহিত হয়। তদবস্থার সম্বন্ধে অপ্রতীক সগুণ ব্রহ্মোপাসনা হইতে সপ্রতীক দেব দেবীর পূজা পর্য্যন্ত মায়িক ও মিথ্যা বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহা না বুঝিয়া বর্ত্তমান সময়ের একেশ্বরবাদীগণ যে, যখন তখন দেবদেবীকে ও তদবলম্বিত পূজা অর্চ্চনাকে মিথ্যা বলেন তাহা বিজাতীয় ভ্রম। অতঃপর তাঁহারা যে কখন কখন শাস্ত্র বাক্য উদ্ধৃত পূর্ব্বক তাদৃশ পূজা অর্চ্চনাকে মিথ্যা বলার প্রমাণ দেন তাহাও ভ্রম। শাস্ত্র না জানায় শাস্ত্রে ও হিন্দু ধর্ম্মে শ্রদ্ধা না থাকায়—অথচ হৃদয়ে পাশ্চাত্য বুদ্ধি বিরাজিত থাকায় তাঁহারা সেইরূপ যত বচন উদ্ধৃত করেন, তাহা প্রকরণ বিরুদ্ধ হইয়া যায়। অতএব, সেরূপ কার্য্য করা তাঁহাদের অনধিকার চর্চ্চা। কেননা যে অবস্থায় জগৎ, দেহ, কর্ম্মভোগ, জন্ম,

* এস্থলে, পাঠক মনে রাখিবেন, যে সমস্ত উপাস্য দেবতাই শিব ও শক্তি অথবা ব্রহ্ম ও প্রকৃতি সমন্বিত। উপাস্য-ব্রহ্ম অবধি পূজনীয়া ষষ্ঠীদেবী পর্য্যন্ত সে বিষয়ে প্রভেদ নাই।

মৃত্যু, উপাসনা, পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক, মিথ্যা বোধ হইবে, কেবল, সেই অবস্থাতেই রূপনামবিশিষ্ট দেবদেবীর অলিকত্ব ও বেদের নিষ্প্রয়োজন, বর্ণাশ্রমাচারের অসত্যতা প্রভৃতি সপ্রমাণ হইতে পারে। নতুবা মায়াস্বপ্নাধিকারে আমার দেহ, সুখ, দুঃখ, স্বর্গ, নরক, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত সংসারকে সত্য বলিয়া বোধ থাকিল, কেবল মধ্য হইতে দেবদেবীকে, বর্ণ ধর্ম্মকে ও সনাতন বেদ শাস্ত্রকে স্বপ্ন বলিয়া বুঝিলাম। একাধিকরণে এই দ্বিবিধ পরস্পর বিরুদ্ধ বোধ উন্মত্ততার কার্য্য। এরূপ নবীন-বাদ আর্য্যধর্ম্মের অনুমোদিত নহে।

৩০। এক্ষণ যে সময় উপস্থিত, তাহাতে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য কটি-বন্ধন পুরঃসর হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করেন। আধুনিক ব্রহ্মবাদী, আধুনিক শক্তিবাদী, আধুনিক সমাজ সংস্কারক, আধুনিক নরপূজাবাদী, আধুনিক ঋগ্বেদবাদী, আধুনিক জড়বিজ্ঞানবাদী আধুনিক যুক্তিবাদী, আধুনিক ভক্তিবাদীগণ কর্ত্তৃক যে সকল নবীন অশাস্ত্র শাস্ত্রবিপ্লাবক পাণ্ডিত্যাভিমান পূর্ণ, হিন্দুধর্ম্ম বিরোধী মত চতুর্দ্দিকের সাময়িক পত্র ও সভা, সমাজ প্রভৃতির যোগে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাকে সম্পূর্ণ রূপে দমন করা কর্ত্তব্য

খড়্গপুর। শ্রীচন্দ্রশেখর বসু

এবর্ষের দুর্গোৎসব—ভারতের মহামহোৎসব আর্য্য হৃদয়ের পবিত্র দিব্যোৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গেল। শোক তাপ-দুঃখের মধ্যেও আর্য্য হৃদয়ে একবার বিদ্যুৎবৎ আনন্দের রেখা দেখা দিল। মুমূর্ষু—মূর্চ্ছিত লোক সমাজ একবার অশ্রু পূর্ণ প্রফুল্ল নেত্রে বন্ধু বান্ধবের দিকে তাকাইয়া জীবিতাশার সূচনা দেখাইল, আর্য্য হৃদয় দুর্গা রূপিণী জগজ্জননীর চারু চরণ পূজায় কৃতার্থ হইল। স্বপ্নের ন্যায় সুখের নিশি পোহাইয়া গেল।

এই রূপ মহোৎসব ভিন্ন বর্ত্তমান ভারতের ন্যায় নিদ্রালু দেশের জাগরণ সম্ভব নহে। ধর্ম্মপ্রচারকের অনুগ্রাহক গ্রাহক গণ! সহায় ও সহানুভাবক গণ! হিতার্থী ও বন্ধু গণ! দেশহিতৈষী সহযোগী মহোদয় গণ! ভারত হিতচিন্তক মহাত্মা গণ! জগদ্বাসী মনুষ্য গণ! এই পবিত্র পর্ব্বোপলক্ষে আপনাদিগের উদ্দেশে বিজয়ার স্বর্গীয় প্রেমালিঙ্গন পূর্ব্বক সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন, নমস্কার, সস্নেহ সম্ভাষণাদি করিলাম। ভগবান্ সকলের শুভকামনা পরিপূর্ণ করুন। শুভমস্তু।

সাধু তুকারাম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তুকারাম ভগবানের সেবায় দিন যাপন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তখনও তাঁহার ধর্ম্মমত স্থির হয় নাই। তুকারাম তাঁহার একটী অভঙ্গতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যখন তিনি ভীমানদীতে স্নান করিতে যান, গুরুশ্রেষ্ঠ তাঁহাকে দেখা দেন এবং তাঁহার মস্তকের উপর হস্ত প্রদান করতঃ আশীর্ব্বাদ করেন। তিনি ভোজন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং তুকারামের কাছে এক পোয়া ঘৃত চান কিন্তু, তিনি তাহা দিতে বিস্মৃত হন। পরে তিনি কোথায় গমন করিলেন তাহার নির্ণয় হইল না, গুরুদেব বলিয়াছিলেন তাঁহার নিজ নাম বাবাজি এবং তাঁহার দীক্ষাগুরুদিগের নাম রাঘব চেতন্য এবং কেশব চেতন্য। গুরুদেব তাঁহাকে "রাম কৃষ্ণ হরি" এই মূল মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। এই অভঙ্গ হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের কোন শিষ্য এতদঞ্চলে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন এবং সেই সময় তিনি তুকারামকে কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তুকারাম যে এক জন পরম বৈষ্ণব ছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। ভগবানের নাম কীর্ত্তন এবং তাঁহার প্রতি ভক্তি ঈশ্বর লাভের প্রকৃষ্ট উপায় এই তাঁহার ধর্ম্ম মত ছিল। ইহাই বৈষ্ণব দিগের মত, এবং এই মতই চৈতন্য দেব প্রচার করিয়া গিয়াছেন। যে মন্ত্র বাবা চৈতন্য তুকারামকে অর্পণ করিয়াছিলেন, সে মন্ত্রটী এ প্রদেশে বিশেষ রূপে আদৃত। ভক্ত গণ সংকীর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে "রাম কৃষ্ণ, হরি" উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তুকারাম আরো দুইটী অভঙ্গতে প্রকাশ করেন যে বাবা চেতন্য তাঁহাকে উপদেশ দেন ও শান্ত্বনা প্রদান করেন, এবং সেই অবধি তিনি পাণ্ডুরঙ্গের * আশ্রয় লইয়াছেন। তুকারাম তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থাতে শান্তি ও আনন্দ অনুভব করিয়া, একটী অভঙ্গতে তাঁহার মনের ভাব এই রূপে ব্যক্ত করিলেন :

> আমার ভালোর জন্য ওহে ভগবন্!
> ব্যবসায়ে নষ্ট হ'লো সমুদায় ধন ॥
> আমার ভালোর জন্য দুর্ভিক্ষ ভীষণ।
> মনের সকল সুখ, করিল হরণ ॥
> আমার ভালোর জন্য মুখরা রমণী,
> আমায় যাতনা দিত দিবস রজনী ॥

* দক্ষিণাত্যে শ্রীকৃষ্ণের একটী প্রসিদ্ধ নাম। পাণ্ডুরপুরের পাণ্ডুরঙ্গ বিগ্রহ বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই স্থানের নিম্ন দিয়া পুণ্য তোয়া চন্দ্রভাগা প্রবাহিতা।

ধন গেল মান গেল, হ'লো প্রাণ ক্ষয়।
আমার ভালোর জন্য ওহে দয়াময়!॥
এই সব দুঃখে হয়ে অতি জ্বালাতন।
সংসার হইল ত্যাগ, বিষের মতন॥
হইতে লাগিল যত যাতনা আমার।
ধাইল আমার মন নিকটে তোমার॥
ভাল করিয়াছি দেব ত্যজিয়া সংসার।
ভাল করিয়াছি লয়ে আশ্রয় তোমার॥
একাদশী ব্রত ক'রে, কহে তুকারাম॥
পেয়েছি অন্তরে আমি কতই আরাম॥
তোমার সমক্ষে করি নিশি জাগরণ।
করেছি মনের সুখে তোমারে ভজন॥

নামদেব নামে একজন মহারাষ্ট্রীয় সাধু প্রধান অভঙ্গ রচয়িতা। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে ইনি কবিরের (ক) সম সাময়িক ছিলেন। তুকারাম, নামদেবের রচিত অভঙ্গ অভ্যাস করিয়া (খ) ভজন করিতে লাগিলেন। ভজন গাইতে২ তুকারামের কণ্ঠে সরস্বতী দেবী আবির্ভূতা হইলেন। তুকারাম স্বয়ং অভঙ্গ রচনা করিতে লাগিলেন। রচনা করিতে২ তাঁহার এ প্রকার ক্ষমতা জন্মিল যে, তাঁহার মুখ হইতে অনর্গল পদাবলী বাহির হইতে লাগিল। কথিত আছে যে, যে সকল অভঙ্গ রাখিবার যোগ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন, তুকারাম সেই সকল তাঁহার একজন শিষ্যের দ্বারা লিখাইয়া রাখিয়াছিলেন। পদাবলী রক্ষা করিবার জন্য এতদ্দেশে একটী প্রকৃষ্ট উপায় আছে। বঙ্গদেশে যেমন পুরাণ গান, এখানে তেমনি কথা প্রণালী। ধর্ম্ম উপদেশের পক্ষে ইহা একটী উৎকৃষ্ট উপায়। মূল গায়ক দণ্ডায়মান হইয়া একটী পদ বা শ্লোক উচ্চারণ করেন। ইহাতে বক্তৃতার উদ্দেশ্যটী নিহিত থাকে। এই পদ বা শ্লোকটীর মর্ম্ম শ্রোতা গণের হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য, নানা গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত হইয়া থাকে এবং নানা প্রকার কাহিনীর অবতারণা করা হয়। মধ্যে ২ রূপক, কোন পদ, তান লয় সহ উচ্চারণ করেন, এবং তাঁহার সঙ্গী গণ তাহাতে যোগ দেন। সঙ্গীতের সহিত বাদ্যও আছে। এমন কি পাখোয়াজ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। কথার মূল গায়ক "হরিদাস" নামে অভিহিত হয়েন। এতদঞ্চলে বেদা-লয় সমূহে সর্ব্বদাই কথা হইয়া থাকে, এবং বর্ত্তমান সময়ে, ব্রাহ্ম সমাজ সকলে, উৎসব উপলক্ষে, ইহা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তুকারাম, তাঁহার শিষ্যগণ সহ কথা আরম্ভ করিলেন। কথার মধ্যে, তাঁহার অভঙ্গ সকল বিবৃত হইতে লাগিল। ক্রমান্বয়ে শ্রবণ করিয়া অভঙ্গ গুলি অনেকের অভ্যস্ত হইল। তুকারাম বৃত্তি লোভী "হরিদাস" ছিলেন না। সাধারণকে ধর্ম্ম উপদেশ দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য। অভঙ্গ গুলি প্রেম ও ভক্তির সহিত উচ্চারিত হইয়া শ্রোতাগণকে মোহিত করিতে লাগিল।

তুকারামের অভঙ্গ রচনা সম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী আছে, তাহা এ স্থলে বিবৃত করিলাম :—

সাধু নামদেবের প্রতি পাণ্ডুরঙ্গদেবের এই আদেশ ছিল যে তিনি এক শত ক্রোর অভঙ্গ রচনা করিবেন। ইহা তিনি সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। পাঁচ ক্রোর এবং চৌত্রিশ হাজার অবশিষ্ট ছিল। একটী অভঙ্গতে বর্ণিত আছে যে, সাধু নামদেব পাণ্ডুরঙ্গদেব সহ, স্বপ্ন যোগে তুকারামকে দেখা দেন এবং তাঁহাকে আদেশ করেন যে বৃথা বাগাড়ম্বর না করিয়া তিনি অভঙ্গ রচনা করিতে আরম্ভ করেন এবং নামদেব যাহা অসম্পন্ন রাখিয়া গিয়াছেন তাহা সম্পন্ন করেন। তুকারামের একজন চরিত্র লেখক বলেন যে এই অভঙ্গটী তুকারামের রচিত নহে। যাহা হউক, অভঙ্গ রচনায় তুকারামের যে অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যখন যাহা মনে উদয় হইত তখন তাহা অভঙ্গ দ্বারা প্রকাশ করিতেন। তুকারাম রচিত অধিকাংশ অভঙ্গ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে, পাঁচ হাজারের অধিক অভঙ্গ প্রকাশিত হয় নাই। তুকারামের অভঙ্গ গুলি সাধারণের আদরের বস্তু হইল। তাঁহার যশঃ সৌরভ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে লোকে দলে ২ আসিতে লাগিল। তিনি শূদ্র ছিলেন বটে, কিন্তু সকল প্রকৃতির লোক তাঁহাকে ব্রাহ্মণোচিত সম্মান প্রদান করিতে লাগিল। তখনকার লোকের মনে এই ভাব উদয় হইল যে যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। সকলে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে লাগিল, এবং বলিতে কি, চিঞ্চবেদের পুরোহিত-পরিবার ভুক্ত ব্যক্তিগণ, যাঁহারা গণপতির অবতার বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেন, তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করিতে লাগিলেন।

সংকীর্ণমনা ব্রাহ্মণ গণের এ সকল সহ্য হইল না।

(ক) কবির সম্বৎ শাকের পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

(খ) ভজনের নিয়ম এই যে, প্রধান গায়ক প্রথমে একটী পদ উচ্চারণ করেন, পরে তাঁহার সঙ্গীগণ তাহা পুনরুচ্চারণ করেন।

তাঁহারা দেখিলেন, শূদ্র তুকারাম তাঁহাদের পাদাভিষিক্ত হইয়া বেদ ব্যাখ্যা করিতেছেন এবং আপামর সাধারণকে উপদেশ দিতেছেন। ঘোর কাল উপস্থিত, ধর্ম্ম আর থাকেনা, একজন শূদ্র ধর্ম্ম শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেছে, ভূদেব ব্রাহ্মণ গণকে অবজ্ঞা করিতেছে, এ চণ্ডালকে বিহিত দণ্ড দেওয়া উচিত, ইত্যাকার বাক্য সকল ব্রাহ্মণদিগের মুখ হইতে বাহির হইতে লাগিল। দেহু গ্রামে মামবোজি নামে এক জন গোঁসাই বাস করিতেন। তুকারামের দিগ্দগন্ত পরিব্যাপ্ত যশে তাঁহার নাম আচ্ছাদিত হইল দেখিয়া তিনি ঈর্ষানলে জ্বলিতে লাগিলেন। কিন্তু মনের ভাব গোপন রাখিবার জন্য তিনি প্রত্যহ তুকারামের ভজনে যোগ দান করিতেন। প্রতি একাদশীর (গ) দিনে বিঠোবা মন্দিরে অত্যন্ত জনতা হইত। নানা স্থান হইতে অনেকে দেব দর্শনে আগমন করিতেন। তুকারামের ভজন ও কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করিতেন। দেব মন্দিরের পশ্চাতে উল্লিখিত গোঁসাই ঠাকুরের একটী উদ্যান ছিল। এই উদ্যানটীর চতুর্দ্দিকে কাঁটার বেড়া দেওয়া হইয়াছিল। কাঁটাগাছ বৃদ্ধি হইয়া দেব মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার পথ রুদ্ধ করাতে যাত্রি দিগের বড় কষ্ট হইত। এই কষ্ট দুর করিবার জন্য তুকারাম স্বহস্তে কাঁটাগাছের বর্দ্ধিত ভাগ কাটিয়া পথ পরিস্কার করিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া মামবোজি ক্রোধে অধীর হইয়া, হস্তে কাঁটা ডাল গ্রহণ করত, তুকারামকে প্রহার করিলেন। তুকারামের অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইল। কিন্তু তিনি বাঙ্‌নিস্পত্তিও করিলেন না। অসাধারণ সহিষ্ণুতার সহিত সমুদায় যন্ত্রণা সহ্য করিলেন। গোঁসাই ঠাকুর প্রতি দিন ভজনে যোগ দিতেন বলিয়া তুকারাম তাঁহাকে এক জন ভক্ত বলিয়া জানিতেন। সুতরাং তাঁহার ধারণা ছিল যে পথ পরিস্কার করাতে, মামবোজি আহ্লাদিত হইবেন। যাহা হউক, তুকারামের মামবোজির প্রতি বিরক্তির চিহ্ন কখন প্রকাশ পায় নাই। তিনি মনের আনন্দে দেব পূজা ও ভজন করিয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন। এত দৈহিক যন্ত্রণার মধ্যে তিনি যে শান্তি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন তজ্জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কএকটী অভঙ্গে ইহা বিবৃত হইয়াছে, তদ্ যথা।

হউক আমার প্রতি যাতনা ভীষণ,
হউক আমার নাথ! সংশয় জীবন,
অস্ত্র ধারী নয় আসি সমক্ষে আমার,
খান খান করুক এ দেহ অনিবার।
ভীত হইবনা, নাথ! কিছুতেই আমি,
ছাড়িব না তব পদ, হে ভুবন স্বামী!
তুকা বলে, প্রস্তুত হয়েছে মম মন,
বিচলিত হইবে না তাহা কদাচন।

ভাল করিয়াছ তুমি বিঠোবা ঠাকুর।
আমার উপরে তব করুণা প্রচুর।
অন্তরে ক্ষমার ভাব রয়েছে আমার।
তাই বুঝি করিয়াছ হেন সুবিচার?
তাই বুঝি করিয়াছ অনুমতি দান।
করিতে বাহ্যিক দেহে যাতনা প্রদান।
তুকা বলে, অপমান করিয়া বর্ষণ।
ক্রোধ হইত মোরে নাথ করেছ রক্ষণ।

যথেষ্ট হয়েছে মোর বিঠোবা আমার।
ফলেছে সৌভাগ্য, কিছু নাহি বলিবার॥
অকপট মনে ওহে বিঠোবা আমার
করিলাম মনঃ সাধে কাঁটা পরিস্কার।
তুকা বলে, দুই কার্য্য হইল সাধন।
পথ হ'ল পরিস্কার, পরিস্কার মন।

এই কএকটী অভঙ্গ, ক্রমে গোঁসাই ঠাকুরের শ্রবণ গোচর হইল। তিনি তুকারামের অসামান্য ধৈর্য্য গুণ ও ধর্ম্ম বল হৃদয়ঙ্গম করিয়া মনে ২ লজ্জিত হইলেন। তুকারামের প্রতি তাঁহার যে বিদ্বেষ ভাব ছিল, তাহা তিরোহিত হইল। অবশেষে তিনি তুকারামের একজন প্রধান প্রতিপোষক হইলেন।

গোঁসাই ঠাকুরের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াও তুকারাম স্থির থাকিতে পারেন নাই। তুকারামের উপর আরো ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণ গণ তাঁহার পরম শত্রু হইয়া উঠিল। পুনা নগর হইতে কিছু দুর উত্তর পূর্ব্বে, ভাগোলি নামে এক গ্রাম আছে। তথায় রামেশ্বর ভট্ট নামে এক জন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইনি তুকারামের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন, দারুণ ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতে

(গ) একাদশীতে, কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই উপবাস করিয়া থাকেন। তবে, এতদঞ্চলে, কি সধবা কি বিধবা কাহারো পক্ষে নির্জ্জল উপবাস বিধি নহে। তাঁহারা কন্দ মূল ভক্ষণ করিয়া থাকেন এবং ইহাই শাস্ত্র সম্মত। একাদশীর দিনে, সকলেই দেবদর্শনে গমন করেন। দেব মন্দিরে ভজন ও কথা হইয়া থাকে। সকলে আনন্দের সহিত তাহা শ্রবণ করেন।

লাগিলেন। কিপ্রকারে যে তুকারামের অনিষ্ট করিবেন, তাহার চিন্তা করিতে লাগিলেন। জিলার শাসনকর্ত্তার সমক্ষে তুকারামের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। অবশেষে তাঁহার দ্বারা দেহু গ্রামের পাটেলের উপর একটী অনুজ্ঞা বাহির করাইলেন যে তুকারামকে তথা হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। তুকারাম দেহু গ্রাম হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন কি না তাহার কোন বৃত্তান্ত পাওয়া যায় নাই। তুকারামের একটী অভঙ্গ দেখিয়া বোধ হয়, যে তিনি তথা হইতে তাড়িত হন নাই কিন্তু তাঁহার ক্লেশের এক শেষ হইয়াছিল। তুকারাম তাঁহার সে সময়ের অবস্থা এই রূপে বর্ননা করিয়াছেনঃ—আমি এখন কি আহার করিব, কোথায় যাইব, এগ্রামের মধ্যে কে আমাকে রক্ষা করিবে? পাটেল এবং গ্রামস্থ সকলেই আমার উপর ক্রোধান্বিত হইয়াছে। আমাকে এখন ভিক্ষাই বা কে দিবে?

তুকারাম, এ অবস্থায় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অন্য কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া, এক দিন ভাগোলি গ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং রামেশ্বর ভট্টের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তুকারাম তখনও ভজন ও কথা হইতে নিবৃত্ত হন নাই। রামেশ্বর ভট্ট তাঁহাকে কহিলেন যে, কথার মধ্যে তিনি বেদ ব্যাখ্যা করিতেছেন; শূদ্রের পক্ষে ইহা পাপ জনক। অতএব এখন হইতে তিনি আর এ প্রকার বেদ ব্যাখ্যা না করেন। রামেশ্বর ভট্ট তুকারামকে অভঙ্গ রচনা করিতে নিষেধ করিলেন। এবং যে সকল অভঙ্গ তাঁহার নিকট ছিল তাহা জলে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তুকারাম বলিলেন যে, পাণ্ডুরঙ্গের আদেশে তিনি এ সকল অভঙ্গ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু যখন তাঁহার পক্ষে ব্রাহ্মণের বচনও পালনীয়, তিনি তাঁহার আদেশ মত কার্য্য করিবেন। তুকারামের জীবনের এই কার্য্যটী তাহার ন্যায় ধর্ম্মবীরের উপযোগী হয় নাই। রামেশ্বর ভট্টের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাতে এবং পাণ্ডুরঙ্গের আদেশ উপেক্ষা করিয়া এই অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করাতে তাঁহার ভীরুতা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু, দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে২ কত মহাত্মা ধৈর্য্য চ্যুত হইয়া পড়েন। খ্রীষ্ট, ক্রুশের যন্ত্রণায় অধীর হইয়া, জীবের প্রতি ঈশ্বরের যে অপার দয়া তাহা বিস্মৃত হইয়া, উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করতঃ বলিয়াছিলেন—আমার পিতা! হে আমার পিতা! কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ? দাম্ভিক প্রবর জোব, যিনি ধৈর্য্যের অবতার বলিয়া বিখ্যাত, তিনিও দারুণ যন্ত্রণার মধ্যে পতিত হইয়া পরমেশ্বরের করুণা ও ন্যায় বিচারের উপর সন্দীহান হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ

দুর্গোৎসব ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

"তত্ত্ববোধিনী" বঙ্গ দেশের প্রাচীনতম ধর্ম্ম প্রচারিকা পত্রিকা। ইহার উৎপত্তি কাল হইতে এপর্য্যন্ত সময়ে২ যে অতি উপাদেয় ও উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হইয়াছে তদ্দ্বারা বঙ্গীয় পাঠক গণ ধর্ম্ম শাস্ত্রের অনেক গূঢ় কথা অবগত হইয়া যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আমাদিগের চক্ষে সম্মান ও আদরের বস্তু। ইহার লিপি নৈপুণ্যে ও অভিজ্ঞতার গুণে অনেকেই এতৎ পত্রিকার প্রবন্ধ গুলিকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন না। ভগবানের কাছে আমরাও প্রার্থনা করি যে তত্ত্ববোধিনীর এই উচ্চ অধিকার অবিচলিত থাকুক।

কিন্তু কার্ত্তিক মাসের তত্ত্ববোধিনীতে দুর্গোৎসব শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। ইহাতে লিখিত হইয়াছে যে "এদেশের আবালবৃদ্ধের সংস্কার এই যে অযোধ্যাপতি রাম দুর্গাদেবীর আরাধনা করিয়া রাবণ বধে কৃতকার্য্য হন। কিন্তু বাল্মীকি—রামায়ণে ইহার কোন উল্লেখ নাই" কিন্তু ইহাও স্বীকার করিয়াছেন "কালিকা পুরাণে এই রাবণ বধের পূর্ব্বে রামের দুর্গা মূর্ত্তির পূজার উল্লেখ আছে।" দুর্গাপূজা যে রাম কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নহে, ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য লিখিয়াছেন "কিন্তু যাহা অবলম্বন করিয়া রামের চরিত্র নির্ণীত হয় এবং যাহা রামের জীবদ্দশায় রচিত সেই বাল্মীকিয় রামায়ণে এই দুর্গোৎসবের কোনও উল্লেখ করেন নাই। ইহা রামায়ণ রচনার অনেক পশ্চাৎ পৌরাণিক কবিরা কল্পনা করিয়া যান, হিন্দুর মধ্যে তাহাই দুর্গোৎসব।" তত্ত্ববোধিনীতে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ হইবে ইহা আমাদিগের আশা বহির্ভূত। লেখক রামায়ণের প্রামাণিকতাকে বলবতী রাখিয়া কালিকা পুরাণের প্রমাণকে উপেক্ষা ও অবহেলা করিলেন

কোন্ সাহসে? যদি বুঝিতাম রামায়ণের উক্তির সহিত কালিকা পুরাণের উক্তির কিছু বিরুদ্ধতা আছে তাহা হইলেও একদিন বিবেচনার স্থল ছিল। কিন্তু স্পষ্টতঃ দেখিতেছি রামায়ণ ও কালিকা পুরাণে বিরুদ্ধতা আদৌ নাই, কেবল কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে মাত্র। রাবণ বধের পূর্ব্বে রামায়ণের রামচন্দ্র ব্রহ্মের স্তব বা ব্রহ্মোপাসনা করিয়াছিলেন। কালিকা পুরাণের রাম চন্দ্র সেই সময়ে দুর্গামূর্ত্তি পূজা করিয়াছিলেন। রামায়ণে দুর্গামূর্ত্তির উল্লেখ নাই, অতএব রামের দুর্গা পূজা মিথ্যা ইহা প্রমাণিত হয় না। রামায়ণ দেখিয়া রাম চরিত্র নিশ্চিত হয় এবং কালিকা পুরাণের রাম চরিত্র অপ্রামাণিক ইহা তাঁহাকে কে বলিল? হিন্দুর চক্ষে রামায়ণ ও কালিকা পুরাণ উভয়ই সমান সম্মান ও আদরের সামগ্রী। উভয়ই আর্য গ্রন্থ, সুতরাং প্রমাণ মূলক। রামায়ণ রামচন্দ্রের জীবদ্দশায় রচিত হইয়াছিল বলিয়া রাম চরিত্রের সকল কথাই যে উহাতে লিখিত ছিল তাহার প্রমাণ কি? বাল্মীকি যদি দুই একটী কথার উল্লেখ না করিয়া থাকেন তাহাতে শাস্ত্র বৈষম্য দোষ ঘটে না। দেখা গিয়াছে অনেক লোকের জীবন চরিত জীবদ্দশায় ও মরণান্তে রচিত হইয়া সাধারণে প্রকাশিত হয়। জীবদ্দশার গ্রন্থখানিতে হয় তো যে কথার আদৌ উল্লেখ ছিলনা, তাহার মরণান্তকালের ইতিহাস লেখক বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা তাঁহার জীবনের অনেক নূতন সত্য ঘটনা সকল প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ লিখিত গ্রন্থ দ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া কথিত হয় না। এবং প্রথম খানি প্রমাণ মূলক ও দ্বিতীয় খানি অপ্রামাণিক ইহাও কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিশ্বাস করেন না। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করিলে রাধিকার নামোল্লেখ পর্য্যন্তও দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মায়িক গোপলীলার বহু বিস্তার বর্ণনা আছে। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠেই শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র নির্ণীত হইয়া থাকে; তবে কি ব্রহ্ম বৈবর্ত্তের সমস্ত রচনা মিথ্যা প্রমাণিত হইবে? কৃষ্ণ জীবনীর প্রধান বিজ্ঞাপনী শ্রীমদ্ভাগবতে মহাভারতোক্ত "ভগবদ্গীতা" অমূল্য উপদেশ মালার আদৌ উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, অতএব তজ্জন্য গীতা কি অমূলক হইবে! না, হিন্দুর সমক্ষে নহে। শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত ও মহাভারত, এসমস্ত হিন্দুর পরম প্রামাণিক গ্রন্থ। এক খানি গ্রন্থকে মান্য করা এবং অন্যকে তুচ্ছ ও অপ্রামাণিক বোধকরা মনুষ্যের স্বেচ্ছাধীন, কিন্তু শাস্ত্র-বিচারাধীন নহে। রামায়ণে যাহা লিখিত আছে তাহাই সত্য এবং পৌরাণিক কথা "কল্পনা" এ কথা গুলি মনে করিতেও হাস্যোদয় হয়। যদি তত্ত্ববোধিনীর স্বরে কেহ পুরাণকে প্রমাণ মূলক মনে করিয়া রামায়ণকে কল্পনার ফুৎকারে উড়াইয়া দেয়, তাহাতে তিনি কি করিতে পারেন? পৌরাণিকদিগের লেখাকে "কবির কল্পনা" বলিয়া অবহেলা করা বর্ত্তমান ভারতের একটী বিষম রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রাম রাবণ বধের পূর্ব্বে ব্রহ্মোপাসনা করিয়াছিলেন। দুর্গা পূজা করিয়াছিলেন বলিলে কি তাহাতে কিছু বাধা ঘটে? দুর্গা পূজা কি ব্রহ্মোপাসনা হইতে স্বতন্ত্র সামগ্রী? লিখিত হইয়াছে "বস্তুতঃ আদিত্য হৃদয় "ব্রহ্ম স্তোত্র" ইহাই রামায়ণের রামচন্দ্র রাবণ বধের পূর্ব্বে উচ্চারণ করিয়াছিলেন) ইহার প্রত্যেক অক্ষর ব্রহ্মকেই প্রমাণ করিতেছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি দুর্গা পূজার প্রত্যেক অক্ষর কি বাঁশ, দড়ী, মাটী, রং ও রাংতা প্রকাশ করিতেছে? দুর্গা বলিলে তো হিন্দুরা ইহাই বুঝেন, যে-

> নারায়ণী বিষ্ণুমায়া পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপিণী।
> ব্রহ্মাদি দেবৈর্মুনিভির্মনুভিঃ পূজিতা স্তুতা॥
> সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রীদেবী সা সর্ব্বরূপা সনাতনী।
> ধর্ম্ম সত্য পুণ্য কীর্ত্তি যশো মঙ্গল দায়িনী॥
> সিদ্ধেশ্বরী সিদ্ধরূপা সিদ্ধিদা সিদ্ধিদেশ্বরী।
> বুদ্ধি নিদ্রা ক্ষুৎপিপাসা ছায়াতন্দ্রাদয়াস্মৃতি॥

কৈ এতৎ পাঠে তো দুর্গাকে ব্রহ্ম হইতে কোন স্বতন্ত্র সামগ্রী বলিয়া বুঝিলাম না। তবে আপত্তি হইতে পারে, মূর্ত্তিপূজা কেন? এ কথার তুমুল আন্দোলন এখন তুলিবার আমাদিগের অবকাশ নাই, তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি, যে মূর্ত্তি গুলি আধ্যাত্মিক শক্তি সমূহের আধিভৌতিক প্রকাশ বা রূপ মাত্র। মনুষ্য যখন নামরূপময় জগতের—পাঞ্চভৌতিক দেহের—প্রপঞ্চ অবিদ্যা মায়ার স্থূল বিদ্যমানতা অতিক্রম করিয়া স্বতন্ত্র ও সূক্ষ্ম আত্মাকে স্বরূপতঃ অনুভব করিতে শিখিবে সেই দিন নাম রূপ, মূর্ত্তি পূজার সমস্ত গোল মিটিয়া যাইবে।

সম্পাদক লিখিয়াছেন "দাক্ষিণাত্য ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে প্রকাণ্ড হিন্দু সম্প্রদায় আছে, তাহাদের মধ্যে এই দুর্গোৎসব এখনও হয় না, তবে নব রাত্রি নামে এই সময়ে একটা জাতীয় উৎসব হইয়া থাকে। * * কোথাও মূর্ত্তি পূজার বাহুল্য আর কোথাও বা যৎস্বল্প, কেন এরূপ?" লেখক নব রাত্রির মেলাকে বাঙ্গালা দেশের দুর্গোৎসব হইতে "যৎস্বল্প" মনে

করিয়াছেন. ইহা বড় আশ্চর্য্যের কথা। দুর্গোৎসবেও দেবীর পূজা এবং নব রাত্রিতেও সেইরূপ দেবীর পূজা হইয়া থাকে। যে ২ স্থানে প্রাচীন কাল হইতে দেবীর স্থান প্রতিষ্ঠিত আছে, সেখানকার লোকে আর স্বতন্ত্র মূর্ত্তি গঠন করিয়া নিজ গৃহে পূজা করিবার আবশ্যকতা মনে করেনা। সকলে সেই দেবীস্থানে গিয়াই পুষ্প বিল্বদল নৈবেদ্যাদি দ্বারা দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। বারাণসীর দুর্গা—বাড়িতে নবরাত্রির নয়দিন ধরিয়া রাত্রি আড়াইটা হইতে বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত যেরূপ লোকের ভীড় হয়, সেরূপ ভীড় বঙ্গদেশের দুর্গোৎসবেও হয় কিনা সন্দেহস্থল। নব রাত্রির মেলা কি "যৎস্বল্প" !! তত্ত্ববোধিনীর সংস্কার এই যে ভারতের বঙ্গদেশ ভিন্ন পশ্চিমোত্তর দেশাদিতে "বৈদান্তিক ধর্ম্ম. একেশ্বরবাদ অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়া আছে।" লেখক বাঙ্গালা দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া বঙ্গীয় রীতি নীতি প্রকৃতি ও শাস্ত্র আলোচনা করিয়া কি এতদিনে স্থির করিলেন যে বাঙ্গালীরা বহু ঈশ্বর বাদী? বঙ্গবাসী গণ কি ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির অনন্ত মহিমার ভিন্ন ২ ভাবে উপাসনা ও স্তুতি করিবার জন্য ভিন্ন ২ মূর্ত্তির ভিন্ন ২ মন্ত্রে উপাসনা করেন না? পশ্চিমোত্তর দেশাদিতে রাম, কৃষ্ণ, শিব লিঙ্গাদির বহুল প্রচার সত্ত্বেও তদ্দেশবাসীগণ একেশ্বরবাদী. ও দুর্গা, কালী. জগদ্ধাত্রী পূজা করিয়াই বঙ্গবাসী গণ মূর্ত্তির উপাসক, এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত নূতন ও বিচিত্র। আমরা বলি পশ্চিম দেশ কেন, ভারতের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এক ঈশ্বরেরই পূজা হইয়া থাকে। বহু মূর্ত্তিতে উপাসনা হয় বলিয়া বহু ঈশ্বরের উপাসনা হয়না। যদি বৈদান্তিক ধর্ম্ম প্রভাবেই পশ্চিমোত্তর দেশাদিতে একেশ্বর বাদ প্রচলিত হইয়া থাকে তবে সেই বৈদান্তিক "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহাসত্যের প্রভাবে কি বঙ্গীয় দুর্গার খড়, মাটী, রং রাংতা, প্রত্যেক অণু পরমাণু ব্রহ্মময় হইয়া একেশ্বরবাদের উচ্চধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেনা?

তত্ত্ববোধিনীর ইহাও সংস্কার, যে বঙ্গবাসীগণ স্থানীয় জল বায়ুর গুণে নিতান্ত "আমোদ প্রিয়। সম্ভবতঃ এই কারণেই মূর্ত্তি পূজা এতদ্দেশে বাহুল্য রূপে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে।" ধন্য সিদ্ধান্ত! বঙ্গবাসিগণ! শুনিয়া রাখুন, তত্ত্ববোধিনী স্থির করিলেন. যে আমোদের জন্যই আপনারা পূজা করিয়া থাকেন। তত্ত্ববোধিনীর এই কথাতে আমরা নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলাম। তিনি কি বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীর হৃদয় খুলিয়া পাঠ করিতে শিখেন নাই? হইতে পারে, আধুনিক কতিপয় আমোদ প্রিয় ব্যক্তি দুর্গোৎসবাদির উপলক্ষে কুৎসিৎ নৃত্য গীতাদি আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন। কিন্তু বিস্তৃত বঙ্গ ক্ষেত্রে যে সহস্র ২ হিন্দু হৃদয় ভক্তি ও প্রেমে, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায় বিগলিত হইয়া জগন্মাতার চরণে জবা বিল্বদল গঙ্গাজল অর্পণ করিবে বলিয়া দুর্গোৎসবের কতদিন পূর্ব্ব হইতে উন্মত্ত হইয়া উঠে, তাহা কি তাঁহার চক্ষু দেখিতে পায় না? কত পুরুষও কত কুলাঙ্গনা ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রেমাশ্রুবিগলিতনেত্রে গললগ্নীকৃতবাসে কৃতাঞ্জলি পুটে মায়ের পবিত্র উজ্জ্বল মূর্ত্তি ও পূজা দর্শন করিয়া ও জীবনের কল্যাণার্থ কামনা করিয়া থাকেন তাহা কি তাঁহার চক্ষে পড়ে নাই? কত পূজা-বাড়ীতে যে এই উপলক্ষে পণ্ডিত দিগের বিদায়, সাধু ব্রাহ্মণাদির সৎকার ও বহুল পরিমাণে দীন দুঃখী অনাথ ও আতুর গণকে অবারিত অন্ন দানাদি হইয়া থাকে, তত্ত্ব বোধিনী কি তাহা দেখিতে বিস্মৃত হইয়াছেন? কিছু দিন পূর্ব্বেও অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত প্রায় অধিকাংশ বঙ্গীয় গৃহস্থগণ ভক্তি যুক্ত চিত্তে পূজা করিতেন, অথবা যে পর্য্যন্ত আজ কালকার আমোদের রস তরঙ্গ উথলিয়া না উঠিয়াছিল, সে পর্য্যন্ত বঙ্গের নগরে ২ গ্রামে ২ দুর্গা পূজা, কালী পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচার "বাহুল্য" ছিল; এখন দিন দিন যেমন ধর্ম্ম বিশ্বাসের হ্রাস. ভক্তির অভাব ও আমোদের "বাহুল্য" হইতেছে, তেমনি দিন দিন গ্রামে গ্রামে নগরে ২ পূজার সংখ্যা কমিয়াই আসিতেছে। যদি আমোদার্থে মূর্ত্তি পূজার "বাহুল্য" প্রচার হইত, তবে আজ কাল অপেক্ষাকৃত অধিক দুর্গোৎসবাদির প্রচার দেখিতে পাইতাম।

যাঁহারা বঙ্গবাসীর মূর্ত্তিপূজাকে আমোদ মূলক বলিয়া স্থির করেন বোধ হয় আমাদের দুরদৃষ্ট বশতঃ তাঁহারা বাঙ্গালির হৃদয় হারাইয়াছেন। দুর্গোৎসব বাঙ্গালীর আমোদের উৎসব নহে, উহা সাধু হৃদয়ের মহামহোৎসব, উহা ভক্ত জীবনের সাম্বৎসরিক দিব্য পূর্ণোৎসব উহা ভারতবাসী আর্য্য দিগের সমস্ত উৎসবের মধ্যে প্রধান উৎসব। এই উৎসবে পাষাণ হৃদয় গলিতে দৃষ্ট হয়, শোকার্ত্তের হৃদয়েও আনন্দের চিহ্ন দেখা যায়, শত্রু মিত্রের প্রেমালিঙ্গন করিতে বাধ্য হয়। ভগবান্ এই দুর্গোৎসবকে প্রতি গৃহের উৎসব করিয়া রাখুন।

বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ।

(পরিব্রাজকের বক্তৃতার স্থূল মর্ম্ম)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

যখন দেখি এই হিন্দু সমাজ ধর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যখন দেখি ইহা আর্য্য মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক বৈদিক মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত অমৃতময়ী বারিতে সিঞ্চিত জগতে পবিত্রতা বৃদ্ধির জন্য সংস্থাপিত, তখন মনে ২ বড়ই আহ্লাদ হয়, কিন্তু উপরের পতনোন্মুখ ভগ্নস্তুর দেখিলে আর বড় আশা থাকেনা, বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে ভরসা ফুরাইয়া যায়। কিন্তু সুখের বিষয় ভিত্তি ভূমি সুদৃঢ় আছে; উপর ভাঙ্গিয়া গেলেও পুনঃপ্রস্তুতির পত্তন আছে। তাই বলি হিন্দু সমাজের সংস্কার করিবার জন্য নূতন কিছুই করিতে হইবেনা, ইষ্টক, প্রস্তর, কড়ি, বরগা কিছুই নূতন দিতে হইবেনা, বিলাত হইতে ইঞ্জিনিয়ার আনিতে হইবেনা. কেবল গাঁথনির উপাদানের বল একটু শিথিল হইয়াছে সুতরাং একবার জোড়াই ভাল করিয়া করিতে হইবে—অন্য দ্রব্যে নহে; কিন্তু যে ২ দ্রব্যে উপাদান প্রস্তুত ছিল, তাহাতেই করিতে হইবে—একবার প্লাস্টার করিলেই হইবে। অনেকে বলিয়া থাকেন অন্যান্য সমাজ কেমন উন্নতি করিয়া চলিয়াছে আর হিন্দু সমাজ নিশ্চেষ্টের ন্যায়—স্থবিরের ন্যায় নিস্তেজ হইয়া যাইতেছে! তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, অপর কোন্ প্রাচীন সমাজ এখন বিদ্যমান আছে? হিন্দু সমাজের সমবয়স্ক আজ কেহ জীবিত আছে কি? ইংলণ্ড, ফ্রান্সকে জিজ্ঞাসা করুন, জর্ম্মণি ইটালি, আফিকাতে দেখুন, কোথাও কি পুরাতন আদিম জাতি, আদিম ধর্ম্ম আদিম আচার ব্যবহার বিদ্যমান আছে? রাজ্যাধিকারের সঙ্গে ২ জাতি, ধর্ম্ম ও নাম সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, বিভিন্ন জাতির সংসর্গে নূতন ২ জাতির উদ্ভাবন হইয়া বর্ণ বিকার উৎপন্ন ও কত উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে। রোম গ্রীস্ কোন্ স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, ফিনিসিয়া, ইজিপ্ট কোথায় তাহার ঠিকানা নাই! সকলই কাল সাগরে ডুবিয়াছে, তাই বলি হিন্দু সমাজের কি সমবয়স্ক কেহ জীবিত আছে? কত বিপ্লব গেল, কত প্রলয় হইল, কত ভয়ঙ্কর ২ বিপৎ পাত হইল কিন্তু ভারতের নাম ভারতই আছে, ভারতীয় ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয় নাই। হিন্দু জাতি ভারতেই আছে, চীন, তাতারে পলাইয়া গিয়া বাস করে নাই। এখনও ভারতীয় প্রকৃতি হিন্দুর রক্তের বিন্দু বিন্দুতে প্রবাহিত রহিয়াছে। তাই বলি আজ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মানি আদি বালক ও যুবক দলে. লম্ফ ঝম্প বেশী; হিন্দু সমাজ বৃদ্ধ, ক্লান্ত ক্ষীণবল সত্য কিন্তু সহ্যগুণ বেশী, আজ বালক! তুমি এক বালসার ধাক্কা সামলাইতে পার না, যুবক এক জেদ বমনেই উত্থান শক্তি রহিত, কিন্তু বৃদ্ধ ক্ষীণবল, নিস্তেজ অনেক কাল পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত ও নিদ্রিত হইয়াছে বটে কিন্তু এখন ভয়ঙ্কর যমপ্রহার সহ্য করিতেও সক্ষম। তাই বলি হিন্দু সমাজ অনেক কালের; ইংলণ্ড, ফ্রান্সের পিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতামহের স্থানীয়। ইহা পিতামহ ব্রহ্মার অমৃত কুণ্ডের জলে পবিত্রীকৃত, ইহা সঞ্জীবনীমন্ত্রে দীক্ষিত, তাই সেই ব্রহ্মা ইন্দ্রের রাজ্য কাল হইতে যুগযুগান্তর পরেও, চিরকাল, যুগযুগান্তে কল্প কল্পান্তে অনন্ত কাল বিদ্যমান থাকিবে; প্রলয়ের পর প্রলয় আসুক, প্লাবনের পর প্লাবন আসুক, পৃথিবী, গ্রহ নক্ষত্রাদি ছিন্নভিন্ন হইয়া যাউক, জগতের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাউক তথাপি হিন্দু সমাজের "ভিত্তি" টলিবার নহে; ধর্ম্ম কখন নষ্ট হইবার নহে, "ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং" (শ্রুতিঃ) ধর্ম্মেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ধর্ম্ম চিরকাল অটল থাকিবে। তাই বলিতেছি, যখন হিন্দু সমাজের ভিত্তিনাশের ভয় নাই, যখন ইহা কখনই উচ্ছেদ দশা প্রাপ্ত হইবে না, যখন পীড়িত ব্যক্তির মরণের শঙ্কা নাই, তখন তাহাকে পীড়িতাবস্থায় ক্লিষ্ট রাখা অপেক্ষা পীড়ার আরোগ্য চেষ্টা করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য॥ আজ "আমি" হিন্দু সমাজকে জলাঞ্জলি দিলে হিন্দু সমাজ মরিবে না, "আপনি" হিন্দু সমাজ ত্যাগ করিলে হিন্দু সমাজ নষ্ট হইবেনা, সমস্ত জগৎ আজ হিন্দু সমাজকে উপেক্ষা করিলেও তাহার বিনাশ নাই। আজ আমার জলাঞ্জলি হইতে পারে, আপনার তিরোভাব হইতে পারে, সমস্ত জগতের লোপ হইতে পারে কিন্তু হিন্দু সমাজের হিন্দু ধর্ম্ম নষ্ট হইবার নহে। হিন্দু সমাজ ক্লান্ত, পীড়িত মূর্চ্ছিত কিন্তু জীবনের ভয় নাই—চিকিৎসা করিলে বাঁচিবার আশা আছে—চেষ্টা করিলে পুনর্ব্বার জাগিতে পারে। অতএব একবার হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার পর্য্যালোচনার নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

ক্রমশঃ।

গুপ্তীপাড়া ধর্ম্মসভা ও টাকী সৈয়দপুর সুনীতি সঞ্চারিণী সভার বার্ষিক উৎসব সম্প্রতি সমারোহ পূর্ব্বক সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উভয় সভাতেই কয়েক দিন সুপণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক শাস্ত্রব্যাখ্যা, উপদেশ দান এবং ভগবানের নাম সংকীর্ত্তন হইয়াছিল।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরেব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

৮ম ভাগ	"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।	শকাব্দা ১৮০৭
৮ম সংখ্যা।	শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"	অগ্রহায়ণ——পূর্ণিমা

আপস্তম্ব সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৬ অধ্যায়।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি নীলীবস্ত্রস্য যো বিধিঃ।
স্ত্রীণাং ক্রীড়ার্থ সম্ভোগে শয়নীয়ে ন দুষ্যতি॥

অতঃপর নীল বস্ত্রের বিধি কহিতেছি। স্ত্রীদিগের ক্রীড়ার নিমিত্ত, সম্ভোগ কালে অথবা শয্যায় আস্তরণার্থ নিন্দনীয় নহে।

পালনে বিক্রয়ে চৈব তদ্‌বৃত্তেরুপজীবিতে।
পতিতস্তু ভবেদ্ বিপ্র স্ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রৈর্বিশুধ্যতি।

কিন্তু অন্য সময়ে নীল বস্ত্র রাখিলে বা বিক্রয় করিলে অথবা তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হয়েন এবং কৃচ্ছ্র ত্রয় সাধন দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।

স্নানং দানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্।
পঞ্চ যজ্ঞা বৃথা তস্য নীলীবস্ত্রস্য ধারণাৎ॥

নীল বস্ত্র ধারণ দ্বারা স্নান, দান, জপ, হোম স্বাধ্যায় পিতৃতর্পণ বা পঞ্চ মহা যজ্ঞ ব্যর্থ হইয়া যায়।

নীলীরক্তং যদা বস্ত্রং ব্রাহ্মণোঽঙ্গেষু ধারয়েৎ।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥

যদি ব্রাহ্মণ নীল রাগ রঞ্জিত বস্ত্র ধারণ করেন, তবে অহোরাত্র উপবাস পূর্ব্বক পঞ্চ গব্য সেবনে শুদ্ধ হইতে পারেন।

রোম কূপৈর্যদি গচ্ছেদ্রসো নীল্যাস্তু কর্হিচিৎ।
পতিতস্তু ভবেদ্ বিপ্র স্ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রৈর্বিশুধ্যতি॥

যদি ঘর্ম্মাদি সহযোগে রোমকূপ দ্বারা ব্রাহ্মণের শরীর মধ্যে নীল বস্ত্রের রস প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে তিনি পতিত হয়েন। এবং কৃচ্ছ্র ত্রয় সাধন দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকেন।

নীলীদারুর্যদা ভিদ্যাদ্ ব্রাহ্মণস্য শরীরকম্।
শোণিতং দৃশ্যতে তত্র দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥

নীলকাষ্ঠ ব্রাহ্মণের শরীরে লাগিয়া যদি রক্তস্রাব হয়, তবে ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবেন।

নীলীমধ্যে যদা গচ্ছেৎ প্রমাদাৎ ব্রাহ্মণঃ ক্বচিৎ।

অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥
প্রমাদ বশতঃ যদি ব্রাহ্মণ নীলের ক্ষেত্রে গমন করে, তবে অহোরাত্র উপবাস পূর্ব্বক পঞ্চগব্য সেবনে পবিত্র হইবে।

নীলীরক্তেন বস্ত্রেণ যদন্ন মুপনীয়তে।
অভোজ্যং তদ্দ্বিজাতীনাং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ॥
নীল বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া যে অন্ন পরিবেশন করা হয়, তাহা অভোজ্য। দ্বিজাতি গণ তাহা ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে।

ভক্ষয়েৎ যশ্চ নীলীন্তু প্রমাদাদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্বচিৎ।
চান্দ্রায়ণেন শুদ্ধিঃ স্যাদাপস্তম্বো ব্রবীন্ মুনিঃ॥
যদি ব্রাহ্মণ প্রমাদ বশতঃ নীল ভোজন করিয়া ফেলে, তবে চান্দ্রায়ণ করিয়া শুদ্ধ হইবে, আপস্তম্ব মুনি এই কথা বলিয়াছেন।

যাবত্যাং বাপিতা নীলী তাবতী বাশুচির্ম্মহী।
প্রমাণং দ্বাদশাব্দানি অত ঊর্দ্ধং শুচি র্ভবেৎ॥
যে পরিমিত ভুমিতে নীল বপন করা হয়, তাহা দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত অশুচি থাকে, তৎপরে শুদ্ধিলাভ করে

ক্রমশঃ

অশৌচ।

"শুদ্ধেদ্বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভুমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥"
মনু বলিয়াছেন ব্রাহ্মণ দিগের দশ দিন, ক্ষত্রিয় দিগের ১২ দিন, বৈশ্য দিগের ১৫ দিন এবং শূদ্র দিগের এক মাসে, অশৌচ শুদ্ধি হইয়া থাকে। অশৌচ দ্বিবিধ—মৃতাশৌচ ও আনন্দাশৌচ। পিতা মাতা গোত্রীয় প্রভৃতির মৃত্যু হইলে আমরা যে অশৌচ গ্রস্ত হই, তাহাকে মৃতাশৌচ এবং পুত্রাদি জন্ম গ্রহণ করিলে যে অশৌচ হয়, তাহার নাম আনন্দাশৌচ। এই অশৌচ বিধি ভারতবর্ষে কেন প্রচলিত হইল, ঋষিগণ বর্ণাশ্রম ভেদে কেন অশৌচ কালের তারতম্য করিলেন, ইহা লইয়া সময়ে ২ অত্যন্ত আন্দোলন হইয়া থাকে, এবং ইহা দ্বারা আমাদিগকে সময়ে ২ অনেক প্রশ্নও শুনিতে হয়। অনেকের সংস্কার যে কতিপয় শোক চিহ্ন ধারণই এই অশৌচ বিধির মুখ্য লক্ষ্য। স্বগণের মরণে শোক প্রকাশ করাই এই অশৌচ বিধির উদ্দেশ্য। ইউরোপীয়গণ যেমন কৃষ্ণবসনাদি ধারণ পূর্ব্বক শোক চিহ্ন দেখাইয়া থাকেন আমরাও সেইরূপ দীন বেশে থাকিয়া নখ কেশাদি ছেদন না করিয়া হবিষ্যান্ন খাইয়া এবং নগ্ন পদে বেড়াইয়া সেইরূপ শোক প্রকাশ করিয়া থাকি মাত্র। আমরা এই প্রকার মতকে নিতান্ত ভ্রম সঙ্কুল মনে করি। শোক মোহ দুঃখ তাপ হইতে আপনাকে দূরে রাখিবার জন্য যে ঋষি গণ ধর্ম্ম শাস্ত্রাদিতে ভুরি ২ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা যে শোক "প্রকাশ" করিবার জন্য লৌকিক ও বাহ্য চিহ্নাদি ধারণে বিধি প্রবর্ত্তনা করিবেন ইহা কোন মতেই সম্ভব নহে। ঋষিদিগের ব্যবস্থা আমরা সহজ বুদ্ধিতে যেরূপ বুঝিয়া থাকি, জ্ঞান গম্ভীরতা পূর্ণ লোক হিতৈষী ঋষি গণ তাহা হইতে অনেক দূরে থাকিয়া অনেক আবশ্যকীয় কথার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। আমরা শাস্ত্র মর্ম্ম বিচার ও বিধি বিহিত ব্রতাচরণ দ্বারা আধ্যাত্মিক জগতে যত অধিক পরিমাণে অগ্রসর হইব, ততই তাঁহাদিগের নিগূঢ় রহস্যোদ্ভেদে সমর্থ হইতে পারিব।

কোন পদার্থের মধ্যে জল প্রবেশ করিলে তাহা সরস হইয়া ক্রমশঃ পচিয়া যেমন অকর্ম্মণ্য ও নষ্ট হইয়া যায়, আমাদের অন্তঃকরণেও সেইরূপ পার্থিব সম্বন্ধ নিবন্ধন শোক দুঃখ রূপ দূষিত জল প্রবেশ করিলে আমরা ক্রমশঃ অকর্ম্মণ্য ও নষ্ট হইয়া যাই। কোন উপায় দ্বারা যদি অন্তঃকরণকে-শোক দুঃখাদি পূর্ণ মনকে ক্রমশঃ বিশুদ্ধ করিতে পারি তাহা হইলেই আমাদিগের প্রকৃত কল্যাণ হইয়া থাকে। শোক দুঃখ বিনির্ম্মুক্তাবস্থাই আমাদের শৌচাবস্থা। এই বিশুদ্ধাবস্থাতেই আমরা স্বাধীন, স্ফূর্ত্তিযুক্ত ও কর্ম্মক্ষম থাকি। পিতামাতা পুত্র দারাদি লইয়া সমাজে গার্হস্থ্য ধর্ম্মে থাকিতে হইলেই শোক দুঃখ দুর্ব্বিপত্তি রাশি ২ আসিয়া উপস্থিত হয়। অদ্য কাহারও পিতার মৃত্যু হইল তিনি আপনাকে নিতান্ত নিঃসহায় জানিয়া শোক গ্রাসে পতিত হইলেন। কল্য কাহারও বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র আশাভরসা পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে তিনি হা পুত্র! বলিয়া রোদন করিতেছেন, ইহার

কারণ কি? যাহাতে যত পরিমাণে অধিক মমতা থাকে, তাহার অভাবে বা তাহার বিয়োগে নিজ অন্তঃকরণে নিতান্ত বেদনা অনুভব হইয়া থাকে। যাঁহার অন্তঃকরণে "আমি" ও "আমার" বুদ্ধি যত অল্প, তিনি ততই "অশোকমমৃতং" আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। আত্মীয়ের মৃত্যু আমার দুঃখের কারণ নহে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু জন্য আমার অন্তঃকরণ নিহিত মমতাংশের ভোগ্য ভূমি অপহৃত হইল অর্থাৎ আমার অন্তঃকরণে যে আঘাত লাগিল তজ্জন্যই আমার শোক ও দুঃখ। অনেকের সংস্কার যে এই দুঃখ ও শোক আত্মা অনুভব করিয়া থাকেন। যদিচ ইহা ন্যায়ের আভাস ক্রমে অনুমোদিত হইতে পারে কিন্তু শ্রুতির উপদেশানুসারে আমরা এমতের অনুসরণ করিতে পারিনা কেননা শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃবৃক্ষইব স্তব্ধোদিবিতিষ্ঠত্যেকঃ নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং"।

আত্মা আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, নিত্য, মহান্ বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ স্থির, অচল অটল, নিষ্ক্রিয় ও শান্ত স্বরূপ, স্ব-ভাবে সংস্থিত। অতএব আত্মা অন্তঃকরণের বৃত্তি স্বরূপ শোক মোহাদির দ্বারা অভিভূত হন না। জবার সান্নিধ্য বশতঃ অতি শুভ্র, স্বচ্ছ স্ফটিকের যেমন রক্তাভার সঞ্চার দেখিতে পাওয়া যায় এবং ভ্রমবশতঃ উহা স্ফটিকেরই বর্ণ বলিয়া বোধ হয়। তদ্রূপ অন্তঃকরণের ক্রিয়া ও ভাব ভ্রম বশতঃ আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে। আত্মা দেহ, প্রাণ, মন প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়াও নির্লিপ্ত। শ্রুতি বলিয়াছেন।

"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো
যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নপ্স্যোঽন্তরো, যস্তেজসি তিষ্ঠং
স্তেজসোন্তরো যোবায়ৌতিষ্ঠন্বায়োরন্তরঃ"।

যিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে ভিন্ন, জলে থাকিয়াও জল হইতে পৃথক্, যিনি অগ্নিতে থাকিয়াও অগ্নি হইতে স্বতন্ত্র এবং বায়ুতে অবস্থিতি করিয়াও বায়ু হইতে বিভিন্ন এরূপ পরম স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত আত্মাতে শোক দুঃখের আরোপ করা নিতান্ত ভ্রম। তবে যত দিন আমরা দেহোঽহং, মনুষ্যোঽহং, গৌরোঽহং, অমুকস্য পুত্রোঽহং ইত্যাকার বুদ্ধি বিশিষ্ট থাকিব, যত দিন আমরা শম দমাদি সাধন গুণে আত্মাকে বিদিত না হইব তত দিন আমাদিগের এরূপ ভ্রম অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য।

যে শোক দুঃখ অবশ্যম্ভাবী অথচ যাহার দ্বারা আমি নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত, অকর্ম্মণ্য বা বিনষ্ট হইয়া যাই তাহার নিষ্কৃতির চেষ্টা করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। শরীরধারী মাত্রের মৃত্যু হইবেই হইবে এবং সংসারসুখাসক্ত ব্যক্তি মাত্রেই আত্মীয়ের মৃত্যুতে শোক করিবেনই করিবেন। কিন্তু তাই বলিয়া কি মনুষ্য সংসারের অনিত্যত্ব ভুলিয়া এবং আত্মীয়ের মৃত্যু লক্ষ্য করিয়া অপর সকল কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন? প্রত্যহ কত ব্যক্তির মৃত্যু হইতেছে, তাহাদের প্রত্যেকের আত্মীয় গণ যদি এতদ্দুর্ঘটনা জন্য চিরদিন শোকে অভিভূত থাকে, তাহা হইলে সংসারে হতাশা ও দুঃখ ভিন্ন কিছুই দৃষ্ট হইবেনা। এই হতাশার উত্তপ্ত বায়ু প্রভাবে সংসারের সুখ প্রসুন রাশি বিশুষ্ক হইয়া যাইবে, উদ্যম, উৎসাহ, অধ্যবসায়, উন্নতি আদি বৃক্ষ সকল সমূলে উৎপাটিত হইবে এবং তাহার অব্যবহিত ফল স্বরূপ এই জন সমাজ মরুভূমিতে পরিণত হইয়া যাইবে। সংসারের এই মহান্ দুর্ব্বিপত্তি নিবারণ করিবার জন্য আমাদের মনীষা সম্পন্ন আর্য্য ঋষি গণ অশৌচাবস্থায় অবলম্বনীয় কতক গুলি সুন্দর ব্যবস্থা লিপি বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অশুচি অবস্থায় অন্তঃকরণের মলিন বৃত্তি সকল সহজেই অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। যাহার মন যত পরিমাণে মলিন সে স্বভাবতঃ তত অধিক পরিমাণে দুর্ব্বৃত্ত। সমাজ দুর্ব্বৃত্ত মনুষ্য দ্বারা পরিপূর্ণ হইলে অতি ভয়াবহ অবস্থা উপস্থিত হয়। সুতরাং মলিন বৃত্তি সমুহের শাসন ও ইন্দ্রিয় ব্যাপারের সামঞ্জস্য সাধন এবং উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তিরাশির যথোচিত উত্তেজনা করা নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা কোন মতেই কল্যাণ সাধিত হইতে পারেনা। অন্তঃকরণে শোকের উচ্ছ্বাস উঠিলে মনের উজ্জ্বল বৃত্তি সকল মেঘাবৃতবৎ লুক্কায়িত হইয়া যায়।

তত্তাবতের স্ফুরণাভাবে আমদের সহজেই অতি নীচ, ক্ষুদ্রাশয় ও নিকৃষ্ট বৃত্তিশীল হইবার সম্ভাবনা। যাহাতে শোকাপসরণ ও উজ্জ্বল বৃত্তি রাশির পুনর্ব্বিকাশ হয় অশৌচ অবস্থায় ঋষিগণ তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অশৌচ কালে সুখসেব্য দ্রব্যাদির ভোগ ত্যাগ, সামান্য বসন পরিধান, নখ কেশাদির অচ্ছেদন, হবিষ্যান্ন ভোজন, কুশাসন বা রোমশাসনে শয়ন ইত্যাদি কার্য্যের বিধি আছে তাহা সমস্তই ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের জন্য। ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের দ্বারা মনের নিকৃষ্ট বৃত্তি ও মলিন ভাব রাশি উপশমিত ও সাধু বৃত্তি নিচয় অতীব উত্তেজিত ও নির্ম্মল বুদ্ধি বিস্ফুরিত হইয়া থাকে। আমি যে অশৌচাবস্থায় তোমার আসনে উপবেশন করিনা, তাহা তোমার আসন অশুচি হইবে বলিয়া নহে, পাছে তোমার শয্যাদি সংযোগে আমার বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাঘাত হয়, তাহারই জন্য। মৎস্য মাংস ব্যবহার করিনা ও স্ত্রী সমীপে যে গমন করিনা, তাহা ইহারই জন্য। অশৌচাবস্থায় অর্থাৎ অন্যের মৃত্যু জন্য মনের শোকাভিভূত অবস্থায় আমরা যে কিছু অনুষ্ঠান করি তাহা অশুচিকর নহে, তাহা সাধারণাবস্থাপেক্ষা অতিশয় শুচি। এই শৌচানুষ্ঠান দ্বারা আমরা অশৌচাবস্থাকে বিদূরিত করিয়া থাকি। ঋষি দিগের বিধি বিহিত অশৌচ কালের কার্য্য কলাপ মনের মলিন বৃত্তি রাশির বিরুদ্ধে ঘোর সমর সজ্জা মাত্র। মন সেই সময় মলিন ভাবাপন্ন থাকে বলিয়াই সে সময় সন্ধ্যাদি কার্য্য নিষিদ্ধ, কেন না তত্তাবৎ পবিত্র মনে অনুষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য। মনকে পবিত্র করিবার জন্যই অশৌচ কালের এতাবৎ বিধিব্যবস্থা আছে। শোক চিহ্ন প্রকাশ করিবার জন্য নহে কিন্তু শোক রাশি বিদূরিত করিবার জন্য। সাত্ত্বিকাহার ও সাত্ত্বিক ব্যবহার এই সময়ের নিতান্ত উপযোগী। যে সকল কার্য্য করিলে আমাদের শারীর তাড়িতাদির হ্রাস হইয়া যায় সে সকল কার্য্য নিতান্ত নিষিদ্ধ, বরং উপযোগী তাড়িতের সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে এই জন্যই সেই সময়ে লোকে চাবি প্রভৃতি লৌহ পদার্থ নিজ সমীপে রক্ষা করিয়া থাকে।

যাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের যত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাঁহাদিগের বিয়োগে আমাদের তত অধিক পরিমাণে অন্তঃকরণ ক্ষুব্ধ হয়। এই জন্য সম্বন্ধ বিবেচনায় অশৌচ কালের তারতম্য আছে। পিতা মাতা ভ্রাতাদির জন্য আমরা যত কাতর হই, বন্ধু, দূরবর্ত্তী জ্ঞাতি বা অধ্যাপকের মৃত্যুতে সাধারণতঃ তত সংক্ষুব্ধ হইনা। এই জন্য পিতা মাতা ভ্রাতার মৃত্যুতে যত দিন অশৌচ বিধি বিহিত আছে, বন্ধু বা অধ্যাপকাদির জন্য তত দিন নহে। শেষোক্ত গণের মৃত্যু-শোক হইতে অমরা অপেক্ষাকৃত শীঘ্র মুক্ত হইতে পারি এই জন্য তদর্থে অল্প দিন মাত্র অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকি। অনেকের এরূপও বিশ্বাস যে কেবল মাত্র ঘনিষ্ঠতাই অশৌচের কাল তারতম্যের মূল। দৃষ্টান্ত স্থলে তাঁহারা ইহাও বলিয়া থাকেন, যে পিতা সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া তপস্যা করিতে অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অথবা পরমহংসাশ্রম গ্রহণ করিয়া যদি দেহ পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে পুত্রের পূর্ণাশৌচ গ্রহণ করিতে হয় না, কেন না বহুদিন তাঁহার সহিত সংশ্রব না থাকায় শোক অল্প হয় বলিয়া অশৌচ কাল অল্প বিহিত হইয়াছে। এ সিদ্ধান্তটী নিতান্ত ভ্রমাত্মক। বস্তুতঃ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ কালে আর্য্যগণ পূর্ব্বাশ্রমজনিত দেহের সংস্কার পূর্ব্বক বর্ণ, বর্ণগত ধর্ম্ম, নিজের নাম, নিজের পরিচয়—উপাধি সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। দৈহিক বা লৌকিক সম্বন্ধে তিনি আর পুত্রের পিতা থাকেন না। পুত্রের মন হইতে তাঁহার ও তাঁহার মন হইতে পুত্রাদির দৈহিক সম্বন্ধের সংস্পর্শ উঠিয়া যায়। এই জন্য শোক অল্প পরিমাণেই হইবার সম্ভাবনা। অথবা অনাসক্ত চিত্ত, মুক্তাত্মা সন্ন্যাসীর দেহত্যাগে পরমাত্মার সম্মিলন অবশ্যম্ভাবী বোধে আত্মীয় গণের শোক না হইবারই সম্ভাবনা। তবে পূর্ব্ব সম্বন্ধ স্মরণ বশতঃ যৎকিঞ্চিৎ শোক হইয়া থাকে মাত্র।

যদি ঘনিষ্ঠতার অভাব জন্য অশৌচের কালা-

ল্পতা হইত, তবে বহুদিন বিদেশবাসী গৃহস্থ পিতার মরণে অশৌচ কাল অল্প হইত, পক্ষান্তরে যে পরিচারকটী বালককাল হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত তোমার গৃহে দাসত্ব করিল, অতি ঘনিষ্টতা নিবন্ধন তাহার জন্য পূর্ণাশৌচ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ ইহা বিচিত্র।

ব্রাহ্মণ গণ বেদাধ্যয়ন পরায়ণ, সদা স্বাধ্যায় নিরত ও সাধু বৃত্তি শীল বলিয়া তাঁহাদের শোকাদির পরিমাণ অল্প হইয়া থাকে এবং যাহা কিছু শোকের আবেগ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা সাধারণতঃ দশ দিনের বিহিত সংস্কারেই বিদূরিত হইয়া থাকে, এবং রজো গুণী ক্ষত্রিয়ের সাত্ত্বিকাংশের অপেক্ষাকৃত ন্যূনতা বশতঃ দ্বাদশ দিন এবং সেই রূপ কারণেই বৈশ্যের পঞ্চদশ দিন এবং শূদ্রের একমাস অশৌচকাল নিরূপিত হইয়াছে। যিনি যত দিন শোকগ্রস্ত থাকেন, তদ্‌গণনানুসারে অশৌচকাল নিরূপিত হয় নাই; কিন্তু যিনি যত দিন সংস্কার সাধন করিয়া আপনার অন্তঃকরণকে পুনর্ব্বিকাশযুক্ত ও বলবান্ করিতে পারিবেন, তদনুসারে সত্ত্ব রজ তমো গুণাদির তারতম্য ভেদে, বর্ণ ভেদে অশৌচকাল নিরূপিত হইয়াছে, ইহাই সাধারণ নিয়ম।

শোক যেমন হৃদয়ের—অন্তঃকরণের ব্যামোহকর অতি আনন্দও মনের সেইরূপ বিকারজনক। শোকেও যেমন অন্তঃকরণ অভিভূত হয়, আনন্দেও সেইরূপ হইয়া থাকে। শোকেও যেরূপ অশুচি, আনন্দেও সেই রূপ অশুচি অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং আনন্দাশৌচেও ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা বিধি। মৃতাশৌচ ও আনন্দাশৌচ উভয় কালেই ভিক্ষা দান নিষিদ্ধ। কেননা দান পবিত্রতার সহিত করিতে হয়। অত্যলম্।

ধর্ম্ম ও আচার।

---

* বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্যচ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃসাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণং॥ ”
বেদ বিহিত কর্ম্ম ও জ্ঞানাদি সাধন; স্মৃতি অনুগামী অনুষ্ঠান, শিষ্টাচার পরিগ্রাহ্য আচার পালন; শাস্ত্রের উপদেশে নিঃসন্দেহ রূপ আত্ম তুষ্টি; এই চারিটী ধর্ম্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ। (মনু ২।১২)
“ ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যাসত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্ম লক্ষণং। ” হানি লাভে ধৈর্য্য, ক্ষমা, মনেরদমন, অপহরণ ত্যাগ, শৌচ, ইন্দ্রিয়সংযম, শাস্ত্রযথার্থ বুদ্ধি, আত্মজ্ঞান সাধন, সত্য, এবং অক্রোধ এই দশ প্রকার ধর্ম্ম (ঐ ৬।৯২)। “ জ্ঞানন্তপোঽগ্নিরাহারো মৃন্মনোবার্য্যুপাঞ্জনং। বায়ু কর্ম্মার্ককালৌ চ শুদ্ধেঃ কর্ত্তৃণি দেহিনাং”। ব্রহ্মজ্ঞান, তপস্যা, অগ্নি, হবিষ্যান্ন, মৃত্তিকা, জল, মনঃপ্রাশস্ত্য, বায়ু, গোময়—প্রলেপ, যজ্ঞাদি কর্ম্ম, সূর্য্যদর্শনাদি, মৃতাশৌচাদির অন্তকাল, এই সমস্ত মনুষ্যদিগের শুদ্ধির হেতু। (ঐ ৫।১০৫) ইজ্যাচারদমাহিংসা দানং স্বাধ্যায়কর্ম্ম চ। অয়ন্তু পরমোধর্ম্মো যদ্যোগেনাত্মদর্শনং॥ যজ্ঞ, আচার, দম, অহিংসা, দান, স্বাধ্যায় এই সমস্ত পরম ধর্ম্ম। ইহা দ্বারা আত্মদর্শন হয়। (যাজ্ঞবল্ক্য) “ অভক্ষ্য পরিহারস্তু সংসর্গশ্চাপ্য নিন্দিতৈঃ। স্বধর্ম্মেচ ব্যবস্থানং শৌচমেতৎ প্রকীর্ত্তিতং ”। অভক্ষ্য পরিহার, নিন্দিত সংসর্গ ত্যাগ এবং স্বধর্ম্মে অবস্থান এই সকল শৌচ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। (বৃহস্পতি) “ সর্ব্বেষা মেবশৌচানামর্থশৌচং পরংস্মৃতং ”। মৃত্তিকা জলাদি করণক সর্ব্ব প্রকার শৌচাপেক্ষা অর্থশৌচ অর্থাৎ অন্যায় পূর্ব্বক পরধনাদি গ্রহণ না করাকে উৎকৃষ্ট শৌচ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (মনু ৫।১০৬)—

মন্বাদি শাস্ত্রে ধর্ম্ম, সদাচার ও শৌচ সম্বন্ধে বিস্তর ব্যবস্থা আছে। উপরে যত প্রকার ধর্ম্ম ও মানসিক শৌচাচারের উল্লেখ করা গিয়াছে এবং যত প্রকার দৈহিক শৌচাচারের উপদেশ বিবৃত হইয়াছে সে সমস্তই হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত। সে সমস্তই ভারতের সনাতন আচার এবং সমস্তই শ্রদ্ধেয় ও উপাদেয়। যাঁহারা সেই সমস্ত আচারের মধ্যে কতিপয়ের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আর কতিপয়ের প্রতি অশ্রদ্ধা করেন, শাস্ত্রে তাঁহাদের যথার্থ দৃষ্টি নাই। যাঁহারা ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, শাস্ত্রালোচনা, আত্মজ্ঞান সাধন, সত্য, অক্রোধ ইত্যাদি পরম মঙ্গল জনক আচরণ না করিয়া কেবল বেদস্মৃত্যাদি বিহিত ক্রিয়ানুষ্ঠান, হবিষ্যান্ন-ভোজন অথবা সর্ব্ব প্রকার অভক্ষ্য মাত্র পরিবর্জন, এবং মৃত্তিকা জল ও গোময় দ্বারা দেহ ও গৃহ শোধন ইত্যাদি আচার মাত্র পালন করেন, তাঁহারা অধার্ম্মিক এবং অজ্ঞ। আর যাঁহারা প্রথমোক্ত আচরণ সমূহ মাত্র স্বীকার পূর্ব্বক শেষোক্ত আচারকে অবহেলন করেন তাঁহারা ভারত সমাজে নাস্তিক ও ধর্ম্মবিরোধী বলিয়া গণ্য হয়েন।

আমরা চারিদিকে দেখিতেছি—শাস্ত্রজ্ঞান নাই, পরমার্থ-প্রসঙ্গ নাই, সত্য ন্যায় দয়া ক্ষমা প্রভৃতি হৃদয়গত ধর্ম্মের অনুগত ব্যবহার নাই, আবার

বেদ স্মৃতিপুরাণ তন্ত্র বিহিত কর্ম্মকাণ্ডেরও বিশেষ আচরণ নাই, অথচ, কেবল প্রাতঃস্নান, পট্টবস্ত্র পরিধান, হবিষ্যান্ন-ভোজন, অথবা কেবল রবিবার বা কোন পর্ব্বদিনে মৎস্য মাংসাদি আহার ত্যাগ ইত্যাদি আচরণ দ্বারা বিস্তর লোক সাধু বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন। এমত অনেক মহাজন আছেন যাঁহারা তিলক, নামাবলি, হরিনাম দ্বারা আপনাদের দেহ ও বাক্য পবিত্র করিয়া রাখেন; দেব সেবা, অতিথিসেবা, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী সেবা, দেবোৎসব, শ্রাদ্ধ, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, ব্রতাচরণ প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা স্ব স্ব ভবন ও জীবন নিয়ত পবিত্র করিয়া রাখেন; সিদ্ধতণ্ডুল, তৈল, মৎস্য মাংস মদ্য বাটীর ত্রিসীমায় যাইতে দেন না —অথচ পরের সর্ব্বনাশ করিতে বিলক্ষণ তৎপর —যো পাইলেই অন্যের গচ্ছিত ধন, ভুমি, গৃহ ও অপরাপর সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া বসেন। তথাপি এইরূপ বাহ্য সাধু ব্যবহার দ্বারা তাদৃশ লোকেরা ভারত তিলক স্বরূপে গণনীয় হন। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ, সত্যবাদী, ন্যায়পর, জিতেন্দ্রিয়, উৎকোচ গ্রহণ বিমুখ, পরমার্থতত্ত্ববিৎ ব্যক্তিও যদি ঐ প্রকার বাহ্য-আচার ও ক্রিয়া রহিত হন তবে ভারত সমাজে সাধুশ্রেণীতে তাঁহার স্থান হয় না। লোকে তাঁহাকে নাস্তিক বলিবেই। পক্ষান্তরে সত্য ন্যায়াদি ধর্ম্ম বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও উপরিউক্ত ধর্ম্মধ্বজীদিগকে কপটাচারী বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন।

প্রকৃত কথা এই যে, সত্য ন্যায়াদি ধর্ম্মবিহীন ব্যক্তি ধার্ম্মিক-বেশধারীই হউন—সহস্র শৌচাচার বিশিষ্টই হউন—অথবা ধর্ম্মপরিচ্ছদ ও শৌচাচার বর্জিতই হউন তিনি শাস্ত্রতঃ ও লোকতঃ চিরদিনই নিন্দনীয়। সত্য, ন্যায়, ক্ষমা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের অভাব, তদনুযায়ী সামাজিক ব্যবহারের অভাব, পারমার্থিক ভাবের অভাব—এই সমস্ত পরমশান্তিজনক ধর্ম্মানুষ্ঠানের অভাবই তাদৃশ নিন্দার হেতু। শৌচাচারের দোষ কি ?। শৌচাচারের ব্যবস্থা দিয়াছেন বলিয়া নিরপরাধী কল্পসূত্র সমূহ এবং মন্বাদি স্মৃতি-নিবন্ধ সমূহকে নরকে নিক্ষেপ করা যাইতে পারে না! আবার শৌচাচার ও ক্রিয়াবর্জ্জিত ব্যক্তিকে যে, লোকে নিন্দা করে তাহাও কেবল অনাচার ও ক্রিয়াত্যাগ জন্য। সে নিন্দা তাঁহাদের আধ্যাত্মিক সচ্চরিত্র ও অপরাপর সাধুব্যবহারকে স্পর্শ করে না। কেননা ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, সত্য, ন্যায়, পরোপকার, দান, ইন্দ্রিয় সংযম, শাস্ত্রচিন্তা ও আত্মচিন্তা প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রশংসা চিরকালই আছে।

যাঁহারা শৌচাচারী ও ক্রিয়াশীল তাঁহারা স্বীয় স্বীয় শুভাচরণের অভিমানে অন্ধ হইয়া অথবা অকিঞ্চিৎকর যৎসামান্য সাংসারিক সুবিধার নিমিত্ত লোভী হইয়া যে ধৃতি, ক্ষমা, সত্যাদি পরমধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবেন শাস্ত্রে এমনও উক্ত হয় নাই; এবং যাঁহারা সত্যাদি গুণের ধার্ম্মিক তাঁহারা যে উদ্ধত হইয়া শৌচাচার ও ক্রিয়া লঙ্ঘন করিবেন এমনও ব্যবস্থাপিত হয় নাই। উচ্চাধিকারীগণকে বেদাভ্যাস ও আত্মজ্ঞান-সাধনে আকর্ষণ করিবার উদ্দেশে মনু কহিয়াছেন বটে "যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তম আত্মজ্ঞানে শমেচস্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্"। (মনুর পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে) কথিত কর্ম্মকাণ্ড ও আচারাদি পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞানে, ইন্দ্রিয় নিগ্রহে ও প্রণবোপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করিবেন। কিন্তু মনুর এমন উদ্দেশ্য ছিলনা যে, কর্ম্মকাণ্ড ও আচারাদি অবশ্যই ত্যাগ করিবেক। সমস্ত বিধি-বাক্যের মুলে এক একটী উদ্দেশ্য থাকে। শাস্ত্রের উপক্রম, উপসংহারাদি লিঙ্গষট্ক দ্বারা বিচার করিলে সেই উদ্দেশ্য সংগৃহীত হয়। উদ্দেশ্যের সংগ্রহ হইলে সর্ব্ব প্রকার বিধিবাক্যের যথাশ্রুত অর্থ লুপ্ত হইয়া যায়। তৎপরিবর্ত্তে উপাদেয় শাস্ত্রার্থের উদয় হইয়া থাকে। এস্থলে মনুর টীকাকার কুল্লুকভট্ট উক্ত মনুবচনের মুল-উদ্দেশ্য সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহার এই উপাদেয় তাৎপর্য্য স্থাপন করিয়াছেন যথা-" এতচ্চেষাংমোক্ষোপায়ান্তরঙ্গোপায়ত্ব প্রদর্শনার্থং নত্বগ্নিহোত্রাদিপরিত্যাগ পরতয়েত্যুক্তং"। এই বচনটী কেবল মাত্র মোক্ষের অন্তরঙ্গোপায় প্রদর্শনার্থ উদিত হইয়াছে; নতুবা

অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের পরিত্যাগার্থ কথিত হয় নাই। এতদনুসারে "সকল শৌচাপেক্ষা অর্থ শৌচ প্রধান" মনুর এই বচনটীরও এমন উদ্দেশ্য নহে যে, যাঁহারা অন্যায় পূর্ব্বক পরধন হরণ করেন না, তাঁহাদিগকে মূত্র পুরীষ পরিত্যাগ করিয়া জল ও মৃত্তিকাশৌচ করিতে হইবেনা, অথবা নিষিদ্ধ ভোজনাদি করিলেও দোষস্পর্শ হইবেনা।

মন্বাদি ঋষিগণ ধর্ম্মের যত প্রকার লক্ষণ বা অঙ্গ নিরূপণ করিয়াছেন ভারত সন্তানেরা যথাশক্তি সে সমস্তই আচরণ করিবেন ইহাই অভিপ্রায়। অশক্ত ও অনধিকারী ব্যক্তি যদি তাহার কোন কোন অঙ্গ পালন করিতে না পারে তাহাতে বিশেষ দোষ হয় না। কিন্তু শাস্ত্রবিরোধী তর্ক উপস্থিত করিয়া যাঁহারা তাহার কোন কোন অঙ্গকে অগ্রাহ্য পূর্ব্বক তদ্বহির্ভূত আচরণ করেন তাঁহাদের দোষ গুরুতর এবং তাঁহাদের অশাস্ত্র-তর্ক-যুক্তি ও তাদৃশ অশাস্ত্র আচরণের দৃষ্টান্ত ঘরে বাহিরে প্রচারিত হইয়া সেই অপরাধকে আরো বৃদ্ধি করিয়া তুলে।

মনুর নির্ণীত বেদ, স্মৃতি, সদাচার শাস্ত্রে নিঃসন্দেহরূপ আত্মতুষ্টি, ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, শাস্ত্রে যথার্থ-বুদ্ধি, আত্ম-জ্ঞান সাধন, সত্য, অক্রোধ—এই সকল ধর্ম্ম লক্ষণ; এবং ব্রহ্মজ্ঞান, তপস্যা, অগ্নি, হবিষ্যান্ন, মৃত্তিকা, জল, মনঃপ্রাশস্ত্য, বায়ু, গোময় প্রলেপ, যজ্ঞাদি কর্ম্ম, সূর্য্যদর্শনাদি, মৃতাশৌচান্তিকশ্রাদ্ধাদি--এই সকল শুদ্ধি-জনক-ব্যবস্থা—এই সমস্তের মধ্যে ধৃতি ক্ষমা, দম, অস্তেয়, ইন্দ্রিয়দমন, সত্য, অক্রোধ এই কএকটীর প্রতি কাহারো আপত্তি নাই। এই ধর্ম্ম গুলি, এই পাশ্চাত্য-সভ্যতার অধিকার কালে অভিলষিত রূপে প্রতিপালিত হওয়া অসম্ভব হইলেও যখন প্রাচীন ও নব্য কোন সম্প্রদায়ের তৎপ্রতি আপত্তি ও তর্ক নাই তখন সে সমস্ত সম্বন্ধে এ প্রকরণে আমরা আর অধিক কিছু বলিব না।

কিন্তু মানবোক্ত অবশিষ্ট ধর্ম্মাঙ্গ ও শুদ্ধিজনক ব্যবস্থা সমূহের অনেক গুলির অনাদর দৃষ্ট হইতেছে। প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে বেদ-স্মৃত্যাদি বিহিত ক্রিয়া, লোকাচার, গুরু ও শাস্ত্রে শ্রদ্ধা, ব্রাহ্মণ ও অতিথির আদর, সন্ধ্যাবন্দনাব্রত পূজা রূপ তপস্যা, শৌচ বিশুদ্ধ-আহার, শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান এবং সূর্য্যাদি দেবদর্শন—এ সমস্ত আচরণ ও তৎপ্রতি শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু এই বর্ত্তমান কালের পাশ্চাত্য বিদ্যা-সম্পন্ন ভারত-পুত্রেরা না ঐ সকল আচারই মানেন, না তাঁহা-দের আত্মজ্ঞানানুশীলনেই মতি আছে। আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন প্রার্থনীয় হইলেও তাহার সামাজিক বিস্তৃতি প্রত্যাশা করা যায় না। কেবল মাত্র জ্ঞানী গৃহস্থগণ ও সন্ন্যাসীগণ তাহার অধিকারী এবং কেবল তাঁহাদেরই মধ্যে তাহার অনুশীলন সম্ভব। কিন্তু প্রাগুক্ত আচার সকল প্রতিপালিত না হইলে হিন্দু সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেক। সম্প্রতি ভ্রষ্টাচারের স্রোত যে প্রকার প্রবল বেগে বহিতেছে তাহাতে হিন্দু সমাজের কর্ম্ম, ধর্ম্ম, ব্রহ্ম সমস্তই ভাসিয়া যাইবে বলিয়া ভয় উপস্থিত হইয়াছে। এই উপস্থিত ভয় হইতে ভারত সমাজের উদ্ধার কামনায় আমরা নিম্নে ভারতের শৌচাচার পালনার্থ ভারতবাসী গণকে প্রবোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছি।

আমরা নবীন ভারত পুত্রদিগকে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত কঠোর ব্রতাদি, পালন করিতে বলিনা; ইহাও বলিনা যে তাঁহারা বেদস্মৃত্যাদি বিহিত প্রধান প্রধান সকল ক্রিয়াই করুন, ইহাও বলিনা যে তাঁহারা প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করুন, তাঁহাদিগকে সিদ্ধ তণ্ডুল, লবণ, তৈল, মৎস্য, মাংস ত্যাগ পূর্ব্বক নিয়ত হবিষ্যাশী হইতেও বলিনা। তাঁহারা অন্তঃকরণে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি সম্মান রাখিয়া কেবল যদি প্রতিদিন শৌচ, আচমন, সন্ধ্যাবন্দনা করেন, যদি উপস্থিত কালে গৃহস্থের পালনীয় নামকরণ, অন্নপ্রাশন, কর্ণবেধ, দীক্ষা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, তর্পণাদি যথাশাস্ত্র যথাপ্রাচীন-পদ্ধতি অনুষ্ঠান করেন; যদি হিন্দুর অখাদ্য ও অস্পৃশ্য —সাম্প্রদায়িক ব্যবহারের বিরুদ্ধ ভক্ষ্য-ভোজ্য ত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ, স্বজাতি বা স্বীয়পরিবার-দিগের দ্বারা পাককৃত বিশুদ্ধ অন্নব্যঞ্জনাদি সেবা করেন; যদি দেব দেবীর প্রতি সহজ বুদ্ধি বা

বৈদান্তিক বুদ্ধিতে শ্রদ্ধাভক্তি পূর্ব্বক তাঁহাদের পূজাও উৎসবে যোগ দেন তাহা হইলেই প্রচুর হইবেক। কেননা এই প্রকার আচরণই ভারতের ভদ্রসমাজে চিরকাল চলিয়া আসিতেছে এবং এসমস্ত কৃচ্ছ্র-সাধ্য নহে।

এই প্রকরণের শিরোদেশস্থ বৃহস্পতি-বচনে শৌচের ত্রিবিধ লক্ষণ নিরূপিত হইয়াছে। (১) অভক্ষ্য-ভোজন-ত্যাগ অর্থাৎ বিজাতীয় আহার পান পরিহার; (২) নিন্দিত সংসর্গবর্জ্জন অর্থাৎ মাদক দ্রব্যসেবী, পরস্ত্রীসেবী, কলহপ্রিয় প্রভৃতি ব্যক্তিগণের সঙ্গত্যাগ; (৩) স্বধর্ম্মে অবস্থান অর্থাৎ হিন্দু সন্তান গণের বেদস্মৃতি আগম বিহিত ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মে অবস্থান করা—এই সকল আচরণ শৌচ শব্দে কথিত হয়। আমরা উপরি-লিখিত যে সমস্ত শৌচ, আচমন, সন্ধ্যাবন্দনা নামকরণাদি ক্রিয়া, বিশুদ্ধ আহার, দেবভক্তি প্রভৃতির অনুষ্ঠানে নব্য ভারত পুত্রগণকে অনুরোধ করিয়াছি তৎসমুদয়ই এই বৃহস্পতি বচনের অন্তর্গত। এই সমস্ত শৌচ এবং মানবোক্ত সর্ব্ব প্রকার শৌচ ও শিষ্টপরম্পরা প্রচলিত সদাচারই ভারত সমাজের বন্ধন, ঐক্যস্থল, আয়ুরারোগ্য-বলবীর্য্য সম্পত্তি ও যশস্কর, এবং মহত্ত্ব পবিত্রতাও চিত্ত শুদ্ধিজনক বলিয়া আদৃত হয়। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী গণও সে ঐক্যস্থলের সম্পূর্ণ অন্যথা করিতে সাহসী হন না। গৃহী ব্যক্তির পক্ষে সে সমস্ত ত্যাগ সর্ব্বনাশের হেতু। তিনি বিবিধ বিদ্যায় পণ্ডিত, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ভক্ত, সত্যবাদী, দয়ালু প্রভৃতি সম্পৎ-বিশিষ্ট হইলেও সে সমস্ত আচার ত্যাগ জন্য নিন্দনীয় হইবেন। এই কারণে হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্মনিষ্ঠগণের প্রতি ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে সেই সমস্ত ক্রিয়াদি আচরণের ব্যবস্থা দিয়াছেন। জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, শৌনক, প্রভৃতি গৃহী মহর্ষিরা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, অথচ শৌচাচার, সন্ধ্যাবন্দনাদি, এবং ঈশ্বরার্থকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন। যাঁহারা পশুহিংসা ও ক্রিয়াকর্ম্মের বন্ধকত্ব ভয়ে হিংসাবিশিষ্ট যজ্ঞাদি না করিয়াছেন তাঁহারাও ভারতীয় শৌচাচার পালন পূর্ব্বক সন্ধ্যাবন্দনাদি, জপযজ্ঞ, ও মানসযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এই কথার নিদর্শন গীতা ও মনু প্রভৃতি শাস্ত্রে আছে। (গীতার জ্ঞান কর্ম্ম সন্যাস-যোগাধ্যায় এবং মনুর ৪র্থ অধ্যায় ২১ অবধি ২৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

কিছুদিন পূর্ব্বে এই সকল শৌচাচারের প্রতি কোন ভারতসন্তানেরই দ্বেষ বা ঔদাসীন্য ছিলনা। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে ইদানীন্তন হিন্দু সন্তানগণ ভারতের সেই শৌচাচার রূপ সর্ব্ব বর্ণের সনাতন-ঐক্য—বন্ধন ছিন্ন করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছেন। তাঁহারা মনে করিতেছেন তাঁহাদের নবীন মতে অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত ভারতবাসীগণ দীক্ষিত হইবেন। ফলে এখনও যে সিন্ধু, সাগর, ব্রহ্মপুত্র-মেখলা ভারতের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে হিন্দু আচার ব্যবহার মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছে তাহা তাঁহারা ভাবেন না। তাঁহারা ইহাও একবারও মনে করেন না যে, তাঁহারা অনেকেই প্রথমতঃপাশ্চাত্য বিদ্যাসম্ভূতা বুদ্ধির বেগ ও যৌবন-সুলভ শোণিতের প্রবাহ সম্বরণ করিতে অপারক হইয়া সাহেব দিগকে তাবতীয় আচরণের গুরুরূপে গ্রহণ করিতেছেন। এবং কিছুদিন পরে সেই শোণিত শীতল হইলে আবার হিন্দু সমাজের উপযাচক হইতেছেন। আমি প্রথমতঃ অবিবেচনা দোষে হিন্দুধর্ম্মের সমস্ত সেতু ভঙ্গ করিয়া একেবারে হিন্দুর অখাদ্য আহারে, সুরাপানে, বিজাতীয় পরিচ্ছদে আসক্ত হইয়া পড়িলাম; যজ্ঞোপবীত, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম, দেবসেবা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী হইলাম; পশ্চাৎ বয়োবৃদ্ধি ও বংশ বৃদ্ধির সহিত বিবেচনার উদয় হইলে কিসে হিন্দু সমাজ পাইব এই চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়িলাম। তখন প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক বা সঙ্গোপনে আবার উপবীত গ্রহণ করিলাম, গঙ্গস্নানে মতি-দিলাম, সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়া করিতে লাগিলাম। আমরা দেখিয়াছি এইরূপ কত পূর্ব্ব-ভ্রান্ত ব্যক্তি ফিরে হিন্দু হইয়াছেন। পরেও অনেকে ঐরূপে ফিরে হিন্দু হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যৌবন, ধন সম্পত্তি, প্রভুত্ব ও ইদানীন্তন বিষয়-বিদ্যা প্রসুত অবিবেকতা এই চারি প্রকার ধনে যাঁহারা ধনী

তাঁহারা অনেকে হিন্দু সমাজের বহির্ভাগে সুখে, স্বচ্ছন্দে, আমোদে ও ধুমধামে কালাতিপাত করিতেছেন; কিন্তু আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, হিন্দু সমাজ ত্যাগ জন্য কালেতে তাঁহাদের প্রত্যেক অস্থিগ্রন্থি অসহ্য বেদনা অনুভব করিবেক।

ক্রমশঃ

সাধু তুকারাম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তুকারাম দেহু গ্রামে প্রত্যাগমন করিয়া বিঠোবা দেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, এবং যাহা২ সংঘটিত হইয়াছিল সমুদায় তাঁহার সমক্ষে বর্ণনা করিলেন। পরে স্বহস্তে তাঁহার অভঙ্গের পুথিগুলি ইন্দ্রিয়াণী নদীতে নিক্ষেপ করিলেন। তুকারামের জীবনীলেখক মহিপতি বলেন যে, নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে, তুকারাম পুথিগুলির দুই দিক পাতলা পাথরের দ্বারা আচ্ছাদিত করত তাহার উপর বস্ত্র বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পর, পাঁচ দিবস তুকারাম স্থির ভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাহার পর দেহু গ্রামের লোক তাঁহাকে বাক্য যন্ত্রণায় অস্থির করিয়া তুলিল। তাহারা বলিতে লাগিল, দেখ এ লোকটী কেমন নির্ব্বোধ। কিছুদিন পূর্ব্বে, আপনার দলিল পত্রাদি নদীতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার ঐহিক সুখের আশা ত্যাগ করিয়াছিল, এখন আবার তাহার অভঙ্গগুলি নিক্ষেপ করিয়া তাহার পারত্রিকের সম্বল ত্যাগ করিল। আর কেহ হইলে, এ অবস্থায় জীবন ত্যাগ করিত। এই বাক্যগুলি তুকারামের অন্তঃকরণ বিদ্ধ করিল। তিনি তথা হইতে অন্ন জল ত্যাগ করিয়া বিঠোবার মন্দিরের সমক্ষে এক খানি প্রস্তরের উপর শয্যা দিয়া রহিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যতক্ষণ বিঠোবা দেব তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণ না করিবেন ততক্ষণ এই অবস্থায় থাকিবেন। তিনি এই ভাবে ১৩ দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। বিঠোবা দেবের নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার প্রতি কোন বিশেষ করুণার চিহ্ন প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে এই অপমান ও মনোদুঃখ হইতে রক্ষা করেন। কথিত আছে যে ত্রয়োদশ দিবসে অভঙ্গের পুঁথি গুলি জলে ভাসিতে লাগিল এবং কোন ব্যক্তি তাহা দেখিতে পাইয়া জল হইতে উত্তোলন করত তুকারামকে আনিয়া দিল। তুকারাম তাঁহার একটী অভঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন যে বিঠোবা দেব বালকের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন এবং মধুর বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। তুকারাম যে একটী অভঙ্গে তাঁহার এসময়ের অবস্থা ও মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল।

বড় দোষ করিয়াছি জগৎ জীবন,
তোমাকে পরীক্ষা মধ্যে করিয়া ক্ষেপণ।
তোমাকে দিয়াছি কষ্ট লোকের কথায়,
ধন্না দিয়ে করিয়াছি অস্থির তোমায়।
জোর করে তব দয়া করিব গ্রহণ,
করেছি তোমারে তাই ভয় প্রদর্শন।
অন্নজল ত্যাগ করি করি দেহ ক্ষয়,
তোমারে দেখাই নাথ আত্ম হত্যা ভয়!
কিন্তু দেব তোমার কি করুণা অপার,
জল হইতে পুঁথি গুলি করিলে উদ্ধার।
ইহাতে লোকের মুখ নীরব হইল,
তোমার মহিমা দেব! জগতে ঘোষিল।

স্নেহময়ী মাতা হও তুমি গো সবার,
নিরাশ্রয় মানবের তুমি গো আশ্রয়।
যখন হতাশ হলো, অন্তর আমার,
বালকের রূপ ধরে হইলে উদয়।

কি মোহন রূপ তব বলিতে না পারি
হেরিয়া হইল মনে আনন্দ অপার,
করিলে আমারে মাতঃ আলিঙ্গন দান
তাহাতে হইল স্নিগ্ধ মানস আমার।

দেখাইলে দয়া তব, লোকের দ্বারায়।
সাধুর কৃপায়, দিলে তব পদে স্থান।
দুঃখ জ্বালা কারে বলে, জননী আমার,
জানি নাই কভু আমি তোমার কৃপায়।

তুকা বলে, অপরাধী আমি গো জননী,
ক্ষমা কর এ অধমে ওগো দয়াময়ী।
যা হবার হইয়াছে জননী আমার,
তোমারে এরূপ কষ্ট দিব নাকো আর।

বিচ্ছিন্ন করুক লোকে মস্তক আমার,
দিউক মনের সাধে যাতনা আমায়।
কখনই হেন কাজ করিব না আর,
যাহাতে হইবে মাগো যাতনা তোমার।

আমা হ'তে হইয়াছে ভুল একবার,
চণ্ডাল আমার মত কে আছে ধরায় ?
তোমারে ক'রেছি বাধ্য দাঁড়াইতে জলে ।
রক্ষা করিবারে, সব অভঙ্গ আমার ।

কি সামান্য গুণ মম পারিনি বুঝিতে,
মূর্খ আমি শিখিনাই প্রার্থনা করিতে,
কেন আর বৃথা বকি বিগতের তরে ।
তুকা বলে সাবধান হও ভবিষ্যতে ।

পাণ্ডুরঙ্ ! তোমার যে ক্ষমতা অসীম,
আমি কি জানিব বল, মনুষ্য পামর ।
ধৈর্য্য যদি ধ'রে থাকে মূঢ় নর গণ
তাদের অভীষ্ট তুমি করহ পূরণ ।

প্রথম হইতে আমি হ'লাম অস্থির,
পামর আমার মত কে আছে ধরায় ?
তবু তুমি ভগবান, দয়ার সাগর
ঘৃণা করি পরিত্যাগ করনি আমায় ।

কিবা প্রয়োজন তবে ওহে দয়াময় !
তোমার কৃপার জন্য করিতে চীৎকার ।
তুকা বলে আমি হই পতিত মানব,
ধন্না দিয়ে রহিলাম সমক্ষে তোমার ।

পড়িতে না ছিল শিরে ধারাল কৃপাণ ।
হইতে না ছিল অঙ্গে অস্ত্রের আঘাত ।
তবে কেন ওহে হরি অস্থির হইয়া
মরিলাম উচ্চরবে চীৎকার করিয়া ।

করিতে আমারে দয়া কৃপার নিধান,
প্রকাশ করিলে তুমি আশ্চর্য্য বিধান ।
আপনা আপনি তুমি বিভক্ত হইলে,
দুই দিকে সমভাবে বিরাজ করিলে ।

যেমন হে দয়াময় জলেতে রহিলে ।
তেমনি অন্তরে মম বিরাজ করিলে ।
দুই দিক হেন ভাবে করিলে রক্ষণ,
যাহাতে না হয় কোন অনিষ্ট সাধন ।

সামান্য দোষের জন্য জনক জননী
রোষ ভরে সন্তানের জীবন বিনাশে ।
কিন্তু হরি সয়েছ যা অভাগার তরে
তুমিই জানিছ তাহা কি জানে অপরে ?

তুকা বলে দয়াময়, তোমার মতন,
খুঁজিয়া না পাই দাতা ঘুরে ত্রিভুবন ।
কিরূপে তোমার কীর্ত্তি করিব ঘোষণ ।
শব্দসিন্ধু মথি নাথ ! পাই না বচন ।

তুকারামের জীবনী লেখক মহিপতি এই স্থলে আর একটী আশ্চর্য্য ঘটনার উল্লেখ করেন। দেহু গ্রামে যেমন ভগবানের কৃপায় তুকারামের পুঁথি গুলি রক্ষা পাইল ও তুকারাম তাঁহার অন্তঃকরণে শান্তি লাভ করিলেন, তুকারামের ধর্ম্ম পথের কণ্টক স্বরূপ রামেশ্বর ভট্ট ভগবানের আশ্চর্য্য কৌশলে, তুকারামের এক জন পরম ভক্ত হইয়া উঠিলেন । এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের কারণটী এই রূপে বর্ণিত হইয়াছে । পুনা নগরে অঙ্গদ নামক কোন ফকিরের একটী কূপ ছিল । রামেশ্বর ভট্ট এই কূপেতে স্নান করিলেন । স্নান করিবা মাত্র তাঁহার শরীর স্নিগ্ধ না হইয়া কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে দগ্ধ হইতে লাগিল । রামেশ্বর ভট্ট জ্বালায় অস্থির হইলেন । এমন কি চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন । কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে না পারিয়া তিনি আলন্দিনামক স্থানে গমনকরত জ্ঞানেশ্বর*দেবের আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন । এই অবস্থায় রাত্রিযোগে তিনি একটী স্বপ্ন দেখিলেন । স্বপ্নেতে তাঁহার প্রতি এই প্রত্যাদেশ হইল যে তিনি যেন তুকারামের শরণাপন্ন হয়েন । প্রত্যাদেশ পাইবার পর তিনি শুনিলেন যে, তুকারামের অভঙ্গ গুলি জল হইতে উদ্ধার হইয়াছে । রামেশ্বরভট্ট তুকারামের প্রতি যে দারুণ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন তজ্জন্য অনুশোচনা করিতে লাগিলেন। রামেশ্বর ভট্ট অভঙ্গ রচনা করিতে পারিতেন । তুকারামের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা সূচক একটী অভঙ্গ রচনা করিয়া পাঠাইয়া দিলেন । তুকারাম তাহার প্রত্যুত্তরে এই রূপ লিখলেন :—

অন্তর যাহার হয় পবিত্রতাময়,
শত্রু তার মিত্র হয় নাহিক সংশয় ।
ভয় পায় ব্যাঘ্র তারে করিতে ভক্ষণ,
ভয় পায় সর্প তারে করিতে দংশন ।
বিষ হয় তার পক্ষে সুধার সমান,
বিপদ তাহার হয় সম্পদ জ্ঞান ।
সমাজ বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে সে জন,
ন্যায় সিদ্ধ ব'লে তাহা হয় বিঘোষণ ।
সমুদয় দুঃখ হয় সুখে পরিণত,
জ্বলন্ত অনল হয় আশু নির্ব্বাপিত ।

* পুনা নগর হইতে আলন্দি ৫॥ ক্রোশ উত্তরে । জ্ঞানোবা নামক একজন পরম ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ এখানে বাস করিতেন । মৃত্যুর পর ইনি দেবরূপে পরিগণিত হয়েন এবং আলন্দিতে তাঁহার এক মূর্ত্তি ও মন্দির স্থাপিত হয় । প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে ইনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন ।

জীবগণ প্রেম ভাবে দেখে পরস্পরে।
যে হেতু প্রেমের ভাব সবার অন্তরে।
তুকা বলে কৃপা করে করুণা নিধান,
করেছেন তোমার প্রতি দয়ার বিধান।
ঘটিছে তোমার প্রতি যেরূপ ঘটন।
জ্ঞান শিক্ষা কর তাহা করি আলোচন।

এই বিবৃত ঘটনাটী কেহ বিশ্বাস করুন বা না করুন ফল কথা এই যে এই সময় হইতে রামেশ্বর ভট্ট, তুকারামের একজন প্রধান শিষ্য রূপে পরিগণিত হইলেন। তিনি সর্ব্বদাই তুকারামের নিকট থাকিতেন এবং তুকারাম যে সকল অভঙ্গ রচনা করিতেন তাহা যত্ন পূর্ব্বক লিখিয়া রাখিতেন। এক সময়ে, যে তুকারামকে যৎপরোনাস্তি নির্য্যাতন করিয়াছিলেন, সেই তুকারামকে এখন রামেশ্বরভট্ট সেবা করিতে লাগিলেন। যিনি এক সময়ে চণ্ডাল বলিয়া অভিহিত হইতেন, তিনি এখন তাঁহার শিরোভূষণ হইয়া উঠিলেন। রামেশ্বর ভট্ট তুকারামের গুণ ও সাধুতা কত দূর হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন এবং তুকারামের প্রতি তাঁহার কিরূপ ভক্তি ছিল তাহা রামেশ্বর ভট্টের রচিত কএকটী অভঙ্গ পাঠ করিলে জানা যায়। তাঁহার রচিত দুইটী অভঙ্গের মর্ম্ম এ স্থলে গ্রহণ করাগেল।

বেদ আর ধর্ম্ম শাস্ত্রে যাঁরা সুপণ্ডিত,
হয় না তুকার সহ তাঁদের তুলনা,
পড়েন তাঁহারা বটে শাস্ত্র সর্ব্বক্ষণ।
পারেন না তার মর্ম্ম করিতে গ্রহণ।
কলিতে ব্রাহ্মণ গণ হয়ে অহংকারী,
হয়েছেন অবনত স্বীয় কর্ম্মদোষে।
জাতি আর বাহিরের ধর্ম্ম অনুষ্ঠান,
করিয়াছে তাঁহাদের অনিষ্ট বিধান।
সামান্য বণিক নন তুকারাম দাস,
বিঠোবার চরণেতে তাঁহার বিশ্বাস।
বিশুদ্ধ বচন তাঁর সুধা বর্ষিয়াছে,
অশুদ্ধ করিতে তাহা কার সাধ্য আছে?
চারিটী বেদের ব্যাখ্যা করেছেন তিনি।
তাহাতে নিগূঢ় ভাব হয়েছে প্রকাশ।
উত্তম মধ্যম আর অধম কে হয়,
করেছেন রীতি মত তাহার নির্ণয়,
বিশ্বাস ও জ্ঞান আর বৈরাগ্য সাধনে,
তুকাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি করিনি দর্শন।
জপ, তপ, যজ্ঞ, দান, ক'রেছেন তুচ্ছ,
হরির পবিত্র নাম করি সংকীর্ত্তন।
কত কবি তাঁর পূর্ব্বে লয়েছে জনম।
সশরীরে স্বর্গ ধামে কে গিয়াছে বল?
রামেশ্বর বলে, তুকা বিদায় লইয়া,
স্বর্গীয় বিমানে চড়ি করিল প্রয়াণ।

বৈষ্ণবে করেন যিনি, জাতি আরোপিত,
নিশ্চয় তাঁহার হয় নিরয় গমন।
বেদ আর পুরাণেতে আছে সুপ্রকাশ,
অবজ্ঞার পাত্র নহে বিশ্বাসী যে জন।

ঈশ্বরের প্রিয় ব'লে যিনি পরিচিত,
ছোট বড় ব'লে নাই পরিচয় তাঁর
চারি বর্ণে এই কথা সুপ্রয়োগ হয়।
দোষ নাই, করে যদি তাঁরে নমস্কার।
সালগ্রাম, যে প্রকার পূজ্য সবাকার,
তাহারে প্রস্তর বলা সুবিহিত নয়।
সেই রূপ, তুকারাম পরব্রহ্ম হন,
তখন উচিত নহে জীব আখ্যা তাঁর।
হরিনাম জাগি সদা যাঁদের অন্তরে,
নিয়তই করে থাকে পূর্ণানন্দ দান।
রামেশ্বর ভট্ট বলে মনের হরিষে,
তাঁহারা হইয়া যান, ঈশ্বর সমান।

ভিক্ষুগীত।

অবন্তি নগর বাসী অতি কৃপণ জনেক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ জ্ঞাতি অতিথি দেবতা ও স্বীয় আত্মাকেও বঞ্চিত করিয়া কৃষি বাণিজ্যাদি কদর্য্য বৃত্তি দ্বারা প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিলে পর নগরস্থ সকলেই তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনাদর হেতু পুণ্য বিচ্যুত সম্পদ কত দিন নিরাপদে থাকিতে পারে, সুতরাং কালে তাঁহার সেই ভাণ্ডার জ্ঞাতি রাজা চোর অগ্নিদ্বারা শূন্য হইল। ব্রাহ্মণ তখন স্বজন কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া অনুতাপ করিতে ২ গৃহ ত্যাগ পূর্ব্বক "ধনই অনর্থের মূল, তাহা হরণ করিয়া ভগবান আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, নচেৎ এ বৈরাগ্য দশা আমার হঠাৎ কেন হইবে," ইত্যাকার বিচার দ্বারা অহংকারাদি উন্মোচন করত মৌনাবলম্বনে ও শান্ত ভাবে ভিক্ষুকাশ্রম অবলম্বন করিলেন। তিনি দীন ভাবে ভিক্ষার্থ

নগর, গ্রামে গমন করিলে বালক ও কদর্য্যস্বভাব মনুষ্যেরা নির্ব্বোধ বাতুল বোধে তাঁহাকে যদি উপহাস তিরস্কার প্রহার ও অপমান করিত তবে তিনি স্বীয় সাত্ত্বিকী ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক, কাহাকেও তিরস্কার করিতেন না কিন্তু স্বধর্ম্মে থাকিয়া এই গাথা উচ্চারণ করিয়া অবশেষে যেমন আপনি আপনার চিকিৎসা দ্বারা শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, আশা করি সংসার-দাবদাহ-দগ্ধ আর্য্য ভ্রাতৃগণ ইহা পাঠ ও মনন করিয়া তাদৃশ সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইবেন।

নায়ং জনোমে সুখ দুঃখ হেতু,
ন দেবতাত্মা গ্রহ কর্ম্ম কালাঃ।
মনঃ পরং কারণমামনন্তি
সংসার চক্রং পরিবর্ত্তয়েদ্‌যৎ।

এই দুষ্টজনেরা কিম্বা দেবতা গ্রহ কর্ম্ম কাল ইহারা কেহই আমার এই সুখ দুঃখের হেতু নহেন, আমার মনই কেবল সুখ দুখের কারণ। কেন না মনই নিয়ত সংসার চক্রে ভ্রমণ করিয়া ইহাতে সুখ, ইহাতে দুঃখ কল্পনা করিতেছে।

মনো গুণান্ বৈ সৃজতে বলীয়
স্ততশ্চকর্ম্মাণি বিলক্ষণানি।
শুক্লানি কৃষ্ণান্যথ লোহিতানি
তেভ্যঃ সবর্ণাঃ সৃতয়ো ভবন্তি।

এই বলবান্ মনই সত্ত্বাদি গুণের সৃষ্টি করে, সেই গুণ গণ হইতে উত্তম মধ্যম অধম কর্ম্ম সকল নিঃসৃত হয় এবং সেই কর্ম্ম ফলেই দেব, তির্য্যক্, নরাদি জন্মে।

অনীহ আত্মা মনসা সমীহতা
হিরন্ময়ো মৎ সখ উদ্বিচষ্টে।
মনঃস্বলিঙ্গং পরি গৃহ্য কামান্
জুষন্নিবদ্ধো গুণ সঙ্গতোহসৌ।

নিত্যতৃপ্ত নিস্পৃহ পরমাত্মা মনের সংসর্গে জীব রূপ যে আমি, আমার সখার ন্যায় নিয়ন্তা রূপে কেবল দর্শন মাত্র করেন, জীব মনকে আত্মীয় রূপে গ্রহণ করিয়া কেবল তাহারই গুণ সঙ্গ দ্বারা কামবাসনায় আবদ্ধ প্রায় সংসার বিষয় আস্বাদন করিতেছেন, নচেৎ জীবও সখার ন্যায় অসঙ্গ মানসী জ্ঞানাতিরিক্ত স্বাভাবিক জ্ঞানকে ভুলিয়া ভ্রান্ত হইয়াছেন মাত্র।

দানং স্বধর্ম্মো নিয়মো যমশ্চ
শ্রুতঞ্চ কর্ম্মাণিচ সদ্ব্রতানি।
সর্ব্বে মনো নিগ্রহ লক্ষণান্তাঃ
পরোহি যোগো মনসঃ সমাধিঃ।

দান কর্ম্ম ব্রত এ সমুদয় এই মনকে বশ করিবার উপায় মাত্র, অতএব মনের নিগ্রহে সকলের নিগ্রহ, মনের শান্তিই পরম যোগ।

সমাহিতং যস্য মনঃ প্রশান্তং
জ্ঞানাদিভিঃ কিং বদ তস্য কৃত্যং।
অসংযতং যস্য মনো বিনশ্য—
দ্দানাদিভি শ্চেদপরং কিমেভিঃ।

মন যাহার সমাহিত, দানাদি কর্ম্ম দ্বারা তাহার অধিক ফল আর কি হইবে। কিন্তু যাহার মন অসংযত দানাদি কর্ম্ম দ্বারা তাহারই বা আর কি হইবে? অর্থাৎ দানাদি পুণ্য কর্ম্মদ্বারাই মনের শান্তি সাধন সিদ্ধ, সুতরাং যার মনঃশান্তি হইয়াছে সে সকল পুণ্য কর্ম্মই করিয়াছে। যার মন অশান্ত সে তাদৃশ পুণ্য সাধন করে নাই। আমার মন এখন শান্ত হইলে পুণ্য কর্ম্ম করিতে আর অবশিষ্ট থাকেনা। যেহেতু।

মনো বশেহন্যেহ্যভবন্ স্মদেবা
মনশ্চ নান্যস্য বশং সমেতি।
ভীষ্মোহি দেব সহসঃ সহীয়ান্
যুঞ্জ্যাদ্বশং তং সহি দেবদেবঃ।

দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয় গ্রাম এই মনের বশীভুত, মন কাহরই বশ নহে; মন মহাবলী, যিনি তারে বশ করিতে পারেন তিনিই মহাদেব।

তং দুর্জয়ং শত্রু মসহ্যবেগ
মরুন্তুদং তন্ন বিজিত্য কেচিৎ।
কুর্ব্বন্ত্যসদ্বিগ্রহমেব মর্ত্ত্যৈ
র্মিত্রাণ্যুদাসীন রিপুন্ বিমূঢ়াঃ।

সেই দুর্জ্জয় শত্রু মনকে জয় না করিয়া যে অসৎ বিগ্রহ করে, প্রাণীগণকে শত্রু মিত্র উদাসীন বোধ করে সে অতি মূঢ়—নরাধম। এই লোক সকল যাহারা আমায় উপহাস করিতেছে বাস্তব ইহারা মূঢ় নয়, অবশীভুত মনের দাস। আমিই প্রকৃত মূঢ় নরাধম, কেন না মূঢ় মনই ইহাদিগকে শত্রু মিত্র উদাসীন বলিয়া গ্রহণ করিতেছে।

ক্রমশঃ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরেব্রহ্মণি যস্য চেতঃ ॥"

৮ম ভাগ
৯ম সংখ্যা।

" এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥"

শকাব্দা ১৮০৭
পৌষ——পূর্ণিমা

আপস্তম্ব সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

স্নানং রজস্বলায়াস্তু চতুর্থে হহনি শস্যতে।
বৃত্তে রজসি গম্যা স্ত্রী নানিবৃত্তে কথঞ্চন ॥

রজস্বলা স্ত্রীর চতুর্থ দিনে স্নান করিতে হয়। রজঃ নিবৃত্ত হইয়া গেলে স্ত্রীতে অভিগমন করিবে। তৎপূর্ব্বে কদাপি উপগত হইবেনা।

রোগেন যদ্রজঃ স্ত্রীণামত্যর্থং হি প্রবর্ত্ততে।
অশুদ্ধাস্তাস্তু নৈবেহ তাসাং বৈকারিকোমদঃ।

রোগ জন্য স্ত্রী দিগের যে রজঃ নির্গত হয়, তজ্জন্য স্ত্রী গণের অশুদ্ধি সিদ্ধ হয় না। উহা রোগ বিকার জন্য মদ মাত্র।

সাধ্বাচারা ন তাবৎসা রজো যাবৎ প্রবর্ত্ততে।
বৃত্তে রজসি সাধ্বী স্যাৎগৃহ কর্ম্মণি চেন্দ্রিয়ে।

যাবৎ কাল রজঃস্রাব হইতে থাকিবে, তৎকাল পর্য্যন্ত তাহার আচার অশুদ্ধ, স্রাব বন্ধ হইলেই গৃহকর্ম্ম (পাকাদি) বা ইন্দ্রিয় কর্ম্ম (সম্ভোগাদি) স্ত্রী দিগের অশুদ্ধিজনক নহে।

প্রথমেঽহনি চাণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী।
তৃতীয়ে রজকী প্রোক্তা চতুর্থেঽহনি শুধ্যতি।

রজস্বলা স্ত্রী প্রথম দিনে চণ্ডালী, দ্বিতীয় দিনে ব্রহ্মঘাতিনী, তৃতীয় দিনে রজকী এবং চতুর্থ দিনে শুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়।

অন্ত্যজাতি শ্বপাকেন সংস্পৃষ্টা বৈ রজস্বলা।
অহানি তান্যতিক্রম্য প্রায়শ্চিত্তং প্রকল্পয়েৎ।

যদি অন্ত্যজ বা চণ্ডাল রজস্বলা স্ত্রীকে স্পর্শকরে তবে রজোধর্ম্মের সময় অতিবাহিত হইলে ঐ নারীর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

ত্রিরাত্র মুপবাসঃস্যাৎ পঞ্চগব্যং বিশোধনম্।
নিশাং প্রাপ্যতুতাং যোনিং প্রজাকারঞ্চ কারয়েৎ।

ত্রিরাত্র উপবাস পূর্ব্বক পঞ্চগব্য সেবনে শুদ্ধি হইবে। এবং যে রাত্রিতে শুদ্ধ হইবে সেই রাত্রি হইতে প্রজাকর্ম্ম (সম্ভোগাদি) করিতে পারিবে।

রজস্বলাস্ত্যজৈঃ স্পৃষ্টা শুনাচ শ্বপচেন বা।

ত্রিরাত্রোপোষিতা ভুক্ত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি।
রজস্বলা স্ত্রীকে যদি অন্ত্যজ, কুক্কুর, চণ্ডাল আদি স্পর্শ করে, তাহা হইলে ত্রিরাত্র উপবাস পূর্ব্বক পঞ্চগব্য সেবনে শুদ্ধ হইবে।

প্রথমে হ্যহনি ষট্‌রাত্রং দ্বিতীয়েতু ত্র্যহস্তথা।
তৃতীয়ে চোপবাসস্তু চতুর্থে বহ্নি দর্শনাৎ।

প্রথম দিন স্পৃষ্ট হইলে ছয় রাত্রি (ঋতুধর্ম্মের তিনদিন ও প্রায়শ্চিত্তের তিন দিন) দ্বিতীয় দিনে হইলে তিন দিন, তৃতীয় দিনে হইলে সেই দিন উপবাস, চতুর্থ দিনে স্পৃষ্ট হইলে অগ্নি দর্শন দ্বারা শুদ্ধি হইবে।

ক্রমশঃ

ধর্ম্ম ও আচার।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই বর্ত্তমান কালে কতিপয় ব্রাহ্মনামধারী ব্যক্তি দিগের মধ্যেও ঐরূপ অবৈধাচার প্রবেশ করিয়াছে। ইহা বলা বাহুল্য যে, তাঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম নহে। তাহা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত সগুণ-ব্রহ্মোপাসনা রূপ ব্রহ্মধর্ম্মও নহে, নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন বিশিষ্ট নিবৃত্তিধর্ম্মও নহে। যদি তাহা হইত, তবে তাহার মধ্যে শাস্ত্রানুমোদিত উন্নত জ্ঞানানুশীলন, শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা অনুযায়ী বৈরাগ্য ও ধ্যানধারণা সংযুক্ত ব্রহ্মোপাসনা এবং শাস্ত্রবিহিত উদর সংযমাদি সদাচার দৃষ্ট হইত। যাঁহারা শাস্ত্র বিশেষের অর্থবাদ না বুঝিয়া কেবল অসিদ্ধান্তাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক মনে করেন যে, ব্রহ্মজ্ঞের স্বেচ্ছাচারে দোষ নাই এই নিম্নস্থ বচনটী পাঠ করা তাঁহদেদের কর্ত্তব্য।

"বুদ্ধাদ্বৈত সতত্ত্বস্য যথেষ্টাচরণং যদি।
শুনাং তত্ত্বদৃশাঞ্চৈব কোভেদোঽশুচি ভক্ষণে॥
বোধাৎপুরা মনোদোষ মাত্রাৎ ক্লিষ্টোস্যধুনা।
অশেষলোক নিন্দাচেষ্টাতো তে বোধ বৈভবং॥
বিড়্‌বরাহাদি তুল্যত্বং মাকাঙ্ক্ষীস্তদ্বিদ্‌ ভবান্‌।
সর্ব্বধীদোষ সংত্যাগাৎ লোকৈঃ পূজ্য স্বদেববৎ॥"

অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞানী বা ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া যদি যথেষ্টাচারী হইলে, তবে তোমার অশুচি ভক্ষণাদি বিষয়ে কুক্কুরাদি হইতে কিপ্রভেদ রহিল? তুমি যখন ব্রহ্মবাদী হও নাই তখন তোমার কেবল কাম ক্রোধাদি মাত্রদোষ ছিল। কিন্তু এখন বেশির ভাগ কতক গুলা অখাদ্য ভোজন জন্য তোমাকে লোকনিন্দাও সহ্য করিতে হইল। আহা তোমার জ্ঞানের কি মহিমা! হে ব্রহ্মজ্ঞানি! তুমি যথেচ্ছাচারী হইয়া গ্রাম্য বরাহাদির সাদৃশ্য প্রার্থনা করিওনা। কামক্রোধাদি দোষ ত্যাগ ও সদাচার পালন পূর্ব্বক হিন্দু সমাজে দেবতার ন্যায় পূজ্য হও।

(পাঃ দঃ দ্বৈঃ বিঃ)

অনাচারের সহিত সংযুক্ত হইলে ব্রহ্মজ্ঞানেরও আদর থাকেনা। বর্ত্তমান কালের স্থাপিত ব্রাহ্মধর্ম্ম যে ভারতবর্ষে অনাদরণীয় রহিয়াছে, অধিকাংশ ব্রাহ্মের অনাচারই তাহার হেতু। ব্রাহ্মেরা সেরূপ অনাচারী হইবেন, রাম মোহন রায়ের এমন অভিপ্রায় ছিল না; বরং তিনি ব্রাহ্মদিগের প্রতি আত্মজ্ঞানানুশীলনের সহিত শাস্ত্রবিহিত আচার ও সন্ধ্যাবন্দনাদি পালনের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আমরা পশ্চাৎ সেই সকল বিবরণ প্রদান করিব। এখন কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে কেবল ভারতীয় শৌচাচার রক্ষাদ্বারা ভারত সমাজের মুলগত ঐক্য রক্ষা হইবে। সমাজ বহির্ভুত আচার দ্বারা ভারত সমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইবে। আচার ভ্রষ্ট সম্প্রদায় ভারতীয় সুপবিত্র বিশেষতা হইতে বিচ্যুত হইয়া ক্রমে ভিন্ন সমাজে পরিণত হইয়া যাইবেন। পরিণত হইয়াও তাঁহাদের দুঃখ দুর হইবেনা। তাঁহাদের মনে সুখ থাকিবে না। ধর্ম্মে মতি থাকিবে না। তাঁহাদিগকে প্রায় বর্ষে বর্ষে অস্থির রাজ্যব্যবস্থাকর্ত্তৃক দোদুল্যমান হইতে হইবে। কখনই অভিলাষানুরূপ স্বাধীনতা পাইবেন না। এক দিকে বিজাতীয় সমাজ আধুনিকতা নিবন্ধন তাঁহাদিগকে মনে মনে ঘৃণা করিবে, অন্যদিকে বিস্তীর্ণ হিন্দুসমাজ তাঁহাদের প্রতি চিরদিনের মত শ্রদ্ধাহীন হইবে। সংক্ষেপতঃ তাঁহারা আধুনিক ও হীন—অনাহূত ও অস্পৃশ্য জাতির ন্যায় বিচরণ করিবেন।

শৌচাচার বিহীন কোন প্রকার বিদ্যা বুদ্ধি, জ্ঞান, ধর্ম্ম, সম্পৎ প্রতিপত্তি, ক্ষমতা ও পদমর্য্যাদা এই ভারত কর্ম্মক্ষেত্রে আদরণীয় নহে। পক্ষান্তরে ধর্ম্ম সম্বন্ধে শত সহস্র বৈদিক-শাখা-ভেদ এবং উপাসনা সম্বন্ধে শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি নানাবিধ সম্প্রদায় ভেদ এ ভারতে নিন্দনীয়ও নহে। কাম্য,

নিষ্কাম ও মানসযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মের মধ্যে যে পরস্পর পৃথক্ ও বিরুদ্ধ—ভাব তাহাও ভারত সমাজে দৃশ্য নহে। ক্রিয়া কর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে যে ভিন্নতা তাহাও এ সমাজে গণনীয় নহে-এ সমস্তের কিছুরই প্রতি বিশেষ আদর বা অনাদর নাই। হিন্দু ধর্ম্মরূপ অক্ষয় অশ্বত্থতরুবর অধিকারীভেদে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানী, ধার্ম্মিক, ক্ষমতাশালী, এবং ভদ্র ও ইতর সর্ব্বপ্রকার শাখা সম্প্রদায় ও সাধকগণকে আপনার বিস্তীর্ণ ছায়াতে স্থান দিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু সদাচার ও শৌচাচার ভ্রষ্ট, শাস্ত্র ও ক্রিয়াবর্জ্জিত, দেবনিন্দুক ও কুতার্কিক ব্যক্তিকে তিনি আপনার ছায়াতে কখনই গ্রহণ করিবেন না। বিধিমত প্রায়শ্চিত্তকর্ত্তার কথা স্বতন্ত্র। হিন্দুমতস্থ ইতর লোকদিগের কথাও স্বতন্ত্র।

হে ভদ্র! এমন মনে করিও না যে আমি যদি অন্তরে ভক্ত, ব্রহ্মজ্ঞানী বা সত্য ন্যায়াদিব্রত পরায়ণ সাধু থাকি তবে না হয় বাহ্য শৌচাচার, ক্রিয়াকর্ম্ম, শাস্ত্র ও বেদ পূজাদিতে শ্রদ্ধা নাই করিলাম। কেননা, লোক বেশ বুঝিতে পারিবে যে তোমার বাহ্যশৌচাচারের অভাব কেবল তোমার অভিমান, ঔচ্ছিল্য ও লোভবশতঃ ঘটিতেছে। সুতরাং এত বড় লোভী যে তুমি, তোমাকে যম নিয়ম সম্পন্ন হিন্দু সমাজ কি বলিয়া সাধু বলিবেন? তোমার সহস্র বিদ্যা বুদ্ধি, ধন সম্পত্তি, ধর্ম্মনীতি ও ব্রাহ্ম ব্যবহার থাকিলেও হিন্দু সমাজের দৃষ্টিতে তুমি অনাচারী ও নাস্তিক।

যে সকল ব্রাহ্ম হিন্দু সমাজের অন্তর্গত আছেন উপরি উক্ত হিন্দু শৌচাচার, সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়া এবং শাস্ত্রানুযায়ী আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসাধনরূপ পরমধর্ম্ম তাঁহাদিগের অবশ্য পালনীয়। তাঁহাদের মঙ্গলার্থে তাঁহাদের গুরু রামমোহন রায়ও সেরূপ উপদেশ দিয়াছেন। তাহা আমরা পশ্চাৎ প্রদর্শন করিব। এখন আমাদের এই মাত্র উপদেশ যে, ঐ সকল শাস্ত্র বিহিত আচার ব্যবহার পালন দ্বারা তাঁহাদের অন্তর শুদ্ধি হইবে, দেহশুদ্ধি হইবে, বাক্যশুদ্ধি হইবে, তাঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম শাস্ত্রীয় ব্রহ্মনিষ্ঠাও ব্রহ্মজ্ঞানে পরিণত হইবে, ভারত সমাজের ঐক্য রক্ষাও ঐক্য বর্দ্ধিত হইবে, ভারতের ও হিন্দুশাস্ত্রের সম্মান বৃদ্ধি হইবে এবং চতুর্দ্দিকে হিন্দু ধর্ম্মের জয় হইবে।

এই ভারত ক্ষেত্রে শৌচাচারই সাধুতার প্রথম লক্ষণ রূপে পরিগণিত হয়। খাদ্যাখাদ্য বিচার এবং জাতি বিচার তন্মধ্যে প্রধান। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের সেতু ভঙ্গ করিয়া ভক্ষ্য, পেয় ও জাতি বিচারে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, তাঁহাদের কথা উপস্থিত করা নিষ্ফল। তথাপি যখন দেখা যাইতেছে যে, তাঁহারা আপনারা অধঃপতিত হইয়া ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু প্রকাশ্য সভামণ্ডপে শত শত হিন্দু সন্তানকে তাঁহাদের বর্ত্মের অনুবর্ত্তী হইতে উপদেশ দিতেছেন, তখন, তাঁহাদের উপদেশে হিন্দু সন্তানগণ যাহাতে ভ্রান্ত না হন তাহার চেষ্টা করা হিন্দু সমাজরক্ষক মাত্রেরই কর্ত্তব্য। সেই সকল স্বধর্ম্মত্যাগী স্বেচ্ছাচারীগণ অনেকে যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়াছেন, সন্ধ্যাবন্দনা ত্যাগ করিয়াছেন, বিবাহাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের শাস্ত্রীয় পদ্ধতি ত্যাগ করিয়াছেন, দেবোপাসনার সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণের কন্যাকে শূদ্রপুত্রের সহিত বিবাহ দিতেছেন, ভদ্র ভদ্র বংশের বিধবা দিগের বিবাহ দিয়া তাহাদিগের পাতিব্রত্য ধর্ম্ম নষ্ট করিতেছেন, মুশলমান ও সাহেবদিগের সহিত পানভোজন করিতেছেন এবং স্ব স্ব স্ত্রীলোকদিগকে ক্রমেই পুরুষের ন্যায় স্বাধীনতা দিতেছেন এবং তাঁহাদিগকে সনাতন ধর্ম্ম বন্ধন হইতে স্বতন্ত্র করিয়া স্বেচ্ছাচারিণী করিতেছেন। এই সকল যথেষ্টাচারী গণের স্বমত পোষক বক্তৃতা ও তাহা প্রচারের উদ্দেশ্য পূর্ণ কুউপদেশে তরলমতি যুবক ও কুলবধূগণের ভয়ানক অনিষ্ট হইতে পারে। অতএব এই সময়ে তাহার সমুচিত প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য।

সম্প্রতি আর এক সম্প্রদায়ের লোক উত্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের অনেক গুলি গুণ ব্যাখ্যা করেন। তাঁহারা বলেন "ধর্ম্ম দ্বারা সচ্চরাচার যাহা বুঝা যায় তৎসম্বন্ধে "হিন্দু ধর্ম্মের সহিত "(পাশ্চাত্য) বিজ্ঞানের অসামঞ্জস্য নাই। বিশ্বাস "সম্বন্ধে হিন্দু ধর্ম্মের উদারতা সম্পূর্ণ। তুমি এক

"ঈশ্বরের উপাসনা করিবে হিন্দুধর্ম্ম তোমায়
"ক্রোড়ে লইবে। তুমি প্রতিমা পূজা করিবে,
"যেরূপ খুসী এবং যত খুসী প্রতিমা গড়িয়া
"পূজা কর, হিন্দুধর্ম্ম কখনও তোমায় বারণ
"করিবে না। হিন্দুধর্ম্ম পরিবর্ত্তনশীল, তাই
"উন্নতিশীল, তাই (পাশ্চাত্য) বিজ্ঞানের বিরোধী
"নহে, তাই ইহার স্থায়িত্ব সমন্ধে সন্দেহ নাই।"
এইরূপে তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মকে প্রশংসা করেন। কিন্তু তাহার কতিপয় দোষও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যথা—"হিন্দু ধর্ম্ম হিন্দু সমাজের সহিত অতিশয় জড়াইয়া পড়িয়াছে।" যথা "খাদ্যাখাদ্য বিচার, এই নিয়মটী কোনক্রমেই হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ নহে। এখনকার ব্রাহ্মণেরা যাহা অখাদ্য বলিয়া
"মত দিয়া থাকেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা,
"তাঁহাদের ধর্ম্মের নেতারা তাহা খাইতে কুণ্ঠিত
"হইতেন না। আর্য্যেরা যে গোমাংস পর্য্যন্ত
"ছাড়িতেন না, তাহার প্রমাণ প্রত্নতত্ত্ববিৎ
"পণ্ডিতেরা পাইয়াছেন"। (নঃ জীঃফাল্গুণ ১২৯১)
এই প্রকার ব্যক্তিরা উপরি উক্ত প্রকার যে গুণ ব্যাখ্যা করেন তাহা মৌখিক পাণ্ডিত্য মাত্র। শাস্ত্রবিহিত রূপ উপাসনা করণেচ্ছা বা শাস্ত্রীয় বিচার সে পাণ্ডিত্যের মূল নহে। কেবল স্বেচ্ছাচারেচ্ছা ও পাশ্চাত্য বুদ্ধিই তাহার জনক। তাঁহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, যে তোমরা হিন্দু ধর্ম্মের অনুমোদিত কিরূপ পূজা মনোনীত করিবে, তাহাতে তাঁহারা অবশ্যই কহিবেন "আমরা এক ঈশ্বরের পূজা করিব"। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রমতে একেশ্বরের পূজায় তাঁহারা শ্রদ্ধা করিবেন না এবং তদনুকুল ও তদঙ্গীভূত শমদমবৈরাগ্যাদি অভ্যাসেও তাঁহারা অনধিকারী। নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞানানুশীলন তো তাঁহাদের চিন্তার অতীত। অতএব তাঁহারা শাস্ত্রমতে একেশ্বরের উপাসনায় অপারক। আবার "যেরূপ খুসী ও যতখুসী প্রতিমা গড়িয়া পূজা করিতে পারি" বলিয়া দুর্গা, কালী, রাম, কৃষ্ণ, মহাদেব প্রভৃতির পরিবর্ত্তে রিপণ, কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণদাস পাল, প্রভৃতির প্রতিমা গড়িয়া করিলেও হিন্দু ধর্ম্ম হইবে না। সুতরাং হিন্দু ধর্ম্ম তাঁহাদিগকে ক্রোড়ে লইতে পারেন না। যদি বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রের প্রতি, যদি গুরু ও আচার্য্যের প্রতি, যদি শম দম বৈরাগ্য ও অলোভাদি ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া শাস্ত্র সম্মতরূপে একেশ্বরের উপাসনা করেন, যদি শাস্ত্র প্রসিদ্ধ ও শিষ্টাচারসিদ্ধ দেব দেবীগণের পূজা শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠান করেন, তবেই হিন্দুধর্ম্ম তাঁহাদিগকে ক্রোড়ে লইতে পারেন। কিন্তু একেশ্বরের উপাসনা করা বা সামাজিক হিন্দু ধর্ম্মের সেবা করা তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য নহে। সাহেবী পানভোজনই মুল উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা সত্যযুগের আর্য্যদিগের যে গোমাংস ভক্ষণ প্রথা প্রমাণ করিয়াছেন, বোধ হয় সেই প্রথাকে পুনঃপ্রবর্ত্তিত করাই তাঁহাদের ইচ্ছা। গোমেধাদি যজ্ঞের নিমিত্তে নহে, কেননা কলিযুগে সেরূপ যজ্ঞ শাস্ত্রদ্বারা রহিত হওয়ায় তাঁহাদের সুবিধাই হইয়াছে। কেবল বিজাতীয় লোভরূপ ইন্ধন প্রজ্বলিত জঠর যজ্ঞহুতাশনে হিন্দুর অখাদ্য সেইরূপ মাংসাদি আহুতি প্রদান করাই তাঁহাদের কামনা। এইরূপ লোভী ব্যক্তিরা হিন্দুধর্ম্মের অনুমোদিত একেশ্বরের উপাসনার অধিকারী কিনা হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞগণ তাহার বিচার করিবেন।

এই বর্ত্তমান কালের বিলাতি বিদ্যা বিশারদ যুবা গণ অতিশয় সাহেবানুকারী হইয়াছেন এক দিকে সাহেবী বিদ্যা অনেককে নিরাপদ ভারত ধর্ম্মক্ষেত্র হইতে প্রবৃত্তি তরঙ্গরঞ্জিত খরতর বিজাতীয় স্রোতে নিক্ষেপ করিতেছে; অন্যদিকে কর্ণেল অলকটের উপদেশে মোহিত হইয়া বিস্তর যুবা হবিষ্যাশী হইয়াছেন। ইতরলোক যেমন তাহাদের নিজের গ্রাম্য মণ্ডল দ্বারা চালিত হয়— ভদ্রলোকের উপদেশ উপাদেয় হইলেও গ্রহণ করে না, আমাদের পাশ্চাত্য-বিদ্যাব্যুৎপন্ন যুবাগণ সেইরূপ স্বীয় স্বীয় শিক্ষিত বিদ্যার শিক্ষক জাতি দ্বারা ইতস্ততঃ বিঘূর্ণিত হইতেছেন,—পরমকল্যাণকামী মাতা, পিতা, গুরু, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত প্রভৃতির

উপদেশ অগ্রাহ্য করিতেছেন এবং আপনারাও সাধারণ লোকের ন্যায় বুদ্ধিহারা হইয়া পর কর্ত্তৃক চালিত হইতেছেন।

এই প্রকার ব্যক্তিদিগের দোষে অনেকে পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রতি ভীতভাবে দৃষ্টি করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে অনুপায়। পাশ্চাত্য বিদ্যা আমাদিগকে বাস্তু শূন্য করিয়াছে, আমাদিগের ধনকে পরহস্তগত করিয়াছে, আমাদের আত্মীয় কুটুম্বকে পর করিয়াছে, অথচ তাহা উপার্জ্জিত না হইলে সামান্য উদরান্ন হওয়াও কঠিন। কিন্তু তাহার দ্বারা আমাদের আচার ব্যবহার ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই নষ্ট হইতে চলিল। যে গৃহে ইংরাজি বিদ্যা প্রবেশ করিয়াছে সেই স্থানেই আগুণ লাগিয়াছে। কোন স্থানেই গার্হস্থ্য সুখ দৃষ্ট হয় না। যে বিদ্যা দ্বারা ভারতসন্তান দিগের প্রকৃতি এতদূর বিকৃত হয়, তাহার আলোচনা, যত না হয়, ততই মঙ্গল। ফলে আমাদের এত আক্ষেপের প্রয়োজন কি? হিন্দু সন্তানেরা যদি একটু ধীর হইয়া চলেন, "নির্ব্বোধ লোকেরা অবশ হইয়া রাজার আচরণের অনুবর্ত্তী হয়" এই স্বভাবকে যদি ধীরভাবে ধ্যান পূর্ব্বক বীরের ন্যায় অতিক্রম করিতে চেষ্টা করেন, যদি ভারতীয় ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন, তবে কেনই বা তাঁহারা বিজাতীয় প্রভাব কর্ত্তৃক মোহিত হইবেন-কেনই বা স্বধর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক পরের দ্বারস্থ হইবেন? কলিকাতা নগরীতে এবং বঙ্গ, বারেন্দ্র, বেহার ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের বিস্তর প্রধান প্রধান নগরে ইউরোপীয় বিদ্যায় সুপণ্ডিত অনেক মহারাজা, রাজা, জমীদার, রাজকর্ম্মচারী ও অপরাপর ভদ্র সন্তান আছেন, যাঁহারা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কর্ম্ম এবং হিন্দুরীত্যনুসারে আহার ব্যবহার ও অন্যান্য শৌচাচার পালন দ্বারা ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা অগাধ জলের মৎস্য, সামান্য তরঙ্গে তাঁহাদিগকে বিচালিত করিতে পারে না। কিন্তু আমাদের সফরী ভ্রাতারা ভাসিয়া চলিলেন। তাঁহাদের সেই অত্যাচার স্রোত যে প্রকার বেগে বহিতেছে এবং ইরাজী বিদ্যা ও ইংরাজী সভ্যতা তাহাতে যেরূপ অনুকুল বায়ু যোগাইতেছে তাহা নিবারণ করা সুদুরপরাহত। যাঁহারা তাহাতে ভাসিয়া চলিলেন তাঁহাদের ফিরান প্রায় অসম্ভব। তবে যাঁহারা এখনও তাহাতে পতিত হন নাই—ব্রাহ্মই হউন—হিন্দুই হউন—আর কৃত বিদ্য নব্যই হউন, তাঁহাদের চির মঙ্গল কামনায় এ অকিঞ্চন এই মাত্র অনুরোধ করিতেছে যে তাঁহারা একবার চক্ষু খুলিয়া যথার্থ হিন্দু দৃষ্টিতে ভক্তিপূর্ব্বক শাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহণ করুন, তাহা হইলে আর্য্য ব্রহ্মজ্ঞান ও ক্রিয়া কলাপের প্রতি দ্বেষকরা দূরে থাকুক, বরং তাহাতে সত্বরেই নিষ্ঠা জন্মিবেক। নিষ্ঠা জন্মিলেই তাহার সর্ব্ব ভাগেই অন্তর্যামী, বিধাতা ও অধমতারণ রূপে পরমেশ্বরের দর্শন পাইবেন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্ব স্ব অনাচার সকল তিরোহিত হইয়া শরীর ও মনে শুভপ্রদ শৌচাচার ও তজ্জনিত পরম সংযম আসিয়া আশ্রয় করিবে। সংযমগুণে আয়ুরারোগ্য, বলবীর্য্য, চিত্ত স্থৈর্য্য, মানসিক সুখ, আন্তরিক পবিত্রতা এবং আত্মজ্ঞানে মতি সমুৎপন্ন হইবেক।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

হাঁসি।

আহা কি মধুর কথা! কি অমৃতের লহরী অক্ষরে ২ উথলিয়া উঠিতেছে! কি স্বর্গের সৌন্দর্য্য প্রত্যেক উচ্চারণে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। এমন অমিয় রসপোরা মুখভরা মোহন ভাষা কে সৃজিল? এমন সাধের সামগ্রী জগতে কে আনিল? যাহার নামের এত সৌন্দর্য্য, যাহাকে আশ্রয় করিয়া ভাষার এত গরিমা, না জানি সে জিনিষের কত মহিমা, কত মনোহারিত্ব! সোনার আবরণে যে বস্তু লুকান থাকে, দেবতার রত্ন মন্দিরে যে জিনিষ সাজান থাকে, না জানি তাহার কত মূল্য, কত আদর। হাঁসি সেই অমূল্য আদরের বস্তু। দুঃখ বহ্নির অবসানে শান্তির সুবাতাস যে স্থানে লীলা করে তাহাই হাসির অমর নিকেতন। হাঁসি না থাকিলে সংসার ছারখারে যাইত। এ নিদারুণ মরুভূমে হাঁসিই অমৃত বল্লরী, এ ভীষণ প্রেতভূমে হাঁসিই জ্বলন্ত জীবনী শক্তি, এ দারুণ নিরুৎসব মন্দিরে হাঁসিই অপূর্ব্ব প্রতিভা, এ নীরস বিশুষ্ক সাগরে হাঁসিই রস ভাণ্ডার।

হাঁসির শ্বেত মূর্ত্তি যে গৃহে যে পরিবারে বিরাজ করেনা, সে তো অলক্ষ্মীর গুপ্ত ভাণ্ডার। সেথায় মা লক্ষ্মীর পদধূলি পড়েনা। নিরাশার প্রেতমূর্ত্তি সে আবাসে নাচিয়া বেড়ায়। সেথায় রোদনের দাবানলে দেবতার কৃপাবারিও শুকাইয়া যায়। তাই বলি হাঁসির মাহাত্ম্য অনন্ত।

বসন্তের ফুটন্ত গোলাপ ফুলে, শরতের পূর্ণ শশাঙ্কে, মধুকরের মধুচক্রে, যে সৌরভ, যে শোভা, যে আস্বাদ নাই, হাঁসির বিরাট্ কলেবরে তাহা সবই আছে। দেবতার নন্দন কাননে যে শোভা নাই, অপ্সরার কল কণ্ঠে যে উন্মত্ততা নাই, শিশুটীর কচিমুখের আধ ২ হাঁসিতে তাহা আছে। প্রভাতের শীতবায়ুর মৃদুস্পর্শে যে আমোদ নাই, সুরধুনীর রজত বক্ষে আলুলায়িত হিল্লোলের যে সুষমা নাই, পতিপ্রাণা সতীর পবিত্র হাঁসিতে তাহা আছে। প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডারেও যে কমনীয়তা নাই, সদানন্দ সাধুপুরুষের প্রাণভরা,—গালভরা,—বুকভরা হাঁসিতে তাহা নিত্য বিদ্যমান। তাই বলি হাঁসি সংসারের ফল নহে। অমর ধামের সমগ্র মোহিনী শক্তি মথিত করিয়া বিধাতা এ চারু মুক্তাবলী আমাদের কোষাগারে ন্যস্ত করিয়াছেন। আমরা বড় অপাত্র, অপদার্থ, তাই এমন পরম ধনে হেলায় হারাইতে বসিয়াছি। তাই শ্মশানের মর্ম্মভেদী চীৎকার দিন ২ বাড়িতেছে। তাই বিষাদের বিষম কালিমায়, নিরানন্দের অভেদ্য আবরণে বসুধা দিন ২ আঁধারে ডুবিয়া যাইতেছে। সুবর্ণের সাজ বানরকে পরাইলে সে তাহার মর্ম্ম কিছু বুঝেনা। জহুরী বিনা হীরককে কেহই চিনিতে পারেনা। তাই সংসারের হতভাগ্য মানব এ বিধাতৃ দত্ত পরম ধনের মর্ম্মতত্ত্ব কিছু বুঝিলনা। অপথে কুপথে তাহার অপব্যয় করিতেছে। দুরানন্দে মজিয়া ভূতগ্রস্ত হইয়া বিকৃত হাঁসি হাঁসিতেছে। হাঁসির সুঠাম সুন্দর ছায়াকে কালীর রেখায় অঙ্কিত করিতেছে। পূজার কুসুম বিষ্ঠাকুণ্ডে ডুবাইতেছে। দেবতার রত্নমালা নারকীর গলদেশে পরাইতেছে। অমৃত ভাণ্ডারে বিষের বটিকা বোঝাই করিতেছে।

হায়! কেন এমন হলো? সিতপক্ষের শারদীয় শুভ্র চন্দ্রমায় কেন এমন কলঙ্কের দাগ পড়িল। পাকা সোনায় কেমনে এত খাদ মিশিল? স্বর্গীয় হাঁসির শ্বেত মুখে সংসারের অপবিত্রতাময় আঁধার কেন এত মিশিল? কেন একজনের হাঁসিতে এক জনের প্রাণ নাচিয়া উঠে—হৃদয় মাতিয়া উঠে—আনন্দে গলিয়া যায়? আবার কেন একজনের হাঁসিতে অপরের মাথা জ্বলিয়া যায়, মরমের পরতে ২ বিষ ঢালিয়া দেয়। হায়! কেন এমন বিপর্য্যয় ঘটিল? এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? নির্জ্জনে কত চিন্তা করি, কিছুরই ঠিকানা পাই না। যতই ভাবিতে যাই, ততই যেন আকাশে ডুবিয়া যাই, দিশাহারা—আত্মহারা—পাগল হইয়া যাই। তাই ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করি, "কেন এমন হলো"।

দেখ আকাশের চাঁদ আকাশে আপনি উঠে, আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া—আপনার আনন্দে আপনি গদগদ হইয়া সে কত হাঁসি হাঁসে, কেহই তাহাকে হাঁসিতে বলেনা, তবুও সে হাঁসে। তাহার হাঁসিতে আকাশ ভাসিয়া যায়, দিগন্ত পুরিয়া যায়, সে হাঁসির ধারা চকোরে আশ মিটাইয়া পান করিয়াও ফুরাইতে পারেনা। আহা! কেমন চমৎকার হাঁসি! কি জানি সে হাঁসির কেমন মাধুরী! সে হাঁসি দেখিয়া আমরাও হাঁসিয়া ফেলি। সে আমাদিগকে হাঁসিতে বলেনা, অথচ আমাদের প্রাণ, মন, আত্মা সে হাঁসি দেখিয়া পুলকে না হাঁসিয়া থাকিতে পারেনা। আবার সে হাঁসির সঙ্গে ২ থরে ২ কত প্রাণীর অন্তরাত্মাও আনন্দে আকুল হইয়া হাঁসিয়া উঠে। কেমন অনন্তের লীলা! এক জনের হাঁসি জগতে একটি বিরাট হাঁসির সৃষ্টি করিল, জড় জগৎ ও প্রাণি জগৎ উভয়কেই মাতাইল। ধন্য বাহাদুরী! আমরি মরি, কেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হাঁসি! আবার ঐ দেখ গিরিবালা বিপুল কায়া বিস্তার করিয়া হাঁসিতে ২ গড়াইয়া পড়িতেছে। ভাগীরথী সাগরে মিশিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে ঢলিয়া পড়িতেছে। দিগঙ্গনা আকাশের সাথে মিশিয়া নিথরে চুপে ২, প্রাণের হাঁসি হাঁসিতে ২ এলাইয়া পড়িতেছে। প্রকৃতির অনন্ত রাজ্যে সকলেরই মুখে অতুল হাঁসি। কেবল মানুষেরই মুখে বিষাদের কালিমা, জ্বালা যন্ত্রণার গভীর রেখা। যেটুকুও বা হাঁসি জোনাকি পোকার মত দুখের নিশীথে ক্ষণে ২ চমকিতেছে, তাহাও ক্ষণপ্রভার মত অচিরেই অন্ধকারে বিলয় পাইতেছে। আবার তাহাতে তেমন মধুও ক্ষরিয়া পড়েনা, তেমন সুমিষ্ট উদারতাটুকুও ঝরেনা। ঝরিবেই বা কোথা হইতে? সে হাঁসি যে প্রাণের ভিতর হইতে বাহির হয় না, তাহার পরতে ২ পাপময় বিকৃতির ছাপ লাগিয়া যায়। তাই সে হাঁসিতে তেমন ব্যাপকতা তেমন পবিত্রতা, স্ফূর্ত্তি পায় না। তাই সে হাঁসিতে সকলের মন মোহেনা।

বড় দুঃখেরকথা, সামান্য জড় পদার্থ আজি চেতনেরও মাথা হেঁট করাইল। নিস্পন্দ জড়শক্তি আজি তীব্র চিতিশক্তির ঘাড়ে চড়িয়া বসিল। পদরেণু আজি

শিরোভূষণ হইয়া দাঁড়াইল। এ আক্ষেপ কোথায় রাখিব? মানুষ জড়ের মত হাঁসিতে পারিলনা! তাহার হাঁসি, সরলতা—পবিত্রতা ছড়াইতে২ প্রত্যেক হৃদয়কে মাতাইতে পারিলনা। ধিক্কার মানুষের জ্ঞান গর্ব্বকে! ধিক্কার মানুষের বুদ্ধি বিদ্যাকে! মানুষের সমস্ত সম্পত্তি গঙ্গার জলে ভাসিয়া যাউক. তাহার উন্নত আশা শিলাতলে নিষ্পিষ্ট হউক।

ভাই! চিরকালটাই কি শোকে দুঃখে কাটাইবে? চিরকালটাই কি ভবঘুরে সাজিয়া ভবের বাজারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিবে? আসিবার সময় কাঁদিতে২ সংসারের নুতনযাত্রী হইলে। * যাইবার সময়েও কি কাঁদতে কাঁদিতেই যাইতে হইবে? চিনির বলদের মত কেবল সংসারের বোঝা বহিয়াই মরিলে? চিনির স্বাদটুকু পাইলেনা. একি কম দুঃখ? একবার হাঁসত ভাই! প্রাণ. মন খুলিয়া একবার আনন্দের হাঁসি হাঁসত ভাই, সংসারের পরপারে দাঁড়াইয়া একবার ভাই হাঁস! মূলাধারে প্রাণারামের প্রাণভরা হাঁসি মুখ দেখিয়া পুলকে একটি বার হাঁস। সে হাঁসি দেখিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হাঁসিয়া উঠুক। প্রত্যেক পরমাণু হাঁসিয়া উঠুক। পাতায় ২ লতায় ২ সে হাঁসির সুধা ক্ষরিয়া পড়ুক। তবেই প্রয়াণকালেও সকলকে হাঁসাইয়া নিজেও হাঁসিতে ২ নিজ নিকেতনে যাইতে পারিবে।

ভাই হাঁসি! কতকাল হইল, আমরা তোমার সাদা মুখের বিচিত্র চিত্র ভুলিয়া গিয়াছি। পরপদতাড়নে আমাদের প্রাণ. মন. আত্মা সকলই বিষাদে ধঁসিয়া গিয়াছে। তোমার ব্যাপক পবিত্র ক্রোড়ে আমাদিগকে টানিয়া লও। আঁধারের ছায়া মুছাইয়া আমাদের বদনে তোমার বিশাল শ্বেত মূর্ত্তির বিকাশ করিয়া দাও। তোমার প্রসাদে আমাদের ঘরে ২ আনন্দের ভেরী পুনরায় বাজিয়া উঠুক।

শ্রীভূদেব কবিরত্ন।

সাধু তুকারাম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নানা বিঘ্ন বিপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, তুকারাম এখন মনের আনন্দে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হইলে, সুবর্ণ উজ্জ্বল প্রভা ধারণ করে, তুকারাম সেইরূপ এই ঘোর পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, অপূর্ব্ব দীপ্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভগবানে দৃঢ় ভক্তি ও সাধুতা আপামর সাধারণকে. চারিদিক হইতে, তাঁহার প্রতি আকর্ষণ করিতে লাগিল। মহারাষ্ট্র রাজ্যের স্থাপয়িতা সুবিখ্যাত শিবজী, তুকারামের সমসাময়িক ছিলেন। শিবজীর ভগবানে অচলা ভক্তি ছিল। তিনি সাধু রামদাসের অনুগত শিষ্য ছিলেন। তুকারামের ধর্ম্ম জীবনের বৃত্তান্ত শিবজীর কর্ণগোচর হইল। তিনি তাঁহাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন। বিনম্র ভাবে, তাঁহাকে এক খানি নিমন্ত্রণ পত্র লিখিলেন এবং তাঁহাকে আনিবার জন্য, অশ্ব, ভৃত্য ও রাজ ছত্র পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু তুকারাম রাজ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না। রাজার আহ্বান উপেক্ষা করিবার কারণ, কএকটী অভঙ্গতে বিবৃত করিলেন। অভঙ্গ কএকটীর মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল।

অশ্ব, রাজ ছত্র প্রভৃতি আমার পক্ষে শুভকর নহে। হে পাণ্ডারিনাথ! কেন তুমি আমাকে এই সকলে আবদ্ধ কর। মান, সম্ভ্রম ও ঐশ্বর্য্য আমার নিকট শূকরের বিষ্ঠার সমান। হে ভগবন! শীঘ্র আসিয়া আমাকে রক্ষা কর।

আমি যাহা প্রার্থনা করিনা তাহাই তুমি আমাকে প্রদান কর। কেন তুমি আমাকে দারুণ পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছ! আমার বাসনা এই যে নিঃসঙ্গ হইয়া পৃথিবী হইতে দূরে থাকি, নির্জনতার সুখ সম্ভোগ করি, মৌনী হইয়া থাকি এবং মনুষ্য সমাজ, ঐশ্বর্য্য এবং নরদেহকে বমনোদ্গীর্ণ খাদ্যের ন্যায় জ্ঞান করি। কিন্তু, হে পাণ্ডারিনাথ! আমার ইচ্ছায় কি হইতে পারে? সকলি তোমার অধীন।

ব্রহ্মা এই বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন এবং ইহাকে তাঁহার কৌশল ও ক্রীড়ার রঙ্গভুমি করিয়াছেন। হে রাজন্! তোমার পত্র মধ্যে তোমার অমায়িকতা দেখিতে পাইতেছি। এতদ্দারা বোধ হইতেছে যে, তুমি চতুর, জ্ঞান, ও ভক্তিতে সুদৃঢ় এবং তোমার অন্তঃকরণ তোমার গুরুদেবের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত। শিবজী নামটি তোমার প্রতি যথার্থ রূপে প্রয়োগ হইয়াছে, যে হেতু তুমি

* তুমিই কইয়াই বালক কাঁদিয়া উঠে।

সকলের রাজা এবং তাহাদের ইষ্টানিষ্টের বিধাতা।

কর্ম্ম, কৃচ্ছ্র সাধন, তপস্যা এবং সমাধিতে ক্রমে ২ অধিরোহণ করিয়া তুমি আপনাকে আপনি স্বাধীন করিয়াছ। তোমার পত্র খানিতে তুমি প্রকাশ করিয়াছ যে আমাকে দেখিবার জন্য তুমি সমুৎসুক হইয়াছ। কিন্তু, হে রাজন! ইহার প্রত্যুত্তরে আমি যাহা লিখিতেছি তাহা শ্রবণ কর—আমি বনবাসী, বাসনা বর্জ্জিত হইয়া চারি দিক ভ্রমণ করি, আমার দৃশ্য বিকট ও অতৃপ্তিজনক। বস্ত্র অভাবে আমার শরীর অপরিষ্কার হইয়াছে। ফল মূল আহার করিয়া তাহা বল হীন হইয়াছে এবং আমার ক্ষীণ হস্ত পদ ভয়ানকদৃশ্য ধারণ করিয়াছে। অতএব আমাকে দেখিয়া তোমার কি আনন্দ উদ্ভব হইতে পারে? আমার পারিবারিক প্রার্থনা এই—"আমাকে দেখিবার ইচ্ছা করিবেনা।"

আমি যে এত বিনম্র ভাবে বলিতেছি, ইহা তোমার প্রতি সেই মহান্ পুরুষের অনুগ্রহ বিবেচনা করিবে, তিনি সকলের অন্তরে বিরাজ করিতেছেন। বিবেচনা কর যে আমার ন্যায় ব্যক্তি গণ যাঁহারা পাণ্ডুরঙে আত্ম সমার্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে দীন ও দয়ার পাত্র নহেন। পাণ্ডুরং আমাদের প্রতিপালক, পাণ্ডুরং আমাদের রক্ষক। তাঁহার সমক্ষে কে দণ্ডায়মান হইতে পারে? তোমার নিকট আমার কি কিছু প্রার্থনীয় আছে যে তোমাকে দেখিতে যাইব? আমি ঐহিক বাসনা হইতে একেবারে বর্জ্জিত। বাসনাদেশ ত্যাগ করাতে, বাসনা হীন তানুক আমাকে ব্রহ্মত্ব স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। যেমন সাধ্বী রমণীর একান্ত ইচ্ছা তাহার স্বামীকে দর্শন করে, বিঠল দেবকে দর্শন করিবার জন্য আমার ও সেই প্রকার ইচ্ছা। সমুদায় বিশ্বে আমি বিঠলদেব ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। এবং তাঁহাতে তোমাকেও দেখিতেছি। আমি তোমাকে বিঠলের স্বরূপ জ্ঞান করিয়াছিলাম, কিন্তু, এই পত্র খানি ব্যবধান হইয়া তৎপক্ষে ব্যাঘাৎ জন্মাইয়া দিল। তুমি সদ্গুরু রামদাসের প্রিয় শিষ্য। তাঁহাতে মন প্রাণ সংযোজিত কর, কদাচ তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইও না। যদ্যপি তোমার মন ভ্রাম্যমান হইয়া অন্যান্য লোকের নিকট ধাবমান হয়, তাহা হইলে তুমি কি প্রকারে রামদাসের ভক্ত হইতে পারিবে? হে জ্ঞানসাগর! ভক্ত গণের পক্ষে ভক্তিই মুক্তির পথ।

হে রাজন্! তোমার নিকটে গমন করিয়া আমার কি লাভ হইবে? ইহা দ্বারা আমার কেবল বৃথা পথ ক্লেশ হইবে। যদ্যপি আমার খাদ্য দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, ভিক্ষা বৃত্তি আমার সমক্ষে প্রশস্ত পথ রহিয়াছে। আমার যদি বস্ত্রের প্রয়োজন হয়, পথে পতিত ছিন্ন বস্ত্র আমার অভাব পূর্ণ করিবে। নিদ্রার জন্য, প্রস্তর আমার উৎকৃষ্ট শয্যা, আর আকাশ আমার গাত্র আবরণের বস্ত্র স্বরূপ। আমার যখন এ প্রকার ভাব, তখন আমি অপরের নিকট কি কোন প্রত্যাশা করি? বাসনা জীবনকে নষ্ট করে মাত্র। যাহারা সম্ভ্রম লাভ করিতে ইচ্ছা করে তাহারাই রাজ প্রাসাদে যাইতে যত্নবান হয়। কিন্তু, আমি জিজ্ঞাসা করি সেখানে কি শান্তি তিষ্ঠিতে পারে? রাজ প্রাসাদে ধনী লোকই আদৃত হয়। তথায় দীন ব্যক্তি দিগকে কে লক্ষ্য করে? আমার সম্বন্ধে, আমি এই বলিতে পারি যে, যখন আমি উৎকৃষ্ট বসন ও ভূষণে আচ্ছাদিত কোন ধনী ব্যক্তিকে দর্শন করি, আমি মৃতপ্রায় হই। হে রাজন্! আমার এ কথা গুলি শ্রবণ করিয়া যদ্যপি তুমি আমার প্রতি বীতরাগ হও, তাহাতে আমার কি ক্ষতি? যে হেতু, ভগবান আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। আমি তোমাকে একটী আশ্চর্য্য কথা বলিতেছি যে ভিক্ষা বৃত্তি ভিন্ন আর কিছুতেই প্রকৃত সুখ পাওয়া যায় না। যে সকল উত্তম ও মহৎ ব্যক্তি পার্থিব সুখে জলাঞ্জলি দিয়া তপস্যা ও কৃচ্ছ্র সাধন করে, তাহাদের মধ্যে তত দিন নীচতা প্রকাশ পায় যত দিন তাঁহারা বাসনার বশীভূত থাকে। তাই বলি, হে ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণ! তোমরা কেবল পার্থিব মর্য্যাদার প্রয়াসী, কিন্তু, যাঁহারা ঈশ্বরের সেবক, তাঁহাদের ন্যায় ভাগ্যবান্ কে?

হে রাজন্! এখন এই ব্রতটী অবলম্বন কর, যাহা উত্তম তাহা কখন অবজ্ঞা করিওনা। কখন এমন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিওনা, যাহা তোমাকে পাপের দিকে লইয়া যায়। তোমার কর্ম্মচারীদের মধ্যে যাহারা চাটুকার ও কুকর্ম্মে রত তাহাদের পরামর্শ কদাচ গ্রহণ করিওনা। কাহারা তোমার রাজ্যের প্রকৃত হিতৈষী তাহা স্বয়ং বিচার করিয়া স্থির কর। তোমাকে বলা বাহুল্য যে, তুমি সর্ব্বদা সহায়হীন ব্যক্তি গণকে সাহায্য করিবে। তুমি এই মত কার্য্য করিতেছ শুনিয়া আমি আহ্লাদিত হইব। তোমাকে দেখিবার প্রয়োজন নাই। জীবন প্রবাহ দ্রুত বেগে যাইতেছে। অতএব এই সার কথা অবগত হও যে ঈশ্বর সকল পদার্থে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। সেই সর্ব্ব ভূতাত্মাকে কখন বিস্মৃত হইওনা। হে রাজন্! তোমার জীবন ধন্য, যে হেতু তোমার যশঃ ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। হে মন্ত্রীগণ! তোমাদের প্রতি আমার এখন এই অনুরোধ যে, তোমরা রাজাকে সৎপরামর্শ প্রদান কর। প্রতিনিধি! তুমি মর্য্যাদা সংরক্ষণে চতুর এবং সকল পুণ্য কর্ম্মের কোষাগার স্বরূপ। মজুমদার! তুমি লিপিচতুর, আমার এই পত্র খানির মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম কর। জ্ঞানের ভাণ্ডার, পণ্ডিত আর্য্য এবং আর ২ মন্ত্রীগণকে আমি নতশীর হইয়া নমস্কার করিতেছি। আমার পত্রের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম কর, তাহা মনোমধ্যে আলোচনা কর এবং রাজার সমক্ষে তাহা ব্যাখ্যা কর। আমি এই পত্রের মধ্যে রাজার প্রতি ভালবাসা জানাইয়াছি, তাঁহাকে সৎপরামর্শ দিয়াছি। এবং আমার অভিপ্রায় পরিষ্কার করিয়া লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছি। আমি এই পত্রে যাঁহা লিখিয়াছি, তাহাই যেন রাজার গোচর করান হয়। ইহার কোন অংশ যেন গোপন করা না হয়। তোমরা যদি ভয় ক্রমে ইহার প্রকৃত মর্ম্ম রাজার সমক্ষে প্রকাশ না কর, তাহা হইলে তোমাদের পক্ষে বড় অনিষ্ট হইবে। তাই নতশীর হইয়া বলিতেছি আমার পত্র খানির প্রকৃত মর্ম্ম রাজার গোচর করাও॥

শিবজী চমৎকৃত হইলেন। তিনি আপনার পরাক্রম প্রভাবে মহারাষ্ট্র অঞ্চলের অধীশ্বর হইয়াছেন। চারিদিকে তাঁহার রাজ্য বিস্তার হইয়াছে-পত পত শব্দে পতাকা সকল উড্ডীয়মান হইয়া তাঁহার বিজয় বার্ত্তা সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেছে, কত কত তিলকধারী রাজা তাঁহার সমক্ষে নতশীর হইয়া আছে। এমন্ সময়ে, নির্ভিক চিত্তে কে তাঁহাকে সদুপদেশ প্রদান করিতে সাহস পায়? কিন্তু, ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ সাধু ব্যক্তি কি কোন পার্থিব সম্রাটকে লক্ষ্য করেন? রাজার রাজা বিঠোবা দেবের আশ্রয়ে যিনি অবস্থিতি করেন, তাঁহার আর কাহাকে ভয়? এই জন্যই সাধু তুকারাম এ প্রকার স্বাধীন ভাবে শিবজীকে সম্বোধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ও রাজ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে সাহস পাইয়াছিলেন। শিবজীর মন অতি উদার ও ধর্ম্মপ্রবণ ছিল। তুকারামের উপদেশ গুলি তাঁহার এত ভাল বলিয়া বোধ হইল যে, সেই সাধু উপদেষ্টাকে দর্শন না করিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। তুকারাম, এ সময়ে লোহাগাভা নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শিবজী, মণি, মুক্তা ও নানা প্রকার মূল্যবান দ্রব্য লইয়া তুকারামের নিকট গমন করিলেন। সাধু চরণে নতশীর হইয়া প্রণাম করতঃ এই সমস্ত দ্রব্য উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিলেন। তুকারাম ঘৃণার সহিত এ সকল দ্রব্য অগ্রাহ্য করিলেন কিন্তু রাজাকে নানা প্রকার সদুপদেশ প্রদান করিলেন। তুকারামের চরিত্র লেখক মহিপতি এক স্থলে বলিয়াছেন যে তুকারামের জীবনের ভাব ও কার্য্য প্রণালী দেখিয়া শিবজী এতদূর পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন যে, তিনি রাজ কার্য্য ত্যাগ করত বিজন বনে গমন পূর্ব্বক ঈশ্বরের আরাধনায় দিনপাত করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, শিবজীর জননী জিজা বাইয়ের অনুরোধে, তুকারাম রাজাকে অনেক বুঝাইয়া তাঁহার ভাব পরিবর্ত্তন করেন। কিন্তু তুকারামের কোন অভঙ্গতে এ বিষয়ের উল্লেখ নাই। ইহা যথার্থ বটে যে, আত্মীয় বিয়োগ জনিত শোক ও সাংসারিক ক্লেশ প্রথম

করিয়াছিল কিন্তু এখন যে তিনি প্রকৃত বৈরাগী হইয়াছেন তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই। ভোগ ইচ্ছা থাকিলে তুকারাম রাজ প্রসাদ লাভ করতঃ পরম সুখে দিনযাপন করিতে পারিতেন। এমন কি, রাজ সভাসদ গণের অগ্রণী হইয়া সম্ভ্রমের উচ্চ চূড়ার আরোহণ করিতে সক্ষম হইতেন। কিন্তু, ঈশ্বরের প্রসাদ ভোগ করিয়া যিনি পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট কি রাজ প্রসাদের কোন আকর্ষণ থাকিতে পারে?

ক্রমশঃ।

দুর্গোৎসব ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

গত কার্ত্তিক পূর্ণিমার ধর্ম্ম প্রচারকে যে শীর্ষোক্ত প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছিল, পৌষ মাসের "তত্ত্ব-বোধিনী" স্বমত সমর্থনার্থ তাহার একটি সুদীর্ঘ প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। "মূর্ত্তিপূজা লইয়াই তত্ত্ববোধিনীর বিষম বিরোধ। লিখিয়াছেন "অমূর্ত্তের রূপ নাই, সুতরাং রূপে বা মূর্ত্তিতে তাঁহাকে দেখা প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা হইতে পারেনা" কিন্তু আমরা বলি, রূপে, নামে, ভাবে, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, ভিতরে, বাহিরে, অগ্রে, পশ্চাতে, বামে, দক্ষিণে, নিম্নে, ঊর্দ্ধে. যথা তথা সর্ব্বথা তাঁহাকে দেখাই প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা। ব্রহ্মোপাসনা বলিলেই সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা বুঝিতে হইবে, ইহা আর্য্য শাস্ত্রের চিরন্তন সিদ্ধান্ত। "নেদং যদিদমুপাসতে" কেনোপনিষদুক্ত এই মন্ত্রাংশ টুকু উদ্ধৃত করিবার সময় তত্ত্ববোধিনী কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই তাঁহার মনের গোল মিটিয়া যাইত। উক্ত উপনিষদের চতুর্থ হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত শ্লোক পাঁচটি নিগুর্ণ ব্রহ্ম প্রতিপাদক। "নেদং যদিদমুপাসতে" "নাম রূপে যাহা উপাসনা কর, তাহা ব্রহ্ম নহে" তত্ত্ববোধিনী এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আর্য্যাচার্য্য গণ বলেন "ইহা ব্রহ্ম (নিগুর্ণ) নহে, যাহাকে লোকে **উপাসনা** করে। অর্থাৎ নিগুর্ণ ব্রহ্ম "উপাসনার" বিষয় নহে। তিনি অনির্ব্বচনীয়, মনোবুদ্ধির অগোচর এবং ইন্দ্রিয় গণের বহির্ভূত। হস্তপদাদি বিশিষ্ট জড় পিণ্ডই কেবল প্রতিমা নহে, মনোবুদ্ধির গম্য, জ্ঞানের ও ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ীভূত রূপ, নাম বা ভাব, যাহারই তুমি উপসনা কর, তাহাই "প্রতিমা"। এই প্রতিমা পূজা অনাদি কাল হইতে জগতে প্রচলিত। কঠোর তপস্যা দ্বারা মনের বিনাশ (মনোলয়) সাধন করিতে না পারিলে এই মুর্ত্তি-পূজার হস্ত হইতে কাহারও এড়াইবার যো নাই। ইহাতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি কাহারও হাত নাই। আদিত্যের জ্যোতির মধ্যে ব্রহ্মদর্শন করা, আর ত্রিনয়না দশ ভুজার মৃন্ময়ী প্রতিমাতে ত্রিকাল দর্শিনী দশদিগ্ ব্যাপিনী অনন্ত ব্রহ্ম রূপিনীকে দর্শন করা একই কথা। উভয়ই সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা উভয়ই প্রতিমা-পূজা। প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, রামায়ণ ও কালিকা পুরাণে কিছু মাত্র "প্রাণ গত বিরোধ" নাই, কেবল কিঞ্চিদ্ বিভিন্নতা আছে মাত্র।

তত্ত্ববোধিনী বলিয়াছেন যে উপনিষদ্ উপাসনা-কাণ্ডের চরম সীমা এবং পুরাণ ও তন্ত্র উপাসনা কাণ্ডের অবনতির ফল। আমরা বলি উপনিষদ্ উপাসনা কাণ্ডের ঊর্দ্ধ সীমা এবং পুরাণ ও তন্ত্র উপসনার বিস্তার ও বিকাশ। বেদ বেদান্তে যাহা বীজভূত ছিল, পুরাণ ও তন্ত্রে তাহাই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র।

পশ্চিমোত্তর দেশাদির হিন্দু অধিবাসি গণ প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত স্থান বিশেষে বা মন্দির বিশেষে গিয়া যে মূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকেন ও বঙ্গবাসি গণ গৃহে প্রতিমা গঠন পূর্ব্বক যে মুর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকেন, পৌত্তলিকতার সংস্কারে এই উভয় মধ্যে তত্ত্ববোধিনী যে কি তারতম্য ও প্রভেদ দেখিলেন, কিসে পশ্চিমোত্তরবাসি গণ বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম জ্ঞান সম্পন্ন, ও কিসে যে বঙ্গবাসি গণ পৌত্তলিক, বুঝিলেন, ইহাতো আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তবে এই মাত্র বলিতে পারেন, যে বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা পশ্চিমোত্তর দেশে বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা অধিক। কিন্তু উপাসনা কালে উভয়ই সমান। মহাত্মা রামমোহন রায় ভারতবর্ষের নানা

স্থান পর্য্যটন করিয়া তত্ত্ববোধিনীর সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন। আমরাও ভারতের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়াই আমাদের কথিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। কৈ আমরাতো পশ্চিমোত্তর দেশাদির কোনস্থানে দলে দলে শমদমাদি সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন লোক দেখিতে পাইলাম না। দেখিলাম, সুসজ্জিত মূর্ত্তিতে বাঙ্গালির নেত্রের যেমন তৃপ্তি, পশ্চিমোত্তর, পঞ্জাব, রাজপুতানাদিবাসীরও তেমনই তৃপ্তি। সুমধুর বাদ্য বাঙ্গালির যেমন ভাল লাগে, তাহাদিগেরও তেমনি ভাল লাগে এবং প্রসাদ ভক্ষণে উভয় রসনারই সমান উল্লাস। সুতরাং উপাসনা রাজ্যে ভারতের সকল দেশই সমান। শমদমাদি সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইতে হইলে যে কষ্টসহিষ্ণুতার প্রয়োজন, তাহা মুষ্টিমাত্র চণক বা শক্তু মাত্র সেবন পূর্ব্বক দিন কাটাইলে সিদ্ধ হয় না। উহাতে মনোবেগ-সহিষ্ণুতা বা বিষয়-বিরাগাদির প্রয়োজন। ইহাতেও বাঙ্গালা ও পশ্চিমোত্তর দেশ সমান অধিকারী। বাঙ্গালা দেশে আমোদের অংশ অধিক, ও ভারতের অন্যত্র কম, ইহাতো প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে পারিলাম না।

আমাদের আদর ও সম্ভ্রমের সামগ্রী তত্ত্ববোধিনীর অন্যান্য অনাবশ্যকীয় কথার সমালোচনার প্রয়োজন বোধ করিলাম না।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা।

ধর্ম্মাচার্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অম্বিকা দত্ত ব্যাস সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় আমন্ত্রিত হইয়া বাঁকীপুর যাত্রা করেন। তৎকালে তথায় দয়ানন্দ স্বামীর মত প্রচারক স্বামী সহজানন্দ আসিয়া মূর্ত্তি পূজাদির বিরুদ্ধে বিষম বক্তৃতানল জ্বালিয়া দিয়াছিলেন। ব্যাসজী মহাশয় উপস্থিত হইলে তত্রস্থ ধর্ম্মাত্মা কুমার রামদীন সিং ও আর্য্য ধ, প্র, সভার সভ্যগণের প্রযত্নে প্রথমতঃ কয়েকদিন কলেজে মহতী সভার অধিবেশন হয়। তথায় ব্যাসজী শাস্ত্রীয় প্রমাণ যুক্তি ও ব্যবহার বাক্যাদি দ্বারা দয়ানন্দ প্রচারিত বৈদিক ব্যাখ্যার ভূরি২ দোষ ও অশুদ্ধি দেখাইয়া মূর্ত্তি পূজাদির আবশ্যকতা সংস্থাপন করেন। মান্য গণ্য সম্ভ্রান্ত ও সহস্র২ সাধারণ লোক অবাক্ হইয়া আর্য্য ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া কৃতকৃত্য হইলেন। এই সময়ে স্থানীয় দয়ানন্দী দল বিষম বিভ্রাট বুঝিয়া প্রয়াগ হইতে ভীমসেন নামা তাঁহাদের অপর নায়ককে আহ্বান করিলেন। প্রকাশ্য সভায় ব্যাসজীর সহিত শাস্ত্রার্থ করিবার জন্য স্থানীয় ভদ্র সমাজ তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিলেন, শাস্ত্রার্থ করা দূরে থাকুক, মহাত্মাদ্বয় বাঁকীপুর আঁধার করিয়া উধাও হইয়া কোথায় গমন করিলেন! আর শব্দ শুনা গেল না। দয়ানন্দের অনেক শিষ্য ব্যাসজীর ব্যাখ্যানে প্রবুদ্ধ হইয়া প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া আবার নিজ সনাতন ধর্ম্মের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। এই বিভ্রাট মিটিয়া গেলে ব্যাসজী তথায় আরও কিছু দিন থাকিয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি ব্যাখ্যা ও ধর্ম্মোপদেশ দান করেন। বাঁকীপুরের কার্য্য শেষ হইলে ব্যাসজী ছাপরা আর্য্য ধ, প্র, সভার ২য় বার্ষিক উৎসবোপলক্ষে গমন করেন। সেখানে ৪ দিন বক্তৃতা ও উপদেশাদি হইয়াছিল! প্রত্যহই প্রায় ৩।৪ সহস্র শ্রোতা একত্রিত হইতেন।

সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয়ও অগ্রহায়ণ মাসের প্রায় শেষার্দ্ধ ও পৌষ মাসের প্রথমার্দ্ধ বঙ্গ বিভাগে প্রচার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ বহরম্পুর সুনীতি সং সভার ৪র্থ বার্ষিকোৎসবোপলক্ষে উপস্থিত হয়েন। তথায় প্রথম দিন প্রাতে "শাস্ত্রালোচনা, সায়াহ্নে "শিক্ষার নিগূঢ় তত্ত্ব," দ্বিতীয় দিন প্রাতে "মৃত্যুর অভয় ভাব" ও সায়াহ্নে "কিরূপে তাঁহারে পাব" এই কয়েকটী বিষয়ের বক্তৃতা করেন।

তথা হইতে মুরশিদাবাদ আসিয়া "ভক্তিই ভগবৎ লাভের মূল" বিষয়িণী একটী বক্তৃতা করেন। ভাবের উচ্ছাসে তৎসময়ে সেই স্থানে স্বর্গীয় বায়ু বহিয়াছিল।

তৎপরে গোবরডাঙ্গা সু, সং, সভার আহ্বানে তথায় যাত্রা করেন। প্রথম দিন তত্রস্থ জমীদার মহাশয় দিগের গৃহে "জীবনের সার্থকতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। দ্বিতীয় দিন প্রাতে ইছাপুর গ্রামে

"স্বাধ্যায়" বিষয়ক উপদেশ দান করেন। ঐদিন সন্ধ্যার সময় গোবর ডাঙ্গায় "যাহা চাই তাহা কোথা পাই" "বিষয়ক একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। সভা স্থলে এমন লোক দেখা যায় নাই, যিনি বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের সহিত নিজ হৃদয় না মিশাইয়া ছিলেন।" "ঐ দিবস বক্তৃতা শুনিয়া অনেক বেশ্যাসক্ত মদ্যপায়ী ব্যক্তি স্বকৃত কুকর্ম্ম রাশির প্রায়শ্চিত্তার্থ অনুতাপ করিয়াছেন।" পরদিবস প্রাতে গৈপুরে "সাধন সিদ্ধি" বিষয়িণী বক্তৃতা হয়।

বারাশতস্থ কতিপয় সাধু সদাশয় মহাত্মার অনুরোধে তিনি সেই দিন বারাশত গমন করেন। তথায় তৎপর দিন "আর্য্য ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ" এই ভাবের একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা হয়। সভাস্থল অত্যন্ত জনাকীর্ণ হইয়াছিল। অনেকেই উল্লাস ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়াছিলেন।

তথা হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতায় একদিন শিমলাষ্ট্রীটের জনৈক ধর্ম্মজীবন গৃহস্থের প্রাঙ্গণে "ধর্ম্মই সার" বিষয়ক বক্তৃতা হয়। ও অপর এক দিন প্রাতে বাল্যাশ্রমে "আর্য্যনীতি" ও অপরাহ্নে আলবার্টহলে "এখন উপায় কি" "বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। এই দিন শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শশধর তর্ক চূড়ামণি সভাপতির আসনস্থ ছিলেন। যে দিন অনবরত বৃষ্টি হইলেও সভাস্থল ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু শ্রোতৃ মণ্ডলীতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

শ্রীমন্মহাশয় কলিকাতা হইতে গুপ্তপাড়ায় গিয়া দুই দিন অবস্থিতি করেন। তত্রস্থ ধর্ম্ম সভায় প্রথম দিন "ধর্ম্মের অনুষ্ঠান," দ্বিতীয় দিন "নির্ম্মল ভক্তিই সাধনের নিগূঢ় উপাদান" এই মর্ম্মে উপদেশ দান করেন। সভার সম্পাদক ও সভ্যগণের ভক্তি ও ধর্ম্মানুরাগ দর্শনে শ্রীমান্ নিতান্তই আনন্দিত হইয়াছিলেন।

তৎপর দিন রামপুর হাটে উপস্থিত হয়েন, তত্রস্থ হরি সভায় জ্ঞান, বিচার ও ভক্তি ভাব পূর্ণ বক্তৃতা করিয়া, তৎপর দিন পাকুড়ে আসিয়া অবস্থিতি করেন। তত্রস্থ মহাত্মা গণের নিতান্ত অনুরোধে "সগুণ ব্রহ্মোপাসনার আবশ্যকতা" বিষয়িণী একটী সুদীর্ঘ ও সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়া সেই রাত্রিতেই কাশীধাম যাত্রা করেন।

গত ২৮ পৌষ, সায়াহ্নে বারাণসী কারমাইকেল লাইব্রারীতে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মৈনপুরির রাজা বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন ও পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় ক্রমান্বয়ে "নীতি শিক্ষা" বিষয়িণী হৃদয় গ্রাহিণী (হিন্দী ভাষায়) বক্তৃতা করেন। শ্রোতৃবর্গের অত্যন্ত জনতা হইলেও সকলেই নিঃশব্দে অতি আগ্রহ পূর্ব্বক ব্যাখ্যান শুনিয়াছিলেন। সেই দিনের উত্তেজনায় এখানে আর একটী সুনীতি সঞ্চারিণী সভা স্থাপিত হইয়াছে। এ সভায় হিন্দী ভাষায় কার্য্যাদি হইবে।

ধর্ম্মোৎসব।

মহাশয়।

বিগত ২১এ অগ্রহায়ণ শনিবার ও ২২এ অগ্রহায়ণ রবিবার অত্রস্থ গ্রান্টহলে স্থানীয় সুনীতি সঞ্চারিণী সভার চতুর্থ বার্ষিকোৎসব মহা সমারোহে সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। শনিবার পূর্ব্বাহ্নে পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং তৎপরে ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহাশয় কর্ত্তৃক "শাস্ত্রালোচনা" সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা হয়। আজ কাল দেশমধ্যে কিরূপভাবে শাস্ত্রালোচনা হইতেছে, কিরূপেই বা হওয়া উচিত, তিনি তাহা সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দেন। অপরাহ্নে সভার আচার্য্য পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ভবশঙ্কর তর্করত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক একটী অনতিদীর্ঘ বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহাশয় কর্ত্তৃক "শিক্ষার নিগূঢ়তত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা হয়। রবিবার পূর্ব্বাহ্নে সভার সম্পাদক কর্ত্তৃক বার্ষিক বিবরণ ও জনৈক সভ্য শ্রীমান্ নবকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক একটী সুন্দর প্রবন্ধ পঠিত হইলে শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহাশয় প্রথমে সুনীতি সঞ্চারিণী সভা সম্বন্ধে ও তৎপরে "মৃত্যু" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় "কেমনে পাইব তাঁরে" বিষয়ে এমন একটী সুদীর্ঘ হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন, যে শ্রোতা মণ্ডলীর মধ্যে এমন লোক খুব কম ছিলেন, যাঁহাদের চক্ষু অশ্রুজলে সিক্ত হয় নাই। এই দুইদিন স্থানীয় বিস্তর গণ্যমান্য লোকের সমাগম হইয়াছিল, এবং শেষ উৎসবের দিন অপরাহ্নে অনেকেই সভাগৃহ হইতে নগর সংকীর্ত্তনে যোগ দান করিয়া সহর প্রদক্ষিণ করিয়া বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

বহরমপুর
সুনীতি সঞ্চারিণী সভা

শ্রীঅঘোর নাথ দাস
কার্য্য সম্পাদক

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতীচ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেঽস্মিন্, লীনং পরেব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

৮ম ভাগ
১০ম সংখ্যা

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"

শকাব্দা ১৮০৭
মাঘ——পূর্ণিমা

আপস্তম্ব সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

বিবাহে বিততে যজ্ঞে সংস্কারেচ কৃতে তথা।
রজস্বলা ভবেৎ কন্যা সংস্কারস্তু কথং ভবেৎ॥

বিবাহ, যজ্ঞ, কিম্বা সংস্কারের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইলে কন্যা যদি রজস্বলা হয়, তবে কি করিতে হইবে?

স্নাপয়িত্বা তদা কন্যামন্যৈ র্ব্বস্ত্রৈরলঙ্কৃতা।
পুনর্মেধ্যাহুতিং হুত্বা শেষং কর্ম্ম সমাচরেৎ।

কন্যাকে স্নান, ও অন্য বস্ত্র পরিধান করাইয়া পুনঃ পবিত্রতা সূচক আহুতি (প্রায়শ্চিত্ত রূপ) দিয়া অবশিষ্ট কর্ম্ম সমাপন করিবে।

রজস্বলাতু সংস্পৃষ্টা শ্ববকুক্কুটবায়সৈঃ।
সা ত্রিরাত্রোপবাসেন পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি।

যদি বানর, কুকুর বা কাক রজস্বলাকে স্পর্শ করে, তবে ত্রিরাত্র উপবাস পূর্ব্বক পঞ্চগব্য সেবনে শুদ্ধ হইবে।

রজস্বলাতু যা নারী অন্যোন্যং স্পৃশতে যদি।
তাবত্তিষ্ঠেন্নিরাহারা স্নাত্বা কালেন শুধ্যতি॥

রজস্বলাদ্বয়ের পরস্পর স্পর্শ হইলে রজোধর্ম্মের তিনদিন অনাহারে থাকিবে।

উচ্ছিষ্টেন তু সংস্পৃষ্টা কদাচিৎ স্ত্রী রজস্বলা।
কৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতে বিপ্রা শূদ্রো দানেন শুধ্যতি।

যদি রজস্বলা হইয়া কদাচিৎ উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করে, তবে ব্রাহ্মণী হইলে কৃচ্ছ্র সাধন এবং শূদ্রা হইলে দান দ্বারা শুদ্ধ হইবে।

একশাখাং সমারূঢ় শ্চণ্ডালো বা রজস্বলা।
ব্রাহ্মণশ্চ সমং তত্র সবাসাঃ স্নানমাচরেৎ॥

যদি একবৃক্ষ শাখায় চণ্ডাল ও রজস্বলা বা ব্রাহ্মণ বসিয়া থাকে তবে উভয়েরই বস্ত্র সহিত স্নান করা কর্ত্তব্য।

রজস্বলায়াঃ সংস্পর্শঃ কথঞ্চিৎ জায়তে শুনা।
রজো দিনানাং যচ্ছেষং তদুপোষ্য বিশুধ্যতি।

রজস্বলার যদি কুকুর স্পর্শ হয়, তবে ঋতুর শেষ দিন উপবাস দ্বারা শুদ্ধি হইবে।

অশক্তা চোপবাসেন স্নানং পশ্চাৎ সমাচরেৎ।
তথাপ্যশক্তা চৈকেন পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি।

উপবাসে অসমর্থ হইলে স্নান করিবে এবং স্নান করিতে না পারিলে পঞ্চগব্য সেবন করিবে।

উচ্ছিষ্টস্তু যদা বিপ্রঃ স্পৃশেন্মদ্যং রজস্বলাং।
মদ্যং স্পৃষ্ট্বা চরেৎ কৃচ্ছ্রং তদর্দ্ধন্তু রজস্বলা।

উচ্ছিষ্ট মুখ ব্রাহ্মণ যদি মদ্য স্পর্শ করে, তবে কৃচ্ছ্র সাধন ও রজস্বলা স্পর্শ করিলে অর্দ্ধকৃচ্ছ্র সাধন করিতে হয়।

উদক্যাং সূতিকা বিপ্র উচ্ছিষ্টঃ সংস্পৃশেদ্ যদি।
কৃচ্ছ্রার্দ্ধন্তু চরেদ্‌বিপ্রঃ প্রায়শ্চিত্তংবিশোধনং॥

রজস্বলা বা সূতিকা স্ত্রীকে ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট মুখে স্পর্শ করিলে তাহার অর্দ্ধ কৃচ্ছ্র করিতে হইবে।

উদক্যাং ব্রাহ্মণী শূদ্রা মুদক্যাং স্পৃশতে যদি।
অহোরাত্রোষিতা ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি।

ব্রাহ্মণী রজস্বলা শূদ্রাকে স্পর্শ করিলে অহোরাত্র উপবাস পূর্ব্বক পঞ্চগব্য সেবনে শুদ্ধ হইবে।

এবন্তু ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ব্রাহ্মণীচেদ্রজস্বলা।
সচেলং প্লবনং কৃত্বা দিনস্যান্তে ঘৃতং পিবেৎ।

এইরূপ ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা বা ব্রাহ্মণী রজস্বলা পরস্পর স্পৃষ্ট হইলে বস্ত্র সহিত স্নান এবং সূর্য্যাস্তে ঘৃতপান করিবে।

সবর্ণেষু তু নারীণাং সদ্যঃ স্নানং বিধীয়তে॥
এবমেব বিশুদ্ধিঃ স্যাদাপস্তম্বোঽব্রবীন্মুনিঃ॥

সবর্ণা রজস্বলা স্ত্রীগণের পরস্পর স্পর্শ হইলে তৎকালে স্নান করিলেই শুদ্ধ হইবে, আপস্তম্ব মুনি ইহাই বলিয়াছেন।

ক্রমশঃ।

আত্মজ্ঞান।

এবং শাস্ত্রে শ্রদ্ধাদি রূপ আচার।

সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরংস্মৃতং। তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ॥ (মনু ১২।৮৫) বেদাভ্যাসাদি সমস্ত মোক্ষসাধন কর্ম্মের মধ্যে উপনিষদুক্ত পরমাত্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ যেহেতু তাহা হইতে সাক্ষাৎ মোক্ষলাভ হয়। "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন" (শ্রু) ব্রাহ্মণেরা সেই পরমাত্মাকে উপনিষদাদি বেদ-পাঠ, যজ্ঞ, দান, সন্ধ্যাবন্দনাদি তপস্যা, এবং উপবাস দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ") (শ্রু) শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার করিবে। "সর্ব্ববেদার্থ সংযুক্তং পুরাণং ভারতং শুভং। স্ত্রীশূদ্র দ্বিজবন্ধূনাং কৃপার্থং মুনিনা কৃতং"। স্ত্রী শূদ্র এবং পতিত ব্রাহ্মণের বেদপাঠাদি দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভের উপায় নাই, এ নিমিত্ত তাঁহাদের প্রতি কৃপা করিয়া বেদ-ব্যাস সর্ব্ব প্রকার বেদার্থ সংযুক্ত শুভ পুরাণ এবং মহাভারত সমূহ প্রচার করিয়াছেন। "ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থঃ স্যাৎ ব্রহ্মজ্ঞান পরায়ণঃ"। (মং নিঃ তন্ত্রঃ ৮।২৩) গৃহস্থগণ ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞান পরায়ণ হইবেন। "শূদ্র সামান্য জাতীনামধিকারোঽস্তি কেবলম্। আগমোক্তবিধৌ দেবি সর্ব্বসিদ্ধস্ততো ভবেৎ। (ঐ ৮।৮০) শূদ্র ও সাধারণ জাতির কেবল আগমোক্ত বিধানেই অধিকার। তাহা হইতেই তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান সাধনাদি সিদ্ধ হয়। অতএব উপনিষদাদি পাঠে অনধিকারী বা অক্ষম হইলেও পুরাণ ও তন্ত্রদ্বারা ভদ্রগৃহস্থ সকলেই বেদান্তবেদ্য ব্রহ্মকে জানিতে পারেন।

ভদ্র হিন্দু সমাজের সাধনীয় সমস্ত কর্ম্ম এবং সর্ব্ব প্রকার সদাচারের মধ্যে আত্মজ্ঞান সাধনই শ্রেষ্ঠ। জগতে যত বিদ্যা আছে আত্মজ্ঞানের তুলনায় সকলই অবিদ্যা। এক মাত্র আত্মজ্ঞানই বিদ্যা। তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান এবং পরমজ্ঞান শব্দে উক্ত হয়। উপনিষৎ প্রভৃতি বেদান্ত শাস্ত্র তাহাই প্রতিপাদন করেন। মন্বাদি স্মৃতি, সমস্ত পুরাণ ও তন্ত্রে তাহারই প্রাধান্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সেই জ্ঞান লাভ হইলে মানবের জীবন সার্থক হয় এবং সাক্ষাৎ মোক্ষ লাভ হয়। উপযুক্ত অধিকারী গণের মধ্যে এই শাস্ত্রসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানের বিশেষ অনুশীলন হওয়া কর্ত্তব্য। যথা অধিকার ভারতীয় সমস্ত বুদ্ধিমান ভদ্র গৃহস্থগণের উচিত যে শ্রুতি স্মৃতি অথবা পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রের অবলম্বনে সেই উন্নত ধর্ম্মের সেবা করেন। তাঁহাদের এই মাত্র সাবধান হওয়া আবশ্যক যে, ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন করিতেছেন বলিয়া যেন সামাজিক ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের ব্যতিক্রম না করেন। সর্ব্ব শাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁহাদিগকে শাণিত ক্ষুরধার তুল্য সেই পরমজ্ঞানের পথে অতি সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে। শাস্ত্রের একদেশ মাত্রদর্শী হইলে, অথবা উপক্রমোপসংহারাদি লিঙ্গষট্‌ক দ্বারা নির্ণীত প্রকৃত তাৎপর্য্য লাভ না হইলে ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনের অশুভ ফল ফলিয়া থাকে।

মন্বাদি শাস্ত্রে আত্মজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ত্রিবিধ তাৎপর্য্যে উক্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ (মনু ২।১২) "ধৃতিঃক্ষমাদমোহস্তেয়ং" ইত্যাদি বচনে উহা ধর্ম্মরূপে উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ (মনু ৬।৯২) "জ্ঞানন্তপোগ্নিরাহারো" এই বচনে উহা মনের শৌচরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ (মনু১২।৯২) "যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি" শ্লোকে উহা মোক্ষোপায় রূপে প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের শিরোদেশে "সর্ব্বেষামপিচৈতেষামাত্মজ্ঞানং" প্রভৃতি যে বচনটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও আত্মজ্ঞান মোক্ষজনক রূপে কথিত হইয়াছে। সুতরাং "ধর্ম্ম," "শৌচ," ও "মোক্ষ" এই ত্রিবিধ রূপেই আত্মজ্ঞান সাধনীয়। কিন্তু শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য জ্ঞানাভাবে উহার অনেক প্রকার অপসিদ্ধান্ত উপস্থিত হইয়াছে। উহার উপরে অনেক প্রকার কুতর্ক আসিয়া পড়িয়াছে। ইদানীন্তন বিষয়বিদ্যা এবং বিদেশীয় উপকরণে বিরচিত নবীন ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা লোকের মতি তদ্বিরুদ্ধ পথবাহিনী হইয়াছে।

কেহ কেহ মনে করেন যে, আত্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান গৃহস্থের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু আমরা দেখাইতেছি যে, মনু উহা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী এই সর্ব্ব প্রকার আশ্রমবাসীর ধর্ম্মরূপে উপদেশ দিয়াছেন। "চতুর্ভিরপিচৈবৈতৈর্নিত্যমাশ্রমিভির্দ্বিজৈঃ। দশলক্ষণকোধর্ম্মঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্নতঃ"। (৬।৯১) ব্রহ্মচারী গৃহস্থ প্রভৃতি চারি আশ্রম বাসী দ্বিজাতিরা একান্ত যত্ন সহকারে মানবোক্ত দশ প্রকার ধর্ম্মের সেবা করিবেন। এস্থলে আত্মজ্ঞান এই দশ প্রকার ধর্ম্মের অন্তর্গত যথা (মনু ২।১২) "ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥ ধৈর্য্য, ক্ষমা, দমঃ, অপহরণত্যাগ, শৌচ, ইন্দ্রিয় সংযম, ধীঃ অর্থাৎ শাস্ত্র—যথার্থ বুদ্ধি, বিদ্যা অর্থাৎ আত্মজ্ঞান সাধন, সত্য এবং অক্রোধ এই দশ প্রকার ধর্ম্ম। "এতদ্ধি জন্মসাফল্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ। প্রাপ্যৈতৎ কৃতকৃত্যো হি দ্বিজো ভবতি নান্যথা"। (মনু ১২।৯৩) এই আত্মজ্ঞান ও উপনিষদাদি বেদাভ্যাস ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই ত্রিবিধ দ্বিজাতি বর্গেরই জন্মসাফল্য সম্পাদক। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের পক্ষে উহা বিশেষরূপে জন্মসাফল্যের হেতু। উহা লাভ পূর্ব্বক দ্বিজাতিগণ কৃতকৃত্য হয়েন। এসমস্ত বচনই গৃহস্থের পক্ষে উদিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দ্বিজাতি বর্গ ঐরূপ আচরণ পরায়ণ হইলেই তাঁহাদের অনুগত সমস্ত ভদ্র গৃহস্থগণ তাঁহাদের শুভ দৃষ্টান্তে এবং আগম পুরাণাদি শাস্ত্রালোচনা দ্বারা কৃতার্থ হইবেন।

কিন্তু অনেক কৃতবিদ্য ভদ্রলোক আছেন, তাঁহারা বেদবিরোধী তর্ক সহকারে আত্মজ্ঞান সাধনকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা করেন। উপনিষৎ শাস্ত্রকে মানেন না এবং যদি মানেন তবে স্বকপোল কল্পনা দ্বারা তাহার অর্থান্তর উপস্থিত করিয়া মহা ভ্রমে পতিত হন। আগম ও পুরাণের তো কথাই নাই। তৎসমূহকে তাঁহারা প্রায়ই ঘৃণা করিয়া থাকেন। এ প্রকার কুতর্ক ও অশ্রদ্ধা সত্ত্বে উপনিষদাদি শাস্ত্রাভ্যাস এবং ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন হওয়া অসম্ভব। যাঁহারা বিদ্যাবুদ্ধির অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃত হিন্দুভাবে এবং আচার্য্যদিগের ভাষ্য ও টীকার তাৎপর্য্য অনুযায়ী শাস্ত্রালোচনা করিবেন, তাঁহারাই ব্রহ্মজ্ঞান ও উপনিষদাদি মহাবিদ্যার গভীর মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন। দেশীয় শাস্ত্র ও জ্ঞানালোচনায় দেশীয় পন্থাই উপাদেয়। তাহা পরিচিত এবং সনাতন কাল হইতে সিদ্ধ। তাহাতে কোন ভ্রম নাই, প্রমাদ নাই, আশঙ্কা নাই। যাঁহারা বিদেশীয় পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা ধরিয়া শাস্ত্রীয় জ্ঞানের আলোচনা করেন, তাঁহারা শাস্ত্রীয় সত্য হইতে সম্পূর্ণ রূপে ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন।

এই বর্ত্তমান কালের ব্রাহ্মসমাজ সেবিত ব্রহ্মবিদ্যাও প্রায়ই বিদেশীয় উপকরণে বিরচিত। অধিকাংশ ব্রাহ্ম যেরূপ ব্রহ্মজ্ঞান মানেন, তাহা পাশ্চাত্য যুক্তি বিরচিত এক প্রকার স্থূল জ্ঞান, এক প্রকার ভক্তি তন্ত্র ও মানস কল্পিত সগুণ ভাব মাত্র। তাহা শাস্ত্রীয় নির্ম্মল আত্মজ্ঞান নহে। বিশেষতঃ তাহা অধিকাংশতঃ

সাংসারিক রসে এবং ব্রহ্মবাদিতা রূপ অভিমানে প্রতিপালিত। যাঁহারা বেদান্তাদি শাস্ত্র পড়িয়াছেন এবং ব্রাহ্মসমাজের আভ্যন্তরিক বিবরণ জ্ঞাত আছেন এই কথার সত্যতা তাঁহাদের হৃদয়ে অবশ্যই মুদ্রিত হইবে। সকলেই জানেন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ছিলেন। যদি শাস্ত্রজ্ঞ হিন্দুরা তাঁহার প্রতি দ্বেষ না করিয়া তাঁহার শাস্ত্র বিচার সম্বন্ধীয় ও ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ পূরিত বাঙ্গালা গ্রন্থাবলি পাঠ করিয়া দেখেন, তবে তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে এক্ষণকার ব্রাহ্মধর্ম্ম রামমোহন রায়ের শাস্ত্রীয় ব্রহ্মজ্ঞান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বহুদূরে নিপতিত হইয়াছে। রামমোহন রায় আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনের, ব্রহ্মোপাসনা সাধনের এবং তদুপকারী উপনিষদাদি শাস্ত্রাধ্যায়নের যে সকল উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তাহা হয়তো অধিকাংশ ব্রাহ্মই দৃষ্টি করেন নাই। তাঁহারা অধিকাংশই ব্রহ্মবিদ্যার ধার ধারেন না। ব্রাহ্ম সমাজে যাওয়া, বক্তৃতা ও প্রার্থনা শোনা, এবং হিন্দু সমাজ বহির্ভূত অনুষ্ঠান করা তাঁহাদের কার্য্য। জগৎকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া—প্রাচীন হিন্দু সমাজকে শৃগাল কুক্কুরের দল গণ্য করিয়া তাঁহারা বিদ্যাভিমানে ব্রাহ্মাভিমানে বাহ্বাস্ফোটন করিয়া বিচরণ করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা উঠিলেই পাশ্চাত্য যুক্তি দ্বারা তাহার পক্ষ সমর্থন করেন। তাঁহারা যদি ধীর হইয়া রামমোহন রায়ের প্রাগুক্ত গ্রন্থাবলি পড়েন, তাহা হইলে তাঁহাদের চৈতন্য উদয় হইবে। যদি সুকৃতি থাকে, তবে ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ দ্বারাই বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি পুরাণাদি হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিবে। ভাগ্য প্রসন্ন হইবে—ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবেশাধিকার জন্মিবে এবং হিন্দুধর্ম্মের জয় হইবে। এস্থলে আমরা অতি সংক্ষেপে শাস্ত্রীয় ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় রামমোহন রায়ের কতিপয় উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"বেদের পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞার দ্বারা এবং বেদান্ত শাস্ত্রের বিবরণের দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সকল বেদের প্রতিপাদ্য সদ্রূপ ব্রহ্ম হইয়াছেন" (বেদান্ত গ্রন্থ ভূমিকা ৭ পৃ) "বেদান্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন মোক্ষ হয়" (ঐ ১৭)। "সমুদয় বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে জানা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে" (বেদান্তসার ১১৭ পৃ) "বেদের প্রমাণ এবং মহর্ষির বিবরণ আর আচার্য্যের ব্যাখ্যা অধিকন্তু বুদ্ধির বিবেচনা এ সকলেতে যাহার শ্রদ্ধা নাই তাহার নিকট শাস্ত্র এবং যুক্তি এই দুই অক্ষম হয়েন"। (ঐ ১২৭)। "এই উপনিষদের প্রতিপাদ্য আত্মার যথার্থ জ্ঞান হয়েন আর ইহার প্রয়োজন মোক্ষ হয়" (ঈশোপনিষৎ-উপক্রম ১৫৭ পৃ)। "পঞ্চ যজ্ঞাদি তাবৎ বস্তুর আশ্রয় পরব্রহ্ম হন, এইরূপ চিন্তন করিবেন"। (ব্রহ্মনিষ্ঠগৃহস্থের লক্ষণ ৩৩৮ পৃ)। কিন্তু "কোন বিশেষণ দ্বারা তাঁহার নিরূপণ হইতে পারেনা"। (ঐ)। "প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাস—ইহাতে যত্ন করিবেন" (ঐ)। "সে অতীত ত্রৈগুণ্য" (ব্রহ্মঃ সং ৪৯৬ পৃঃ সাং ৫) "পরমাত্মায় মনরে হও রত। বেদ বেদান্ত সর্ব্ব শাস্ত্র সম্মত"। (ঐ ৫০০ পৃঃ সাং ১৬)। "পূর্ব্ব সঞ্চিত পুণ্যের দ্বারা অথবা এতৎ কালীন সুকৃতাধীন যে সকল ব্যক্তির ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে তাঁহাদের এই উপনিষদের শ্রবণ মননে অবশ্য যত্ন হইবেক এবং তাঁহারা ইহার অনুষ্ঠানের ন্যুনাধিক্যের দ্বারা বিলম্বে অথবা ত্বরায় কৃতার্থ হইবেন। আর যাঁহারা যুদ্ধ বিগ্রহ হাস্য কৌতুক আহার বিহার ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারের শ্রবণ মননকে পরমার্থ জানেন তাঁহাদের প্রবৃত্তি এই শুদ্ধ পরমাত্মতত্ত্বের অভ্যাস সুতরাং না হইতে পারে"। (কঠঃ ভূমিকা ৫৪১ পৃ)। "ব্রহ্ম বিষয়ের বিদ্যাকে উপনিষৎ শব্দে কহা যায়। অথবা যে বিদ্যা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করান সেই বিদ্যাকে উপনিষৎ শব্দে কহি। শম দমাদি বিশিষ্ট পুরুষ উপনিষদের অধিকারী জানিবে। সর্ব্বব্যাপি পরব্রহ্ম উপনিষদের বক্তব্য হয়েন। সর্ব্ব প্রকার দুঃখ নিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তি উপনিষৎ অধ্যয়নের প্রয়োজন হয়"। (কঠঃ উপক্রম ৫৪২)। "পূর্ব্বের অথবা সম্প্রতিকের পুণ্যের দ্বারা যে কোন ব্যক্তির ব্রহ্মতত্ত্বকে জানিতে ইচ্ছা হয় তাহার কর্ত্তব্য এই যে বেদান্ত বাক্যের শ্রবণ ও তাহার অর্থের মনন প্রত্যহ করেন এবং তদনুসারে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গকে দেখিয়া তাহার কারণ যে পরব্রহ্ম তাঁহাতে দৃঢ়তর বিশ্বাস করেন" ✱ ✱ "এই নামরূপময় জগৎ কেবল সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে"। (মাণ্ডুক্য ভূমিকা ৫৯১ পৃ)। "যথার্থ জ্ঞানের উদয় হইলে এই অজ্ঞানের জগৎ যাহাকে এখন সত্য করিয়া

জানিতেছ ইহাকেও মিথ্যা করিয়া জানিবে এবং বিশ্বাস হইবেক যে সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মার আশ্রয়েতে "মিথ্যা জগৎ" সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল"। * *—"আত্মার জ্ঞান যে পর্য্যন্ত না হয় তাবৎ প্রপঞ্চময় জগতের সত্য জ্ঞান থাকিয়া নানা প্রকার দুঃখ এবং দুঃখ মিশ্রিত সুখের ভাজন জীব হয়"। (মাণ্ডুক্য উপঃ উপসংহার)। "উপনিষদাদির পাঠ ও তাহার উপদেশ করিতে মন্বাদি শাস্ত্রে পুনঃপুনঃ বিধি আছে এবং সত্য কাল হইতে এ পর্য্যন্ত বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মনিষ্ঠ সকল কি জ্ঞান সাধন সময়ে, কি সিদ্ধাবস্থায় অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের পাঠ ও শ্রবণ ও উপদেশ এবং গার্হস্থ্য করিয়া আসিতেছেন। (কবিতাকারের সহিত বিচার —ভূমিকা ৬৫২ পৃ)

আমাদের ধারণা এই যে মহাত্মা রাম মোহন রায়ের এই সকল উপদেশ এখনকার ব্রাহ্মেরা অন্তরের সহিত মানেন না। তদনুযায়ী আচরণ দূরের কথা। বেদ বেদান্তের নাম ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছন্দাংশ ব্রাহ্ম সমাজ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। প্রাচীন বক্তৃতা ও সঙ্গীত মধ্যে যে সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রয়োগ ব্রাহ্মদিগের অভিনব মতের সহ ঐক্য হয় নাই তাহা তাঁহারা হয় ব্রাহ্মধর্ম্মের মত নহে বলিয়া ঘোষণা দিয়াছেন, নয় একেবারে লোপ করিয়াছেন। তাহার সংক্ষেপ প্রমাণ এই———

১৭৬৫ শকের সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের প্রথম বক্তৃতায় একস্থলে আছে "ব্রহ্মজ্ঞানী সমাধিকালে পূর্ণানন্দকে উপভোগ করিয়া এবং ব্যবহার কালে সাংসারিক সমুহ সুখে সুখী হইয়া অন্তকালে পরব্রহ্মের সহিত লীন হয়েন"। এই বাক্যগুলি সম্বন্ধে এইরূপ ঘোষণা করা হইয়াছে—"ইহা বৈদান্তিক মত, ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্মত নহে"। ঐ বক্তৃতার আর একস্থলে আছে—"যথানদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষ মুপৈতি দিব্যং॥ যেমন নদী সকল সমুদ্রে গমন করিয়া আপনাপন নামরূপের পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্রের সহিত ঐক্য ভাব প্রাপ্ত হয় তাহারি ন্যায় জ্ঞানিব্যক্তি নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর প্রকাশ স্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয়েন।" এ বাক্যটীকেও অবিকল ঐরূপ ঘোষণা সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে তিরস্কৃত করা হইয়াছে। (এ উত্তরই মাঘোৎসব নামক গ্রন্থে ৬৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) অতঃপর ব্রাহ্মসঙ্গীতে— "তুমি কার কে তোমার"—এই গানটীতে আছে "রজ্জুতে হয় যেমন, ভ্রমে অহি দরশন, প্রপঞ্চ জগত মিথ্যা সত্য নিরঞ্জন"। এই বাক্যগুলি ব্রাহ্মসমাজের ব্যবহার্য্য সঙ্গীত পুস্তক হইতে একেবারে লোপ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এরূপ আরও দৃষ্টান্ত আছে। বাহুল্য ভয়ে ক্ষান্ত হইলাম।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ অনেকাংশ বেদ-বেদান্ত-সিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান, রাম মোহন রায়ের তদনুযায়ী উপদেশ, এবং প্রাচীন ব্রাহ্মগণের তৎপথাবলম্বিত মত পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে নূতন পরিচ্ছদ পরাইয়াছেন। তথাপি এখনও আদি ব্রাহ্ম সমাজে অনেকটা শাস্ত্র, ঋষি ও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা—রাম মোহন রায়ের শাস্ত্রীয় উপদেশের প্রতি এখনও অনেকটা টান। কিন্তু অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজে তাহার বিপরীত ভাব দৃষ্ট হয়। তাহার সংক্ষেপ প্রমাণ যথা—

১৭৮৭ শকের আষাঢ় মাসের ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকায় লিখিত আছে "আমাদের এই মাত্র প্রতীত হইতেছে যে তিনি (রাম মোহন রায়) হিন্দুধর্ম্ম সংস্কার করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মোপাসনা পুনরুদ্দীপন করাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল—"প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মের" প্রবর্ত্তক বলিয়া তাঁহাকে স্বীকার করা যাইতে পারে না, ইহা প্রচার করিবার অণুমাত্র অভিপ্রায় তিনি প্রকাশ করেন নাই। বরং ইহার বিরুদ্ধ কোন কোন মত তাঁহার পুস্তকে প্রাপ্ত হওয়া যায়"।

ধর্ম্মতত্ত্বের এই কথাগুলি সত্য। কেননা মহাত্মা রাম মোহন রায় হিন্দুধর্ম্মের যে ব্রহ্মপর ভাবটী—যাহা বেদান্তের প্রতিপাদ্য—তাহাই প্রচার করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। লোক সকল যাহাতে কর্ম্ম বন্ধন হইতে ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানের পথে অগ্রসর হয়, ইহাই তাঁহার পরিশ্রমের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্ব পক্ষীয় ব্রাহ্মগণের সেটী ভাল লাগে নাই। তবে তাঁহারা রাম মোহন রায়কে শ্রদ্ধা না করেন এমন নহে। তাঁহাদের মনের মত তাহার অন্যান্য অনেক কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে তাঁহার বিবৃত বেদ-বেদান্ত পুরাণ ও তন্ত্র সিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান এবং তাহার আনুসঙ্গিক ব্রহ্মবিদ্যাকে মানেন না। রাম মোহন

রায়ের ব্যাখ্যাকৃত ব্রহ্মবিদ্যা সম্পূর্ণ হিন্দুধর্ম্ম বিধায় তাহাকে তাঁহারা তো মানিবেনই না। তাঁহার পরে তাঁহার প্রচারিত উপনিষদাদি হইতে হিন্দুধর্ম্মের প্রধান প্রধান অঙ্গীভূত বিস্তর অংশ পরিত্যাগ করিয়া তৎকালের ব্রাহ্মদিগের বিশ্বাসের অবিরুদ্ধ অংশ সমূহ সংগ্রহ পূর্ব্বক যে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ সংকলিত হইয়াছে উক্ত ব্রাহ্মগণ তাহারও দোষবহির্গত করিতে ক্রুটী করেন নাই। তাহার প্রমাণ —

১৭৮৯ শকের ফাল্গুণ মাসের ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকায় "ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ" নামক প্রকরণে, "জগাম্বর" প্রভৃতি কতিপয় মতের আভাস থাকা হেতু অভিনব ব্রাহ্মেরা কতিপয় বচন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে উঠাইয়া দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সে অনুরোধ অগ্রাহ্য হইয়াছে।

ফলে সকলেই অবগত আছেন যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ঐগ্রন্থ আদরণীয় হয় নাই। তাহার কারণ এই বোধ হয় যে, উহাতে বেদবাক্য আছে—বেদবাক্যে হিন্দুধর্ম্মের গন্ধ আছে—হিন্দুধর্ম্মের গন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্ম অপবিত্র হইবে এবং অসভ্যতা-দোষে লিপ্ত হইয়া হীন ও বদ্ধভাব ধারণ করিবে। সে যাহা হউক, লক্ষণে বোধ হইতেছে যে আদিব্রাহ্ম সমাজও আর কিছু দিন পরে ঐ গ্রন্থখানি ত্যাগ করিবেন। কেননা তদন্তর্গত উপনিষৎ ও বেদান্ত বিজ্ঞান এই বর্ত্তমান সভ্যতার অধিকারে আর ভাল লাগিবে না।

বেদ বেদান্ত স্মৃতি আগমাদি বিহিত যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহা ব্রাহ্মসমাজে, ব্রাহ্মধর্ম্মে ও ব্রাহ্মজীবনে স্থান পায় নাই। তদ্বিষয়ে রাম মোহন রায়ের গভীর উপদেশ সকলও ব্রাহ্ম সমাজে স্থান পায় নাই। উপনিষৎ ও অনুশাসন-যুক্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থখানি এবং প্রাচীন ব্রাহ্মদিগের মতও ব্রাহ্মসমাজে সম্পূর্ণরূপ বা সাদরে স্থান পায় নাই। এখন অধিকাংশ ব্রাহ্মদিগের প্রতি হিন্দু মহাত্মাগণ অনেকে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। নব্য গণ অশাস্ত্রীয় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও হিন্দু সমাজ বিরুদ্ধ আচার দ্বারা সাধারণের যেরূপ সংস্কার রচনা করিয়াছেন তাহাতে পরমধর্ম্মরূপ পরম শৌচরূপ এবং মোক্ষের একমাত্র মার্গরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ ভদ্র সমাজে উপস্থিত করিলে লোকের সেই সংস্কার দ্বারা তাহা অনেক পরিমাণে বাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং বেদ বেদান্ত প্রতিপাদ্য প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের পক্ষে ভয়ানক প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়াছে। যে সকল ভদ্র সন্তানেরা অল্প বিস্তর শাস্ত্রীয় ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনের অধিকারী, তাঁহারা তাহাতে বঞ্চিত রহিয়াছেন।

ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান সাধনরূপ পরমধর্ম্মটী সামাজিক ধর্ম্ম হইতে পারে না। আমরা জন্মান্তরীয় সুকৃতি বা সাধন চতুষ্টয় সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচারটী এ স্থলে উত্থাপিত করিব না। আমাদের সহজ কথা এই মাত্র, যে সকল সদ্বংশজাত পুরুষ, বংশের ব্যবহার অনুসারে অথবা যাঁহারা সাধুসঙ্গ জন্য সর্ব্বদা শ্রদ্ধা সহকারে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, গুরু, আচার্য্য ও পৌরাণিক প্রভৃতির বাক্য শ্রবণ করিয়া থাকেন; যাঁহারা মহাভারত, পুরাণ, ভগবদ্গীতা, পঞ্চদশী প্রভৃতি শাস্ত্রে শ্রদ্ধা রাখেন—এই প্রকার ব্যক্তিরা সকলেই একটু যত্ন করিলে শাস্ত্রীয় ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন করিতে পারেন। বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মে যে অবৈধাচার রূপ কলঙ্ক স্পর্শিয়াছে তাহার অনেক গুলি হেতু আছে। কিন্তু যাঁহারা হিন্দু সমাজে থাকিয়া, সম্পূর্ণ হিন্দু ভাব রক্ষা করিয়া, গুরুবেদান্তাদি শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস করিয়া আত্মজ্ঞান সাধন করিবেন তাঁহাদের সে ভয় নাই। অতএব তাঁহারা আত্মজ্ঞানরূপ পরম ধর্ম্মের অনুশীলন করুন। আত্মার জ্ঞান ব্যতীত যাগযজ্ঞাদি বন্ধন মাত্র। আত্মার জ্ঞানাভাবে দেবার্চ্চনাদি কোন ক্রিয়া কর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুভূত হয়না—কেননা আত্মাতেই—ব্রহ্মেতেই সমস্ত তপস্যা ও ক্রিয়ার নিগূঢ় উদ্দেশ্য। আত্মার জ্ঞান ব্যতীত শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সমস্ত ক্রিয়ার ফল পরব্রহ্মেতে অর্পিত হইতে পারে না। আত্মার জ্ঞান ব্যতীত অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় না। পরমাত্মাতে ও জীবাত্মাতে ঐক্যরূপ যোগ না করিতে পারিলে হৃদয়ে শৌচ উপলব্ধি হয় না।

আত্মজ্ঞান সাধন যেমন পরমধর্ম্ম সেইরূপ তাহা পরম শৌচ। অগ্নি, জল, মৃত্তিকা, গোময় ও

ভস্ম দ্বারা বাহ্য শুদ্ধি হয়। কর্ম্মানুষ্ঠান কালে পুণ্ডরীকাক্ষ স্মরণে যজ্ঞীয় কাল বা সন্ধ্যাবন্দনার কাল যাবৎ বাহ্যাভ্যন্তর শুচি থাকে। কিন্তু একবার জীবাত্মার সহিত ব্রহ্মের ঐক্যচিন্তা করিলে সর্ব্বপাপ ক্ষয় জনিত আত্যন্তিক শুচি হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে হিন্দু ও ব্রাহ্ম উভয় সম্প্রদায়ের প্রবোধ জন্য নিম্নে পরমারাধ্য ভগবান সদাশিবের বাক্য এবং মহাত্মা রাম মোহন রায়ের উদ্ধৃত অন্যান্য শাস্ত্রের প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

"শৌচন্তু দ্বিবিধং দেবি বাহ্যাভ্যন্তর ভেদতঃ। ব্রহ্মণ্যাত্মার্পণং যত্তৎ শৌচমান্তরিকং স্মৃতং ॥ অদ্ভির্বা ভস্মনা বাপি মলানামপকর্ষণম্। দেহ শুদ্ধির্ভবেদ্ যেন বহিঃ শৌচং তদুচ্যতে ॥ (মঃ নিঃ তন্ত্র ৮।৭০-৭১) বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদে শৌচ দুই প্রকার। ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করাকে আন্তরিক শৌচ কহে। জল ভস্মাদি দ্বারা দৈহিক মলাপনয়নকে বাহ্য শৌচ কহে। রাম মোহন রায় কহিয়াছেন—"যোগ শাস্ত্রে (সোহং হংসঃ সকৃৎ ধ্যাত্বা সুকৃতো দুষ্কৃতোপিবা। বিধূত কল্মষঃ সাধুঃ পরাং সিদ্ধিং সমশ্নুতে) সুকৃত কি দুষ্কৃত ব্যক্তি ব্রহ্মের সহিত জীবের ঐক্য জ্ঞান ও জীবের সহিত ব্রহ্মের ঐক্য ভাব একবার করিলেও সাধক সর্ব্বপাপক্ষয় পূর্ব্বক সম্পূর্ণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কুলার্ণবে (ক্ষণং ব্রহ্মাহমস্মীতি যঃ কুর্য্যাদাত্মচিন্তনং। তৎ সর্ব্ব পাতকং নশ্যেৎ তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা।) জীব ব্রহ্মের অভেদ চিন্তা ক্ষণ মাত্র করিলেও সকল পাপ নষ্ট হয় যেমন সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার নষ্ট হয়। (পথ্যে—স্নেহ প্রকাশকে—২৫৭ পৃঃ)

আমরা আত্মজ্ঞান সাধন রূপ ধর্ম্ম এবং আত্মচিন্তা রূপ শৌচাচরণ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম তাহা প্রতিপালন করিলে সাধক ক্রমে সাধনাবস্থা হইতে সাধন নিরপেক্ষ সিদ্ধাবস্থায় উত্থান করিতে পারেন। তাহাই সম্পূর্ণ নির্গুণ বা নিরুপাধিক ভাব। তাহাই জীবন্মুক্তির অবস্থা। ব্যাস কহিয়াছেন (শাঃ সূঃ ৩।৪।৫১) "ঐহিকমপ্যপ্রস্তুত প্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ"। যদি আত্মজ্ঞানের অভ্যাস না ত্যাগ করা যায় তাহা হইলে এই জন্মেই জীবন্মুক্ত হইতে পারে। এইরূপ জীবন্মুক্ত হইলেও সামাজিক হিন্দুধর্ম্মের আচরণ করিতে হইবে।

যদি সর্ব্ব শাস্ত্রের সমন্বয় দ্বারা যথার্থ হিন্দু দৃষ্টিতে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনার মর্ম্ম গ্রহণ করা যায়, তবে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা, যাগ যজ্ঞ ব্রত-নিয়মাদি দেহ বিশিষ্ট হিন্দু সমাজের মস্তকস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তাহা হইলে তাহার মধ্যে কখনই হিন্দুধর্ম্ম বিরোধী কোন অঙ্গ প্রবেশ করিতে পারে না। এই বর্ত্তমান কালে অনেক কৃতবিদ্য পুরুষ দুই এক খানি হিন্দু শাস্ত্র পড়িতেছেন। তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝাইয়া দিতে পারে তাঁহাদের সেরূপ গুরু বা আচার্য্য নাই। টোলের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগের প্রতি বা জ্ঞানী সন্ন্যাসী গণের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই। তাঁহাদের সহিত ভাগ্যক্রমে সংসর্গ হইলেও শ্রদ্ধার অভাবে ফল লাভ হয় না। তাঁহাদের সঙ্গে শাস্ত্র তত্ত্ব বিষয়ে অল্প কথোপকথন হইলেও পাশ্চাত্য বুদ্ধি পূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাদের ভাষা পরিগৃহীত হয় না। সুতরাং প্রকৃত উপদেশ অভাবে প্রাগুক্ত প্রকার পাঠী দিগের বুদ্ধিরূপিণী তরণী কর্ণধারবিহীন পোতের ন্যায় কেবল স্বেচ্ছাচার তরঙ্গে ঘূর্ণায়মান হইয়া থাকে। বর্ত্তমান কালের সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকা সকল এই সুগভীর ও সুবিস্তৃত ভারত ভবনাগরের প্রতীচ্য-বাত্যা-সমুত্থিত তরঙ্গ মালা স্বরূপ। এই সকল তরঙ্গের উপরি কথিত-প্রকার দুই এক খানি তরণির দুর্দ্দশা দৃষ্ট হইয়া থাকে। অবমত কাণ্ডারীগণ তটস্থ হইয়া তদ্দর্শনে ভীত ও দুঃখিত মনে কেবল ভারতকে স্মরণ করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মজ্ঞান আত্মজ্ঞান ব্রহ্মোপাসনা প্রতিপাদক উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র, স্মৃতি, আগম প্রভৃতি মহা মহা শাস্ত্রের বড়ই কুঅর্থ ও অর্থান্তর কল্পিত হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠোত্তীর্ণ কৃতবিদ্য যুবাগণের রজোগুণ প্রতিপালিতা, পাশ্চাত্য দর্শন বিদ্যা দ্বারা স্থূলীভূতা এবং ঘোরতর বিষয়রসাভিষিক্তা চঞ্চলা মতিতে বেদ বেদান্ত প্রতিপাদ্যা, ভারতপবিত্রকারিণী, মহামোক্ষদায়িনী ব্রহ্মবিদ্যার তামসীছায়া ভয়ানক মূর্ত্তিতে প্রতিফলিতা হইয়াছে। প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যার আকাঙ্ক্ষী গণের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য যেন সেই ব্রহ্মবিদ্যা

নামধারিণী তমোময়ী অবিদ্যামূর্ত্তি কর্ত্তৃক গ্রাসিত না হন। যাঁহারা পাশ্চাত্য বিদ্যা ও হিন্দু সমাজ বহির্ভূতা পানাহার সম্বন্ধিনী পিশাচী প্রবৃত্তির সার্থকতা সম্পাদনার্থ ব্রহ্মময়ী ভগবতী দুর্গাকে এবং তলবকার উপনিষদুক্তা উপমারহিতা উমা-নাম্নী ব্রহ্মবিদ্যাকে ইউরোপীয় নাস্তিক দিগের বিবৃতা জড়শক্তি রূপে ব্যাখ্যা করেন তাঁহাদিগের হইতে সাবধান! যাঁহারা কঠোপনিষদের বর্ণিত দেহ-ইন্দ্রিয়-মনাদি বিরহিত পরমাত্মীয় নিরুপাধিক মোক্ষ তত্ত্বকে সোপাধিক জীবাত্মার পর-লোকতত্ত্ব রূপে প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের উপদেশ হইতে সাবধান! যাঁহারা বেদ শাস্ত্রকে ইষ্টসাধিনী নরবুদ্ধি কৃত এবং খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিসহস্রাব্দ মধ্যে লিখিত বলেন, তাঁহাদের কথায় সাবধান! যাঁহারা "মধ্য আসিয়া" হইতে আর্য্যদিগের ভারতে উপ-নিবেশ কল্পনা করেন, তাঁহাদিগের কথায় সাব-ধান! যাঁহারা উল্লুক ভল্লুক, বানর ও বনমানুষকে মানব বংশের পিতৃ পুরুষ বলিয়া আন্দোলন করেন, তাঁহাদের উক্তিতে সাবধান! যাঁহারা সত্যযুগের গোমেধ যজ্ঞীয় মাংসের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আপনাদের স্বেচ্ছাচারের পক্ষসমর্থন করেন তাঁহাদের সঙ্গ হইতে সাবধান! যাঁহারা মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত সগুণ ব্রহ্মপূজার পদ্ধতি, প্রকরণ, প্রয়োজন, অধিকার ও অর্থবাদ বিষয়ে কিছুমাত্র না বুঝিয়া এবং তাহার আচরণে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা না করিয়া কেবল তদুক্ত স্বেচ্ছাচার মাত্রকে উপাদেয় বোধ করেন, তাঁহাদের উপদেশে সাব-ধান! সংক্ষেপতঃ যাঁহারা ব্রহ্ম ব্রহ্ম, ভারত ভারত, হিন্দুধর্ম্ম-হিন্দুধর্ম্ম, বেদ বেদ, উন্নতি উন্নতি করিয়া ভ্রমণ পূর্ব্বক কেবল উদর এবং ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ করণে সুপণ্ডিত, হে হিন্দু সন্তান গণ! তাঁহাদের সঙ্গ হইতে সাবধান!! শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীগণ শাস্ত্রের যেরূপ উপদেশ দেন তাহাই গ্রহণ করিবে। তাঁহাদের প্রত্যেক উপদেশে ব্রহ্মবিদ্যা মনোহর রূপে স্ফূর্ত্তি পাইবে। তদনুযায়ী আত্মজ্ঞান উপার্জ্জিত হইলে সিংহ দৃষ্টে গজের পলায়নের ন্যায় বর্ত্তমান কালীন নামতঃ ব্রহ্মবিদ্যা ভারত সমাজ হইতে তিরোহিত হইয়া যাইবে। আত্মজ্ঞান যেমন পরমধর্ম্ম, পরমশৌচ, এবং মোক্ষজনক বলিয়া মন্বাদি শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, আমাদের বিবে-চনায় উহা সেইরূপ বিজাতীয় ব্রহ্মজ্ঞান ও অবৈধ ব্রহ্মোপাসনাকে দেশ হইতে বিদূরিত করিবার এক মাত্র মহামন্ত্র। হে সুভদ্র হিন্দু সন্তানগণ! শাস্ত্রাচার্য্যের বাক্যে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ঐ মন্ত্রগ্রহণে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিওনা। যাঁহারা উহা গ্রহণে অসমর্থ তাঁহাদিগকে সনাতন সামাজিক হিন্দু-ধর্ম্মে, উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা, সর্ব্বতোভাবে রক্ষা পূর্ব্বক, তোমরা সহস্রারকমলে ব্রহ্মমন্ত্র, সর্ব্বদেহে ভৈরব মন্ত্র, হৃদয়ে কালীমন্ত্র, হস্তে ইন্দ্র মন্ত্র এবং বদনে হরিমন্ত্র স্থাপন করতঃ ভারত সমরে কলির সেনাগণকে পরাস্ত করিতে আর বিলম্ব করিও না। হে সাধুব্রত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণ! হে পরমহংস পরিব্রাজক সন্ন্যাসিগণ! এখনও ভগবান কল্কিদেবের আগমনের অনেক বিলম্ব; এই বর্ত্তমান সময়টী আপনাদের অধিকারের মধ্যেই বিস্তৃত হইয়া আছে, আপনারা স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম মনে করিয়া এই উপস্থিত দেবাসুর সংগ্রামে আমাদের নেতা হউন; আমরা ভীত হইয়াছি, আমাদের ধর্ম্মকে রক্ষা করুন।

খড়্গপুর। শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

—০—

তুকারাম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ধন সম্ভ্রমকে উপেক্ষা করিয়া যেমন তুকারাম তাঁহার বৈরাগ্যের উচ্চতম ভাব দেখাইলেন, তেমনি আর একটী দারুণ পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি তাঁহার চরিত্রেরও ঔৎকর্ষ প্রতিপাদন করিলেন। একটী রূপ লাবণ্যবতী যুবতী তুকা-রামের কীর্ত্তনে সর্ব্বদা যোগ দান করিত। সে তুকারামকে কুৎসিত দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল এবং তাহার কাম লালসা পূর্ণ করিবার জন্য সময় অপেক্ষা করিতে লাগিল। একদা তুকা-রামকে কোন নিভৃত স্থানে পাইয়া, তাঁহার সমক্ষে তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিল, তুকারাম কি প্রকারে এই রমণীর প্রলোভন উপেক্ষা

করিলেন, তাহা তাঁহার রচিত দুইটী অভঙ্গতে বিবৃত হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম নিম্নে লিখিতেছি ঃ—

এই যে আমার বপু শুষ্ক তরু প্রায়
তপ ক্লেশে, শিলা সম হয়েছে কঠিন,
মিনতি তোমায় করি, হরি দয়াময় !
করো না ইহার সহ নারীর মিলন।
এ মিলন হলে, দেব ! ভুলিব তোমায়,
ভজন সাধনে তব, না যাইবে মন
প্রমত্ত বারণ সম হইবে মানস,
অসাধ্য সাধন হবে তাহার দমন।

হেরিলে নারীর মুখ ইন্দ্রিয় যোগে,
মৃত্যুর করাল দৃশ্য, হয় দরশন,
যে হেতু নারীর রূপ অতি ভয়ঙ্কর।
ইহাই ত সমুদায় দুঃখের আকর।
তুকা বলে, বহ্নি যদি সাধু মূর্ত্তি ধরে
তবু ইহা যারে তারে ভস্মসাৎ করে।

পর নারী জ্ঞান করি রুক্মিণীর প্রায়,
অন্যথা হবেনা ইহা করিয়াছি পণ।
তাই বলি জননীগো কেন ক্লেশ পাও
বিষ্ণুর সেবক গণ ব্যভিচারী নয়।
সহিতে না পারি হেন হীনতা তোমার.
এরূপ কুৎসিত কথা এনোনাগো মুখে ;
তুকা বলে চাও যদি বিবাহ করিতে
লোকের অভাব কোথা এই ধরণীতে ?

ধর্ম্মবীর গণের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে কন্দর্পের দর্প চূর্ণ করিতে না পারিলে কেহ সিদ্ধকাম হইতে পারেন না। এই প্রবল রিপু কত ঋষি মুনির তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে, কত সাধু ব্যক্তিকে ধর্ম্মচ্যুত করিয়াছে। অন্যান্য রিপুকে বশীভুত করিয়াও অনেককে এই কাম রিপুর নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। এবং যাঁহারা এই ভীষণ রিপুটীকে দমন করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাঁহারাই ধর্ম্ম জগতে বীর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই রিপুকে ভস্ম করিয়া মহাদেব, মহাযোগীর পদবীতে আরোহণ করত, "কামারি" নাম ধারণ করিয়াছিলেন। শাক্যসিংহ, রাজ ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া কৃচ্ছ্র সাধনে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু যত দিন কাম রিপুকে নির্ম্মূল করিতে না পারিয়াছিলেন তত দিন নির্ব্বাণ পদ আশা করিতে সক্ষম হয়েন নাই। চৈতন্যের পবিত্র জীবনের কথা লইয়া সকলেই আন্দোলন করিত। নবাবের পর্য্যন্ত ইহা কর্ণে উঠিল। কিন্তু ইহা তাঁহার বিশ্বাস হইলনা যে এমন মনুষ্য ধরাধামে থাকিতে পারে যে তাহার পূর্ণ যৌবনাবস্থায় হাবভাব সম্পন্না লাবণ্যবতী রমণীর মোহে অভিভুত না হয়। তিনি চৈতন্যের চরিত্র পরীক্ষা করিবার জন্য যাদী নাম্নী এক রূপবতী যুবতীকে তাঁহাকে ভুলাইবার জন্য প্রেরণ করিলেন। যাদী নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া চৈতন্যের সমক্ষে কুলটাসুলভ হাব ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। চৈতন্যদেব তখন হরিপ্রেমে বিগলিত। কখন হরিনাম করিতেছেন, কখন ভাগবত পাঠ করিতেছেন, কখন বা হরি কোথায় বলিয়া মূর্চ্ছা যাইতেছেন। যাদী তাঁহার নিকটেই রহিয়াছে। চৈতন্য তাহাকে দেখিতেছেন। সে যেন তাঁহার নিকট ছায়ার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। এক দিন যায় দু দিন যায়, ক্রমে সপ্তাহ অতিবাহিত হইল। চৈতন্যের ভাব কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইল না। যাদী এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া, চৈতন্যকে পরিবর্ত্তন করা দূরে থাক, নিজে হরি প্রেমে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। তখন সে তাহার বিগত কলুষিত জীবনের জন্য অনুতাপ করত, চৈতন্যের পদতল আশ্রয় করিল এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। নবাব এই বৃত্তান্তটা শুনিয়া অবাক হইলেন, চৈতন্যের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি জন্মিল এবং তিনি সকলের সমক্ষে বলিয়া উঠিলেন— "চৈতন্য পৃথিবীর মানুষ নহেন"। কাম রিপুর সহিত সংগ্রামই প্রকৃত সংগ্রাম। এই সংগ্রামে যে জয়ী হইতে পারে সেই যথার্থ বিজয়ী, সেই স্বর্গধামের প্রকৃত অধিকারী। এ সংগ্রামে জয়ী

না হইতে পারিলে কেহ ধর্ম্মবীর আখ্যা পাইতে পারেন না।

তুকারাম যখন সিংহোপম বিক্রম সহ উল্লিখিত রমণীর প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া তাঁহার চরিত্রের বিশুদ্ধতা প্রতিপন্ন করিলেন, তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল। তিনি ধর্ম্মবীর বলিয়া সকলের নিকট হইতে পূজা পাইতে লাগিলেন। যাহারা তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিত তাহারাই তাঁহার মতাবলম্বী হইল। এমন কি, তাহাদের মধ্যে কতক গুলি ব্যক্তি তাঁহার প্রধান শিষ্য বলিয়া পরিগণিত হইল। তুকারাম ১৪ জনকে তাঁহার চেলা স্বরূপ জ্ঞান করিতেন। তাহার মধ্যে এই কএক জনের নাম প্রকাশ আছে:—(১) রামেশ্বর ভট্ট (২) কানাইয়া, তুকারামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (৩) গঙ্গাজী। (৪) কন্তোবা (৫) শাওজী (৬) নাভাজী এবং (৭) শিবজী। শেষোক্ত শিষ্যটীর সম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী আছে তাহা নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

শিবজী জাতিতে কাঁশারী ছিলেন। লোহাগাভা গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। এই গ্রামটীতে তুকারাম সর্ব্বদা গমন করত ভজন ও কীর্ত্তন করিতেন। এখানকার অনেকেই তুকারামকে ভক্তি করিতেন ও তাঁহার কীর্ত্তনাদিতে যোগ দিতেন। শিবজী কাঁশারি, গ্রামের মধ্যে এক জন মন্দ লোক বলিয়া পরিগণিত ছিল। সে তুকারামের বিদ্বেষী ছিল ও তাঁহার কার্য্যে যাহাতে ব্যাঘাত হয় তৎপক্ষে যত্নবান থাকিত। কিন্তু, ঈশ্বরেচ্ছায়, তাহার মন ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইল। তুকারামের কীর্ত্তন শুনিয়া তাহার মন বিগলিত হইতে লাগিল এবং তুকারামের উচ্চভাব যত সে অনুভব করিতে সক্ষম হইল ততই সে তুকারামকে ভক্তি করিতে লাগিল। অবশেষে সে নিজের ব্যবসাতে শিথিল প্রযত্ন হইল। তুকারাম যখন লোহাগাভাতে আসিতেন সে তাহার বৈষয়িক কার্য্য স্থগিত রাখিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিত। এই রূপ করাতে শিবজীর ব্যবসায়ে ক্ষতি হইতে লাগিল। শিবজীর স্ত্রী অতিশয় লোভ পরবশ ও পাগলভা ছিল। সে তুকারামকে বিদ্বেষ ভাবে দেখিতে লাগিল। সে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে তুকারাম তাহার স্বামীকে ভুলাইয়া তাহাকে বিপথে লইয়া গিয়াছে, এবং এজন্য তুকারামকে সাজা দিবার জন্য মনে ২ অভিসন্ধি করিতে লাগিল। অবশেষে একটী উপায় স্থির করিল। তুকারামকে এক দিন নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ বাটীতে আনিল। তাঁহার স্নানের জন্য জল গরম করিল। এবং সাধুর প্রতি ভক্তি দেখাইবার ছলে নিজে জল ঢালিয়া দিতে লাগিল। একটী পাত্রে অত্যন্ত উত্তপ্ত জল রাখিয়া দিয়াছিল। সেই জল তুকারামের অঙ্গে ঢালিয়া দিল। তুকারামের দেহ দগ্ধ হইতে লাগিল—তিনি জ্বালায় অস্থির হইয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। শিবজীর স্ত্রীকে কোন কথাই বলিলেন না। এ সম্বন্ধে, তুকারামের একটী অভঙ্গ আছে তাহার তাৎপর্য্য এই ঃ—

পুড়িছে আমার দেহ লেগেছে আগুণ,
হে কেশব! ত্বরা করি এসো গো এখানে,
তুমিই আমার মাত্র জনক জননী,
তুমি বিনা কে রাখিবে আমার জীবন?

সর্ব্ব অঙ্গ রোমাবলী যাইছে জ্বলিয়া,
কিছুতে না পারি আমি করিতে বারণ,
ঐ দেখ হইতেছে বিদীর্ণ-হৃদয়,
কেমনে দেখিছ ইহা সুস্থির হইয়া?

শান্তি বারি লয়ে শীঘ্র কর আগমন,
নাহিক আমার কেহ সান্ত্বনা করিতে,
তুকা বলে তুমি হও জননী আমার,
তুমি বিনা দুঃখ হ'তে কে বাঁচাবে আর?

এই দারুণ যন্ত্রণার মধ্যে তুকারামের সাধু ভাব দেখিয়া শিবজীর স্ত্রী বিস্ময়াপূর্ণ হইলেন। তিনি তুকারামকে দেবতা বলিয়া স্থির করিলেন। তাঁহার অন্তরের বিদ্বেষ ভাব তুকারামের প্রতি ভক্তিতে পরিণত হইল। তিনি সাধুর চরণে পড়িয়া তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এই সময় হইতে শিবজী তাঁহার ব্যবসায় একেবারে

বদ্ধ করিয়া তুকারামের সহবাসে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

তুকারামের শিষ্যগণ বলিয়া থাকেন যে তিনি তাঁহার জীবনের শেষ ভাগে কত শত অমানুষিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চরিত্র লেখক মহিপতিও এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে দুইটী ঘটনা বিবৃত করিতেছি ঃ—

একদা তুকারাম লোহা-গাভাঁ গ্রামে কীর্ত্তন করিতেছিলেন এমন সময়ে একটী স্ত্রীলোক তাহার সন্তানের মৃত শরীর তুকারামের সমক্ষে নিক্ষেপ করিয়া বলিল—যদি তুকারাম বিষ্ণুর যথার্থ ভক্ত হন, তিনি অবশ্য ইহাকে জীবন দান করিতে পারিবেন। তুকারাম এই কথা শুনিয়া নিম্ন লিখিত অভঙ্গটী রচনা করিলেন ঃ—

নারায়ণ! তোমার ত ক্ষমতা অসীম,
পারো ত হে নির্জীবেরে করিতে সজীব,
কত স্থানে কত মত হয়েছে বর্ণন,
অলৌকিক ক্রিয়া কত করেছো সাধন,
তবে কেন ওহে দেব্ আমরা এখন,
স্বচক্ষেতে করিব না অপূর্ব্ব দর্শন?
বল শালী পুরুষের আমরা অধীন,
ইহাপেক্ষা ভাল ভাগ্য কি হইতে পারে?
ইহা কি হে আমাদের সামান্য গৌরব?
তোমার গোলাম বলে দিই পরিচয়,
তুকা বলে নয়নের কর সার্থকতা,
প্রকাশ করিয়া তব অদ্ভুত ক্ষমতা!

প্রবাদ এই যে, এই অভঙ্গটী উচ্চারিত হইবামাত্র বালকটী সজীব হইয়া উঠিল।

ক্রমশঃ।

ক্রন্দন।

(প্রাপ্ত)

এই কোলাহল পূর্ণ আবিল পঙ্কসদৃশ পাপ সংসারের যে দিকে নিরীক্ষণ করি সেই দিকেই কেবল ক্রন্দনের ধ্বনি শুনিতে পাই। ধনীর অট্টালিকা হইতে দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত, তাপসের আশ্রম হইতে ঘোর বিষয়াসক্ত বিষয়ীর নিবাস ভূমি পর্য্যন্ত বিশেষ পরিবেক্ষণ করিয়া দেখিলাম, দেখিতে পাইলাম, কেবল হাহাকার আর ক্রন্দনের রোল উঠিতেছে। ক্রন্দনের গগন ভেদী মর্ম্মস্পৃক শব্দে কর্ণ বধির হইল। কান্নার খরতর স্রোতে পড়িয়া হৃদয়ে বড়ই ব্যথা পাইয়াছি। এ কান্না কি ফুরাইবেনা? কত কাল হইতে সংসারে কান্নার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা কে বলিবে। কান্না ভিন্ন সংসারে আর কিছু নাই। বোধ হয় কাঁদিবার জন্যই আমাদের সৃষ্টি হইয়াছে। কাঁদেনা কে এমন লোক ত দেখিতে পাইনা। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় আমরা আজন্ম কাঁদিতেছি অথচ কাঁদিতে শিখিলামনা।

জনমিয়া আমরা কাঁদিয়াছি। বলিতে পারিনা কাঁদিতে কাঁদিতে আবার কোথায় চলিয়া যাইব। কান্না আমাদের চির অভ্যস্ত। এ কান্না কি আমরা ছাড়িতে পারি। কান্না ভিন্ন কি সংসার চলে। তুমি ভাই সুপণ্ডিত জ্ঞানী যাহাই বল, যে দিন কান্না ফুরাইবে, সেদিন ত সকল গোল মিটিয়া যাইবে। সংসারে কান্না না থাকিলে সংসার অচল হইত। ক্রন্দনের মাধুরী কয়জনে বুঝে। ক্রন্দনের মধ্যে যে একটা দারুণ লালসা রহিয়াছে, সে লালসার পরিতৃপ্তি হয়না তাই সংসার। লালসা ফুরাইলে কান্না ফুরাইবে। কান্নার শেষ হইলে সৃষ্টি লোপ হইবার সম্ভাবনা। তাই সংসারে ধীরে ধীরে কান্না প্রবেশ করিয়া রাজ্য বিস্তার করিয়াছে। মানের কান্না, ধনের কান্না, রূপের কান্না, গুণের কান্না, জ্ঞানের কান্না, সম্পদের কান্না, বিপদের কান্না, পাপের কান্না, পুণ্যের কান্না, সংসারে কান্না ভিন্ন কথাটি নাই। সংসারের গরল পান করিতে করিতে সময়ে সময়ে মানব জীবনে যৎকিঞ্চিৎ যাহা কিছু সুখের উদয় হয় তাহা শোক দুঃখের ঘূর্ণমান প্রবল আবর্ত্তে পড়িয়া কোথায় যে ভাসিয়া যায়, তাহার কিছুই কুল কিনারা পাওয়া যায়না। তাই ভাবি কান্নাই সংসার। সংসারে কান্না ভিন্ন আর কিছুই নাই। এ কান্নার রাজ্য শেষ হইবেনা কি? এ কান্নার অবসান হইবেনা কি? আমি জানিনা, প্রভু জানেন যিনি রাজরাজেশ্বর তিনি ভিন্ন আর কেহ জানেনা। আমি কে? কতক গুলি পদার্থ সমবায়ে আমি একটা এ সংসারে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীব মাত্র। কান্না ভিন্ন আর কিছুই জানিনা। প্রভু আমাকে কাঁদাইয়া-

ছেন, তাই আমি কাঁদি। আমার লালসা ফুরায়না তাই আমি ক্রন্দনের দাস।

ঐ দেখ কাঁদিতেছে। উপরে কলঙ্ক লাঞ্ছিত কলেবর নিশানাথ অমানিশার বিষম নিষ্পেষণে ব্যথিত হইয়া কাঁদিতেছে। বিশাল কলেবর বিস্তার করিয়া জাননা কি ভাবে দিবানিশি অচল রাজ কাঁদিয়া মেদিনী ভাসাইতেছে। একান্নার স্রোত বেশি করে কাহার সাধ্য। চাঁদিমার বিমল কিরণে অভিভূত হইয়া নক্ষত্র রাজি মলিন মুখে কাঁদিতেছে। সূর্য্য দেবের প্রখর উত্তাপে সন্তপ্ত হইয়া অনল জ্বালে কাঁদিয়া বসুন্ধরা প্লাবিত করিতেছে। কাঁদেনা কে? ঐ দেখ বিপুল বিভবশালী বিষম বিষয়ের বিড়ম্বনায় পড়িয়া নিয়ত অশ্রুপাতে দিন পাত করিতেছে। কৃপার পাত্র কাঙ্গালেরা অর্থের জন্য প্রাণপাত করিতে উদ্যত হইয়াছে অথচ সফল মনোরথ হইতেছেনা। এখানে কান্নার বিরাম নাই। ঐ দেখ কাঁদিতেছে। সুকুমার শিশুর কচিমুখের মধু মাখা হাসি দেখিয়া যে প্রফুল্ল হইতে পায়নাই সে কাঁদে, আবার যে সে অমৃত লহরী পান করিয়া তাহাকে জনমের মত হারায় সেও কাঁদে। বৃদ্ধ পিতা মাতা জীবনের সন্ধ্যা কালে এক মাত্র অবলম্বন কৃতি পুত্রের বিয়োগ দুঃখে কাতর হইয়া কাঁদিতেছে। অসহায় বালক পিতা মাতাকে হারাইয়া মনের দুঃখে কাঁদিতেছে। পতি প্রাণা সতী স্বামিবিরহে যে অরুন্তুদ মনোবেদনা প্রকাশ করিয়া সকল সুখে জলাঞ্জলি দেয় সে নিদারুণ শোকের বিশ্রাম স্থান এ মরুভূমে কোথায়। তাহার হৃদয় বিদারক কান্নার স্রোতে কেনা ভাসিয়া যায়। হায়রে সংসারের শোভা, গৃহের লক্ষ্মী, দুঃখের দুঃখী সুখের সুখী প্রিয়তমা প্রনয়িণীর মৃত্যুতে নয়নের জল কে রোধ করিতে পারে? বন্ধু বিয়োগ কয়জনের সহ্য হয়? তাই বলি, সংসারে কান্না ভিন্ন আর কি আছে। এখানে কেনা কাঁদে ঐ দেখ কাঁদিতেছে। গুণী, জ্ঞানী, ধনী, মানী, পণ্ডিত, মুর্খ, রাজা, প্রজা, সংসারী বিরাগী, এখানে কেনা কাঁদে? আমরা এখানে কাঁদিবার জন্যই আসিয়াছি। আমাদের এ কান্না ফুরাইবার নয়। কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয়, আমরা কাঁদিতে জানিনা, তাই কাঁদি।

কিন্তু কান্নার শেষ কান্না আর এক কান্না আছে। সে কান্না আমাদের নাই। সে চিত্ত উন্মাদকারী বাক্য হীন কান্না কি সকলের ভাগ্যে ঘটে! সে কান্না ঐ দেখ একজন কাঁদিতেছে। মরিমরি! ঐ কান্নার তুলনা কোথায় পাইব! এখানে সকল ফুরাইয়াছে কিন্তু এখনও কান্না ফুরায় নাই। কান্না এখানে চরম সীমায় উত্থিত হইয়াছে। কাঁদিতে হয়ত এমনি কাঁদাই ভাল। ভাই যোগী, তুমি ধ্যান নিমীলিত নেত্রে কাহার প্রেমে উন্মত্ত হইয়া অহর্নিশি আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছ? সকল পরিত্যাগ করিয়াছ, কিন্তু এখনও কান্না পরিত্যাগ করিতে পারনাই কেন? তোমার একান্নার মহিমা কে বুঝিবে। ধন্য তুমি, তোমার ক্রন্দনের মহিমা অপার।

প্রভো! আমাকে যদি কাঁদাইলে, তবে ঐ কান্না কাঁদাইলেনা কেন? এ পাপিষ্ঠ নরাধম কতকাল আর এভাবে কাঁদিবে। এমনি কুলগ্নে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম চিরটাদিন বৃথা কাঁদিয়া মরিলাম। কিন্তু আজিও কাঁদিতে শিখিলামনা। তোমার ভক্তি পীযুষ পান করিয়া নয়নের জলে দগ্ধ হৃদয় ভাসাইতে পারিলাম না! পাষাণ প্রাণ গলাইতে পারিলাম না!! তাই কাঁদি।

জামালপুর। শ্রীবিঃ—

শুভ সমাচার।

রামপুর হাটের নিকট মাড় গ্রামের একটী "হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা" নূতন সংস্থাপিত হইয়াছে। সভার প্রতিষ্ঠা দিনে শ্রীযুক্ত বাবু পাঁচ কড়ী রায় একটী সারগর্ভ ধর্ম্মবিষয়িণী বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃবর্গের যথোচিত উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, কাঙ্গালী ভোজন হইয়াছিল।

বীরভূমে অনেক গুলি ভদ্র মহাত্মার যত্নে একটী "আর্য্যধর্ম্ম সভা" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতীচ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্‌, লীনং পরেব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

৮ম ভাগ — ১১শ সংখ্যা

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"

শকাব্দা ১৮০৭ — ফাল্গুণ—পূর্ণিমা

আপস্তম্ব সংহিতা।

অষ্টমঃধ্যায়।

ভস্মনা শুধ্যতে কাংস্যং সুরয়া যন্নলিপ্যতে।
সুরাবিণ্মূত্রসংস্পৃষ্টং শুধ্যতে তাপলেখনৈঃ।

যে কাংস্যপাত্রে মদ্য স্পর্শ করে নাই, তাহা ভস্ম দ্বারা মার্জ্জনা করিলে শুদ্ধ হয়। মদ্য, মল বা মূত্র লাগিলে অগ্নির উত্তাপ দিলে বা চাঁচিয়া ফেলিলে শুদ্ধ হয়।

গবাঘ্রাতানি কাংস্যানি শূদ্রোচ্ছিষ্টানি যানিতু।
দশ ভস্মানি শুধ্যন্তি শ্বকাকোপহতানিচ।

কাংস্যপাত্র গো কর্ত্তৃক আঘ্রাত, শূদ্রের উচ্ছিষ্ট যুক্ত ও কুকুর বা কাক কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে উহা দশ বার ভস্মদ্বারা মার্জ্জনা করিলে শুদ্ধ হয়।

শৌচং সুবর্ণ-নারীণাং বায়ু সূর্য্যেন্দুরশ্মিভিঃ।
রেতঃ স্পৃষ্টং শবস্পৃষ্টমাবিকন্তু প্রদুষ্যতি।
অদ্ভি মৃদাচ তন্মাত্রং প্রক্ষাল্যচ বিশুধ্যতি।

সুবর্ণ বা স্ত্রী, বায়ু, সূর্য্য বা চন্দ্র কিরণ স্পর্শে শুদ্ধ হয়। কিন্তু জল বা মৃত্তিকা দ্বারা স্পৃষ্ট ভাগ প্রক্ষালিত হইলে শুদ্ধ হইয়া যায়।

শুষ্কমন্ন মবেদ্যস্য পঞ্চরাত্রেণ জীর্য্যতি।
অন্নং ব্যঞ্জন সংযুক্তমর্দ্ধ মাসেন জীর্য্যতি।
পয়স্তু দধিমাসেন ষণ্মাসেন ঘৃতং তথা।
সংবৎসরেণ তৈলন্তু কোষ্টে জীর্য্যতি বা নবা।

অন্ন গ্রহণের অযোগ্য ব্যক্তির প্রদত্ত শুষ্ক অন্ন ভোজন করিলে পাঁচ দিনে উহা জীর্ণ হয়। ব্যঞ্জন সহিত ভোজন করিলে অর্দ্ধ মাসে, দুগ্ধ ও দধি এক মাসে, ঘৃত ছয় মাসে জীর্ণ হয় এবং তৈল এক বর্ষে কোষ্টে জীর্ণ হয় কিনা সন্দেহ।

ভুঞ্জতে যেতু শূদ্রান্নং মাসমেকং নিরন্তরং।
ইহ জন্মনি শূদ্রত্বং জায়ন্তে তে মৃতাঃ শুনি।

এক মাস নিরন্তর যাহারা শূদ্রান্ন ভোজন করে। তাহারা ইহ জন্মে শূদ্রত্ব এবং মরিলে কুক্কুরযোনি লাভ করে।

শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কঃ শূদ্রেণৈব সহাসনং।
শূদ্রাজ্জ্ঞানাগমঃ কশ্চিজ্জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ।

শূদ্রের অন্ন ভোজন করিলে, শূদ্রের সহিত সম্পর্ক রাখিলে, শূদ্রের সহিত একাসনে বসিলে এবং

শূদ্রের নিকট জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে তেজস্বী পুরুষও পতিত হইয়া থাকে।

আহিতাগ্নিস্তু যো বিপ্রঃ শূদ্রান্নান্ন নিবর্ত্ততে।
তথা তস্য প্রণশ্যন্তি আত্মাব্রহ্মত্রয়োগ্নয়ঃ।

যে অগ্নিহোত্র বিপ্র শূদ্রান্ন ভোজনে নিবৃত্ত না হয়েন, তাঁহার আত্মা, ব্রহ্মণ্য ও তিন অগ্নি নষ্ট হইয়া যায়।

শূদ্রান্নেনতু ভুক্তেন মৈথুনং যোধিগচ্ছতি।
যস্যান্নং তস্যতে পুত্রা অন্নাচ্ছুক্রস্য সম্ভবঃ।

শূদ্রান্নভোক্তা মৈথুন করিলে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সে অন্নদাতা অর্থাৎ শূদ্রের তুল্য হইয়া থাকে। কেননা অন্ন হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়।

শূদ্রান্নেনোদরস্থেন যঃ কশ্চিন্ম্রিয়তে দ্বিজঃ।
স ভবেচ্ছূকরো গ্রাম্য স্তস্য বা জায়তে কুলে।

শূদ্রান্ন উদরস্থ থাকিতে থাকিতেই যদি কোন দ্বিজের মৃত্যু হয়, তবে সে গ্রাম্য শূকর যোনিতে বা শূদ্র কুলেতে জন্ম গ্রহণ করে।

ক্রমশঃ

ব্রহ্মবাদী।

ব্রহ্মবাদি মত আধুনিক নহে, ইহা সূর্য্যদেব দিবোদাস রাজার উচ্চাটনার্থ কল্পনা করিয়াছিলেন। যথা কাশী খণ্ডে ৪৬ অধ্যায়ে,

অথ কাশীং সমাসাদ্য রবিরন্তর্বহিশ্চরন্।
মনাগপি নতদ্রূপে ধর্ম্মধ্বস্তিমবৈক্ষত॥
কদাচিদতিথি র্ভূত্বা দুর্লভং প্রার্থয়ন্ রবিঃ।
ন তস্য রাজ্ঞো বিষয়ে দুর্লভং কিঞ্চিদৈক্ষত॥
বেদ বাহ্যাং ক্রিয়াঞ্চাপি কদাচিৎ প্রত্যপাদ্যত॥
কদাচিৎ স্থাপয়ামাস দৃষ্টপ্রত্যয়মৈহিকং।
কদাচিজ্জটিলোজাতঃ কদাচিচ্চ দিগম্বরঃ॥
সর্ব্বপাষণ্ড ধর্ম্মজ্ঞঃ কদাচিদ্ব্রহ্মবাদ্যভূৎ॥

মহত্তপোলব্ধরাজ্য দিবোদাসের ব্রহ্মার বরদানে দেবগণের তৈজস নৈসর্গিক শরীরে পৃথিবীতে আগমন নিষেধ হওয়াতে বিশ্বেশ্বরের আদেশে সূর্য্যদেব মনুষ্য শরীর পরিগ্রহ করিয়া কাশীতে দিবোদাসের রাজধানী প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র পরিদর্শন করিলেন। কিন্তু কুত্রাপি সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের বৈপরীত্য দর্শন করিলেন না। পরে কখন অতিথি হইয়া পৃথিবীতে যে বস্তু দুর্লভ, তাহা প্রার্থনা করিলেন কিন্তু ধর্ম্মাত্মা রাজার রাজ্যে দুর্লভ কোন বস্তুই নাই। কখন বেদ বিরুদ্ধ ক্রিয়া প্রতিপাদন, কখন দেহাত্ম-বাদিমত প্রতিপাদন করিলেন। কখন জটিল হইলেন, কখন দিগম্বর হইলেন, কখন বা সর্ব্ব পাষণ্ডের সমষ্টি রূপ ব্রহ্মবাদী হইলেন।

পুরাণে ব্রহ্মবাদীর প্রতি ঈদৃশ কটূক্তির প্রয়োগ হইল কেন? ব্রহ্মবাদীর প্রশংসাও তো সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়, যথা—বিশ্বানরমুনি ব্রহ্ম রূপে শিবস্তব করিয়াছেন।

একং ব্রহ্মৈবাদ্বিতীয়ং সমস্তং সত্যং সত্যং
নেহ নানাস্তি কিঞ্চিৎ। একো রুদ্রো নদ্বিতীয়ে
বতস্থে তস্মাদেকং ত্বাং প্রপদ্যে মহেশং।

অর্থ। স্বজাতীয় বিজাতীয় স্বগত ভেদ রহিত যে এক ব্রহ্ম বেদান্তবেদ্য, সেই ব্রহ্মই আপনি মহাদেব, আমি আপনার শরণাগত হইলাম।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। শক্তি স্তবেও "ত্বমেকাপরং ব্রহ্ম রূপেণ সিদ্ধা" এই প্রকার আছে। বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র কর্ত্তা, তাহাতেও অদ্বৈত ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং কাশীখণ্ডেও লিখিত হইয়াছে।

ব্রহ্মজ্ঞানেন মুচ্যন্তে নান্যথাজন্তবঃ ক্বচিৎ।
ব্রহ্মজ্ঞানময়ে ক্ষেত্রে প্রয়াগেবা তনুত্যজঃ।

মনুষ্য ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লাভ করে এবং কাশীক্ষেত্রে বা প্রয়াগে যাহার মরণ হয়, তাহারও মুক্তি হয়।

শ্রুতিতেও লিখিত আছে "ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতি" ত্রিদণ্ডীপরমহংস এবং সকল শ্রুতি স্মৃতি পুরাণে ব্রহ্মোপাসক দিগের নারায়ণ জ্ঞানে প্রণাম করিবে। যথা—

"দেবতা প্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিং দৃষ্ট্বা ত্রিদণ্ডিনং
যঃ প্রণামং নকুরুতে প্রায়শ্চিত্তীয়তে স্বসৌ।

প্রতিষ্ঠিত দেবতা প্রতিমা এবং যতি ত্রিদণ্ডী পরম হংস দর্শনে অকৃত প্রণাম ব্যক্তি পাপী হয়।

বস্তুতঃ পুরাণ ঈদৃশ ব্রহ্মবাদী গণের নিন্দা করেন নাই। তবে-

সর্ব্বে ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি সংপ্রাপ্তেচ কলৌ যুগে।
নানুতিষ্ঠন্তিমৈত্রেয় শিশ্নোদর পরায়ণাঃ।

হে মৈত্রেয়! কলিযুগে প্রায় সকললোকই মৌখিক

ব্রহ্ম ২ উচ্চারণ করিয়া সমুদায় বৈদিক ক্রিয়া কলাপ পরিত্যাগ করিয়া কেবল শিশ্নোদর পরায়ণ হইবে। এতল্লক্ষণাক্রান্ত ব্রহ্মবাদীকেই পুরাণ কটূক্তি করিয়াছেন।

অত্রি সংহিতা। ব্রহ্মতত্ত্বং নজানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ। তেনৈব সচপাপেনবিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ।

যাঁহার ব্রহ্মাত্মৈকত্বের অপরোক্ষানুভব নাই, তিনি যদি কেবল উপনিষদবলম্বনে গর্ব্বিত হয়েন, তবে সেই পাপে ব্রাহ্মণ হইলেও তিনি পশুত্ব প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ পশুর ন্যায় খাদ্যাখাদ্য বিচার বর্জ্জিত হয়েন।

শ্রীবেচারাম সার্ব্বভৌম।

সন্ধ্যা বন্দনাদি।

এবং রাজা রামমোহন রায়।

"অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত"। শ্রুতি "প্রত্যহ সন্ধ্যা উপাসনা করিবেক।" "তপসা কল্মষং হন্তি"। মনু সন্ধ্যা-বন্দনাদি তপস্যা দ্বারা পাপক্ষয় হয়। "নিত্যাদিনাং বুদ্ধি শুদ্ধি পরং প্রয়োজনং"। চিত্ত শুদ্ধি নিমিত্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম সকল প্রয়োজন। "ঋষয়োদীর্ঘসন্ধ্যাত্বাদ্দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়ুঃ। প্রজ্ঞাং যশশ্চ কীর্ত্তিঞ্চ ব্রহ্মবর্চ্চসমেবচ" ॥ (মনু ৪।৯৪) ঋষিগণ দীর্ঘ পরমায়ু, প্রজ্ঞা, যশঃ, কীর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব সন্ধ্যাবন্দনাদি অবশ্য করিবে। "শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ। ইহকীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য-চানুত্তমং সুখং (ঐ ২।৯) যে ব্যক্তি শ্রুতি স্মৃতি বিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে স্বর্গাপবর্গাদি সুখ প্রাপ্ত হয়েন। "বৈদিকৈঃ কর্ম্মভিঃ পুণ্যৈর্নিষেকাদির্দ্বিজন্মনাং। কার্য্যঃ শরীর সংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্যচেহচ"। (ঐ ২।২৬) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদিগের বেদোক্ত পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ রূপ কর্ম্মদ্বারা গর্ভাধানাদি শারীরিক সংস্কার করিবেক। তাহাতে ঐহিক পারত্রিক পবিত্রতা জন্মে। "শূদ্র সামান্য জাতীনামধিকারো হি তন্ত্র কেবলম্। আগমোক্ত বিধানেন সর্ব্বসিদ্ধিস্ততো ভবেৎ। প্রাতঃ সূর্য্যোদয়াৎ কালো মধ্যাহ্ন স্তনমস্তরং। সায়ং সূর্য্যাস্ত সময় স্ত্রিকালানা-মযং ক্রমঃ" (মঃ নিঃ তঃ ৮।৮০-৮১) শূদ্র ও সাধারণ জাতির কেবল আগমোক্ত বিধানে অধিকার। তন্ত্রোক্তেই তাহাদের সমুদয় সিদ্ধ হয়। সূর্য্যোদয়ের সময়, মধ্যাহ্নকাল ও সূর্য্যাস্ত সময় ত্রিসন্ধ্যা কালের এই ক্রম। শূদ্রাদিও ঐ নিয়মে সন্ধ্যাবন্দনা করিবেক।

ব্রাহ্মণ অবধি শূদ্র পর্য্যন্ত সর্ব্ব জাতীয় গৃহী দিগের যথাধিকার বৈদিকী ও তান্ত্রিকী অথবা কেবল বৈদিকী বা কেবল তান্ত্রিকী সন্ধ্যা বন্দনাদি করা কর্ত্তব্য। কর্ম্মী, নৈয়ায়িক, সাংখ্যজ্ঞানী, যোগী, ব্রহ্মজ্ঞানী ও ব্রহ্মোপাসক কেহই তাহা পরিত্যাগ করিবার অধিকারী নহেন। কোন প্রকার জ্ঞান, বৈরাগ্য, তর্ক, বিচার তাহার বাধা জন্মাইতে পারেনা। সন্ধ্যাবন্দনাদি, নিত্যকর্ম্ম বলিয়া উক্ত হয়। তাহাতে কোন কামনা স্থান পায়না। কেবল নিষ্কাম ভাবে তাহা আচরিত হইয়া থাকে। ফলতঃ অনুষ্ঠাতা, তৎসাধনে কোন ফল প্রার্থনা না করিলেও তাহা হইতে অলক্ষ্য ভাবে প্রভূত ফল লাভ করিয়া থাকেন। তাহা দ্বারা শরীর ও মনের পাপ বিনষ্ট হয়, বুদ্ধিশুদ্ধি হয়, চিত্ত প্রসন্ন হয়, প্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠিত হয়, আয়ুর্বৃদ্ধি হয়, ইহকালে যশ হয়, পরলোক সদ্গতি হয় এবং ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা উদিত হইবার নিমিত্ত হৃদয়াকাশ প্রস্তুত হইয়া থাকে। বৈদিকী ও তান্ত্রিকী দীক্ষা ব্যতীত সন্ধ্যাবন্দনার অনুষ্ঠান সম্ভবেনা। অতএব হিন্দুমাত্রের কর্ত্তব্য যথাধিকার দীক্ষিত হন। যেমন দীক্ষা, সেইরূপ শাস্ত্রানুযায়ী বিবাহ প্রভৃতি অন্যান্য সংস্কারও প্রয়োজন। স্বকপোল কল্পিত উপাসনা ও বিবাহাদি কর্ম্মানুষ্ঠান অনুচিত। তাহা সদাচার ও শিষ্টাচার নহে। তাদৃশ অসদাচরণ দ্বারা কোন মতেই হিন্দুত্ব বা বৈদিকী পবিত্রতা রক্ষা হইতে পারেনা।

এই উপস্থিত সময়ে অনেকেই হিন্দু আচার ব্যবহারের প্রতিকূল। অনেকেই পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী। পাশ্চাত্য বিদ্যা ও পাশ্চাত্য শিক্ষক দিগের কুহকে পড়িয়া তাঁহারা মনে করিতেছেন— পরিবর্ত্তনই উন্নতির নিদর্শন। তাঁহারা বলেন— ভারতের উন্নতি সাধন করিতে গেলে ভারতীয় ধর্ম্ম ও সমাজের পরিবর্ত্তন করা উচিত, কেননা ইউরোপে, এইরূপ পরিবর্ত্তন সূত্রে প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। এই প্রকার বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের

সহ কলহ নিষ্ফল। আমাদের কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে, আধুনিক ধর্ম্মমত ও আধুনিক সমাজের যত পরিবর্ত্তন সম্ভব, সনাতন আর্য্য-ধর্ম্মের ও অনাদি পরম্পরাগত হিন্দু সমাজের তত পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে। যে সে ইচ্ছা করিলেই যে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের পরিবর্ত্তন করিতে পারে এমন নহে। বিশেষতঃ অন্যান্য দেশ ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে যত পরিবর্ত্তন হইয়াছে বা হইতেছে স্বার্থ ও বিষয় বিদ্যা তাহার নিয়ামক। ধর্ম্ম তাহার নিয়ামক নহে। সেই সব সমাজের মূলগত ধর্ম্ম অত্যন্ত ক্ষীণ। সুতরাং পরিবর্ত্তন সূত্রে তথায় যে উন্নতি হইয়াছে তাহাই সর্ব্বে সর্ব্বা। সে উন্নতির অনুরোধে উক্ত সমাজ সমূহ হইতে যতটুকু ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহার এতবেশী গৌরব নহে যে, তজ্জন্য সে সব সমাজ কোন ক্ষতি বোধ করিবে। ইউরোপীয়গণ স্বার্থ ও সাংসারিক সুখের জন্য ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া যখন যেমন ইচ্ছা সমাজকে সেই রূপে পরিবর্ত্তিত করিতেছেন। তাঁহাদের সমাজের আধুনিকতা ও শিথিল মূলবশতঃ তাঁহারা তাদৃশ পরিবর্ত্তন পক্ষে কৃতকার্য্যও হইতেছেন। তাহা দেখিয়া পরিদেবনা শূন্য হৃদয়ে আমাদের লক্ষ ঝম্প করা শোভা পায়না। আমাদের ধর্ম্মের মন্দির ও সমাজ রূপ অট্টালিকা কঠিন পাষাণের উপরি দণ্ডায়মান আছে। স্বেচ্ছাচারের ঝটিকা বা তর্কের তরঙ্গ তাহাকে বিচলিত করিতে ক্ষমবান নহে। তাহা ইউরোপীয় সমাজের ন্যায় অল্প বয়স্ক নহে-যে অল্প বয়স্ক যুবার ন্যায় প্রতিদিন নব নব মূর্ত্তি দেখাইবে। তাহা বহু চতুর্যুগ ব্যাপী বর্ত্তমান আছে। কিন্তু এই বার্দ্ধক্য জন্য তাহার আশু মৃত্যুর আশঙ্কা করিওনা। কেননা তাহা দৃঢ়বদ্ধ মূল অক্ষয়-বটবৃক্ষ স্বরূপ। যুগ প্রলয় নিবন্ধন তাহার এককাণ্ড জরাগ্রস্ত হইয়া পতিত হইলেও তাহার সুবিরূঢ় মূল হইতে তত্তুল্য কাণ্ডান্তর প্রসূত হইয়া থাকে। সুতরাং লোকের স্বার্থ দ্বারা তাহা পরিবর্ত্তিত, সংস্কৃত বা বিনষ্ট হয়না। তাহার এই অলৌকিক স্বভাব অবগত হইয়া কখনও কোন ঋষি ও আচার্য্য, তাহার গাত্রে হস্ত ক্ষেপণ করেন নাই। সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম জাতকর্ম্মাদি নৈমিত্তিক কর্ম্ম, স্নানাহারাদি শৌচ-কর্ম্ম-এই সকল বেদমূলক ধর্ম্মই হিন্দু সমাজের ও হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ শরীর। বেদান্ত রূপ শিরো-ভাগাবধি সাংখ্য ও ন্যায়বিদ্যা রূপ করপদ পর্য্যন্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ তাহাতেই সমন্বিত। যদি কেহ উক্ত সাধারণ শরীর হইতে তাদৃশ কোন অঙ্গকে ভেদজ্ঞান করেন, তবে তাহা ঔপচারিক ভেদ মাত্র হইবে। যদিও ঋষি ও আচার্য্য গণ স্থল বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা শক্তি বিশিষ্ট অধিকারীর উপকারার্থ হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ অঙ্গকে আদর করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত সাধারণ দেহকে তাঁহারা সকলেই সমান সম্মান দিয়াছেন। মূল দেশে, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া, অঙ্গবিদ্যা বা অঙ্গোপাসনার ফলাদি উপদেশ করিয়াছেন। মহাত্মা রাম মোহন রায় ও যে, সেই সাধারণ-দেহকে গূঢ়রূপে রক্ষা করিয়াছেন তাহা তাঁহার উক্তিদ্বারা বুঝা যাইবে সেই সকল উক্তিকে তাঁহার গ্রন্থাবলির উপক্রম উপসংহার দ্বারা বিচার করিলে ব্রাহ্মেরা, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের, হিন্দুধর্ম্মও হিন্দুসমাজ মূলকত্ব বুঝিতে পারিবেন। ব্রাহ্ম ভিন্ন অপর হিন্দু আচার ত্যাগেচ্ছু যুবাগণ ও রামমোহন রায়ের বাক্য কিঞ্চিৎ চৈতন্য লাভ করিতে পারেন। কেননা সম্ভবতঃ ঋষিবাক্যাপেক্ষা তাঁহার বাক্য তাঁহাদের নিকট অধিক আদরণীয় হইতে পারে। ফলতঃ ব্রাহ্ম ও অন্যান্য হিন্দুধর্ম্ম-দ্বেষীগণ হয়ত কহিবেন যে, উক্ত মহাত্মা, আহার ব্যবহারে হিন্দু ছিলেন না। যদি উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক কার্য্য-কারী হয় তবে তাঁহার হিন্দু আচার ব্যবহার প্রতিপালনের উপদেশ মানা যাইতে পারেনা। যদি এই প্রকার প্রশ্ন উপস্থিত হয় তবে আমা-দিগকে তাহার কিঞ্চিৎ উত্তর দিয়া রাখা উচিত। সেই উদ্দেশে আমরা এস্থলে কতিপয় অতিরিক্ত কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম।

প্রথমতঃ। প্রায় ৭০ বর্ষ হইল যখন রাম মোহন রায় বঙ্গদেশে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে ব্রতী হন তখন তাঁহার প্রতি অনেকেই বিরক্ত হইয়াছিলেন

তাঁহার শ্রুতি স্মৃতি-বিহিত ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার যে, সেই বৈরক্তির প্রধান কারণ ছিল তাহা নহে। প্রধানতঃ তাঁহার শৌচাচারের অভাব দেখিয়াই তৎ কালীন হিন্দুরা তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থাবলি পাঠ করিলেই সে কথার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। হিন্দুদিগের সনাতন বিশ্বাস এই যে, সংসারাভিমানির পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব। এবিশ্বাস অশাস্ত্র নহে। এই নিমিত্তে কোন পণ্ডিত, রাম মোহন রায়ের প্রতি এই শাস্ত্রীয় বচনটী প্রয়োগ করিয়া ছিলেন যথা "সংসার বিষয়াসক্ত ব্রহ্মজ্ঞোঽস্মিতি বাদিনং। কর্ম্ম ব্রহ্মোভয় ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা"। যে ব্যক্তি সংসার বিষয়ে আসক্ত হইয়াও "আমি ব্রহ্মজ্ঞ" এই প্রকার বাক্য কহে, তাদৃশ কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয় পথ ভ্রষ্ট ব্যক্তিকে অন্ত্যজের ন্যায় ত্যাগ করিবেক। কেহ কেহ বলেন যে, রামমোহন রায় সংসারে থাকিয়াও সংসারাভিমানী ছিলেন না; তিনি কেবল শাস্ত্রানুসারেই "বহির্ব্যাপার সংরম্ভ" এবং "হৃদি সঙ্কল্পবর্জিত" হইয়া নির্লিপ্ত ভাবে সংসারের কর্ম্ম করিতেন, এবং দিবানিশি শাস্ত্র পাঠ ও জ্ঞান প্রচারে ব্রতী থাকায় ভারতীয় শৌচাচারের প্রতি মনোযোগী হইতে পারেন নাই;— কিন্তু সে সকল মর্ম্ম লোকে কিরূপে বুঝিবে? লোকে এই কথা কহে যে, যদি তিনি "বহির্ব্যাপার-সংরম্ভ" হইয়া নির্লিপ্ত ভাবে সংসারের অন্যান্য কর্ম্ম করিয়াছেন তবে অন্ততঃ সেই ভাবে ভারতীয় শৌচাচারও তো রক্ষা করিতে পারিতেন? তাহা না করাতেই হিন্দু সমাজ তাঁহাকে ভ্রষ্টাচারী রূপে গণ্য করিয়াছেন। ইহাতে আমরা হিন্দু সমাজকে দোষ দিতে পারি না। এই ভারতক্ষেত্রে—হিন্দু সমাজ শৌচাচারই প্রথম দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাই হিন্দু সমাজের বন্ধন। রাম মোহন রায় শাস্ত্রের প্রতি, সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়ার প্রতি এবং শাস্ত্রীয় নিবৃত্তি-ধর্ম্মের প্রতি, যে রূপ অসাধারণ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন এবং কোন কোন স্থলে অন্যের প্রতি যে রূপ শাস্ত্রানুসারে আহার ব্যবহারের কর্ত্তব্যতা উপদেশ করিয়াছেন, সেই রূপ আপনি-যদি স্বজাতীয় প্রচলিত শৌচাচার রক্ষা করিয়া চলিতেন, তবে, বোধ হয় সমস্ত হিন্দু সমাজ তাঁহাকে একজন রাজর্ষি অথচা আচার্য্য রূপে গ্রহণ করিতেন।

দ্বিতীয়তঃ। আহারাদি কতিপয় আচার সম্বন্ধে তাঁহার ব্যতিক্রম থাকাতেই কেবল তিনি হিন্দুসমাজে নিন্দনীয় হইয়াছিলেন। নতুবা তিনি বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রে বিহিত যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়া ছিলেন তাহা কোন নিন্দার কারণ ছিল না। আচারের সহিত সংযুক্ত হইলে তাহা নির্ম্মল যশের কারণ হইত। তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান ও তদানুসঙ্গিক শাস্ত্রীয় বিচার সকল অতি উপাদেয়। বিশেষতঃ তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের দ্বারা বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রেই বৈদান্তিক জ্ঞানের আদর সমুৎপন্ন হইয়াছে। সেই আদর এখন আর ব্রাহ্মসমাজে তত দৃষ্ট হয়না, কিন্তু ভদ্র হিন্দু সমাজে ব্যক্তি বিশেষে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ৭০ বর্ষ পূর্ব্বে উপনিষৎ, বেদান্ত সূত্র এবং অন্যান্য বৈদান্তিক গ্রন্থ বঙ্গদেশে শ্রুত বা পঠিত হইত না। কেবল ন্যায় ও স্মৃতির অধ্যয়ন অধ্যাপনা মাত্র হইত। জ্ঞান ও ভক্তির নিমিত্তে পরমার্থ ও মুক্তির নিমিত্তে তখনকার ভদ্র লোকেরা কতিপয় তন্ত্র, পুরাণ মহাভারত, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ করিতেন। ফলে মূল স্বরূপ উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা সেই সকল শাস্ত্রের যেরূপ কর্ম্ম ব্রহ্মাত্মক অর্থ স্ফূর্ত্তি পায়, তাহাতে তাঁহারা প্রায় বঞ্চিত ছিলেন। রাম মোহন রায় সেই অভাব একেবারে পূরণ করিয়া দিলেন। তিনি হিন্দুস্থান, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র ও তৈলঙ্গ দেশ হইতে বেদশিরোভাগ স্বরূপ-মূল বেদান্ত স্বরূপ উপনিষৎ সকল, উপনিষৎ-মীমাংসা স্বরূপ-বেদান্ত দর্শনাখ্য শারীরক সূত্র সকল, নানাবিধ বৈদান্তিক গ্রন্থ এবং বৈদান্তিক জ্ঞানের উপযোগী তান্ত্রিক গ্রন্থ সকল সংগ্রহ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যে ভাষ্য, টীকা, ও স্বকৃত ভাষা তাৎপর্য্যের সহিত সেই সমস্ত শাস্ত্র এবং তৎ সমূহের প্রতিপাদ্য পরমার্থ তত্ত্বকে মন্বাদি-স্মৃতি,

ভগবদ্‌গীতা, এবং পুরাণাদি শাস্ত্রীয় তত্ত্বজ্ঞানের সহ ঐক্য পূর্ব্বক বহুতর বিচার গ্রন্থ প্রস্তুত ও মুদ্রিত করিয়া, বর্ষাকালীন জলধর কৃত সুধা বৃষ্টির ন্যায় অধিবঙ্গ, উপবঙ্গ, রাঢ় ও বারেন্দ্র ভূমে বিভক্ত সমগ্র গৌড় রাজ্যের দ্বারে দ্বারে পরমার্থ তত্ত্ব বৃষ্টি করিয়া দিলেন। সেই পরমার্থ তত্ত্ব রূপ বৃষ্টির বেগে একদিকে সমাজ বিপ্লাবক অতি অনিষ্টকর অভিনব খৃষ্ট সমাজ বিচলিত হইল, অন্যদিকে শিব ও শক্তি পূজাদ্বেষী ব্রহ্ম বিদ্যাদ্বেষী, ও শঙ্করাচার্য্যেরদ্বেষী অবোধ ভক্তেরা শাসিত হইলেন। সর্ব্ব শাস্ত্রের সার স্বরূপ বৈদান্তিক জ্ঞান অনেকের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের জীবনের সার্থক্য সম্পাদন করিল। তাঁহার কৃত শাস্ত্রীয় অনুবাদ ও বিচার গ্রন্থ সকল অতি উৎকৃষ্ট প্রণালী ও যথার্থ তাৎপর্য্যের সহিত সরল, বিশদ ও প্রকৃত গৌড়ীয় সাধু ভাষায় লিখিত। টোলের অধ্যাপক গণ শাস্ত্রীয় বিচার এবং সাধুগণ পরমার্থ কথার উপদেশে যেরূপ ভাষা এখনও ব্যবহার করেন, তাঁহার গ্রন্থ সকল প্রায় সেই রূপ ভাষায় লিখিত। তাহা তখন কার ভদ্রলোকদিগের বোধ সুলভ ছিল। কেননা অধ্যাপক, গুরু, পুরোহিত ও কথক ঠাকুর দিগের সহবাসে সে সময়ে তাঁহারা অনেকেই শাস্ত্র কথা বুঝিতে পারিতেন। তাদৃশ সৎসঙ্গ অভাবে এখনকার যুবারা শাস্ত্রকথা প্রায়ই বুঝেন না। সেজন্য বিশেষতঃ পাশ্চাত্য বুদ্ধি বশতঃ তাঁহারা হয়ত তাঁহার গ্রন্থ পাড়িয়া অর্থান্তর করিয়া বসিবেন। তখনকার ভদ্রলোক দিগের সম্বন্ধে সেরূপ অর্থান্তরের আশঙ্কা ছিলনা। যদিও সেই সকল গ্রন্থ দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানী ও ব্রাহ্ম দিগের পক্ষে কাম্যক্রিয়া ও প্রতিমা পূজা নিষিদ্ধ হইয়াছিল মনে করিয়া, অনেকে, ঘৃণা ও ভয়ে তৎসমুহ পাঠ করিতেন না; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, গৌড় রাজ্যের প্রায় প্রধান প্রধান গ্রাম, নগরের বিশিষ্ট লোকেরা, এমন কি, অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং আরবী ও ফারসী বিদ্যাতে ব্যুৎপন্ন অনেক বিষয়ী ব্রাহ্মণ কায়স্থ, তাহা পাঠ পূর্ব্বক আশ্চর্য্য রূপ বৈদান্তিক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। পঞ্চ বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে আমরা সেই রূপ অনেক বেদান্তবাদী ও জ্ঞানী লোক দেখিয়াছি। তাঁহারা সকলেই রাম মোহন রায় ও তাঁহার গ্রন্থ সমুহকে বড়ই মান্য করিতেন সেই সকল গ্রন্থ এমন শাস্ত্রার্থ পরিপূর্ণ যে, তাহা পাঠ করিয়া এখনও অনেক মহামহোপাধ্যায় চমৎকৃত হন। যাঁহারা শাস্ত্র বিচারের প্রণালী অবগত আছেন, বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রহ্ম মীমাংসার সহিত বৈদান্তিক গ্রন্থ সকল এবং গীতা ও মনু অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, রাম মোহন রায়ের ন্যায় অসাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন পরমার্থ শাস্ত্রজ্ঞ মহাপুরুষ এদেশে আর জন্ম গ্রহণ করেন নাই। একজন সুবিখ্যাত গোস্বামী কলিকাতার কোন এক হরিসভাতে ভাগবৎ পাঠ করিতেন। তিনি আমাকে ১০ বর্ষ পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন যে "ব্যক্তি রাম মোহন রায়ের শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন সেই ব্যক্তি আমার ভাগবদ্‌ব্যাখ্যা সহজে বুঝিবেন"। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, তাঁহার শাস্ত্র বিচার সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সকল এবং তাঁহার অনুবাদিত শাস্ত্র সকল এখন আর কেহ ভাল করিয়া পড়েন না। পড়িলেও, শাস্ত্রীয় বুদ্ধির অভাব এবং পাশ্চাত্য বুদ্ধির প্রভাব বশতঃ তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেননা। সেই জন্য তাঁহার মতে অনেকে, অনেক প্রকার কল্পিত বাক্য প্রয়োগ করেন। সেই সকল গ্রন্থে হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি, শাস্ত্রীয় আত্মজ্ঞানানুশীলনের প্রতি, সন্ধ্যা বন্দনাদির প্রতি, জপ যজ্ঞ ও মানস যজ্ঞ সাধনের প্রতি এবং শাস্ত্রানু যায়ী আহার ব্যবহার করার প্রতি উপদেশ আছে বলিয়া এখন কার ব্রাহ্মেরা এবং অপর কৃতবিদ্য নব্যেরা তাহা ত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার নিজের আহার ব্যবহার যাহা হিন্দু সমাজ বিরুদ্ধ ছিল, প্রধানতঃ তাঁহার সেই দৃষ্টান্তটী মাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আপনাদের গুরুরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব রাম মোহন রায়, ব্রহ্মজ্ঞান ও অপরাপর শাস্ত্রীয় শুভ উপদেশ

সম্বন্ধে তাঁহাদের গুরু নন; তিনি প্রধানতঃ তাঁহাদের হিন্দু সমাজ বিরুদ্ধ আচার ব্যবহার ও পান ভোজনের গুরু। ফলে আমরা তাঁহার তাদৃশ দৃষ্টান্ত গ্রহণের কোন গৌরব দেখিতে পাই না; কেননা, অশৌচাচারের গুরু অনেকে হইতে পারেন, জ্ঞানোপদেশক অল্পই মেলে।

তৃতীয়তঃ। "উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক কার্য্যকারী" এ নিয়ম সর্ব্বত্র সঙ্গত হয়না। যে সকল আধুনিক সমাজে শাস্ত্রের আধিপত্য নাই, শিষ্ট পরম্পরা সিদ্ধ ধর্ম্মের ও সদাচারের বন্ধন নাই, সেই সকল সমাজে তাহা সংলগ্ন হইতে পারে। ভারতবর্ষে সে নিয়ম তত আদরণীয় নহে। ভারত কত চতুর্যুগ হইতে কত দৃষ্টান্ত দেখিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহার শাস্ত্ররাশিতে তেমন কত দৃষ্টান্ত ও আদর্শ সনাতন নিয়ম স্বরূপে লিখিত রহিয়াছে। তাঁহার নিকটে শাস্ত্রেরই আদর--শাস্ত্র মূলক উপদেশ ও শাস্ত্রীয় উপদেশকেরই আদর—শাস্ত্রানুযায়ী আদর্শ ও অনুষ্ঠানেরই আদর; তদ্ভিন্ন কান উপদেশকের স্বকীয় চরিত্র, আচার ব্যবহার প্রভৃতি অনুকরণ করিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। ভারতীয় ঋষি ও আচার্য্যগণ এবং এই বর্ত্তমান কালের অধ্যাপক ও উপদেশকগণ পর্য্যন্ত, কেহই কখনও কোন স্বকপোল কল্পিত বা স্বাধীন যুক্তি বিরচিত উপদেশ দেন নাই। তাঁহারা কেবল অনাদি সিদ্ধ সনাতন শাস্ত্র মূলক উপদেশই প্রদান করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষে এযাবৎ কাল তাহারই আধিপত্য চলিয়া আসিতেছে। এই সনাতন ব্যবহার অনুসারে মহাত্মা রাম মোহন রায়ের যতটুকু উপদেশ শাস্ত্র সিদ্ধ কেবল তৎপরিমাণ উপদেশানুযায়ী আচরণ পরায়ণ হওয়াই ব্রাহ্ম এবং অন্যান্য শিথিলাচারী নব্যগণের কর্ত্তব্য। তাঁহারা তাদৃশ উপদেশানুযায়ী আত্মজ্ঞানানুশীলন, প্রণব-উপনিষদাদি বেদাভ্যাস, শম দম বিবেক বৈরাগ্যের সাধন, অহরহ সন্ধ্যাবন্দনা, প্রতিমা পূজা ও কাম্য কর্ম্ম প্রভৃতি বাহ্য যাগ যজ্ঞের পরিবর্ত্তে মানসযজ্ঞ ও জপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, মায়া, অদৃষ্ট ও কর্ম্মজন্য জন্ম-জন্মান্তর বিশ্বাস এবং বেদোক্ত বা আগমোক্তবিধানে আহার ব্যবহারাদি লোকাচার নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রিকায় আত্মজ্ঞানানুশীলন, প্রণবোপনিষদাদি বেদাভ্যাস প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশের সংক্ষেপ বিবরণ করিয়াছি। এই উপস্থিত প্রবন্ধে, সন্ধ্যাবন্দনাদি বিষয়ক তাঁহার উক্তি সকল উদ্ধৃত করিব। এবং দেখাইব যে, তিনি ব্রাহ্মদিগের মঙ্গলার্থে সেই সকল উপদেশ দিয়াছেন এবং তাহা শাস্ত্রমূলক। তাঁহার তাদৃশ শাস্ত্রমূলক উপদেশ ত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অনাচার অনুকরণ এবং অশাস্ত্রীয় উপদেশ অনুসরণ করিতে যাওয়া পুষ্প ফলাকীর্ণ বনে ক্লেদ অন্বেষণের তুল্য। যদি তাঁহার প্রদত্ত ঐ সকল ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন ও উন্নত অনুষ্ঠানের অধিকারী না হইয়া থাকে—মনে এমন বুঝ--তবে মিথ্যা একটা ব্রহ্মবাদ লইয়া কেন আন্দোলন কর। বরং তৎপরিবর্ত্তে হিন্দু সমাজ প্রচলিত কনিষ্ট ধর্ম্মের সেবা করাই তোমার কর্ত্তব্য। কিন্তু তাঁহার শাস্ত্র সম্মত উপদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অশাস্ত্র আচার ব্যবহারের অনুকরণ এবং শাস্ত্র বিরোধী শিক্ষার অনুগমন করা কদাপি উচিত নহে।

ক্রমশঃ।

সাধু তুকারাম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আর একটী ঘটনা এই। দেহু গ্রাম হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ দূরে চিঞ্চাবদা নামে একটী গ্রাম আছে। এখানে, গণপতি ঠাকুরের একটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। চিন্তামন দেব নামক একজন ব্রাহ্মণ গণ দেবের উপাসনা করিতেন। তুকারামের সুখ্যাতি শুনিয়া, ব্রাহ্মণ ঠাকুরের ইচ্ছা হইল, তাঁহাকে দর্শন করেন। একদা তিনি অনুরোধ করেন যে তুকারাম অনুগ্রহ করিয়া চিঞ্চাবদা গ্রামে আগমন করেন। তুকারাম ব্রাহ্মণ ঠাকুরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন এবং কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে তথায় গমন করিলেন। চিন্তামন দেব, তুকারামকে পাইয়া অতীব আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। দুই জনে নানা প্রকার সৎপ্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ভোজনের আয়োজন হইল।

তুকারাম শুদ্র। সুতরাং ভিন্ন শ্রেণীতে তাঁহার জন্য আহারীয় দ্রব্য রক্ষিত হইল। ইহাতে তুকারামের মনে কোন বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হয় নাই। কিন্তু, তিনি ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে অনুরোধ করিলেন যে, স্বতন্ত্র পাত্রে খাদ্য দ্রব্য রাখিয়া তাঁহার দেবতাকে ভক্ষণ করিবার জন্য আহ্বান করেন। ব্রাহ্মণ ঠাকুর তাহার অসমর্থতা স্বীকার করিলেন। পরে তুকারাম বলিলেন একটী স্বতন্ত্র পাত্রে কিছু খাদ্য দ্রব্য রাখা হয়। চিন্তামন দেব তাহাই করিলেন। কথিত আছে যে তুকারাম প্রার্থনা করাতে, বিঠোবা দেব ও গণপতি আসিয়া খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। কেবল তুকারাম ও ব্রাহ্মণ ঠাকুর দেবতা দ্বয়কে দেখিয়াছিলেন। অপরে কেবল এই মাত্র দেখিলেন যে পূর্ণ পাত্রটি শূন্য হইয়াছে।

এ সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত অভঙ্গটী রচিত হইয়াছিল

ও হে চিন্তামণ দেব করি নিবেদন।
গণপতি দেব আনি করাও ভোজন।
দেব বলে এ মহত্ব কোথায় আমার।
অহঙ্কার করিয়াছে আমারে অসার।
খাদ্য দ্রব্য ঠাণ্ডা হ'লো বিলম্ব না কর
বসে আছে বিপ্র গণ প্রতীক্ষায় তব।
তুকা বলে ও হে দেব পুণ্যেতে তোমার
এখনি গণেশ দেবে আনিব এ স্থানে।

উল্লিখিত অভঙ্গটী পাঠ করিলে, ইহা প্রতীয়মান হয় যে, তুকারামের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ভগবান ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। আর ইহাও সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, কখন না কখন তুকারাম ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। নতুবা চিন্তামণ দেবকে এ প্রকার অনুরোধ তিনি কখনই করিতেন না, অথবা, এরূপ সাহস করিয়া বলিতে পারিতেন না যে তিনি গণপতি দেবকে শীঘ্রই উপস্থিত করিবেন। মৃত বালকটী জীবন লাভ করিয়াছিল কি না, অথবা গণপতি উপস্থিত হইয়াছিলেন কি না। তুকারামের কোন অভঙ্গে তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু, আধ্যাত্মিক বলে সাধুগণ যে, অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। পঞ্জাব কেশরী রণজিত সিংহের সময়ে সাধু হরিদাস কর্ত্তৃক যে কএকটী অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা কি প্রকারে অবিশ্বাস করা যাইতে পারে।

তুকারামের জীবন কোথায় এবং কি প্রকারে শেষ হয় তাহার কোন যথার্থ বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। প্রবাদ এই যে, বিষ্ণুর বিমানে আরোহণ করিয়া তিনি সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। তুকারামের কোন ২ অভঙ্গে এ সম্বন্ধে কিছু আভাস পাওয়া যায়। মহিপতি কৃত তুকারামের জীবন বৃত্তান্তে বিবৃত হইয়াছে যে, দেহুগ্রাম হইতে অদর্শন হইবার পূর্ব্বে তুকারাম মধ্যে ২ এক প্রকার ভাব প্রকাশ করিতেন যে তিনি বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন। এই সময়ে, তাঁহার মনের অবস্থা ভিন্ন ভাব ধারণ করিয়াছিল। তিনি সর্ব্বদাই ঈশ্বর চিন্তায় নিযুক্ত থাকিতেন, জগৎকে ব্রহ্মময় দেখিতেন এবং সমুদায় পদার্থকে মায়াময় বিবেচনা করিতেন। এই সময়ের একটী কিম্বদন্তি আছে, তুকারাম একদা, আলন্দী নামক স্থানে জ্ঞানেশ্বর দেবকে দর্শন করিতে গমন করেন। এই দেবতার মন্দিরের নিকট একটী বৃক্ষ তলে, কতক গুলি পক্ষী দানা ভক্ষণ করিতেছিল; তাঁহাকে দেখিবা মাত্র তাহারা উড়িয়া গেল। এই দৃশ্যটী তাঁহার মনকে ব্যথিত করিল। তিনি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে এখনও তিনি সে উচ্চপদ হইতে উঠিতে পারেন নাই, যেখানে জীবে আর শিবে প্রভেদ থাকেনা এবং যে অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তিনি কাহারও নিকট ভয়ের কারণ হইতে পারেন না। এই বলিয়া তিনি উল্লিখিত বৃক্ষ তলে শ্বাসবদ্ধ করতঃ নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন পক্ষী সকল, নির্জীব শরীর বিবেচনা করত তাঁহার উপর বসিতে লাগিল। এ সময় তুকারাম কোন্ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন তাহা এই ঘটনাটীর দ্বারা অনুভব করা যায়। এ সময়ে তুকারামের রচিত কএকটী অভঙ্গের দ্বারাও তাঁহার এই উন্নত ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে একটী অভঙ্গে এ প্রকার উল্লেখও আছে যে তিনি পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়া বিষ্ণুর বিমানে আরোহণ করত স্বর্গে গমন করিয়া পরব্রহ্মে লীন হইলেন। তুকারামের সশরীরে স্বর্গে গমন করিবার প্রবাদটী যে এই অভঙ্গ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রণিধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিতে গেলে এ অভঙ্গটীর তাৎপর্য্য এই যে, তুকারাম বিঠোর দেবের ভজন কীর্ত্তনাদির দ্বারা সাধারণের মনে ধর্ম্ম ভাবের উদ্দীপন করিয়া বিবেচনা করিলেন যে, তাঁহার পৃথিবীর কার্য্য শেষ হইয়াছে। এখন ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করত নির্ব্বিকল্প সমাধিতে তাঁহার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করাই শ্রেয়। মনোমধ্যে ইহাই স্থির করিয়া তিনি দেহু গ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলেন। তুকারামের কোন জীবন চরিত লেখক বলিয়াছেন যে, তুকারাম সম্বন্ধীয়

যে সকল লিখিত বৃত্তান্ত তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন তন্মধ্যে বিবৃত আছে যে, ১৫৭১ শকে ফাল্গুণ মাসের কৃষ্ণ পক্ষের দ্বিতীয়ার প্রাতঃকালে, তুকারাম অন্তর্ধ্যান হইলেন। এবং ইহাই যথার্থ বলিয়া বোধ হয়। কারণ এই সময়েই তুকারাম দেহু গ্রাম ত্যাগ করেন, এবং তাহার পর কেহ আর তাঁহাকে দেখে নাই। কথিত আছে যে, দেহু গ্রামত্যাগ করিবার পর, চতুর্থ দিবসে, তুকারাম তাঁহার কোন শিষ্য দ্বারা, তাঁহার মন্দিরা, গাত্র আবরণ এবং তাঁহার বৃত্তান্ত সম্বলিত, কএকটী অভঙ্গ প্রেরণ করিয়াছিলেন। তুকারাম কি ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন? ইহাই বা কে নিশ্চিত রূপে বলিতে পারে? হয় ত তিনি এখনও গুপ্ত রূপে কোন গিরি গুহায় সমাধিতে অবস্থিতি করিতেছেন। এবং যদ্যপি তিনি অন্য লোকে গিয়া থাকেন, কে না স্বীকার করিবেন যে তিনি আধ্যাত্মিক ভাবে এই মর্ত্ত্যলোকে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার রচিত অভঙ্গ গুলির মধ্যে তিনি জাগরূক রহিয়াছেন। কি দেব মন্দিরে, কি গিরি কন্দরে, কি রাজ প্রাসাদে, কি পর্ণ কুটীরে কোথায় না তাঁহাকে লইয়া লোকে আলোচনা করিতেছে? দাক্ষিণাত্যের মধ্যে এমন স্থানই নাই যেখানে তুকারামের অভঙ্গ গীত না হইতেছে। সাকার বাদী কিম্বা নিরাকার বাদী, মুসলমান কিম্বা খ্রীষ্টীয়ান, তাঁহার অভঙ্গ গাইয়া সকলে ধন্য হইতেছে।

(ক্রমশঃ।)

আগামী ১৩ই বৈশাখ সঃ ১৮০৮ হইতে ২০এ বৈশাখ পর্য্যন্ত অষ্টাহ ৮ কাশীধামে ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার বার্ষিক সম্মিলনী ও মহামহোৎসব হইবে। ধর্ম্ম প্রচারকের অনুগ্রাহক, গ্রাহক, পাঠক, সহানুভাবক ও সহযোগী গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই উপলক্ষে কাশীস্থ হইয়া এতৎ শুভ কার্য্যে সম্মিলিত হয়েন, অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরাদি দর্শন করেন, ইহাই সানুনয় অনুরোধ ও প্রার্থনা।

বহরম্পুরের পত্রে অবগত হইলাম যে কতিপয় সুশীল বালক ও যুবার উৎসাহে গোরা বাজারে একটী সুনীতি সঞ্চারিণী সভা স্থাপিত হইয়াছে। সভার নিয়মিত কার্য্যও সুশৃঙ্খলা সহ নির্ব্বাহিত হইতেছে। ভগবান্ এই নবীন সভার সাধুজীবনে সুধা বর্ষণ করুন।

(প্রাপ্ত)

ধর্ম্মোৎসব।

বাঁকীপুর।

২৬এ হইতে ২৯এ মাঘ পর্য্যন্ত ৪ দিন অত্রস্থ আর্য্য ধর্ম্ম সভার বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিন সুনীতি সঞ্চারিণী সভার বার্ষিকাধিবেশনের উপলক্ষে ভা, আ, ধ, প্র, সভার কার্য্য সম্পাদক শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহাশয় হিন্দী ভাষায় "আর্য্যনীতি শিক্ষা" বিষয়িণী একটী অতীব সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। এ বক্তৃতার অনেক কথা আমাদের প্রাণে২ অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। অপরাহ্ণে ঐ মহাত্মা বঙ্গ ভাষায় একটী অমৃতময়ী বক্তৃতা করেন। ঐ সময় সভামধ্যে যে সুস্নিগ্ধ ভক্তির বাতাস বহিয়াছিল, তাহা আর ভুলিব না। দ্বিতীয় দিন পূর্ব্বাহ্ণে ভা, আ, ধ, প্র, সভার ধর্ম্মাচার্য্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অম্বিকা দত্ত ব্যাস সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা ও অপরাহ্ণে একটী ধর্ম্মভাব নিঃস্যন্দিনী বক্তৃতা করেন। তৃতীয় দিন—প্রাতে শ্রীসত্যনারায়ণের পূজা, সভার উৎসাহী কার্য্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক বার্ষিক কার্য্য বিবরণ পাঠ, সভ্য গণ কর্ত্তৃক হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন এবং সুপ্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন কর্ত্তৃক "গার্হস্থ্য ধর্ম্ম" বিষয়িণী বক্তৃতা হয়। বক্তৃতার প্রথমে উদ্দীপনার প্রবল উচ্ছ্বাসে সভা টল মল করিল, মধ্য ভাগে গৃহীর কর্ত্তব্য নিষ্ঠার-গম্ভীর উপদেশে সভা স্তম্ভিত হইল, শেষ ভাগে ভগবদারাধনায় ভক্ত সাধকের কি আশ্চর্য্য অমিয় পূর্ণ হিল্লোল উঠিল, কি স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিলাম, তাহা আর বলিতে পারি না, সভা মণ্ডপ লোকে লোকারণ্য, স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই নিঃশব্দ নীরব, বক্তা ও শ্রোতৃমণ্ডলীর নয়নে অবিরল ধারা বহিতেছে, বক্তার স্বর গদ্গদ রুদ্ধপ্রায়। এরূপ সুমধুর পবিত্রভাব পূর্ণ বক্তৃতা আমরা কখন শুনি নাই। এই দিন অপরাহ্ণে ও তৎপরদিন পূর্ব্বাহ্ণে নগর সংকীর্ত্তন, অপরাহ্ণে কাঙ্গালী বিদায় (তণ্ডুল, ও পয়সা দান) হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর ব্যাস মহাশয় কর্ত্তৃক ধর্ম্মার্থ পূর্ণ বক্তৃতা হয় ও তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধর নাথ মুখোপাধ্যায় বক্তা গণকে ধন্যবাদ দান করেন এবং অবশেষে

সভ্য গণের পরস্পর প্রেমালিঙ্গন হওয়া সভা ভঙ্গ হইল। তাং ৬ই ফাল্গুন।

শ্রীঃ—

মুঙ্গের।

সরস্বতী পূজার দিন হইতে আরম্ভ হইয়া অষ্টাহ ক্রমাগত অত্রস্থ আ, ধ, প্র, সভার বার্ষিক মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে পূজা, বক্তৃতা, নগর সংকীর্ত্তন, দীন দুঃখীকে দান, অধ্যাপক দিগের বিচার ও বিদায়, এবং সংস্কৃত বিদ্যার্থী গণকে পারিতোষিক বিতরণ করা হইয়াছিল। এই সময়ে বারাণসী হইতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নসেন মহাশয়ের শুভাগমন হওয়ায় আমরা বড়ই উপকৃত হইয়াছিলাম। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর সংশয়, তর্ক, নাস্তিকতার তুমুল শীলাবৃষ্টির মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি যে প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাসকে ধর্ম্মের মূল মন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়া গেলেন, তিনি জ্বলন্ত উৎসাহে ভক্তি গদগদ অশ্রু পূর্ণ নেত্রে যে ভক্তির বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইলেন, তাহা দেখিয়া আমরা অবাক্ হইলাম। শত ২ পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। তখন ভাবিলাম ভগবৎ লাভের জন্য কাজ কি আমাদের বৃথা যুক্তি, তর্ক, বিজ্ঞান ও প্রমাণে! মনে ২ বলিলাম, দীনবন্ধু! আমাদিগকে ভক্তি দাও, প্রেম দাও, কৃতার্থ কর, আমরা আর কিছুই চাহি না। ধন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন! আমরা তোমার অনেক উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়াছি, কিন্তু এবার যে স্বর্গের মাধুরি দেখাইলে, তাহা আর কখন দেখি নাই। এক দিন এই মুঙ্গের সহরে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জয় পতাকা উড়িয়াছিল, আজ আবার আর্য্য ধর্ম্মের জয় পতাকা মুঙ্গেরে পুনরুড্ডীন হইল। সম্পাদক বাবু মহেন্দ্র নাথ রায় মহাশয়ের নিষ্ঠা, সাধুতা ও উৎসাহের নিকটও আমরা ঋণী। আবার এই উৎসবের মধ্যে সুনীতি সঞ্চারিণী সভার উৎসবও বড় আশাপ্রদ হইয়াছিল। সভায় বালকবর্গের রচনা পাঠ ও কুমারের উপদেশ অতি চমৎকার বোধ হইল।

শ্রীল

দাঁইহাট।

আমি একজন বিদেশী। হরি সভার মহামহোৎসব দেখিবার জন্য দাঁইহাটে কয়েক দিন উপস্থিত ছিলাম। স্থানে২ ধর্ম্ম সভা আদির উৎসব দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ স্থানীয় সার্ব্বজনিক উৎসব কোথাও দেখি নাই। অন্যান্য স্থানে উৎসবে সভাগৃহই সুসজ্জিত হয়, কিন্তু এখানে দেখিলাম উৎসবের কয়েকদিন কেবল সভা নহে, দাঁইহাটের প্রায় অধিকাংশ গৃহস্থের বহির্দ্বার কদলী বৃক্ষ ও আম্রপল্লবে সুশোভিত। হাট, বাজারের দোকান সুসজ্জিত; মহামেলায় যেমন নাগর দোলাদি আসিয়া থাকে, তাহাও আসিয়াছিল; ভোজবাজী, ছায়া বাজীও এ মেলায় প্রদর্শিত হইতেছিল। দাঁইহাটের যে পথে যখনই যাই, পথে লোকারণ্য। প্রায় ৮।১০ খানি নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোক এই উৎসব দেখিতে গমনাগমন করিতেছে। দাঁইহাটের এমন গৃহস্থ অল্পই ছিলেন, যাঁহার গৃহে এই উপলক্ষে প্রত্যহ ১০।১৫ জন নবাগত কুটুম্বকে প্রত্যহ অন্ন দিতে না হইয়াছে।

সভার সম্পাদক মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু হরি নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার কয়েকটী মিত্র অতিশয় উৎসাহী, ভক্তি যুক্ত ও উদার চিত্ত; তাঁহাদেরই যত্ন ও প্রতিভায় এই মহা মহোৎসব। এই উৎসবোপলক্ষে বিল্বপুষ্করিণী, পূর্ব্বস্থলী, কলিকাতা, বর্দ্ধমান, ভবানীপুর, নবদ্বীপ আদি হইতে পণ্ডিত মণ্ডলী আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। একটী স্থানে ২৪ প্রহর কীর্ত্তন হইতেছিল; ৪ দল উত্তম কীর্ত্তন গায়ক দিবারাত্রি ক্রমান্বয়ে অবিশ্রান্ত কীর্ত্তন গাইতেছে ও শত২ লোক স্থির ভাবে শুনিতেছে; এই এক দৃশ্য। অন্যত্র প্রাতঃ হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত "যাত্রা" হইতেছে, থরে২ লোক বসিয়াছে, কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে, অবাক হইয়া জানকী রামচন্দ্রের লীলা গান শ্রবণ করিতেছে, ইহা আর এক দৃশ্য। আবার রাত্রিতে রঙ্গশালায় ভক্ত ভগীরথ ও প্রহ্লাদের সাধন চরিত্রের অভিনয়; লোকের নিদ্রা নাই, উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছে, উদ্গ্রীব হইয়া দেখিতেছে, আবার সময়ে২ কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। এ দিকে ভারতের অলঙ্কার হিন্দু কুলের গৌরব ধর্ম্মার্থ তত্ত্ব ব্যাখ্যাতা প্রসিদ্ধ ২ বক্তা উপস্থিত। তাঁহাদের মধুময়ী বক্তৃতা শুনিবার জন্য শিক্ষিত অশিক্ষিত, স্ত্রী ও

পুরুষ, বালক ও বৃদ্ধ সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র অধিকার করিয়া বসিয়াছে। পণ্ডিত প্রসন্ন কুমার বিদ্যারত্ন, ব্রহ্ম ব্রত সামাধ্যায়ী, কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ অজিত নাথ ন্যায়রত্ন, বাবু ইন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহাশয়ের ব্যাখ্যানে দেশ ধন্য হইয়াছিল। বিদ্যারত্নের শাস্ত্রসারগর্ভ গম্ভীর উপদেশ, সামাধ্যায়ীর সুমধুর স্তুতিপাঠ, বেদান্তবাগীশের সংশয়রাশি বিনাশি তত্ত্বকথা, ন্যায়রত্নের কবিত্ব পূর্ণ বাক্য ছটা, ইন্দ্র বাবুর সমাজ সংস্কারের গম্ভীর চিন্তা পূর্ণ প্রস্তাবনা ও কুমারের ধর্ম্ম শিক্ষা, অনুষ্ঠান ও ভক্তিসাধনের অমৃতময়ী উক্তি গুলি ধর্ম্ম পিপাসুর প্রাণ শীতল করিয়াছিল। হরিনারায়ণ বাবুর আবেশ পূর্ণ বক্তৃতাও শ্রোতৃ হৃদয়কে বিশেষ রূপ আকর্ষণ করিয়াছিল।

এ আবার কি দেখিলাম। এ স্বর্গীয় দৃশ্য আর কখন দেখিনাই, এ দৃশ্য জীবন থাকিতে ভুলিব না। সভার শেষ দিন ধূলট; দলে ২ সংকীর্ত্তন বাহির হইয়াছে। বেলা দ্বিপ্রহর, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই দলে ২ লোক হরিগুণ গাইতে ২ উন্মত্তের ন্যায় বাজার হাট পথ ও হরি স্ফুরার চারিদিক্‌ ছাইয়া ফেলিল। স্ত্রী, পুরুষ, যুবক যুবতী বাল বৃদ্ধ যেকত, তাহা কে গণনা করে! হরিনামের রোলে আকাশ পরিপূর্ণ, আবার হরির লুটের মিষ্টান্নেরবৃষ্টি হইতে লাগিল। হরি বাবুর উত্তেজনায় ও সকল লোকের আগ্রহে বালব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মধুময়ী কথা শুনিবে বলিয়া শত ২ লোক নীরব হইল। উৎসবের শেষ দিনে শ্রী কৃষ্ণ প্রসন্ন "শেষ দিনের" উৎসবের বক্তৃতা করিলেন। বক্তা ১০।১৫ মিনিট বলিতে ২--সাধকের ভক্তি ও ভগবানের কৃপার কথা, বলিতে ২ কাঁদিয়া আকুল। ভক্তি গদ্‌গদ স্বরে তাহার পর যত কিছু বলিলেন, শুনিতে ২ বোধ হইল যেন আমরা আর পৃথিবীতে নাই। হা! কি শুভক্ষণ! প্রত্যেকের প্রেমাশ্রুতে স্থান পবিত্র হইয়া গেল, কত ভক্ত পুরুষ ও ভক্তিমতী নারী সেই সময়ে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; তখন ভক্তি, ভাব ও প্রেমের আশ্চর্য্য তুফানে যে কি হইয়া ছিল, তাহা আর আমি চক্ষু মেলিয়া দেখিতে পারিলাম না, প্রাণ মন যেন কি হইয়া গিয়াছিল। ক্ষণ বিলম্বে কেবল এই দেখিলাম যে বক্তার দুনয়নে কেবল হু হু করিয়া ধারা বহিতেছে, প্রেমাশ্রু পূরিত নেত্র ব্রাহ্মণ গণ তাঁহাকে শুভাশির্ব্বাদ করিয়া সকলে আলিঙ্গন করিতেছেন। অন্যান্য নরনারী গণ অশ্রু ফেলিতে ২ (যুবতী ও বৃদ্ধা নারীগণ গলে অঞ্চল দিয়া ও পুরুষ গণ দণ্ডবৎ হইয়া) তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদধুলি হইতেছে। বালক বালিকা গড়াগড়ী দিতেছে, বলিতে কি তাঁহার পদতলের ধুলি লইতে ২ বস্তুতঃ সে স্থান শাত হইয়া গিয়াছিল। বক্তা সমস্ত ভক্ত বৃন্দকে প্রতিপ্রণাম ও নমস্কার করিয়া বলিলেন, ভগবতে বিশ্বাস ও ভক্তি কর, সংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইবে। এ মনোহর দৃশ্য; আমার ভাগ্যে এই দেখিলাম। যাহা দেখিলাম তাহা যথারীতি লিখিতে পারিলাম না, এই বড় অক্ষেপ রহিল।

এই উৎসবে প্রায় ৩০০০ দীন দুঃখী উদর পূর্ত্তি করিয়া ভোজন পাইয়া ছিল। সুনীতি সঞ্চারিণী সভার উৎসবেও উপদেশ দান, পারিতোষিক বিতরণ, নগর সংকীর্ত্তনাদি যথা রীতি হইয়াছিল। উৎসবের কার্য্য শেষ করিয়া কুমার মহোদয় কালিকাপুর, আকরা ও কাটোয়া এই তিন স্থানে তিনটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিন স্থানে নুতন হরি সভাও প্রতিষ্ঠিত হইল। উৎসবের উৎসাহে দেশ মাতিয়া গিয়াছে।

কেনচিৎ দর্শকেন।

কালনা।

গত ১০ ই ফাল্গুণ হইতে উক্ত সভার সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য আরম্ভ হইয়া ১৬ই তারিখে শেষ হইয়াছে। ১ম এবং দ্বিতীয় দিনে পণ্ডিত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ সভাস্থলে "সাকার ভিন্ন নিরাকারের উপাসনা হইতে পারে না," সকল সভ্যমণ্ডলীকে এই কথা তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়া অনেক গোপন ব্রাহ্মের মত ফিরিয়াছিল। তৎপরে কুমার শ্রী শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন

সেন সভাস্থলে উপর্য্যুপরি তিন দিন উক্ত বিষয়ে ও "হিন্দুধর্ম্ম সাধনা করিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করা উচিত" "এবং জাতিভেদ" প্রভৃতি বক্তৃতা দেন এবং নগরের মধ্য স্থলে "গৃহী স্ত্রী ও পুরুষ দিগের কি করা কর্ত্তব্য" এই সকল বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া এখানকার নরনারীগণের মন কি পর্য্যন্ত উৎসাহিত করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করা যায়না। কুমারের মনোহারিণী বক্তৃতা শুনিয়া কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি হিন্দু, কি ব্রাহ্ম সকলেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। তিনি আমাদের অন্তরে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাব প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন যে, সর্ব্বদাই যেন তাঁহার সেই মধুমাখা বক্তৃতা শুনিতেছি। কুমারের উপদেশে এখানে একটী সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মদন গোপাল গোস্বামী হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতাও মন্দ হয় নাই। অন্নক্ষেত্র হইয়া সভার উৎসব কার্য্য শেষ হইয়া গেল।

বীরভূম।

১৭ই ও ১৮ই ফাল্গুন এই দুই দিন সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহাশয় বীরভূমে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। দুই দিনই আরস্থ বঙ্গ বিদ্যালয়ে দুইটী বক্তৃতা হইয়াছিল। এখানকার সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রথম দিনের ওজস্বিনী বক্তৃতা "আচার্য্য ও শিষ্যের অধিকার এবং শাস্ত্রীয় গবেষণায়" পূর্ণ ছিল। দ্বিতীয় দিনের অমৃতময়ী ব্যাখ্যায় উপাসনার হৃদয়ভেদী নিগূঢ় তত্ত্বোপদেশে শ্রোতামাত্রেই মুগ্ধ ও ভক্তিভাবে আর্দ্র হইয়াছিলেন। মধ্যে ২ এই রূপ উপদেশ শুনিতে পাইলে বিশুষ্ক বীর ভূমের অবস্থা নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তিত হয়। ১৯ ই ফাল্গুন সাঁই-থিয়াতেও একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা হইয়াছিল।

সম্পাদক মহাশয়! মহাত্মা শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহার সহিত আমার কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন হয়। কথা গুলি বহুমূল্য বলিয়া নিম্নে লিখিয়া পাঠাইলাম; ধর্ম্ম প্রচারকে প্রকাশ করিলে সুখী হইব. ইতি শ্রীক ন শর্ম্মা।

প্রশ্ন। আপনি গৈরিক বসন ধারণ করিলেন কেন?

উত্তর। শ্রীমদবধূত গুরু প্রসাদাৎ।

প্র। বাহির রং করা অপেক্ষা ভিতর রং করা তো ভাল।

উ। না, বাহিরে যাহা হউক, ভিতর রং করা কখনই উচিত নহে, ভিতর সাদা থাকাই ভাল, নতুবা কোন প্রকার রং লাগিয়া থাকিলে বৈরাগ্যের জলে ধুইয়া ফেলিবে।

প্র। এ মলিন পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া কোন সহরে বা সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট যাইতে আপনার লজ্জা বোধ হয় না?

উঃ। না, এ যে অযাচকের পরিচ্ছদ। যাচ্ঞা হীন ব্যক্তি সর্ব্বথা নির্ভীক, সম্প্রতিষ্ঠ ও আনন্দ যুক্ত।

প্র। আপনাকে দান সংগ্রহ করিতে তো শুনিয়াছি, উহা কি যাচ্ঞা নহে?

উ। উহার এক কপর্দ্দকও আমার নিজার্থ নহে, উহা ভারতের হিতার্থ অথবা যাঁহারা অর্থ দান করেন, তাঁহাদেরই কার্য্যার্থ সভায় সংগৃহীত হয় মাত্র। সুতরাং উহা আমার যাচ্ঞা নহে। এ স্থলে ভারতবর্ষ স্বয়ং যাচক ও স্বয়ংই দাতা।

প্র। গৈরিক বসন পরিধানে কি কিছু বিশেষ লাভ আছে?

উ। আছে বৈ কি; যখন সাদা কাপড় পরিতাম, তখন ছাতা বা জুতা, জামা বা চাদর না থাকিলে পরিচ্ছদ অপূর্ণ ও অসম্মান হইত। এক্ষণে উহার অন্যতরটী বা সব গুলি না থাকিলেও অসম্মান হয় না, এমন কি, একটী গৈরিক কৌপিন মাত্রই আমাদের পূর্ণ পরিচ্ছদ হইতে পারে। এখন আর ভাল ছাতা, ভাল জুতা, ভাল কাপড়ের ভাবনা ভাবিতে হয় না। এই লাভ।

প্র। ইহা ছাড়া আর কোন লাভ নাই?

উঃ। আরও আছে। সেই জন্যই সাধু গণ ইহা ধারণ করেন। ব্রহ্মচারী ও ঋষি গণ সাধারণতঃ গহন বনে বা গিরিগুহাদিতে নিবাস করিতেন। ঋষি কুমার, ব্রহ্মচারী, আদি তাপস গণ গিরি মৃত্তিকায় বস্ত্র রঙাইয়া ব্যবহার করিতেন। মৃত্তিকা গাত্রে মর্দ্দন করিলে, শরীর হইতে যে তৈজস পদার্থ সদা নিঃসৃত হইয়া থাকে, তাহা নিরুদ্ধ হইয়া যায় এবং তাহাতে শরীরের ওজঃ গুণের বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে ২ জীবের আত্মাতে সমাধি করিবার শক্তি বর্দ্ধিত হয়। গৈরিক বসন পরিয়া থাকিলে পবিত্র গিরি মৃত্তিকার কণা রাশির সহযোগে সাধনার্থীর শরীরে উক্ত সাধন শক্তির বৃদ্ধি হয়। সাধু গণ এই জন্যই গৈরিক ব্যবহার করেন, বস্তুতঃ লোকের নিকট সাধু সাজ দেখাইবার জন্য নহে।"

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

শ্রীশ্রী

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতীচ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরেব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

৮ম ভাগ ১২শ সংখ্যা	"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ। শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"	শকাব্দা ১৮০৭ চৈত্র—পূর্ণিমা

আপস্তম্ব সংহিতা।

৮ম অধ্যায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ব্রাহ্মণস্য সদাভুঙ্‌ক্তে ক্ষত্রিয়স্যতু পর্ব্বণি।
বৈশ্যস্য যজ্ঞ দীক্ষায়াং শূদ্রস্য ন কদাচন॥

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের অন্ন সর্ব্বদা ভোজন করিতে পারেন, পর্ব্বকালে ক্ষত্রিয়ান্ন এবং যজ্ঞ দীক্ষা কালে বৈশ্যান্নও গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু শূদ্রান্ন কদাপি নহে।

অমৃতং ব্রাহ্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়স্য পয়স্মৃতং।
বৈশ্যস্যাপ্যন্নমেবান্নং শূদ্রস্য রুধিরং স্মৃতং॥

ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃত বৎ, ক্ষত্রিয়ান্ন দুগ্ধের সমান, বৈশ্যের অন্ন সাধারণ অন্নের তুল্য, এবং শূদ্রের অন্ন রুধিরের সদৃশ।

বৈশ্বদেবেন হোমেন দেবতাভ্যর্চ্চনৈর্জপৈঃ।
অমৃতং তেন বিপ্রান্নমৃগ যজুঃ সাম সংস্কৃতং॥

বৈশ্বদেব, দেবতার্চ্চন, হোম, জপাদি দ্বারা ব্রাহ্মণান্ন ঋক্, যজু, সাম মন্ত্রে পবিত্র হয়, এইজন্য উহা অমৃতবৎ।

ব্যবহারানুরূপেণ ধর্ম্মেণ ছল বর্জ্জিতং।
ক্ষত্রিয়স্য পয়স্তেন ভূতানাং যচ্চ পালনং॥

জীব গণের পালন ও রক্ষা রূপ ছল বর্জ্জিত ধর্ম্ম দ্বারা ক্ষত্রিয় শাস্ত্র ব্যবহারানুসারে অন্নোপার্জ্জন করেন, এজন্য উহা দুগ্ধের সমান।

স্বকর্ম্মণাচ বৃষভৈরনুসৃত্যাস্য শক্তিতঃ।
খল যজ্ঞাতিথিত্বেন বৈশ্যান্নং তেন সংস্কৃতং॥

নিজ কর্ম্ম বা শক্তি অনুসারে পশু পালন বা বৃষভাদি দ্বারা কৃষি কার্য্যার্জ্জিত অন্ন খল বা যজ্ঞের আতিথ্যে বৈশ্যের অন্ন সংস্কৃত।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য মদ্যপানরতস্যচ।
রুধিরং তেন শূদ্রান্নং বিধিমন্ত্রং বিবর্জ্জিতং॥

অজ্ঞান তিমিরান্ধতা ও মদ্যপান দোষ জন্য শূদ্রগণ বিধি বা মন্ত্রাদি বর্জ্জিত হইয়া স্বেচ্ছাচার করে বলিয়া তাহাদের অন্ন রুধির সদৃশ।

আমমাংসং মধুঘৃতং ধানাঃ ক্ষীরং তথৈবচ।
গুড় স্তক্রং রসা গ্রাহ্য নিবৃত্তেনাপি শূদ্রতঃ।

আমমাংস, মধু, ঘৃত, খই, দুগ্ধ, গুড়, তক্র

ইত্যাদি শূদ্রের নিকট হইতে নিবৃত্ত পুরুষও গ্রহণ করিতে পারেন ।

শাকং মাংসং মৃণালানি তুম্বরুঃ সক্তবস্তিলাঃ ।
রসাঃ ফলানি পিণ্যাকং প্রতিগ্রাহ্যাহি সর্ব্বতঃ ॥

শাক, মাংস, মৃণাল, লাউ, সক্তু, তিল, রস ফল, পিণ্যাক (এরণ্ড বৃক্ষের ফল) সকলের নিকট হইতেই গ্রহণ করা যাইতে পারে ।

আপৎকালেতু বিপ্রেণ ভুক্তং শূদ্র গৃহে যদি ।
মনস্তাপেন শুধ্যেত দ্বিপদাং বা শতং জপেৎ ॥

আপৎকাল উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ যদি শূদ্র গৃহে ভোজন করেন, তবে পশ্চাত্তাপ অথবা এক শত গায়ত্রী জপ দ্বারা শুদ্ধ হইবে ।

দ্রব্যপাণিশ্চ শূদ্রেণ স্পৃষ্টোচ্ছিষ্টেন কর্হিচিৎ ।
তদ্দ্বিজেন নভোক্তব্য মাপস্তম্বো ব্রবীন্ মুনিঃ ॥

কোন দ্রব্য বা ফলহস্তে ব্রাহ্মণকে যদি উচ্ছিষ্ট-মুখ শূদ্র কদাচিৎ স্পর্শ করে, তবে সেই দ্রব্য বা ফল বিপ্র ভোজন করিবেন না । ইহা আপস্তম্ব মুনির মত ।

ক্রমশঃ ।

সন্ধ্যা বন্দনাদি

এবং রাজা রাম মোহন রায় ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চতুর্থতঃ । অনুকরণের অনিষ্ট নিবারণার্থে শাস্ত্রে নিয়ম করিয়াছেন যথা—(ভাঃ ১০ স্কঃ)

"ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ ।
তেষাং যৎস্ববচো যুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ "

ঈশ্বর দিগের বাক্যকে সত্যজ্ঞান করিবেক । কিন্তু কোন স্থলে তাঁহাদের আচরণের অনুবর্ত্তী হইবেনা । তাঁহাদের যে সমস্ত উপদেশ শাস্ত্রসিদ্ধ বোধ হইবে, বুদ্ধিমানেরা তাহারই আচরণ করিবেন ।

তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি ঈশ্বরদিগেরও আচারের অনুকরণ করিবেনা । কিন্তু শাস্ত্রেতে তাঁহাদের আজ্ঞা বলিয়া যে সমস্ত সনাতন সদুপদেশ লিপিবদ্ধ আছে তাহারই অনুবর্ত্তী হইবেক । এই শাসনই অপেক্ষা দৃষ্ট ও অধিক কল্যাণজনক" এরূপ নিয়ম ভারতবর্ষে সর্ব্ব শুভকর নহে । মহাত্মা রাম মোহন রায় স্বয়ংও প্রথমোক্ত শাস্ত্র সিদ্ধ প্রাচীন শাসনের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন । লিপি বাহুল্য স্বীকার করিয়াও কেবল ব্রাহ্ম প্রভৃতি আচার বিরহিত ব্যক্তি গণের কল্যাণার্থ উক্ত মহাত্মার ঐ রূপ শাসন সম্বন্ধীয় বিচারটী আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ।

রাজা রামমোহন রায় স্বীয় প্রচারিত গ্রন্থ সমূহে গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা কাম্যকর্ম্মের বন্ধনজনকত্ব প্রতিপন্ন করায় "বিপ্রনামা" নামক একজন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে একপত্র লিখিয়াছিলেন যে "গীতায় যদি ভগবান কাম্য কর্ম্মের নিষেধ করিয়াছেন তবে যুধিষ্ঠিরাদি যে কাম্য কর্ম্ম করিয়াছেন তাহার অনুকূল কিরূপে ছিলেন "? । রামমোহন রায় এই প্রশ্নের উত্তর দেন যে, "বিধি নিষেধাত্মক ভগবানের আজ্ঞানুসারে কর্ম্মকরা কর্ত্তব্য এবং অন্যকেও সেই আজ্ঞানুরূপ উপদেশ করা কর্ত্তব্য । ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যমিত্যাদি । ইহাতে যদি বিপ্রনামা ভগবানের বিধি নিষেধ বাক্যকে অতিক্রম করিয়া ভগবান, যে যে কর্ম্ম করিতে অনুকূল ছিলেন তদনুরূপ কর্ম্ম করিতে পাণ্ডব প্রভৃতির ন্যায় উদ্যুক্ত হইলেন, তবে ইহারপর অর্জ্জুনের সাক্ষাৎ মাতুলকন্যা সুভদ্রাকে অর্জ্জুন ভগবানের অনুকূলতায় বিবাহ করিয়াছিলেন এই নিদর্শনে স্বাশ্রয়ের প্রতি এই রূপ ব্যবহারের উপদেশও দিতে সমর্থ হইবেন । এবং পঞ্চ পাণ্ডবদিগের এক কন্যা বিবাহ কৃষ্ণানুকূল্যে হইয়াছে, ইহাকেও বিধি জ্ঞান করিয়া ইহার নিদর্শন দেখাইয়া তদনুরূপ ব্যবহারের অনুমতি দিতেও সমর্থ হইতে পারিবেন । অতএব ইহা জিজ্ঞাস্য যে, এ প্রকার গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রোক্তবাক্যের উচ্ছেদের জন্য শাস্ত্রের নামকে বিপ্রনামা কেন অবলম্বন করেন ! ব্রহ্মাদি দেবতা ও অবতারের কর্ম্মানুরূপ ক্রিয়া কর্ত্তব্য এই ব্যবস্থা বিপ্রনামা (নূতন) প্রস্তুত করিয়াছেন, অতএব তদনুসারে ব্যবহারে বুঝি শীঘ্র প্রবর্ত্ত হইবেন " । "মুগ্ধবোধ" নামে একজন টোলের ছাত্রও রামমোহন রায়কে ঐ সময় লেখেন যে, "ভগবান ও তাঁহার অংশাবতার

যে যে ক্রিয়া করিয়াছেন সেইরূপ কর্ম্ম কর্ত্তব্য ও তদনুসারে গীতার অর্থ করিতে হইবেক"। রামমোহন রায় এ কথার যে উত্তর দিয়াছেন তাহার সংক্ষেপ এই—"মুগ্ধবোধ ছাত্রের এরূপ ব্যবস্থা সর্ব্ব ধর্ম্মের নাশের কারণ হয়। যে হেতু অস্ত্রত্যাগীর প্রতি অস্ত্রাঘাত শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে, কিন্তু গীতা শ্রবণানন্তর অস্ত্রত্যাগী ভীষ্মকে অর্জ্জুন অস্ত্রাঘাত করিয়াছেন। এবং সাত্যকী ও ভূরিশ্রবা উভয়ের দ্বৈরথযুদ্ধে অর্জ্জুন তৃতীয় ব্যক্তি হইয়া ভূরিশ্রবার হস্তচ্ছেদ করিয়াছেন। এবং পাণ্ডবেরদের গুরু দ্রোণাচার্য্যকে কৃষ্ণানুকুল্যে মিথ্যা কথা কহিয়া নষ্ট করিয়াছেন। মুগ্ধবোধ ছাত্র বুঝি এই প্রকার গুরু বধাদি কর্ম্মেতে প্রবর্ত্ত হইবেন এবং স্বংশয়কেও এই সকল নিদর্শন দেখাইয়া প্রবর্ত্ত করাইবেন, যে, পাণ্ডবেরা মিথ্যা কহিয়া গুরুবধ করিয়াছেন অতএব মিথ্যা কহিয়া গুরু হত্যা করিতে পারে"।

মহাত্মা রামমোহন রায়ের এই শাস্ত্রীয় বিচারের তাৎপর্য্যানুসারে কার্য্যানুবর্ত্তী হওয়া কর্ত্তব্য। ঈশ্বরদিগের, গুরুদিগের, ঋষিদিগের শাস্ত্রীয় উপদেশ বাক্য সকল শিরোধার্য্য পূর্ব্বক তদনুসারে আচরণ পরায়ণ হইবে, কিন্তু তাঁহাদের শিষ্টাচার বহির্ভূত বা সামাজিক ধর্ম্ম বিরুদ্ধ আচারের অনুসরণ করিবে না। তাঁহাদের শাস্ত্র সম্মত ও শিষ্টাচার পরিপ্রাপ্ত যে সকল সদাচার, তাহারই আচরণ করিবেক। কিন্তু কোন ক্রমেই অবৈধাচারীর আচারের অনুসরণ করিবে না। এই নিয়ম অনুসারে ব্রাহ্ম প্রভৃতি হিন্দু আচার বিদ্বেষী ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য যে, তাঁহাদের গুরু ও আচার্য্য মহাত্মা রামমোহন রায়ের শাস্ত্র সম্মত যে সকল উপদেশ তদনুযায়ী আচার করিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু তাঁহার শাস্ত্র ও সমাজ বিরুদ্ধ আচার বা উপদেশ সকল গ্রহণ না করেন। তাঁহার তৎকালীন শিষ্যগণের মধ্যে কাহারো যদি কোন শাস্ত্র বা সমাজ বিরুদ্ধ আচরণ বিদ্যমান থাকে তাহারও অনুসরণ করা কর্ত্তব্য নহে।

পঞ্চমতঃ। শাস্ত্রে ঋষি ও আচার্য্যগণের আচরণানুযায়ী অনুষ্ঠানের যত উপদেশ আছে সে সমস্তই বেদবিহিত-শাস্ত্রসিদ্ধ সনাতন আচার ধর্ম্মের বা আচারের অনুষ্ঠানাভিপ্রায়ে নহে। যথা—

"দেব পিতৃ কার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি। নো ইতরাণি। (তৈত্তিরীয় উঃ ১১।২ শিক্ষা বঃ) দেবার্চ্চনাদিকে দেব কার্য্য কহে। শ্রাদ্ধ তর্পণাদিকে পিতৃ কার্য্য কহে। এই দেব ও পিতৃ কার্য্যকে অনাদর করিও না। মাতাকে দেবতা জ্ঞান করিবে। পিতাকে দেবতা জ্ঞান করিবে। আচার্য্যকে দেবতাজ্ঞান করিবে। অতিথিকে দেবতা জ্ঞান করিবে। অনিন্দিত শিষ্টাচার-লক্ষণ যুক্ত ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিবে। অসাধুজন পরিসেবিত নিন্দিত কার্য্য করিবেনা। আমরা (আচার্য্যগণ) যে সকল ("আম্নায়াবিরুদ্ধানি") বেদাদি শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ সদাচার পালন করিয়া থাকি, তুমিও সেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিও। "নো ইতরাণি, বিপরীতানি আচার্য্য কৃতানি"। ইহার বিপরীত যদি আচার্য্য কৃতও হয়, সে দৃষ্টান্তে আচরণ করিওনা।

এই উদ্ধৃত বাণী সকল বেদ বাক্য। আচার্য্য শিষ্যকে কহিতেছেন যে, আমাদের বেদ-বিহিত আচারের অনুষ্ঠান করিও। আমাদের বেদ বহির্ভূত আচার যদি দেখ তাহার অনুবর্ত্তী হইওনা। এস্থলে বুঝা প্রয়োজন যে, বেদ বাক্য ব্রহ্মরূপ অনাদি কারণ হইতে নিয়মিত এবং নিত্য। এস্থলে আচার্য্য-বোধক "আমরা" শব্দ এবং শিষ্য বোধক "তুমি" বা "তোমরা" শব্দ কোন ব্যক্তি বাচক নহে। কিন্তু আচার্য্য ও শিষ্য ধর্ম্মাত্মক জাতি বাচক। যখন জাতি বাচক, তখন, এস্থলে কেবল বৈদিক উপদেশই উদ্দেশ্য। কোন আচার্য্য বিশেষের আচরণ অনুকরণ করিতে কোন বিশেষ শিষ্যকে উপদেশ দেওয়া অভিপ্রেত নহে। ইহাই ভারতীয় ধর্ম্মের ধারা। সুতরাং এ ধারার সম্মুখে "উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তের" আদর সম্ভবেনা। মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রাহ্মদিগের আচার্য্য ছিলেন। ব্রাহ্মগণের কর্ত্তব্য তাঁহার বেদাদি শাস্ত্রবিহিত

উপদেশ ও আচারে তদ্বিপরীত যাহা পান তাহা ত্যাগ করেন।

আমরা উপরি ভাগে পঞ্চ প্রকার বিভাগ ক্রমে দেখাইলাম যে মহাত্মা রাম মোহন রায়ের শৌচাচারের অভাবটী হিন্দু সমাজের প্রীতিকর নহে; কিন্তু তাঁহার পরমার্থ তত্ত্ব প্রচারের বিস্তর ফল ফলিয়াছে; তাঁহার অশাস্ত্র ও সমাজ বহির্ভূত উপদেশ ও আচারের অনুবর্ত্তী না হইয়া তাঁহার শাস্ত্রীয় উপদেশ পালনই কর্ত্তব্য; কেননা শাস্ত্রেও আছে এবং রাম মোহন রায় স্বয়ংও কহিয়াছেন যে, ঈশ্বরদিগের ও আচরণের অনুকরণ অনুচিত—কেবল তাঁহাদের শাস্ত্রীয় উপদেশ অনুসারেই অনুষ্ঠান করা বিহিত। অপরঞ্চ আমরা ইহাও দেখাইলাম যে, ঋষি ও আচার্য্যগণের আচারানুযায়ী অনুষ্ঠানের যত উপদেশ বেদাদি শাস্ত্রে আছে সে সমস্তই বেদ বিহিত ধর্ম্ম পালনার্থ, কিন্তু ব্যক্তিগত আচারাদি পালনার্থ নহে। এতাবৎ অতিরিক্ত বাক্য ব্যয় পূর্ব্বক আমরা ব্রাহ্ম ও অন্যান্য তার্কিক গণের সেবা করিলাম। ভরসা করি তাঁহারা যদি অধিকারী হইয়া থাকেন তবে, কেবল শাস্ত্রকে সম্মান প্রদানার্থে, কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের আদরার্থে, কেবল ভারতের শিষ্টাচার রক্ষার উদ্দেশে মহাত্মা রাম মোহন রায়ের শাস্ত্র সঙ্গত উপদেশ বাক্য সকল পালন করিবেন। আমরা এক্ষণে সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য কর্ম্ম, জাতকর্ম্ম বিবাহাদি নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং শাস্ত্রানুযায়ী আহারাদি শৌচকর্ম্ম প্রভৃতি যে সকল বেদ মূলক ধর্ম্মকে রাজা রাম মোহন রায় জ্ঞাননিষ্ঠ গণের নিমিত্তও কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা করিয়াছেন এবং ব্রাহ্ম দিগের প্রতি তৎ সমস্তের যে পরিমাণ অনুষ্ঠানের উপদেশ দিয়াছেন নিম্নে তাহাই প্রমাণ করিব।

* জ্ঞান নিষ্ঠদের সর্ব্ব প্রকারে আবশ্যক আত্মচিন্তন এবং ইন্দ্রিয় দমনে যত্ন ও প্রণব উপনিষদাদির অভ্যাস হয়, সন্ধ্যাবন্দনাদি চিত্ত শুদ্ধির কারণ হয়েন, অতএব ইহার পরিত্যাগের আবশ্যকতা কুত্রাপি লেখা যায় না।" (রাঃ মোঃ রাঃ গ্রন্থাবলি ২৬৮পৃঃপথ্য প্রদান। জ্ঞান নিষ্ঠের আচরণ বিষয়ে)।

এস্থলে "জ্ঞাননিষ্ঠ" শব্দে ব্রহ্মজ্ঞানী, অর্থাৎ যাঁহারা ফলকামী কর্ম্মী নন। "আত্মচিন্তন" শব্দের অর্থ দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদি যাবদীয় পদার্থকে হেয় পূর্ব্বক বেদান্তবিহিত পরমাত্ম জ্ঞানের ভাবনা। "প্রণব উপনিষদাদি" বাক্যের অর্থ ব্রহ্ম প্রতিপাদক "প্রণব" অক্ষরের জপ বা জ্ঞান দ্বারা তাহার পরমাক্ষর স্বরূপ পরমাত্মার ধ্যান এবং উপনিষৎ শাস্ত্র অথবা তন্ত্রাদি অন্যান্য ব্রহ্ম প্রতিপাদক শাস্ত্রাভ্যাস। "সন্ধ্যা বন্দনা" শব্দের অর্থ বৈদিকী বা তান্ত্রিকী সন্ধ্যা-উপাসনা। "চিত্ত-শুদ্ধি" শব্দের অর্থ চিত্তের ব্রহ্মজ্ঞানানুকূল বৈরাগ্যযুক্ত পবিত্র ভাব। রাম মোহন রায়ের বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, ব্রাহ্ম দিগের এই সমস্ত অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ইহার মধ্যে সন্ধ্যাবন্দনাদি চিত্তশুদ্ধিকর। "ইহার পরিত্যাগের আবশ্যকতা কুত্রাপি লেখা যায়না" অর্থাৎ কোন স্থলে আমি তাহা ত্যাগ করার উপদেশ দিই নাই"। সন্ধ্যাবন্দনাদি অনুষ্ঠানের এই রূপ আদেশ যদি কোন ব্রাহ্মের বা জ্ঞাননিষ্ঠের প্রীতিকর না হয়, তবে তাঁহার কর্ত্তব্য তদনুকল্পের আচরণ করেন। যথা রাম মোহন রায় কহিয়াছেন।—

* যাজ্ঞবল্ক্য লিখেন যে, (সা সন্ধ্যা সা চ গায়ত্রী দ্বিধাভূতা প্রতিষ্ঠিতা) সেই সন্ধ্যা সেই গায়ত্রী দ্বিরূপে অবস্থিত আছেন। অতএব প্রণব গায়ত্রী দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা যাঁহারা করেন, সন্ধ্যোপাসনা তাঁহাদের অংশ্য সিদ্ধ হয়" (রাঃ মোঃ রাঃ গ্রন্থাবলি ৩১৩ পৃঃ। পথ্য প্রদান। প্রণব গায়ত্রী জপ বিষয়ে)

ইহার অভিপ্রায় এই যে প্রণব ও গায়ত্রী জপ ও তৎ তৎ মন্ত্রার্থ চিন্তাদ্বারা যাঁহারা পরমোপাসনা করেন তাঁহারা সন্ধ্যার বিশেষ পদ্ধতি পালন না করিলে বিশেষ ক্ষতি নাই। কিন্তু সন্ধ্যা ও গায়ত্রী উভয়েরই অনুষ্ঠান বিধি। তাহা পরিত্যাগের আবশ্যকতা উক্ত হয় নাই; যাঁহারা ব্রাহ্মণ তাঁহাদের ঐ উভয়ই পালন কর কর্ত্তব্য। তবে অসমর্থ পক্ষে অথবা প্রণব গায়ত্রী অবলম্বনে যাঁহারা প্রতিদিন দীর্ঘকাল উপাসনা ও জপাদি করেন তাঁহাদের পক্ষে একমাত্র

গায়ত্রীই শুভ দায়িনী। শূদ্র দিগের পক্ষে তন্ত্র মতে সন্ধ্যা গায়ত্রির সাধন বিহিত। ব্রাহ্মেরা জপ মানেন না, কিন্তু রাম মোহন রায় লিখিয়াছেন।—

“প্রণব ও গায়ত্রীর জপ মাত্রেই লোক শমদমাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া জ্ঞানের দ্বারা কৃতার্থ হয়।” (রাঃ মোঃ রাঃ গ্রন্থাবলি ২৭৪ পৃঃ। পথ্যঃ প্রঃ। প্রণবগায়ত্রী জপে নিস্তারের প্রমাণ বিষয়ে)

যজ্ঞসূত্রধারী ব্রাহ্মণ মাত্রেরই সন্ধ্যা ও গায়ত্রী দ্বারা উপাসনা করা কর্ত্তব্য। যে সকল ব্রাহ্মের যজ্ঞোপবীত আছে তাঁহারা সকলেই তাহার অধিকারী। মহাত্মা রাম মোহন রায় যজ্ঞোপবিতের প্রতি দ্বেষী ছিলেন না। “সদাচার ও সদ্ব্যবহার হীন ব্যক্তির যজ্ঞোপবীত ধারণ নিরর্থক” কেহ তাঁহার প্রতি এই রূপ উক্তি করিয়া ছিলেন। সেই কথার উত্তরে তিনি লিখিয়াছেন—

“আপন আপন উপাসনার অনুষ্ঠানে ত্রুটি হয় তবে অনুতাপ ও বিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহার যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয় না”। (রাঃ মোঃ রাঃ গ্রন্থাবলি ৩১২ পৃঃ পথ্য প্রঃ—সদাচার ইত্যাদি)

তাৎপর্য্য এই যে, আচার সম্বন্ধে রাম মোহন রায়ের ত্রুটি থাকায় তাঁহারই বিরুদ্ধে ঐ আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহা কৌশলে খণ্ডন পূর্ব্বক স্বীয় ও শিষ্যগণের মান রক্ষা করিয়াছেন। এখনকার কতিপয় ব্রাহ্ম আপন ইচ্ছাতেই যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিতেছেন। ত্যাগ করিয়া সন্ধ্যা গায়ত্রী প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার সনাতন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের শেষ সীমা অতিক্রম করিতেছেন। যে ব্রহ্মজ্ঞানীর জ্ঞানাগ্নি শিখায়, সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মফল ভস্মীভূত হইয়াছে, যাঁহার জীবন্মুক্ত স্বরূপে সর্ব্ব বন্ধনের অতীত হইয়াছেন, যাঁহার অগ্নীন্ধনাদি বিশিষ্ট ক্রিয়াকর্ম্ম না করিলেও ক্ষতি হয় না, তাদৃশ মহাত্মার পক্ষেও শাস্ত্রে অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম্মের শুভ ফল ও কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে।

“অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ” (শাঃ সূ)

অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের মধ্যে সন্ধ্যাবন্দনাদি ভুক্ত। সমুদয়ই নিত্যকর্ম্ম শব্দে উক্ত হয়। ভারতীতীর্থ মুনি কহিয়াছেন যে, ঐ অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম্মের দুই অংশ আছে। এক চিত্ত শুদ্ধি প্রদ, অন্য স্বর্গাদি ফল প্রদ। তন্মধ্যে জ্ঞানোত্তর কালে স্বর্গাদি ফল প্রদ অংশের নাশ হয়। কিন্তু চিত্ত শুদ্ধি জনক অংশ কখনই বিনষ্ট হয় না। তাহা জ্ঞানীর পক্ষে পরম মঙ্গলদায়ক হয়। মহাত্মা রাম মোহন রায় এই সূত্রের এইরূপ তাৎপর্য্য লিখিয়াছেন যে “সাধকের নিত্য কর্ম্মের আবশ্যক নাই এমত নহে। অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্ম অন্তঃকরণ শুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানফলের হেতু হয়। যেহেতু সাধন নিত্য কর্ম্ম দ্বারা সদ্গতি হয় এমত বেদে এবং স্মৃতিতে আছে”।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ব্রাহ্মেরা শাস্ত্রের এমন উপাদেয় উপদেশ তুচ্ছ করিয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় যজ্ঞোপবীত ধারণ ও সন্ধ্যাবন্দনা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতেছেন। আমরা তাঁহাদিগকে অগ্নিহোত্র করিতে বলিতেছি না। কেবল সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার আচরণ ও যজ্ঞোপবীত রক্ষা করিতেই অনুরোধ করি। তাঁহাদের শাস্ত্রার্থ চিন্তাপূর্ব্বক জানিয়া রাখা উচিত যে, শাস্ত্রে, শিখা, সূত্র ও ক্রিয়াত্যাগের যে বিধি আছে সে তাঁহাদের ন্যায় গৃহী ও সংসারাসক্ত ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রতি নহে।—

মহাত্মা রাম মোহন রায় ঈশোপনিষদের ভূমিকায় কহিয়াছেন যে,

“ব্যক্তির কর্ম্ম ত্যাগ প্রায় তিন প্রকার হয়। এক এই যে, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কর্ম্মত্যাগ ক্রমে ক্রমে হইয়া উঠে। দ্বিতীয় নাস্তিক, সুতরাং কর্ম্ম করেনা। তৃতীয় কুৎসিত শাস্ত্র জ্ঞান রহিত যেমন অন্ত্যজ জাতি সকল হয়। তাহারা শাস্ত্রের অজ্ঞানতা প্রযুক্ত কোন কর্ম্ম করেনা। (আমার) বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষা বিবরণে আর ইহার ভূমিকায় কোন স্থলে এমত লেখা নাই যে, নাস্তিকতা করিয়া অথবা শাস্ত্রে অবহেলা করিয়া কর্ম্মত্যাগ করিবেক। যদি কোন ব্যক্তি নাস্তিকতা অথবা শাস্ত্রে বিমুখ হইয়া এবং আলস্য প্রযুক্ত কর্ম্মাদি ত্যাগ করে তবে তাহার নিমিত্তে (আমার কৃত) বেদান্তের ভাষা-বিবরণের অপরাধ সজ্জন ব্যক্তিরা (আমাকে) দিবেন না। যেহেতু তাঁহারা দেখিতেছেন

যে, (আমার ঐ) ভাষ্য বিবরণের পূর্ব্বে এরূপ কর্ম্ম ত্যাগী লোক সকল ছিল "।

রাম মোহন রায়ের এই সকল কথার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানিদিগের ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ঠা উত্তরোত্তর যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়—যতই বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা সংসারাভিমান বিগত হয়, ততই ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের ক্রিয়া নিষ্ঠা আপনা আপনি পরিত্যক্ত হইয়া তাহা জ্ঞান সাধনে বা ভক্তি সাধনে পরিণত হইয়া থাকে। কিন্তু সনাতন আর্য্য কুলোদ্ভব ভদ্রসন্তানেরা পাষণ্ডের ন্যায় নাস্তিকতা অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়া কর্ম্মে দ্বেষ ও অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক, কিম্বা অন্ত্যজ জাতির ন্যায় বেদরূপ অকৃত-শাস্ত্র ও স্মৃত্যাগমাদি রূপ কৃত-শাস্ত্রের জ্ঞানে বিমুখ থাকিয়া, অথবা, অতুরের ন্যায় আলস্য প্রযুক্ত যে, হিন্দু ক্রিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিবেন তাঁহার সেরূপ অভিপ্রায় ছিল না। তিনি প্রাগুক্ত কথাগুলি এইরূপ ভাবে কহিয়াছেন যে, "আমি লোক দিগকে নাস্তিকতাব সহিত-বিদ্বেষভাবে ক্রিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত করি নাই। আমার প্রচারিত কোন গ্রন্থে তাদৃশ উপদেশ নাই। যে সকল গ্রন্থ প্রচারিত হওয়াতেই যে, লোক কর্ম্মত্যাগী হইতেছে তাহা নহে! কেননা ঐ সকল গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বেও ঐরূপ কর্ম্ম ত্যাগী লোক সকল ছিল"।—

যদিও পরিপক্ক ব্রহ্মজ্ঞানী গৃহস্থ গণের পক্ষে, কাম্যকর্ম্ম ও চিত্ত বিক্ষেপকর ক্রিয়াত্যাগ সঙ্গত। কিন্তু তাই বলিয়া যে, তাঁহারা আশ্রম বিহিত সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করিবেন এমন অভিপ্রায় নহে। সন্ধ্যাবন্দনাদি চিত্ত শুদ্ধির কারণ হয়েন" বলিয়া মহাত্মা রাম মোহন রায় কি ব্রহ্মজ্ঞানী কি অন্য সকলের পক্ষে সামান্যতঃ তদনুষ্ঠানের কর্ত্তব্যতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। "কাম্যক্রিয়া" সম্বন্ধে তিনি স্বতন্ত্র অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। সকামী জনের পক্ষে "কাম্যক্রিয়া" ত্যাগ করার দোষ এবং জ্ঞানীর পক্ষে তাহা ত্যাগের সম্পূর্ণ অধিকার প্রতিপাদন করিয়াছেন। ফলে জ্ঞানীর পক্ষে "নিষ্কাম ক্রিয়া" ত্যাগের উপদেশ দেন নাই। দিলে অশাস্ত্রীয় হইত। তিনি "অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়োলিঙ্গাচ্চ" এই শারীরক-সূত্র প্রমাণ লিখিয়াছেন—

"আশ্রম কর্ম্ম রহিত সাধক হইতে আশ্রমকর্ম্ম বিশিষ্ট সাধক জ্ঞানাধিকারে শ্রেষ্ঠ হয়েন যেহেতু শ্রুতি স্মৃতিতে আশ্রমীর প্রশংসা করিয়াছেন" (রাঃ মোঃ রাঃ গ্রন্থাবলি ২৯০ পৃঃ। পথ্যঃ প্রঃ। কর্ম্মের আবশ্যকতা ইত্যাদি)

আশ্রমকর্ম্মের অর্থ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারিপ্রকার শাস্ত্রীয় আশ্রমের মধ্যে কোন এক আশ্রম বিহিত শাস্ত্রীয় কর্ম্ম। রাম মোহন রায়ের তাৎপর্য্য এই যে গৃহী ব্রাহ্মেরা গৃহস্থাশ্রম বিহিত তাবতীয় ক্রিয়া কর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে নিষ্কাম ভাবে করিবেন। এই কথার পরেই তিনি পুনশ্চ কহিয়াছেন—

"এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ। কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমং॥ অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির জন্য কামনা ত্যাগ করিয়া আশ্রম কর্ম্ম করিবেক ইত্যাদি গীতা বচনের বিষয় মুমুক্ষু কর্ম্মীরা হয়েন"। (ঐ অধিকারির সংক্ষেপ বিবরণ)

তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা কর্ম্মফলে আসক্ত এবং ফলাসক্তি চরিতার্থ করিবার জন্য কামনার সহিত ক্রিয়াকলাপ করেন তাঁহারা নিম্নাধিকারী। যাঁহাদের হৃদয়ে বাসনা নাই—কেবল মুক্তি-ইচ্ছা করিয়া চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করেন তাঁহারা তদপেক্ষা উচ্চাধিকারী। তাঁহাদিগকে মুমুক্ষু কর্ম্মী কহে। পূর্ব্বোক্ত নিম্নাধিকারী দিগকে আসক্ত কর্ম্মী কহে। যাঁহারা জ্ঞানারূঢ় অর্থাৎ পরিপক্ক জ্ঞানী বা জীবন্মুক্ত তাঁহারা সর্ব্বোচ্চাধিকারী। তাঁহারা যদি আশ্রমে থাকিয়া শাস্ত্রীয় আশ্রমবিহিত ক্রিয়া-কর্ম্ম করেন ভালই; আর অনাশ্রমী হইয়া যদি নিষ্ক্রিয় হন তাহাতেও দোষ নাই। তাঁহাদের সম্বন্ধে রাম মোহন রায় কহিয়াছেন—

"সমুদয়ের তাৎপর্য্য এই যে, আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহার ফল যে মুক্তি তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত অগ্নীন্ধনাদি বর্ণাশ্রম কর্ম্মের অপেক্ষা নাই, তবে লোক সংগ্রহের নিমিত্ত কোন-কোন জ্ঞানীরা (যেমন বশিষ্ঠ জনকাদি) বর্ণাশ্রম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং লোকানুরোধ না করিয়া কোন কোন জ্ঞানীরা (যেমন শুক জরভরতাদি) বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান করেন নাই তাহাতে ঐ আশ্রমী জ্ঞানী ও অনাশ্রমী জ্ঞানী দুয়ের মধ্যে কাহাকেও পুণ্য ও পাপ স্পর্শ করে নাই"।

এই কথাগুলি এইরূপে বুঝা উচিত। ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে আশ্রমে থাকা না থাকা জ্ঞানীর ইচ্ছা। যদি জ্ঞানী গৃহস্থাশ্রমে থাকেন, তবে তিনি সেই আশ্রম বিহিত শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপ করিবেন। যদি বল কিজন্য করিবেন? তন্নিমিত্ত কহিলেন যে লোক সংগ্রহ নিমিত্ত। "লোক সংগ্রহ" শব্দের অর্থ "লোকস্য উন্মার্গ প্রবৃত্তি নিবারণং" (শাঙ্কর ভাষ্য গীঃ ৩। ২০) অথবা "লোকস্য সংগ্রহঃ স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তনং (স্বামী ঐ)। অর্থাৎ জন সমাজ যাহাতে স্বধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইয়া উন্মার্গগামী না হয় তজ্জন্য জ্ঞানী স্বয়ং নির্লিপ্ত হইয়া আশ্রম-বিহিত ক্রিয়া কর্ম্ম ও আচারানুষ্ঠান পূর্ব্বক তাদৃশ ধর্ম্ম তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করাইবেন। অতএব "লোক সংগ্রহ" শব্দের অর্থ লোকদিগের বুদ্ধিতে সনাতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দেওয়া, কিন্তু "লোক জড় করা" নহে। জ্ঞানোত্তর কালে যদি জ্ঞানী অনাশ্রমী হন, তবে তিনি লোকানুরোধ শূন্য হইয়া সর্ব্ব কর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে পারেন। পুণ্য ও পাপ উভয়ই বন্ধন। কিন্তু আশ্রমী জ্ঞানী উপরি উক্ত পুণ্য ক্রিয়া করায় নির্লিপ্ততা বশতঃ কোন পুণ্যফল তাঁহাকে বন্ধন করে না। আর অনাশ্রমী জ্ঞানী যে ক্রিয়া ত্যাগ করেন তাহাতেও তাঁহাকে কোন পাপস্পর্শ করেনা। কিন্তু রাম মোহন রায় কহিয়াছেন যে "আশ্রম কর্ম্ম রহিত সাধক হইতে আশ্রম-কর্ম্ম বিশিষ্ট সাধক জ্ঞানাধিকারে শ্রেষ্ঠ হয়েন"। সুতরাং হিন্দুকুলোদ্ভব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের পক্ষে হিন্দুসমাজান্তর্গত গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া নিষ্কাম ভাবে শাস্ত্রোক্ত বর্ণাশ্রমাচার পালন পূর্ব্বক আত্মজ্ঞান সাধন করাই কর্ত্তব্য। যদি সর্ব্ব প্রকার মিথ্যা সোপাধিক জ্ঞান হইতে পরিমুক্ত হইয়া তুর্য্যাতীত সন্ন্যাসী হইতে পারেন, তবে বর্ণাশ্রমাচার লঙ্ঘনে হানি হইবেনা। নিতান্তপক্ষেও, যদি বেদ বেদান্ত স্মৃতি তন্ত্র বিহিত শ্রবণ মননাদি দ্বারা আত্মাতে একনিষ্ঠা উপার্জ্জনের প্রতি বিশেষ যত্ন থাকে এবং তদনুকূল শাস্ত্রার্থচিন্তা, শমদমাদির সাধন, জপযজ্ঞাদির আচরণ, প্রণব ও গায়ত্রী প্রভৃতি দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার অনুষ্ঠান থাকে, তাহা হইলেও বা কথঞ্চিৎ বর্ণাশ্রমাচার লঙ্ঘনের পাপ প্রশমিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু আমরা নিতান্ত কুণ্ঠিত হইয়া এরূপ কথা বলিলাম। কেননা শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ও অভিপ্রায় এই যে, তুর্য্যাতীত সন্ন্যাসী ভিন্ন কেহই শাস্ত্রীয় সামাজিক বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিবার অধিকারী নহেন। রাম মোহন রায় ও তাঁহার সমকালীন শিষ্য গণের প্রতি নিন্দাভিপ্রায়ে কেহ কহিয়াছিলেন যে "শিবতুল্যোপি যো যোগী গৃহস্থশ্চ যদাভবেৎ। তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ"। গৃহস্থ যোগী শিবতুল্য জ্ঞানী হইলেও মনেতেও লোকাচার লঙ্ঘন করিবেন না। মহাত্মা রাম মোহন রায় নিম্নস্থ উত্তর দ্বারা উক্ত বিধিকে বিনা তর্কে মস্তক পাতিয়া মানিয়া লইয়াছেন।

"আমরা প্রথম উত্তরের ১৯ পৃষ্ঠার নবম পংক্তিতে এই পরের বচন লিখি যে "বেদোক্তেন বিধানেন আগমোক্তেন বা কলৌ। আচারস্তুঃ সুরেশানি লোকযাত্রাং বিনির্বহেৎ) জ্ঞাননিষ্ঠেরা সকল যুগে বেদোক্ত বিধানে আর কলিযুগে বেদোক্ত অথবা আগমোক্ত বিধানে লোকাচার নির্ব্বাহ করিবেন'। অতএব লোকাচার নির্ব্বাহের বিষয়ে যাঁহারা এই পূর্ব্বোক্ত বচনকে আপন আচার ও ব্যবহার সেতু স্বরূপ জানেন তাঁহাদের প্রতি পরিবাদ পূর্ব্বক "তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ) এ বচনের উপদেশ করা শ্রম ও পৈশুন্য নিমিত্ত হয় কিনা পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন।" (রাঃ মোঃ রাঃ গ্রন্থ লিঃ পথ্যঃ প্রঃ ৩৬৮ পৃঃ। জ্ঞাননিষ্ঠের আচরণ)

রাম মোহন রায়ের কথার তাৎপর্য্য এই যে "আমরা শাস্ত্রানুসারেই আচার ব্যবহার পালনের পক্ষপাতী, এবং যে কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছি, তথাপি আমাদের প্রতি নিন্দাভিপ্রায়ে এরূপ বচন প্রয়োগ অনুচিত"। মহাত্মা রাম মোহন রায়ের ধৃত উপরি উক্ত বচনে, কলিযুগে যে, বেদোক্ত বা আগমোক্ত বিধানে লোকাচার নির্ব্বাহের উপদেশ আছে, তাহার এমন অর্থ নয় যে, বেদ বা আগমের মধ্যে স্বেচ্ছাচার-পোষক যত দৃষ্টান্ত বা সমাজবহির্ভূত আচারী গণের পক্ষে স্বেচ্ছাচারের যত উপদেশ আছে, তাহাই

চতুর্দিকে হিন্দু ধর্ম্মের রক্ষা বিধান করিতে হইবে ।

শ্রী চন্দ্র শেখর বসু ।

শ্রাদ্ধ ।

কালনা সুনীতি সঞ্চারিণী সভার সম্পাদক শ্রীমান্ প্যারীলাল তেবারী জনৈক ব্রাহ্ম মহোদয় কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার সংশয় ভঞ্জনার্থ স্বয়ং তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর ন্যায় লিখিয়াছেন, "জীবাত্মার পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করিলে শ্রাদ্ধাদি দ্বারা কাহার তৃপ্তি সাধিত হয়? ও শ্রাদ্ধ না করিলে প্রত্যবায় কি? । এই প্রশ্নের উত্তরটী বিশদ রূপে লিখিলে পরম প্রীত হই ।"

উত্তর ।

আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস এবং পারলোকগত পিতৃগণের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে আবাহন ও তাঁহাদিগের তৃপ্তি কামনায় দধি, দুগ্ধ, মধু ইত্যাদির বিহিত বিধান রূপ অর্পণের নাম শ্রাদ্ধ ।

সংস্কৃতং ব্যঞ্জনাঢ্যান্নং পয়োদধি ঘৃতং মধু ।
শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ তেন শ্রাদ্ধং নিগদ্যতে ॥
রঘুনন্দন ধৃতবচনম্ ।

জীবের মৃত্যু হইলে নিজ নিজ কর্ম্ম ফলানুরূপ অবস্থা লাভ করিয়া থাকে । শুভ কর্ম্মের দ্বারা দেবত্ব, জঘন্য বৃত্তি-পরতন্ত্রতা নিবন্ধন পিশাচত্ব, ভোগকামনা প্রযুক্ত মর্ত্ত্য দেহ, এই রূপ নানা ক্রিয়ানুসারে নানাবস্থা লাভ করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি মৃত্যু কালে ভক্তি অথবা জ্ঞানাদির প্রভাবে সচেতন হইয়া দেহ ত্যাগ করিতে না পারে, মৃত্যুর ঘোর আক্রমণে তাহার (সূক্ষ্ম দেহীর) কিছুক্ষণ বা কিছু কাল ব্যাপী প্রেতত্ব বা অচেতন অবস্থা রূপ (Unconscious life) মূর্চ্ছা প্রাপ্তি হয় । চৈতন্যকারক মন্ত্রযুক্ত শ্রাদ্ধের কতকগুলি ক্রিয়া তড়িন্ময় সূক্ষ্মদেহের এই মহামূর্চ্ছা ভঙ্গের প্রধান কারণ । কুশ ও অপরাপর শ্রাদ্ধীয় কতক গুলি দ্রব্য ও ইহার সম্পূর্ণ অনুকূল । Howitts নামক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবেত্তাও বলেন যে কতক গুলি প্রস্তর ও উদ্ভিজ্জে আকর্ষণ শক্তি এত অধিক পরিমাণে আছে যে তাহারা উষ্মাময় দেহীগণকে শীঘ্র আকর্ষণ করিয়া থাকে এই জন্য পিতৃগণকে আবাহন কালে দর্ভ তিলোদকাদির সংস্থান করা হয় । যথা —

অস্মৎ কুলে মৃতা যেচ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে ।
আবাহয়িষ্যে তান্ সর্ব্বান্ দর্ভ পৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ
বায়ু পুরাণ ।

শ্রাদ্ধে উৎসর্গীকৃত দ্রব্য সমূহ সুকৃতবান্ ব্রাহ্মণ গণকে দান করিবার বিধি আছে এবং তাঁহাদিগকে ভোজন করাইতেও হয় । পিতৃগণ ব্রাহ্মণ গণকে বিশুদ্ধ সত্ত্ব নির্ব্বাচিত আধার জানিয়া বায়ুবৎ তদনুগামী হয়েন । সূক্ষ্ম দেহে—ত্রাসরেণুময় অলক্ষিত দেহে—দর্পণে প্রতিবিম্ব প্রবেশের ন্যায় ব্রাহ্মণ গণে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া শ্রাদ্ধার্পিত দ্রব্য লাভে তৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকেন; ইহাও আচার্য্য দিগের মত । যথা—

নিমন্ত্রিতান্ হি পিতর উপতিষ্ঠন্তি তান্ দ্বিজান্ ।
বায়ুবচ্চানুগচ্ছন্তি তথা সীনানুপাসতে ॥ মনু ॥

শ্রাদ্ধ কর্ত্তা শুদ্ধাচার, সংযম, নিষ্ঠা, নিবৃত্তি আদির দ্বারা আপনাকে বিশুদ্ধ শক্তি শালী করেন এবং শ্রাদ্ধকালে পুরোহিত যাজ্ঞিক প্রভৃতি ব্রাহ্মণ গণ নিজ নিজ মানসিক সত্ত্বময়ী শক্তি ও সিদ্ধ বেদ মন্ত্রানুগত প্রভাবের বলে মহামূর্চ্ছাপ্রাপ্ত সূক্ষ্ম শরীরগত প্রেতাত্মাকে জাগ্রত করিয়া তোলেন, শ্রাদ্ধ ক্রিয়ার ইহা একটী বিশেষ ফল । মহামূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে জীব নিজ নিজ কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগার্থ বিভিন্ন লোকান্তর্গত অবস্থা বা দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । মরিবা মাত্রই যে জীব অন্য মর্ত্ত্য দেহ ধারণ করে, তাহার নিশ্চয় নাই । কর্ম্মানুসারে বহুদিন হয়ত স্বর্গবাস করিয়া তৎপরে (ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্য লোকে বিশন্তি) মর্ত্ত্য দেহ ধারণ করে । মৃতাত্মা স্বর্গেই থাকুন বা মর্ত্ত্যদেহই ধারণ করুন, শ্রাদ্ধ-কর্ত্তার তাহা চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই । তিনি যে পিণ্ডোদকাদি দান করিবেন, তাহা সেই আত্মার তৃপ্তি কামনায় বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া দিবেন । যে দ্রব্য নিবেদিত হইবে, তাহা মৃতাত্মা যে ভাবে যেখানেই থাকুন না কেন,

বিষ্ণুমহিমায় তদবস্থার অনুকূল ভাবে—গুণে বা শক্তিতত্ত্বে পরিণত হইয়া তাঁহার তৃপ্তি সাধন করিবে। মনে কর তোমার পিতামহ স্বর্গবাসী দেবতা হইয়াছেন। দেবতাগণ সুধাপায়ী। তুমি এখানে তাঁহার তৃপ্ত্যর্থে জল নিবেদন করিলে, তোমার এই শ্রদ্ধা দত্ত জলের দিব্য শক্তি দৈবীশক্তির আশ্চর্য্য মহিমায় অমৃতত্বে পরিণত হইয়া তোমার দেবরূপ পিতামহের তৃপ্তি সাধন করিবে। আবার মনে কর যদি তাঁহার সদ্গতি না হইয়া থাকে, তবে বিশুদ্ধ মন্ত্র শক্তি প্রভাব যুক্ত পিণ্ডাদি দান দ্বারা তাঁহার উদ্ধার কামনা করিতে হয়। যথা—

অস্মৎকুলে মৃতা যেচ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং॥
অরণ্যে বর্ত্মনি বনে ক্ষুধয়া তৃষ্ণয়া হতাঃ।
ভূতপ্রেত পিশাচাশ্চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং॥
অনেক যাতনা সংস্থাঃ প্রেত লোকেচ যেগতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং॥
পশুযোনি গতা যেচ পক্ষি কীট সরীসৃপাঃ।
অথবা বৃক্ষ যোনিস্থা স্তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং॥
যেকেচিৎ প্রেত রূপেণ বর্ত্তন্তে পিতরো মম।
তে সর্ব্বে তৃপ্তি মায়ান্তু পিণ্ড দানেন সর্ব্বদা॥
পিতৃ বংশে মৃতা যেচ মাতৃ বংশে চযে মৃতা।
গুরু শ্বশুর বন্ধূনাং যেচান্যে বান্ধবা মৃতাঃ॥
যে মে কুলে লুপ্ত পিণ্ডাঃ পুত্র দার বিবর্জ্জিতা।
ক্রিয়া লোপ গতা যেচ জাত্যন্ধাঃ পঙ্গবস্তথা॥
বিরূপা আমগর্ভাশ্চ জ্ঞাতাজ্ঞাতা কুলেমম।
তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্ত অক্ষয্য মুপতিষ্ঠতাম্॥
বায়ু পুরাণ।

উপর্য্যুক্ত পিণ্ড দানের শ্লোক গুলি পাঠে শাস্ত্রীয় অভিপ্রায় ইহাই উপলব্ধি হয় যে মৃতাত্মা যে কোন হীনাবস্থাতেই পতিত হউক না কেন, পিণ্ডদাতা তাঁহার কল্যাণ কামনায় ক্রিয়া করিবেন। অতএব পুনর্জন্ম অর্থাৎ মৃতাত্মা কীট পতঙ্গ মনুষ্যাদি দেহ ধারণ করিলেও পিণ্ডোদকাদি দান দ্বারা তাহার অবস্থানুরূপ উপকারই হইয়া থাকে। কেবল মুক্ত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডাদির প্রয়োজন করেনা, এই জন্য যতি যোগী পরমহংসগণ এ বিধানের অধীন নহেন। কিন্তু গৃহস্থ গণ মুক্তি ভাগী হইলেও তাঁহার সন্তানগণ শ্রাদ্ধ. পিণ্ডদানাদি করিবেন। মনে কর শাস্ত্রে লিখিত আছে "কাশ্যাং মরণান্মুক্তিঃ" কাশীতে মৃত্যু হইলেই জীবের মুক্তি হয়। এতদনুসারে কাশীমৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধাদি নিষ্প্রয়োজন. কিন্তু তাঁহার পুত্র কিরূপে জানিবেন যে তিনি কাশীবাস কালে আদৌ পাপ করেন নাই। কেননা কাশী কৃত পাপ অমার্জ্জনীয়, তজ্জন্য মৃতাত্মাকে রুদ্র-পিশাচ মণ্ডলী কর্ত্তৃক ঘোরতর রূপে নির্য্যাতিত হইতে হয়। এই সকল আশঙ্কা পরিহারার্থ কাশীমৃত মুক্তি ভাগী ব্যক্তিরও শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানাদির প্রয়োজন। যে পর্য্যন্ত জীবাত্মা অনন্ত পরমাত্মার স্বরূপত্বে বিলীন না হইয়া যায়, সে পর্য্যন্ত মৃতাত্মা যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন. তাঁহার অমৃতত্ব কামনা করিয়া শ্রদ্ধাসহ পিণ্ডদানাদি কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধাপূর্ণ সংকল্প শক্তির (Will Power) আশ্চর্য্য মহিমা।

যদি মৃতাত্মা ঔর্দ্ধদেহিক উত্তমা গতি লাভ করায় তাঁহার পিণ্ডোদকাদির প্রয়োজন নাও থাকে. তথাচ শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হয় না. কেন না তাহাতে আদি পিতা ব্রহ্মা. বিষ্ণু, শিবাদিও তৃপ্ত হইয়া থাকেন। যথা—

পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
তেষাং ত্রয়ঃ পূজিতাশ্চ ভবিষ্যন্তি তথাগ্নয়ঃ॥
ত্রয়ো লোকাস্ত্রয়ো বেদা স্তথৈবচ যুগত্রয়ং।
পূজিতাশ্চ ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ॥
বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে।

শ্রাদ্ধ না করিলে প্রত্যবায় এই যে, যে গৃহ শ্রাদ্ধ বর্জ্জিত, সে গৃহে বীর জন্ম গ্রহণ করেনা, কেহ আরোগী থাকিতে পারেনা, কেহই দীর্ঘায়ু হয়না ও শ্রেয়ঃ সাধন হওয়াও দুর্ঘট। যথা—

ন তত্র বীরা জায়ন্তে নারোগ্যা ন শতায়ুষঃ।
নচ শ্রেয়োঽধিগচ্ছন্তি যত্র শ্রাদ্ধ বিবর্জ্জিতম্॥
হারীত স্মৃতি।

অতএব নৈব শ্রাদ্ধং বিবর্জ্জয়েৎ॥